দুইটা পক্ষী চঞ্চু ও পক্ষ দ্বারা হত্যাকারী পক্ষীটাকে বধ করিতেছে।

তন্মধ্যে তাহাকে সমাহিত করিয়া প্রস্থান করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঐ দুইটা পক্ষী হত্যাকারী পক্ষীকে ধরিয়া তথায় আনয়ন করিল। সংহারকারী পক্ষী পলাইবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিল এবং ভয়াকুল-হইয়া সাতিশয় চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু ঐ বিহঙ্গমদ্বয় তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া ক্রোধভরে তাহাকে বিনাশ করিল, এবং তাহার উদরবিদীর্ণ করিয়া নাড়ী ভূঁড়ি বাহির করিয়া দিয়া তাহার মৃত শরীরটা তথায় রাখিয়া তথা হইতে উড্ডীয়মান হইল।

রাজনন্দন এই সমস্ত অদ্ভুত কাণ্ড দর্শনে চমৎকৃত হইয়া ঐ নিহত পক্ষীর নিকট গমন করত: তাহার নাড়ী ভূঁড়ি নিরীক্ষণ করিতে করিতে তন্মধ্যে বেদৌরার সেই পরশমণি দেখিতে পাইলেন। ঐ পরশমণি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া তিনি যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, “হে প্রিয়তমা রাজকন্যে! তোমার এই অমূল্য নিধি পাইয়া এমন ভরসা করিতেছি যে শীঘ্রই তোমার সহিত আমার পুনর্মিলন ঘটিবে, যে হেতু এক্ষণে আমার সম্পদের সময় বলিতে হইবে।” পরে যুবরাজ ঐ

মহামূল্য মণি বারম্বার চুম্বন করিয়া যত্নপূর্ব্বক-ফিতায় জড়াইয়া স্বহস্তে বান্ধিয়া রাখিলেন। এবং দুর্ভাবনাপ্রযুক্ত এতাবৎকাল তিনি নিদ্রা যান নাই, সে দিন রাত্রে প্রগাঢ়রূপে নিদ্রা গেলেন। পর দিন প্রাতে উদ্যানপাল তাঁহাকে একটা ফলহীন মহীরুহ সমূলে উৎপাটন করিতে বলিয়া কোন কার্য্য উপলক্ষে অন্যত্র গমন করিলে, কামারলজমান কুঠার দ্বারা ঐ বৃক্ষের মূলচ্ছেদন করিতেং অনুভব করিলেন কুঠারখানা যেন কোন কঠিন বস্তুতে ঠেকিল। তাহাতে তিনি মৃত্তিকা তুলিয়া একটা পিত্তলের পাত্র দেখিতে পাইলেন, পরে তাহা তুলিবামাত্র নীচে সোপানশ্রেণী দৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা নিম্নে নামিয়া দেখিলেন, তন্মধ্যে স্বর্ণ মুদ্রা পরিপূর্ণ পঞ্চাশটা পিত্তলের কলস রহিয়াছে। রাজকুমার তদ্দৃষ্টে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বাহিরে আগমনপূর্ব্বক সোপান-দ্বার পূর্ব্বরূপ ঢাকিয়া রাখিলেন, এবং উদ্যানপালের প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া স্বস্থানে গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। পরে উদ্যানপাল উদ্যানে প্রত্যাগমন করিয়া রাজনন্দনকে কহিল, "অদ্য একটা শুভ সমাচার পাইয়াছি, শ্রবণ কর। আমার এক আত্মীয় লোকের প্রমুখাৎ শুনিলাম, তিন দিবসের মধ্যে এখান হইতে এক খান অর্ণবপোত এবনি উপদ্বীপে যাইবে স্থির হইয়াছে, অতএব জাহাজাধ্যক্ষের নিকটে গিয়া তোমাকে তথায় লইয়া যাইবার কথা বলিয়া আসিলাম, তোমার স্বদেশ গমনের আর কোন চিন্তা নাই।" তখন রাজকুমার কহিলেন, "তুমি যেমন আমাকে এই সুসংবাদ শুনাইয়া যৎপরোনাস্তি তুষ্ট করিলে, আমিও তোমাকে তদ্রূপ কোন মহাসুখদায়ক সংবাদ দিতেছি, অবিলম্বে আমার সঙ্গে আইস।" এই কথা বলিয়া উদ্যানস্থ সুড়ঙ্গের ভিতর যে সমস্ত ধন সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা উদ্যান-পালকে দেখাইয়া কহিলেন, "তুমি যে প্রকার শ্রমপরায়ণ ও সদাচারী তাহাতে পরমেশ্বর তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে পুরস্কার স্বরূপ এই সমস্ত ধন প্রদান করিয়াছেন।" উদ্যানপাল কহিল, "ওহে বাপু! আমি এ ধন গ্রহণ করিব না, পরমেশ্বর এ ধন তোমাকেই দিয়াছেন, ইহাতে আমার কোন অধিকার নাই। তুমি ইহা স্বদেশে লইয়া গিয়া ভোগ কর।" রাজনন্দন উদ্যানপালের সহিত ঐ ধন লইয়া নানা প্রকার তর্কবিতর্ক করিয়া তাহাকেই উহা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু উদ্যানপাল কোন মতেই ঐ অর্থ পরিগ্রহ করিতে সম্মত হইল না। পরে যুবরাজ বারম্বার কহিতে লাগিলেন, যদি তুমি সমস্ত গ্রহণ না কর অন্তত উহার অর্দ্ধাংশের অধিকারী হও, নতুবা ইহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই, যেখানকার ধন সেই খানেই থাকুক।" তখন উদ্যানপাল রাজকুমারের সন্তোষার্থে তাঁহার অনুরোধে ঐ ধনের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিল।

এই প্রকারে ধন বিভাগ হইলে, উদ্যানপাল রাজকুমারকে কহিল, তুমি যে ধন প্রাপ্ত হইলে, তাহা তোমাকে গুপ্তভাবে লইয়া যাইতে হইবে, কেন না পথে নানা প্রকার বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভবনা আছে। অতএব আমার পরামর্শানুসারে তুমি পঞ্চাশটা কলস আনয়নপূর্ব্বক প্রত্যেক কলসের অর্দ্ধাংশ স্বর্ণে পূর্ণ করিয়া তাহার উপরিভাগ জলপাই দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া রাখ। এরূপ করিলে তোমার বিলক্ষণ লাভেরও সম্ভাবনা আছে, কারণ এবনি উপদ্বীপে ঐ ফল জন্মে না সুতরাং তথায় তাহা অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিবে, এবং যৎকালে তুমি জাহাজে উঠিবে, তৎকালে আমি জলপাইর কলস বলিয়া ঐ সমস্ত কলস জাহাজে তুলিয়া দিব। তাহাতে নাবিকগণের অজ্ঞাতসারে তোমার অর্থ তোমার সঙ্গে অনায়াসেই এবনি উপদ্বীপে পঁহুছিবে।"

অনন্তর রাজনন্দন উদ্যানপালের পরামর্শানুসারে পঞ্চাশটা কলস স্বর্ণ ও জলপাই দিয়া পরিপূর্ণ করিলেন, এবং পাছে বেদৌরার পরশমণি পুনর্ব্বার হারাইয়া যায় এই আশঙ্কায় তাহাও একটা কলসের মধ্যে জলপাইর নীচে স্বর্ণের সঙ্গে রাখিয়া সেই কলসে কোন নিদর্শন দিয়া রাখিলেন।

অনন্তর সেই দিবস রাত্রে উদ্যানপাল এরূপ সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িল যে, তাহার আর বাঁচিবার আশা রহিল না। পরে যে দিবস রাজপুত্রের জাহাজে আরোহণ করিবার স্থিরতা হইয়াছিল, সেই দিবস প্রত্যুষে জাহাজাধ্যক্ষ কতিপয় নাবিক সমভিব্যাহারে উদ্যানপালের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলে, যুবরাজ বলিলেন, "আমিই তোমার সঙ্গে গমন করিব, অতএব তোমার নাবিকগণকে আমার জলপাইর পঞ্চাশটা কলস এবং অন্যান্য দ্রব্য গুলি জাহাজে তুলিতে বল, আমি উদ্যানপালের নিকট বিদায় লইয়া শীঘ্র জাহাজে যাইতেছি।"

জাহাজাধ্যক্ষ নাবিকদিগকে যুবরাজের দ্রব্যাদি জাহাজে লইয়া যাইতে অনুমতি দিয়া রাজনন্দনকে বলিয়া গেল, "তুমি আর অধিক বিলম্ব করিও না, আমরা এখনি জাহাজ খুলিয়া দিব।"

কামারলজমান উদ্যান রক্ষকের নিকটে গমন করিবার অব্যবহিত পরেই তাহার মৃত্যু হইল। রাজনন্দন তখন উদ্যানপালের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন না করিয়া জাহাজে যাইতে পারিলেন না। সুতরাং নিয়মিত সময়ের বহির্ভূত হইয়া যাওয়াতে, যুবরাজ ব্যস্তসমস্ত হইয়া নদীতটে গিয়া দেখিলেন, জাহাজ চলিয়া গিয়াছে।

এবনি উপদ্বীপে যাইবার এই সুযোগ বহির্ভূত হওয়াতে রাজকুমার একবারে হতাশ হইয়া আর এক বৎসর কাল সেই নির্ব্বান্ধব স্থানে একাকী থাকিতে হইবে দিবা রাত্র কেবল সেই বিষয়ই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এবং বেদৌরার পরশমণি জলপাইর কলসে রাখিয়া ছিলেন,

অতএব তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হইবার কোন আশা রহিল না ভাবিয়া,তাঁহার যে পরিতাপ উপস্থিত হইল, তাহা বর্ণনাতীত। পরে তিনি নিরুপায় হইয়া উদ্যানে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং উদ্যানাধিকারীর সম্মতি গ্রহণপূর্ব্বক একজন বালককে আপন সহকারী নিযুক্ত করিয়া আর এক বৎসরের জন্য তথায় পূর্ব্বমত কার্য্য করিতে লাগিলেন।

উদ্যানপালের মৃত্যুতে রাজপুত্র কামারলজমান তাহার সমস্ত স্বর্ণ মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া, তৎসমুদায় নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে লইয়া যাইবার নিমিত্ত, পূর্ব্বমত পঞ্চাশটা কলস আনয়নপূর্ব্বক ঐ সমস্ত মুদ্রা তাহার ভিতর পূরিয়া কলসের উপরিভাগ জলপাই দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলেন।

এ দিকে যৎকালে ঐ জাহাজ সুবায়ু যোগে অল্প সময়ের মধ্যে এবনি উপদ্বীপের রাজধানীতে আসিয়া উপনীত হইল, তৎকালে রাজকন্যা বেদৌরা পুরুষ বেশে ঐ উপদ্বীপে নূতন রাজা হইয়া রাজ্য করিতে ছিলেন। তিনি স্বীয় অট্টালিকার উপর হইতে ঐ জাহাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভৃত্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"এ জাহাজ কোন্ দেশ হইতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইল?" ভৃত্যেরা বলিল, "এই অর্ণবযান প্রতি বৎসর এক বার করিয়া পৌত্তলিক দিগের দেশে গিয়া তথাকার উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সামগ্রী এখানে আনয়ন করিয়া থাকে।"

রাজনন্দিনী রাজনন্দনের বিরহে এতাদৃশ কাতরা ও চিন্তিতা ছিলেন যে, তথায় যখন যে জাহাজ আসিত তখনি তাহা দেখিয়া মনে করিতেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণেশ্বর আসিতেছেন,অতএব ঐ জাহাজে রাজপুত্র আসিয়াছেন কি না,তাহা জানিবার নিমিত্ত, তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণ পূর্ব্বক নদীকূলে উপস্থিত হইয়া নাবিকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ জাহাজ কত দিনে ও কোথা হইতে আসিল?ইহাতে কোন্ কোন্ ব্যক্তি ও কি কি দ্রব্য আছে?" তাহাতে নাবিক সমস্ত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিয়া জাহাজে যে সকল সামগ্রী ছিল, একে একে তৎসমুদায় তাঁহাকে দেখাইল। রাজকুমারী জলপাই অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এজন্য জলপাইর সমুদায় কলসী রাজভবনে লইয়া যাইতে অনুমতি করিলেন। অনন্তর তৎসমস্ত রাজবাটীতে আনীত হইলে, নাবিককে তাহার মূল্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে নাবিক উত্তর করিল, "এই সকল সামগ্রী যে ব্যবসায়ীর তিনি এই জাহাজে আসিতে চাহিয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহার আসিতে বিলম্ব হওয়াতে, আমরা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে না পারিয়া জাহাজ খুলিয়া আসিয়াছি, সেই ব্যক্তি অতি দরিদ্র, অতএব আপনি যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহার মূল্য সহস্র মুদ্রা দেন, তাহা হইলে, তাঁহার দুঃখের অনেক লাঘব হইতে পারে।" এই কথা শুনিয়া রাজকন্যা তৎক্ষণাৎ নাবিককে সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়া বিদায় করি-

লেন। অনন্তর রাজনন্দিনী ভৃত্যগণ দ্বারা জলপাই বাহির করাইতে গিয়া প্রত্যেক কলসের অর্দ্ধভাগ জলপাই এবং অর্দ্ধভাগ স্বর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে দেখিয়া, একবারে বিস্ময়াপন্না হইলেন। তৎপরে রাজকুমারী অকস্মাৎ একটা কলস মধ্যে স্বীয় কবচ অবলোকন করিবা-মাত্র একেবারে মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। পরে ভৃত্যগণ তাঁহার মুখে জল সেচন করাতে, তিনি পুনর্ব্বার চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া, বারম্বার ঐ কবচ খানি চুম্বন করিতে করিতে মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "ইহার নিমিত্তই আমার প্রাণপতি যুবরাজকে হারাইয়াছি এবং বোধ হইতেছে ইহা দ্বারাই তাঁহার পুনর্দ্দর্শন শীঘ্র প্রাপ্ত হইব।"

অনন্তর বেদৌরা, রাজকুমারী হায়তন নিফাশকে এই সমস্ত বিবরণ জানাইয়া পর দিন প্রাতঃকালে নাবিককে গিয়া বলিলেন, "তুমি এখনি জাহাজ খুলিয়া দাও, এবং যে ব্যক্তির জলপাই আনীয়াছ তাহাকে ধৃত করিয়া এখানে আনয়ন কর, সে ব্যক্তি আমার নিকটে ঋণগ্রস্ত আছে। যদি আমার আজ্ঞা অবহেলন কর, তাহা হইলে, কেবল যে তোমার জাহাজ ও জাহাজস্থ দ্রব্য সমূহ অবরুদ্ধ হইবে এমত নহে, এই অপ-রাধের জন্য, তোমার প্রাণদণ্ডও হইবে।" নাবিক মহা ভীত হইয়া রাজাজ্ঞানুসারে তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার পৌত্তলিক দিগের দেশে যাইবার নিমিত্ত জাহাজ খুলিয়া দিল, এবং কতিপয় দিবসের মধ্যে তথায় উপনীত হইয়া ছয় জন দাঁড়ি সমভিব্যাহারে রজনীযোগে কামারলজমানের উদ্যানের দ্বারে গিয়া আঘাত করিতে লাগিল। কামারলজমান, স্বীয় প্রেয়সীর চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরিত ছিলেন, সুতরাং আঘাত শব্দ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিবা মাত্র, ছয়-জন কাণ্ডারী তাঁহাকে ধৃত করিয়া জাহাজে আনয়নপূর্ব্বক অবিলম্বে জাহাজ খুলিয়া দিল। রাজনন্দন আপনার প্রতি নাবিকগণের এতাদৃশ ব্যবহার দৃষ্টে একবারে অবাক্ হইয়া থাকিলেন এবং মনে মনে নানা রূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কিছু দিনের পর জাহাজ এবনি উপদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলে, রাজকিশোরী বেদৌরা তৎক্ষাৎ কামারলজমানকে আপনার সম্মুখে আনীতে আজ্ঞা দিলেন। রাজনন্দন যদিও উদ্যানপালের বেশে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তথাপি পতিপ্রাণা বেদৌরা তাঁহাকে দেখিবা মাত্র চিনিতে পারিয়া একবারে আনন্দসাগরে নিমগ্না হইলেন। পরে রাজকন্যা রাজপুত্রের উদ্যানপালের বেশ পরিত্যাগ করাইয়া তাঁহার অবস্থিতির জন্য উত্তম স্থান প্রদান করিতে আজ্ঞা দিলেন।

অনন্তর বেদৌরা, এবনি উপদ্বীপাধিপতির দুহিতাকে এই সমস্ত আনন্দজনক ব্যাপার অবগত করাইয়া, যুবরাজকে রাজসিংহাসন প্রদান করিবার নিমিত্ত, তাঁহার সঙ্গে এইরূপ পরামর্শ করিতে লাগি-

লেন। "রাজপুত্রকে হঠাৎ রাজা করিলে, সভাসদ্‌গণ এবং প্রজা সমূহ অসন্তুষ্ট হইতে পারে, অতএব প্রথমতঃ তাঁহাকে রাজসভাতে একটী উচ্চপদ প্রদান করা কর্ত্তব্য, তৎপরে ক্রমে ক্রমে তাঁহার পদোন্নতি করিয়া দিয়া পরিশেষে তাঁহাকে রাজপদাভিষিক্ত করা যাইবে।" এই পরামর্শ স্থিরীকৃত হইলে; পর দিন প্রত্যূষে বেদৌরা, যুবরাজকে রাজসভায় আনাইয়া সভ্যগণের সমক্ষে তাঁহার যথেষ্ট সমাদর ও প্রশংসা করিলেন। যুবরাজ আপনার প্রতি ছদ্মবেশি-বেদৌরার এরূপ সদ্ব্যবহার দর্শনে মনে মনে অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, কিন্তু তিনি যে কে তাহা কোন মতেই বুঝিতে পারিলেন না।

পরে হঠাৎ রাজকোষাধ্যক্ষের পদ শূন্য হইলে, রাজকুমারী বেদৌরা কামারলজমানকে তৎপদাভিষিক্ত করিলেন। রাজপুত্র ঐ পদ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় কার্য্যদক্ষতা প্রদর্শনপূর্ব্বক সর্ব্বাবস্থ লোকদিগকে সন্তুষ্ট ও বশীভূত করিয়াও এক মুহূর্ত্তের জন্য সুখানুভব করিতে পারিলেন না, কেবল তাঁহার প্রেয়সী বেদৌরার বিচ্ছেদে সর্ব্বদাই ব্যাকুলচিত্ত থাকিতেন এবং তাঁহার চন্দ্রানন স্মরণ করিয়া মনে মনে খেদ করিতেন। এবং রাজকুমারী তাঁহাকে কার্য্য সংক্রান্ত কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহার উত্তর দিতেন। যদিও রাজনন্দিনী প্রাণবল্লভের এরূপ বিমর্ষভাব দৃষ্টি করিয়া অত্যন্ত কষ্ট বোধ করিলেন, তথাপি উভয়ের মঙ্গলার্থ সহসা আত্ম পরিচয় প্রদান করিতে পারিলেন না। পরে ক্রমশঃ বিরহ বেদনা এমনি অসহ্য হইয়া উঠিল যে, এক দিবস তিনি কামারলজমানকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমার সহিত আমার কোন বিশেষ পরামর্শ আছে, অতএব সন্ধ্যাকালে তোমাকে আমার নিকটে আসিতে হইবে।"

রাজপুত্র ঐ দিন সন্ধ্যার সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র বেদৌরা তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া যে গৃহে আপনি শয়ন করিতেন সেই গৃহে বসাইলেন এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। পরে সিন্দুক হইতে পরশমণি বহিষ্কৃত করিয়া তাঁহার হস্তে প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "কিছু দিন গত হইল, আমি এই মহামূল্য প্রস্তর খানি প্রাপ্ত হইয়াছি, তুমি এক জন বিচক্ষণ লোক অতএব ইহার কি গুণ আছে বলিতে পার?" রাজনন্দন দীপের আলোকে ঐ পরশমণি নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া পূর্ব্ব বিবরণ স্মরণপূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "মহারাজ! আমি ইহার গুণের কথা কেবল এই মাত্র বলিতে পারি যে, যে চিত্তহারিণী রাজনন্দিনী, এই পরশমণির অধিকারিণী, তাঁহার বিরহই আমার প্রাণনাশের হেতু হইয়াছে, আমি সেই প্রাণ প্রেয়সীকে হারাইয়া অবধি যে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, তাহা শুনিলে, আপনিও দুঃখিত হইবেন।"

রাজকুমারী এই সমস্ত দুঃখের কথা শুনিয়া কহিলেন, "তুমি ক্ষণকাল এখানে অপেক্ষা কর আমি শীঘ্র আসিতেছি।" ইহা বলিয়া অন্য এক ঘরে গিয়া রাজবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক রমণীবেশ ধারণ করিয়া আপনার পূর্ব্বকার কটিবন্ধ কটিতে পরিধান করিয়া পুনর্ব্বার রাজকুমারের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কামারলজমানও তদ্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া আপন প্রেয়সীকে চিনিতে পারিলেন। তৎপরে রাজকুমারীকে প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে আলিঙ্গন করিয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "প্রিয়ে! এ দ্বীপের রাজার গুণের কথা কি বলিব, তিনি অনুগ্রহ করিয়া তোমাকে আনীয়া দিলেন, অতএব তাঁহার নিকটে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিলাম।" রাজনন্দিনীও পতিকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আনন্দাশ্রু পরিত্যাগ করিতে করিতে কহিলেন, "আর তুমি সে ভূপতিকে দেখিতে পাইবে না, আমিই সেই ভূপতি ছিলাম।" ইহা বলিয়া আপনার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন পুরঃসর রাজকন্যা হায়তন নিফাশের রূপ ও গুণের অনেক প্রশংসা করিয়া যুবরাজকে স্বীয় বিবরণ বলিতে অনুরোধ করিলেন। তখন রাজপুত্র আত্ম বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে এত দিন আত্ম পরিচয় সংগোপন করিয়া আমাকে এতাদৃশ যন্ত্রণা প্রদান করা তোমার উচিত হয় নাই।" তৎশ্রবণে বেদৌরা সেরূপ করিবার প্রকৃত কারণ জ্ঞাপন করিলেন, এবং যুবরাজের সহিত সেই রাত্রি পরমসুখে যাপন করিয়া পরদিন প্রভাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রমণী বেশে আর্ম্মানস্ রাজাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। বৃদ্ধ ভূপতি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবা মাত্র তথায় এক পরম সুন্দরী অপরিচিতা যুবতী এবং রাজকোষাধ্যক্ষকে একত্র উপবিষ্ট দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা কোথায়?" তাহাতে বেদৌরা উত্তর করিলেন, কল্য আমিই রাজা ছিলাম, অদ্য রাজরমণী হইয়াছি। আমিই পূর্ব্ব পুরুষ বেশে আপনাকে প্রতারণা করিয়াছি, অতএব আমাদের বিবরণ শুনিয়া আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আমি চীনদেশীয় রাজকন্যা বেদৌরা, এবং ইনিই বাস্তবিক শাহজমান রাজার পুত্র কামারলজমান যুবরাজ ও আমার প্রাণ প্রিয়তম পতি।" ইহা বলিয়া আপনাদের আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত বৃদ্ধ রাজার নিকট বর্ণন করিলেন। এতৎশ্রবণে রাজা একবারে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন দেখিয়া, বেদৌরা পুনর্ব্বার কহিলেন, "মহারাজ! যদিও আমাদের ধর্ম্মানুসারে পুরুষে দুই বিবাহ করিতে পারেন না, তথাপি প্রথমা স্ত্রীর সম্মতিক্রমে অন্য দার পরিগ্রহ করিলে ধর্ম্মের কোন হানি হয় না, অতএব আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বলিতেছি আপনি রাজপুত্রের সহিত আপনার দুহিতার পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করুন, ইহাতে আমি অত্যন্ত পরিতুষ্টা হইব। এবং আপনার কন্যাই

প্রধানা রাজ্ঞী হইবেন, আমি তাঁহার অধীনা হইয়া থাকিতে স্বীকৃতা আছি। এবং আমি ইতিপূর্ব্বে আপনার কন্যার নিকটে এই বিষয়ের প্রস্তাব করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, তাঁহারও ইহাতে বিলক্ষণ মত আছে।

আর্ম্মানস্ ভূপতি, বেদৌরার প্রমুখাৎ এই কথা শুনিয়া কামারল-জমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন যুবরাজ! তুমি আমার কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছ?" তাহাতে যুবরাজ উত্তর করিলেন, "মহা-রাজ! যদিও জনকের সহিত বহুকাল সাক্ষাৎ না হওয়াতে, আমি তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত আছি, তথাপি আপনার অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য করিতে কোন ক্রমে অসম্মত হইতে পারি না, যেহেতু আপনি এবং আপনার কন্যা উপায় বিহীনা বেদৌরার যথেষ্ট উপকার করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।" বৃদ্ধ রাজা যুবরাজের বাক্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সেই দিবসেই তাঁহাকে রাজসিং-হাসন প্রদানপূর্ব্বক মহাসমারোহ করিয়া তাঁহার সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিলেন। এইরূপে রাজনন্দন দুই রূপবতী যুবতীর পতি হইয়া আপনাকে পরম সুখী বোধ করিলেন, এবং রাজকুমারীদ্বয়ও পূর্ব্বরূপ সদ্ভাবে থাকিয়া রাজকুমারের সম প্রেমপাত্রী হইয়া স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজকন্যাদ্বয় এক সময়েই গর্ভবতী হইয়া এক বৎসরের মধ্যে দুই পুত্র প্রসব করিলেন। নবকুমারদ্বয়ের জন্মোপলক্ষে সর্ব্বত্র নানা-প্রকার আনন্দোৎসব হইল। কামারলজমান বেদৌরার গর্ভজাত প্রথম তনয়ের নাম আমজিয়াদ অর্থাৎ মহানন্দিত এবং হায়াতন নিফাশের গর্ভজাত দ্বিতীয় পুত্রের নাম আসাদ অর্থাৎ অত্যন্ত সুখী রাখিলেন।

রাজপুত্র আমজিয়াদ এবং আসাদের বিবরণ।

ক্রমে রাজকুমারদ্বয়ের বিদ্যাভ্যাসের কাল উপস্থিত হইলে, রাজা কামারলজমান তাঁহাদের শিক্ষার নিমিত্ত বিবিধ বিদ্যায় বিশারদ এক জন শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই রাজপুত্রদ্বয় নানা বিদ্যায় সুনিপুণ হইয়া পরস্পর এতাদৃশ প্রণয়ে আবদ্ধ হইলেন যে, উভয়ে এক প্রাণ হইয়া এক গৃহে অবস্থান একত্র ভোজন ও একত্র শয়ন করিতেন। রাজা তাঁহাদের এতাদৃশ বিচক্ষণতা ও শিষ্টাচারে এমত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহাদিগকে তিনি রাজসভাসদপদে অভিষিক্ত করিলেন, এবং সময়ে সময়ে তাঁহাদের উপর সমস্ত রাজকার্য্যের ভার দিয়া আপনি মৃগয়া করিতে অথবা মহিষীদ্বয়ের সহিত উপবন বিহার করিতে গমন করিতেন।

রাজকুমারদ্বয় সমরূপবান্ থাকাতে রাজ্ঞীদ্বয় তাঁহাদিগকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। বেদৌরা আপন পুত্রাপেক্ষা আসাদকে অতিশয় স্নেহ করিতেন এবং হায়তন নিকাশও আসাদ অপেক্ষা আমজিয়াদকে অধিক যত্ন করিতেন। অনন্তর রাজপুত্রদ্বয় যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাঁহাদের প্রতি রাণীদ্বয়ের স্নেহ ক্রমে অনুরাগরূপে পরিণত হইল। যদিও রাজ্ঞীদ্বয় বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, ঈদৃশ অনুরাগ অসঙ্গত ও অনৈসর্গিক এবং যদিও তাঁহারা ইন্দ্রিয় দমনার্থ বিস্তর চেষ্টা পাইয়া ছিলেন, তথাপি যুবরাজদিগের সহবাসে থাকিয়া তাঁহাদের রূপলাবণ্য দর্শনে এবম্প্রকার মোহিতা হইয়াছিলেন যে, দিবসে ভোজন পান করিতে এবং রজনীতে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না।

পরিশেষে রাজ্ঞীদ্বয় পরস্পরের নিকট তাঁহাদিগের আন্তরিক ভাব ব্যক্ত করিলেন, কিন্তু যুবরাজদিগকে তাহা বলিতে তাঁহাদের সাহস হইল না। পরে তাঁহারা অনেক চিন্তা করিয়া যিনি যাঁহার প্রতি অসক্তা তিনি তাঁহার নিকট পত্র দ্বারা আপন মনোগত ভাব প্রকাশ করিবেন, এই স্থির করিয়া স্বাভিপ্রায় সিদ্ধির সুযোগান্বেষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর এক দিন রাজা কামারলজমান তিন চারি দিবসের জন্য রাজবাটী পরিত্যাগপূর্ব্বক মৃগয়ার্থ গমন করিলে পর, ঐ দুশ্চরিত্রা রাণীদ্বয় আপন আপন কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগ পাইলেন।

ঐ দিবস যুবরাজ আমজিয়াদ রাজার অনুপস্থিতি প্রযুক্ত রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া রাজসভা হইতে প্রাসাদে প্রত্যাগত হইবামাত্র, এক জন নপুংসক হায়তন নিকাশের একখানি পত্র আনীয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করিল। রাজনন্দন ঐ অসঙ্গত লিপি পাঠ করিয়া কম্পিতকলেবর হইয়া "ওরে বিশ্বাসঘাতক! তোর এই কর্ম্ম!" ইহা বলিয়া তৎক্ষণাৎ ক্রোধভরে খোজার মস্তক চ্ছেদন করিলেন। অনন্তর যুবরাজ তাঁহার জননী বেদৌরাকে গিয়া এই সমস্ত ব্যাপার জানাইলেন। তাহাতে বেদৌরা তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া ক্রোধান্বিতা হইয়া বলিলেন, "তুমি কোন্ সাহসে হায়তন নিকাশের বিরুদ্ধে এমন কুকথা বলিতেছ? আমি তাঁহার চরিত্র বিলক্ষণ অবগত আছি।" যুবরাজ এই কথা শুনিয়া মাতার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তোমরা উভয়েই অসচ্চরিত্রা তাহার আর সন্দেহ নাই, কেবল পিতার অনুরোধে এক্ষণে ক্ষান্ত থাকিলাম, নতুবা এখনি বিমাতার প্রাণ দণ্ড করিতাম।"

বেদৌরা যদিও অনুমান করিয়াছিলেন, আসাদ তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার ন্যায় সচ্চরিত্র, এবং তাঁহার নিকটে স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, তিনি কখনই তাহাতে সম্মত হইবেন না, তথাপি আপন মনোগত ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক এক খানি পত্র লিখিয়া তাহা এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের দ্বারা কনিষ্ঠ যুবরাজের সমীপে প্রেরণ করিলেন। আসাদ পত্র পাঠে অত্যন্ত কোপা-

বিষ্ট হইয়া দ্বন্ধার-প্রাণ নষ্ট করিয়া দ্রুত গমনে মাতৃ সন্নিধানে চলিয়া গেলেন। কনিষ্ঠা রাজ্ঞী তাঁহাকে দেখিবামাত্র সমুদায় নিগূঢ় তথ্য বুঝিতে পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "রে কুসন্তান! তুই যাহা বলিতে আসিয়াছিস্ আমি তাহা জানি, তুই দূর হ, আমার সম্মুখে আর আসিস না, আমি তোর মুখাবলোকন করিতে চাহি না।" আসাদ এরূপ তিরস্কার বাক্য শ্রবণে চমৎকৃত হইয়া তাহার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া রাগ সম্বরণপূর্ব্বক আমজিয়াদের নিকটে গিয়া তাঁহাকে পত্রখানি দেখাইলেন। আমজিয়াদও পূর্ব্ব দিনের যে পত্র পাইয়া ছিলেন তাহা পাঠ করিয়া ভ্রাতাকে শুনাইলেন। পরে দুই ভ্রাতা স্ব স্ব জননীর অসদাচরণে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া থাকিলেন। রাজ্ঞীদ্বয় দুই ভ্রাতার সদাচারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া এতাদৃশ কোপান্বিতা হইলেন যে, জননী হইয়া অপত্যস্নেহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রাণ বিনাশের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে সন্তানদিগকে প্রতিফল দিবার নিমিত্ত বিমর্ষভাব ধারণপূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ নয়নে শয়ন করিয়া থাকিলেন। অনন্তর রাজা মৃগয়া হইতে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন, দুই রাণী সজল নয়নে শয়ন করিয়া আছেন। নৃপতি ইহাদের ছলনা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের এরূপ দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে দুশ্চরিত্রা রাজমহিষীদ্বয় কোন উত্তর না করিয়া কেবল রোদন করিতে লাগিলেন। পরে রাজা বারম্বার জিজ্ঞাসা করাতে, বেদৌরা কহিলেন, "মহারাজ! দুঃখের কথা কি বলিব, আমরা আর জীবন ধারণ করিতে চাহি না। আপনার পুত্রদ্বয় আমাদের যৎপরোনাস্তি অপমান করিয়াছে, এমন কি আপনার অনুপস্থিতি সময়ে তাহারা সুযোগ পাইয়া আমাদের সতীত্বধর্ম্ম নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তাহাদের আস্পর্দ্ধার বিষয় আর অধিক কি ব্যক্ত করিব, আমাদের দুঃখ ও পরিতাপ দেখিয়া সমস্তই অনুভব করিতে পারিতেছেন।" ইহা শুনিয়া ভূপতি ক্রোধান্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ যুবরাজদ্বয়কে ডাকাইয়া আনিলেন এবং স্বহস্তেই তাঁহাদিগকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

কিন্তু বৃদ্ধ রাজা আসিয়া রাগান্ধ কামারলজমানকে এই বলিয়া শান্ত করিলেন, "বাপু স্থির হও, আপন সন্তানকে স্বহস্তে বিনাশ করা উচিত নহে, এবং ইহারাই যথার্থ অপরাধী কি না অগ্রে বিচার করিয়া দেখ। পরে উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিও।" কামারলজমান শ্বশুরের বাক্যানুসারে স্বহস্তে পুত্রহত্যা করিতে নিরস্ত হইয়া জনদার নামক এক জন সভাসদ্‌কে ডাকাইয়া আজ্ঞা দিলেন, "তুমি এই কুসন্তানদ্বয়কে নগরের বহির্ভাগে যে কোন স্থানে লইয়া গিয়া ইহাদের শিরশ্ছেদন কর এবং ইহাদের পরিধেয় বস্ত্র আনীয়া আমাকে দেখাও, তাহা হইলে, আমার আজ্ঞা পালন করিয়াছ কি না তাহা সপ্রমাণ হইবে।"

জনদায় দুই ভ্রাতাকে লইয়া লোকালয় হইতে বহু দূর গমন করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল, "যুবরাজদ্বয়! আপনাদিগকে হত্যা করিতে কোন মতেই আমার ইচ্ছা নাই।"

ভ্রাতৃদ্বয় বলিলেন, "তুমি তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবে ইহাতে তোমার অপরাধ কি? তুমিত আমাদের মৃত্যুর কারণ নহ।" অনন্তর আসাদ কহিলেন, "জনদার! আমি আমার প্রিয় ভ্রাতা আমজিয়াদের মৃত্যু দর্শন করিতে পারিব না, অতএব অগ্রে আমাকে বিনাশ কর।"

আমজিয়াদ কহিলেন, "তাহা কি প্রকারে হইতে পারে, আমি জ্যেষ্ঠ, সুতরাং অগ্রে আমারই শিরশ্ছেদন হউক।" জনদার দুই ভ্রাতার আন্তরিক সদ্ভাব দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। পরে নির্দ্ধারিত হইল, উভয়েই একাঘাতে প্রাণত্যাগ করিবেন। জনদার ভ্রাতৃদ্বয়ের অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহাদিগকে মুখমুখী করিয়া এক রজ্জুতে বন্ধন করিল এবং অস্ত্রাঘাত করিবার পূর্ব্বে কহিল, "আপনাদের যদি কিছু বক্তব্য থাকে তাহা এই বেলা বল।" যুবরাজদ্বয় কহিলেন, "আমাদের পিতাকে বলিও যে, আমাদের কোন অপরাধ নাই, তথাপি আমরা বিনা দোষে প্রাণদণ্ড ভোগ করিলাম বলিয়া তাঁহার উপরেও দোষারোপ করিতেছি না, যেহেতু তিনি আমাদের অপরাধ বিষয়ের সত্যাসত্য কিছুই অবগত নহেন।"

জনদার যুবরাজদ্বয়ের এই অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকার করিয়া তাঁহাদের গলদেশে অস্ত্রাঘাত করিতে প্রস্তুত হইবামাত্র, তাহার অশ্ব বন্ধন খুলিয়া এক দিকে ধাবমান হইল। এই ঘটনাপ্রযুক্ত জনদার রাজপুত্রদ্বয়কে হত্যা করিতে ক্ষান্ত হইয়া ভূমিতে করবাল নিক্ষেপপূর্ব্বক ঘোটকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। তুরঙ্গ দৌড়িয়া এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল, এবং তদীয় চীৎকার শব্দে এক নিদ্রিত সিংহের নিদ্রাভঙ্গ হইল। পশুরাজ গাত্রোত্থান করিয়া তুরঙ্গমকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তৎপশ্চাদ্বর্ত্তী জনদারকেই লক্ষ্য করিয়া তাহার প্রতি ধাবমান হইল। জনদার তাহা দেখিয়া অশ্বের মমতা ত্যাগ করিয়া স্বীয় জীবন রক্ষার্থ বৃক্ষ শ্রেণীর অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "পরমেশ্বর বুঝি স্পষ্টরূপে যুবরাজদ্বয়ের নির্দ্দোষতা দেখাইবার নিমিত্ত আমার প্রতি এ প্রকার দণ্ড বিধান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এক্ষণে আমি আত্ম-রক্ষার কোন উপায় দেখিতে পাইতেছি না।" জনদার চলিয়া যাইবার কিঞ্চিৎক্ষণ পরে আমজিয়াদ অত্যন্ত পিপাসাতুর হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "হে ভ্রাতঃ! অনতিদূরে জল আছে, চল গিয়া পান করিয়া আসি।" আসাদ কহিলেন, "দাদা আমরা আর কতক্ষণই বা বাঁচিব, অতএব তৃষ্ণা নিবারণের প্রয়োজন নাই।" আমজিয়াদ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া

আপনার ও ভ্রাতার বন্ধনমুক্ত করিয়া প্রস্রবণ হইতে জল পান করিয়া আপনাদিগের তৃষ্ণা নিবারণ করিবার নিমিত্ত তদভিমুখে গমন করিতেছেন ইত্যবসরে জনদারের বিকট আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন, তাহাতে তাহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত বোধ করিয়া তাহার সাহায্যার্থে হস্তে অসি ধারণ পূর্ব্বক বেগে গমন করিলেন। মৃগেন্দ্র জনদারকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিতেছে এমন সময়ে ভ্রাতৃদ্বয় তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন।

আমজিয়াদ অসম সা॰ পূর্ব্বক সিংহেব সহিত যুদ্ধ কবিতেছেন।

পশুরাজ আমজিয়াদকে অস্ত্রধারী দেখিয়া জনদারকে ত্যাগ করিয়া তাঁহাকেই আক্রমণ করিল। আমজিয়াদ অসম সাহস প্রকাশ পূর্ব্বক সিংহের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া অস্ত্রাঘাতে তাহাকে ব করিলেন। তখন জনদার রাজপুত্র দ্বারা স্বীয় জীবন রক্ষা হই দেখিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক যুবরাজদ্বয়ের পদানত হইয়া বলি লাগিল, "আপনারা আমাকে রক্ষা করিলেন, অতএব আমি আপ নাদের প্রাণ বিনাশ করিতে পারিব না।" রাজনন্দনদ্বয় কহিলেন "প্রভুর আদেশ পালনে কদাচ বিরত হওয়া উচিত নহে, অতএব তু

তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন কর।” জনদার যুবরাজদ্বয়ের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া আপনার পরিধেয় বস্ত্র তাঁহাদিগকে দিয়া তাঁহাদের বস্ত্র আপনি গ্রহণ করিল। তৎপরে তাঁহাদিগকে দূরদেশে গমন করিতে অনুরোধ করিয়া আপনার নিকট যে সমস্ত অর্থ ছিল তৎসমুদায় তাঁহাদিগকে প্রদানপূর্ব্বক তথা হইতে বিদায় হইল।

অনন্তর জনদার যুবরাজদ্বয়কে অজ্ঞাত বাসের পরামর্শ দিয়া এবনি উপদ্বীপের রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া রাজপুত্রদ্বয়কে যে সে বিনাশ করিয়াছে তাহা সপ্রমাণ করণার্থ রাজা কামারলজমানের সমীপে তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্র সমুহ উপস্থিত করিল। ভূপতি জনদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “রাজপুত্রেরা প্রাণদণ্ড গ্রহণ করিবার সময়ে কি বলিয়া ছিল এবং কি ভাবেই বা অস্ত্রাঘাত সহ্য করিল?” জনদার বলিল, “মহারাজ! যুবরাজদ্বয় যে প্রকার স্থির চিত্তে পরমেশ্বরের নাম স্মরণপূর্ব্বক করবালাঘাত গ্রহণ করিলেন তদ্দৃষ্টে চমৎকৃত হইয়াছি। তাঁহারা আরো কহিলেন, আমরা যদিও বিনা অপরাধে প্রাণদণ্ড ভোগ করিতেছি, তথাপি পিতার উপরে কোন দোষারোপ করিতে পারি না, যেহেতু তিনি এবিষয়ের যথার্থ তথ্য অবগত নহেন।” জনদারের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা কামারলজমান অনুতাপিত হইয়া যুবরাজদ্বয়ের গাত্রাচ্ছাদনের মধ্যে হস্ত দিয়া দেখিলেন, তাহাতে দুই রাজ্ঞীর হস্তাক্ষরের দুই খানা লিপি রহিয়াছে এবং ঐ লিপিদ্বয় পাঠ করিয়া সহসা মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে চৈতন্য লাভ হইলে, তিনি যৎপরোনাস্তি শোকাকুল হইয়া কহিলেন, “হায় আমি কি নিষ্ঠুর! পিতা হইয়া নিরপরাধ সন্তানদ্বয়কে বিনষ্ট করিলাম! হা ঘৃণিত পাপীয়সীদ্বয়! তোমাদের এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, আমি কি নির্ব্বোধ যে তোমাদের কুহকে ভুলিয়া গিয়া এক বারে অন্ধ হইয়া ছিলাম, আমি আর তোমাদের মুখ দর্শন করিব না।”

অনন্তর রাজা ধর্ম্মানুরোধে পূর্ব্বকার সত্য ভঙ্গ করিতে অসমর্থ হইয়া রাজ্ঞীদ্বয়কে পৃথক্ গৃহে অবস্থিতি করিতে আজ্ঞা করিলেন, এবং তাহাদিগকে দুশ্চরিত্রা জানিয়া তথায় উপযুক্ত প্রহরী রাখিয়া দিলেন।

এখানে রাজকুমারদ্বয় জনদারের নিকট প্রাণদান পাইয়া ও তাহাকে বিদায় দিয়া অরণ্য মধ্যে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। এবং কত দূর গমন করিলে, লোকালয়ে উপস্থিত হইবেন তাঁহাদের মনে এই চিন্তাই বলবতী হইয়া উঠিল। তাঁহারা দিবসে ফল মূল আহার ও নির্ঝরের বারি পান করিয়া জীবন রক্ষা করিতেন, রজনীতে বন্য জন্তুর ভয়ে এক জন নিদ্রা যাইতেন আর এক জন জাগিয়া থাকিতেন। এই প্রকারে ভ্রমণ করিতে করিতে এক বৃহৎ পর্ব্বতের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বহু কষ্টে ঐ শৈল অতিক্রম করিয়া কতিপয় দিবস পর্য্যটন করিবার পর এক বৃহৎ নগর দেখিতে পাইয়া হৃষ্টচিত্তে আমজিয়াদ বলি-

লেন, ' ভ্রাতঃ ! তুমি এই স্থলে থাক,আমি নগরে প্রবেশ করিয়া এক্ষণে কোন্ দেশে উপস্থিত হইয়াছি তাহা জানিয়া আসি এবং ভক্ষ্যসামগ্রী ক্রয় করিয়া আনি।" আসাদ বলিলেন, "আপনার পরামর্শ অতি উত্তম, কারণ অপরিচিত নগরে একেবারে দুই জনের গমন করা উচিত নহে,যেহেতু এক ভ্রাতা বিপদে পতিত হইলে,অপর ভ্রাতা তাঁহার বিপদুদ্ধারের উপায়ান্বেষণ করিতে পারিবেন। অতএব আমাকেই যাইতে অনুমতি দিউন।" আমজিয়াদ বলিলেন, "আমি তোমাকে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব না।"এইরূপ তর্ক বিতর্কের পর যদিও তাঁহারা পৃথক হইতে অনিচ্ছুক ছিলেন, তথাপি খাদ্যাদি ক্রয় করিবার নিমিত্ত আসাদই নগর মধ্যে গমন করিলেন এবং আমজিয়াদ তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। নগরে প্রবেশ করিবামাত্র আসাদের সহিত এক জন প্রাচীন ব্যক্তির সাক্ষাৎ হই।। বৃদ্ধ আসাদের ভাবভঙ্গি দেখিয়া তাঁহাকে বিদেশীয় জানিতে পারিয়া উত্তম উত্তম খাদ্য সামগ্রী প্রদানের আশা দিয়া তাঁহাকে স্বালয়ে লইয়া গেল। সে আসাদকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় ভবনে উপস্থিত হইয়াই তাঁহাকে একটা বৃহৎ গৃহে প্রবেশ করাইল। যুবরাজ তথায় আর চল্লিশ জন বৃদ্ধকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির চতুষ্পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া অগ্নি অর্চ্চনা করিতে দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। পরে বৃদ্ধ প্রবঞ্চক ঐ চল্লিশ জন প্রাচীন পুরুষকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল, " হে অনলপূজক ধার্ম্মিকগণ ! অদ্য আমাদের কি সুখের দিন, গজবান কোথায়,তাহাকে ডাক।" এই কথা বলিবামাত্র গজবান নামক এক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দ্রুত বেগে তথায় আসিয়া আসাদকে বন্ধন করিল। অনন্তর বৃদ্ধ কহিল, " ইহাকে নীচে লইয়া গিয়া আমার কন্যা বেস্তোমা এবং কাবামাকে গিয়া বল,যেন তাহারা প্রত্যহ ইহাকে বেত্রাঘাত করে এবং কেবল জীবন ধারণার্থ ইহাকে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে এক খানি করিয়া রুটি খাইতে দেয়। পরে যৎকালে নীল সাগরে জাহাজ যাইবে তখন ইহাকে লইয়া দেবতার সন্নিধানে বলিদান করা হইবে।" এই নিষ্ঠুর আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র গজবান্ আসাদকে ভূমধ্যস্থ এক কারাগারে লইয়া গিয়া তাঁহাকে এক মোটা লৌহ শৃঙ্খলে বদ্ধ করিল। ইতি মধ্যে বৃদ্ধ তাহার কন্যাদ্বয়কে ডাকিয়া বলিল, "দুহিতৃদ্বয় ! আমি একজন মুসলমানকে আনিয়াছি, তোমরা প্রত্যহ তাহাকে লগুড়াঘাত করিবে।" বেস্তোমা ও কাবামা মুসলমানদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত,সুতরাং পিত্রাদেশ পাইবামাত্র সন্তুষ্টা হইয়া ভূমধ্যস্থিত ভবনে প্রবেশপূর্ব্বক আসাদকে এতাদৃশ নির্দ্দয়তা সহকারে প্রহার করিতে লাগিল যে,তাঁহার অঙ্গ হইতে রুধির ধারা নির্গত হইতে লাগিল। তাহাতে যুবরাজ মৃত প্রায় হইয়া পড়িলেন। পরে নির্দ্দয় রমণীদ্বয় তাঁহাকে এক খানা রুটি ও কিঞ্চিৎ জল দিয়া চলিয়া গেল।

আসাদ অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত মূচ্ছাপন্ন হইয়া থাকিলেন, পরে চৈতন্য হইলে, আপনার দুরবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিলাপ করিতে লাগিলেন। এবং আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যে এ প্রকার দুর্দ্দশায় পতিত হন নাই, ইহা ভাবিয়া মনকে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা করিলেন।

এখানে রাজনন্দন আমজিয়াদ ভ্রাতার পুনরাগমন প্রতীক্ষায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন। পরে ভ্রাতাকে কোন মতেই প্রত্যাগত হইতে না দেখিয়া একবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন, এবং মহা কষ্টে তথায় রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পর দিন অতি প্রত্যূষেই ভ্রাতার উদ্দেশে নগরে প্রবেশপূর্ব্বক এক ব্যক্তিকে ঐ নগরের নাম জিজ্ঞাসা করাতে সে উত্তর করিল, "এ স্থানের নাম মায়াময় নগর, এখানে অগ্নি-পূজক মায়াবিদ্যাব্যুৎপন্ন বহু লোক বাস করে, মুসলমানের সংখ্যা অত্যল্প। যুবরাজ তাহাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ স্থান হইতে এবনি উপদ্বীপ কত দূর ?" সে কহিল, "সমুদ্রপথে গেলে চারি মাস এবং পদব্রজে যাইতে হইলে এক বৎসর লাগে।"

আমজিয়াদ এবনি দ্বীপ হইতে ছয় সপ্তাহে ঐ স্থানে আসিয়া উপ-স্থিত হইয়া ছিলেন, অতএব এক বৎসরের পথ কি প্রকারে এত স্বল্প সময়ের মধ্যে আসিতে পারিলেন তাহা মনে মনে আন্দোলন করিয়া এই স্থির করিলেন, একমাত্র মায়ার প্রভাবেই বুঝি তাঁহারা এত শীঘ্র এই স্থানে আসিতে সমর্থ হইয়াছেন। অনন্তর মায়াময় নগরে ভ্রমণ করিতে২এক জন দরজিকে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী জানিতে পারিয়া তাহার দোকানের সন্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে নমস্কার করিলেন, এবং তাহার সমীপে উপবেশনপূর্ব্বক আপনার সমস্ত দুঃখের কথা বলিলেন। দরজি কহিল, "বোধ করি তোমার ভ্রাতা কোন কুহকীর হস্তে পতিত হইয়াছেন অতএব তাঁহার আশা একবারে পরিত্যাগ কর, তাঁহাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইবার আর কোন সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে তুমি আপনি যাহাতে তাদৃশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত না হও, তদ্বিষয়ে সাবধান হইয়া আমার পরামর্শানুসারে আমার বাটীতে আসিয়া অবস্থিতি কর।" আমজিয়াদ দরজির বাক্যে সম্মত হইয়া আপনার প্রতি তাহার এই অনুগ্রহের নিমিত্ত তাহাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

আমজিয়াদ এবং মায়াময় নগরের এক কামিনীর বিবরণ।

আমজিয়াদ, দরজির বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন বটে ; কিন্তু কখনই তাহার সঙ্গ ব্যতীত বাহিরে যাইতেন না। এইরূপে এক মাস অতীত হইলে, এক দিন তিনি অবগাহনার্থ বাটীর বাহিরে গিয়াছিলেন, পরে যৎকালে তিনি প্রত্যাগমন করেন সেই সময়ে পথিমধ্যে এক

মনোরমা যুবতী তাঁহাকে দেখিয়া তৎপ্রতি কটাক্ষ শর নিক্ষেপপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথায় যাইতেছ?" তাহার রূপ লাবণ্য দর্শনে যুবরাজ বিমোহিত হইয়া বলিলেন, "সুন্দরি! আমি নিজভবনে গমন করিতেছি, এক্ষণে তুমি অনুমতি করিলে, তোমারই ভবনে গমন করিতে পারি।" তাহাতে কামিনী উত্তর করিল, "এ দেশে এই প্রথা প্রচলিত আছে যে, রমণীগণ পুরুষদিগের বাটীতে গিয়া থাকে, কিন্তু পুরুষেরা রমণীদের ভবনে কখনই গমন করে না।" এই কথা শুনিয়া, যুবরাজ কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, সুতরাং আর কোন জবাব না দিয়া ক্রমাগত চলিতে আরম্ভ করিলেন, সুন্দরীও তাঁহার সঙ্গেং গমন করিতে লাগিল। পরিশেষে আমজিয়াদ এক বৃহৎ ভবন দ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলে, রমণী তৎসমীপবর্ত্তিনী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই বাটী কি তোমার?" তাহাতে রাজনন্দন বলিলেন, "হাঁ।" এই কথায় যুবতী সেই বাটী তাঁহার বিবেচনা করিয়া তন্মধ্যে তাঁহাকে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিল। যুবরাজ কহিলেন, "আমার ভৃত্য দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া খাদ্য দ্রব্য আহরণ করিতে গিয়াছে, তাহার আসিতে বিলম্ব হইবে।" ইহা শুনিয়া যুবতী তৎক্ষণাৎ এক খান প্রস্তর দ্বারা তালা ভাঙ্গিয়া ফেলিল, কিছুতেই যুবরাজের নিবারণ শুনিল না। আমজিয়াদ ঐ বাটীতে প্রবেশ করিতে সম্মত ছিলেন না, কিন্তু কামিনী বলপূর্ব্বক তাঁহাকে অট্টালিকার মধ্যে লইয়া গেল। এবং ভিতরে প্রবেশ করণানন্তর নানাবিধ খাদ্যসামগ্রীতে এক মেজ সজ্জিত রহিয়াছে দেখিয়া ঐ যুবতী আমজিয়াদকে লইয়া তৎসঙ্গে আহার করিতে বসিল, এবং এক পাত্রে মদ্য ঢালিয়া পানারম্ভ করিল। আমজিয়াদ কামিনীর অনুরোধে ভোজনারম্ভ করিলেন বটে; কিন্তু অপরের ভবনে অনধিকার প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার প্রস্তুত খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিতেছেন মনে মনে ইহা চিন্তা করিয়া মহা বিপদ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। এইরূপে যুবক যুবতী একত্র ভোজন করিতেছে, এমন সময়ে, ঐ বাটীর স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইয়া কবাটের অন্তরাল হইতে এই অদ্ভুত ব্যাপার দৃষ্টি করিয়া চমৎকৃত হইল। ঐ ব্যক্তির নাম বাহাদুর। সে ঐ মায়াময় নগরাধিপের অশ্বাধ্যক্ষ। সে অপর এক বাটীতে বাস করিত, কিন্তু বন্ধু বান্ধবগণকে ভোজন করাইবার প্রয়োজন হইলে, ঐ বাটীতে খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করাইয়া তথায় তাহাদিগকে আহ্বান করিত। সে যখন উঁকি মারিয়া দেখিতেছিল তখন তাহার প্রতি যুবরাজের দৃষ্টি পড়িল। তাহাতে তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, কিন্তু বাহাদুর সহসা কিছু না বলিয়া ইঙ্গিত দ্বারা রাজকুমারকে নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিল, "ঐ স্ত্রীলোকটি কে? এবং তোমরা কেনই বা তালা ভাঙ্গিয়া এই বাটীতে প্রবেশ করিয়াছ? তাহাতে যুবরাজ মহা ভীত

হইয়া কামিনী-বিষয়ক সমস্ত কথা অবিকল ব্যক্ত করিয়া পরিশেষে আদ্যোপান্ত আত্ম বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন। বাহাদুর স্বভাবতঃ অপরিচিত লোকের সহিত আলাপ করিতে ভাল বাসিত, সুতরাং আমজিয়াদের যথার্থ পরিচয় পাইয়া হৃষ্টচিত্তে কহিল, "তোমার কোন চিন্তা নাই, তুমি রমণীর নিকটে গিয়া উপবেশনপূর্ব্বক পূর্ব্বমত আমোদ প্রমোদ কর, আমি অন্য কোন কারণ উল্লেখ করিয়া আমার নিমন্ত্রিত বন্ধুগণকে এস্থানে আসিতে নিবারণ করিয়া দাস বেশে তোমার সমীপে আসিব। তাহাতে তুমি আমার বিলম্বের নিমিত্ত আমাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিবে, এমন কি প্রহার করিতেও অন্যথা করিবে না।" এই কথা শুনিয়া রাজকুমার কামিনীর নিকটে পুনর্ব্বার উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "দেখ মদীয় দাসের প্রতি আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছি, সে আসিলেই তাহাকে সমুচিত দণ্ড দিব।"

কিয়ৎক্ষণ পরে, বাহাদুর পরিচারকের বেশে তথায় আসিলে, যুবরাজ কৃত্রিম কোপ প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, "তুই এত ক্ষণ কি করিতেছিলি? তোর আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন?" ইহা বলিয়া তাহাকে দুই তিন ঘা বেত্রাঘাত করিলেন, কিন্তু ঐ কামিনী তাঁহার হস্ত হইতে বেত্র গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে এমত নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল যে, তাহাতে তাহার নয়ন হইতে অনর্গল বারি ধারা নির্গত হইতে লাগিল। আমজিয়াদ ইহাতে অত্যন্ত অনুতাপিত হইয়া নির্দ্দয়া রমণীর হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক বেত্র কাড়িয়া লইলেন। পরে তাঁহারা রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন, বাহাদুর ভৃত্য ভাবে তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিল। তৎপরে আমজিয়াদ বাহাদুরকে শয়ন করিতে অনুমতি করাতে সে অপর এক গৃহে গিয়া নিদ্রাগত হইল। বাহাদুর চলিয়া যাইবার কিয়ৎক্ষণ পরে ঐ গৃহ মধ্যে এক খান খড়্গ দেখিতে পাইয়া সেই রমণী তাহা গ্রহণপূর্ব্বক যে কুঠরীতে বাহাদুর নিদ্রিত ছিল, তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যতা হইল। তখন আমজিয়াদ বাহাদুরের জীবন রক্ষার অন্য উপায় না দেখিয়া, নিষ্ঠুরা নারীর হস্ত হইতে খড়্গ কাড়িয়া লইয়া, তৎক্ষণাৎ তাহারই শিরশ্ছেদ করিলেন। ঐ পাপীয়সীর কাটা মুণ্ড বাহাদুরের বক্ষঃস্থলে পতিত হওয়াতে, সে তৎক্ষণাৎ জাগরিত হইয়া উঠিল। বাহাদুর ঐ যুবতীর ছিন্ন মুণ্ড ও যুবরাজের হস্তে খড়্গ দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তখন যুবরাজ তাহাকে সমস্ত বিবরণ কহিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া বাহাদুর স্বীয় প্রাণরক্ষক রাজকুমারের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিল, এবং ঐ নিষ্ঠুরা কামিনীর মৃত দেহ সমুদ্রে নিক্ষেপ করণার্থ তাহাকে এক থলিয়ার মধ্যে পুরিয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিয়া গেল। পথে যাইতে যাইতে প্রহরী কর্ত্তৃক ধৃত

হইয়া বিচারালয়ে নীত হইলে, বিচারকর্ত্তা নারীহত্যাপরাধের নিমিত্ত বাহাদুরকে ফাঁসি দিতে আজ্ঞা দিলেন।

আমজিয়াদ বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বাহাদুরের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে ফিরিয়া আইল না দেখিয়া, নানা প্রকার ভাবিতে লাগিলেন। পরে অকস্মাৎ তাহার প্রাণদণ্ডের ঘোষণা শ্রবণ করিয়া একেবারে বিষাদসাগরে মগ্ন হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "সেই পাপীয়সীকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত যদি কাহারও প্রাণদণ্ড হয়, তবে বাহাদুরের পরিবর্ত্তে আমারই প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত, কারণ আমিই তাহাকে হত্যা করিয়াছি।" এই সিদ্ধান্ত করিয়া যুবরাজ দ্রুতগতি বধ্যস্থানে উপস্থিত হইয়া বিচারককে করপুটে বলিলেন, "হে বিচারপতে! বাহাদুরের কোন অপরাধ নাই, আমিই ঐ পাপিষ্ঠাকে হত্যা করিয়াছি, অতএব বাহাদুরের পরিবর্ত্তে আমারই প্রাণদণ্ড করুন।" ইহা বলিয়া ঐ স্ত্রীলোকটীর সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিলেন। বিচারপতি তাহা শ্রবণ করিয়া আমজিয়াদকে রাজার নিকটে লইয়া গেলে, যুবরাজ ভূপতির সমীপে সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া আপনার ও বাহাদুরের কোন অপরাধ নাই ইহা সপ্রমাণ করিলেন, পরে আত্মপরিচয় ও নিজ ভ্রাতার সমস্ত কথা বলিলেন।

ভূপতি, যুবরাজের যথার্থ পরিচয় শ্রবণে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া তাঁহাকে ও বাহাদুরকে প্রাণদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি দিলেন, এবং বাহাদুরের সদ্ব্যবহারে তুষ্ট হইয়া তাহাকে তৎপদস্থ রাখিলেন। পরে যুবরাজকে আপনার প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রদান করিলেন। আমজিয়াদ রাজমন্ত্রী হইয়া স্বীয় ভ্রাতা আসাদের উদ্দেশার্থ নগরে এই ঘোষণা করাইলেন, "যে ব্যক্তি রাজপুত্র আসাদকে তাঁহার নিকটে আনীয়া দিবে, অথবা তাঁহার কোন সমাচার বলিতে পারিবে, তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কার দেওয়া যাইবে।" আমজিয়াদ এইরূপে বিস্তর চেষ্টা করিয়াও কোনমতে আসাদের উদ্দেশ পাইলেন না।

আসাদের বৃত্তান্ত।

আসাদকে এপর্য্যন্ত সেইরূপ কারারুদ্ধ ও লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া সেই প্রবঞ্চক প্রাচীনের দুহিতৃদ্বয় বেস্তোমা ও কাবামা এমত নির্দ্দয়তা প্রকাশপূর্ব্বক বেত্রাঘাত করিতেছিল যে, তাহাতে যুবরাজের আর কষ্টের সীমা ছিল না। অনন্তর অগ্নিপূজকগণের মহোৎসবের দিন সমাগত হইলে, তাহারা নীলসমুদ্র দিয়া আগ্নেয় গিরিতে যাত্রা করিবার নিমিত্ত, বহরাম নামক এক ব্যক্তিকে জাহাজের অধ্যক্ষতাকার্য্যের ভারার্পণ করিল। বহরাম যখন ঐ জাহাজে বাণিজ্য দ্রব্যাদি তুলিয়া লইল, তখন অপরাপর দ্রব্যে অর্দ্ধপূরিত এক সিন্দুকের মধ্যে আসাদ-

কেও প্রহরণ করাইল। আসাদ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জীবিত থাকিতে পারে তদভিপ্রায়ে ঐ সিন্দুকের মধ্যে গুটিকত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র ছিল। ইতিপূর্ব্বে আমজিয়াদ শুনিয়াছিলেন, অগ্নিপূজকগণ প্রতি বৎসর এক এক জন মুসলমানকে আগ্নেয় পর্ব্বতে লইয়া গিয়া তথায় তাহাকে বলিদান দিয়া থাকে, অতএব তাঁহার ভ্রাতা আসাদ ঐ প্রবঞ্চকগণের হস্তে পড়িয়া থাকিবেন, এই আশঙ্কা করিয়া তিনি স্বয়ং কতকগুলি লোক সমভিব্যাহারে লইয়া ঐ জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক বিশিষ্ট-রূপে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু অগ্নিপূজকেরা আসাদকে এমত ভাবে লুকাইয়া রাখিয়াছিল যে, কোন মতেই তাঁহার উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

আসাদ, জীবনাশায় হতাশ হইয়া, পাছে সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়, এই আশঙ্কায়,বহরাম জাহাজ খুলিয়া কিয়দ্দূর গমনের পর তাহাকে সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া পূর্ব্বমত লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখিল। তদনন্তর দুই তিন দিবসের পর বায়ু প্রতিকূল হওয়াতে এরূপ তুফান আরম্ভ হইল যে,তদ্দ্বারা জাহাজ মহাবেগে মার্জ্জিনা নাম্নী রাজ্ঞীর রাজধানীর সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ রাজ্যেশ্বরী মহম্মদীয়ধর্ম্মে অত্যন্ত অনুরক্তা ছিলেন এবং অগ্নিপূজকগণের প্রতি অতিশয় দ্বেষ করিতেন। সুতরাং জাহাজস্থ সকলেই অত্যন্ত চিন্তাকুল হইল, কিন্তু তখন ঐ রাজধানীর বন্দর ব্যতীত আশ্রয় লইবার আর স্থান ছিল না দেখিয়া, বহরাম মহা বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া নাবিকগণকে উচ্চৈঃস্বরে বলিল "এক্ষণে আমরা মহা বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছি সমুদ্রে থাকিলে জলে ডুবিয়া মরিতে হইবে, এবং মার্জ্জিনা রাণীর রাজধানীতে জাহাজ লাগাইলেও নিস্তার নাই, রাজ্ঞী জাহাজ আক্রমণপূর্ব্বক আমাদিগকে সংহার করিবেন। অতএব আমি এক উপায় স্থির করিয়াছি। আমাদের অর্ণবপোতে যে মুসলমানটি আছে তাহার বন্ধন মুক্ত কর ও তাহাকে ক্রীত দাসের বেশ ধারণ করাইয়া রাখ, পরে জাহাজ বন্দরে লাগিলে, যখন রাজ্ঞী আমাকে ডাকাইয়া আমি কি ব্যবসায় করি, জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন বলিব আমি দাস দাসী ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকি, সম্প্রতি সকল দাস দাসীই বিক্রীত হইয়াগিয়াছে কেবল এক জন দাস লিখিতে ও পড়িতে পারে বলিয়া তাহাকে বিক্রয় না করিয়া জাহাজের সরকারের কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছি। ইহা শুনিয়া রাণী ঐ ব্যক্তিকে দেখিতে ইচ্ছা করিবেন এবং তাহাকে সুশ্রী ও স্বধর্ম্মাবলম্বী দেখিয়া তৎপ্রতি অনুকূল হইয়া তাহাকে ক্রয় করিতে চাহিবেন। দাস ক্রয়ের কথা উত্থাপিত হইলে, তিনি আমাদিগকে বন্দরে থাকিতে দিবেন। ইতিমধ্যে সুবাতাস উঠিলেই, আমরা জাহাজ খুলিয়া পলাইব। ইহা ব্যতীত আর কোন সদুপায় নাই।" নাবিকগণ বলিল, "ইহা উৎকৃষ্ট পরামর্শ।" পরে

তাহারা আমাদের বন্ধন খুলিয়া দিয়া তাঁহাকে দাসের পরিচ্ছদ পরিধান করাইল, ইত্যবসরে জাহাজ বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

জাহাজ তটে লাগিলে মার্জ্জিনা রাজ্ঞী প্রধান নাবিককে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। বহরাম রাণীর আদেশানুসারে আসাদকে সমভিব্যাহারে লইয়া রাজপ্রাসাদে গিয়া রাজ্ঞীর সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া, পূর্ব্বে যেরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া রাখিয়াছিল তদনুসারে সমস্ত নিবেদন করিল। রাজ্ঞী আসাদের অলৌকিক রূপ ও সুন্দর গঠন দর্শনে একবারে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?" আসাদ অশ্রুপূর্ণনয়নে নিবেদন করিলেন, "হে রাজ্ঞি! আমার কোন্ নাম জিজ্ঞাসা করিতেছেন?" রাজ্ঞী বলিলেন,"তোমার দুটী নাম আছে না কি?" আসাদ বলিলেন,"আজ্ঞা হাঁ, আমার পূর্ব্বকার নাম আসাদ অর্থাৎ (মহা সুখী) কিন্তু এক্ষণে আমার নাম মাতার অর্থাৎ(বলিদান যোগ্য।)" রাজ্ঞী যদিও এই কথার কোন অর্থ বুঝিতে পারিলেন না,তথাপি তাঁহাকে ক্রয় করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন। তাহাতে বহরাম বলিল,' এই দাস ব্যতীত আমার আর কোন দাস নাই, অতএব ইহাকে বিক্রয় করিতে পারিব না।" মার্জ্জিনা বহরামের এইরূপ মর্ম্ম বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে আসাদকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "তুমি এই রাজধানী হইতে এখনি চলিয়া যাও, নতুবা তোমার সমস্ত দ্রব্য কাড়িয়া লইয়া জাহাজ দগ্ধ করিয়া দিব।" বহরাম ইহা শুনিয়া বাঙ্ নিষ্পত্তি না হইতে হইতেই জাহাজ খুলিয়া দিল।

বহরাম তথা হইতে প্রস্থান করিবার পর, মার্জ্জিনা নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্য আনয়নপূর্ব্বক যুবরাজ আসাদের সঙ্গে ভোজন করিতে উপবেশন করিলেন, এবং তাঁহাকে বলিলেন, "আসাদ! তুমি আমাকে আত্মপরিচয় প্রদান কর, তোমার আকার প্রকার দেখিয়া এবং দাসব্যবসায়ীর সাহঙ্কার কথা শুনিয়া আমার অনুমান হইতেছে যে তুমি একজন সামান্য লোক নহ।" তখন আসাদ্ আপনার প্রকৃত বিবরণ ব্যক্ত করিলেন, এবং প্রতারকগণ কর্ত্তৃক যে সমস্ত কষ্ট পাইয়া ছিলেন, রোদন করিতে করিতে তৎসমুদায় জানাইলেন। আসাদের শোচনীয় বিবরণ শ্রবণে রাজ্ঞী মহা ক্রোধান্বিতা হইয়া বলিলেন, "পূর্ব্বে অনলপূজকগণের প্রতি আমার যেরূপ বিজাতীয় দ্বেষ ছিল, সময় ক্রমে তাহার অনেক হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে তোমার প্রতি তাহাদের অত্যাচারের বিবরণ শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার আমার দ্বেষভাব সহস্র গুণে প্রবল হইয়া উঠিল; অতএব আমার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা রহিল অদ্যাবধি তাহাদের প্রতি আর কখন দয়া প্রদর্শন করিব না।" ইহা বলিয়া আসাদের সহিত ভোজন করিতে লাগিলেন।

যুবরাজ ভোজনান্তে রাজ্ঞীর অজ্ঞাতসারে নীচে নামিয়া আসিলেন, এবং সম্মুখস্থ উদ্যানে প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে মনোহর ও নির্ম্মলবারি পূর্ণ এক সরোবর দৃষ্টি করিয়া তাহার তীরস্থ তৃণোপরি বিশ্রামার্থ উপবিষ্ট হইলেন। কিঞ্চিৎক্ষণ পরে তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হওয়াতে তথায় তিনি শয়ন করিয়া থাকিলেন।

এখানে বহরাম জাহাজ খুলিবার সময় পানীয় জল নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে দেখিয়া নাবিকগণকে বলিল, "তোমরা কতকগুলি পিপা লইয়া রাজ বাটীর উদ্যানে যে সরোবর আছে, তাহা হইতে বারি আনয়ন কর।" বহরামের আজ্ঞানুসারে নাবিকগণ উদ্যানস্থ সরোবর হইতে বারি আনীতে গিয়া নিদ্রাগত আমাদকে দেখিতে পাইল। তাহাতে তাহারা দুই দল হইয়া, এক দল জল ও অপর দল আমাদকে ধরাধরি করিয়া লইয়া জাহাজে উঠিল। বহরাম আমাদকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল, এবং তৎক্ষণাৎ জাহাজ খুলিয়া দিয়া আগ্নেয় পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করিল।

মার্জ্জিনা রাজ বাটীর মধ্যে আমাদকে দেখিতে না পাইয়া সাতিশয় উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া তাঁহার অনুসন্ধান করণার্থ স্বয়ং আলোক লইয়া দাসীগণ সমভিব্যাহারে উদ্যানে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তথায় আমাদের পাদুকা পড়িয়া রহিয়াছে এবং সরোবরের ঘাটে জল লইয়া যাইবারও চিহ্ন আছে। অতএব বহরামের উপরে সন্দেহ করিয়া, সে জাহাজ খুলিয়া গিয়াছে কি না তদ্দণ্ডেই তাহা জানিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। পরে তাহারা আসিয়া বলিল, "বহরাম সন্ধ্যার পূর্ব্বে সরোবর হইতে জল লইয়া পাইল ভরে যাত্রা করিয়াছে।" ইহাতে রাণী নিশ্চয় বুঝিতে পারিলেন, সেই দুরাত্মাই যুবরাজকে হরণ করিয়াছে।

অনন্তর তাঁহার যে যুদ্ধ জাহাজ বন্দরে প্রস্তুত ছিল, তিনি অবিলম্বে তাহাতে আরোহণপূর্ব্বক তদধ্যক্ষকে বলিলেন, "সন্ধ্যাকালে এখান হইতে যে জাহাজ চলিয়া গিয়াছে, তাহা ধরিতে চেষ্টা কর, ধরিতে পারিলে সেই জাহাজস্থ সমস্ত দ্রব্যাদি তুমি পুরস্কার পাইবে।" প্রধান নাবিক এই আজ্ঞা পাইবামাত্র আগ্রহাতিশয় সহকারে ক্রমাগত জাহাজ চালাইয়া তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে সেই জাহাজ দেখিতে পাইল। বহরাম মার্জ্জিনা রাণীর জাহাজ সমীপস্থ দেখিয়া আমাদকে শৃঙ্খল মুক্ত করিয়া সম্মুখে আনয়নপূর্ব্বক বলিল, "তুই আমাদের সমস্ত বিপদের মূল কারণ।" ইহা বলিয়া তাঁহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। যুবরাজ উত্তমরূপে সন্তরণ দিতে পারিতেন, অতএব নিরাপদে তটে উঠিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষার জন্য পরমেশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক কেবলমাত্র ফলমূল আহার করিয়া নানা দেশ ভ্রমণ করত পরিশেষে যে মায়াময় নগরে মহা ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন এবং যথায় তাঁহার ভ্রাতা আমজাদ

স্যর রাজমন্ত্রিগণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই নগরে গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন তৎকালে রাত্রি অধিক হওয়াতে তিনি নগরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া তন্নিকটস্থ এক সমাধিস্থলে শয়ন করিয়া রহিলেন। এখানে মহারাণীর অর্ণবপোত বহরামের জাহাজ বেষ্টন করিলে, বহরাম নিরুপায় হইয়া নিজ অধীনতা স্বীকার করিল। তখন রাণী তাহার অর্ণবপোতে আরূঢ় হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সেই ক্রীতদাস সরকার কই, এবং তাহাকে তুমি কি সাহসেই বা আমার উদ্যান হইতে আনয়ন করিয়াছ?" বহরাম উত্তর করিল, "হে পূজনীয়া রাজ্ঞি! আমি আপনকার নিকট শপথপূর্ব্বক বলিতেছি, সে এ জাহাজে নাই।" এই কথা শ্রবণ করিয়া মার্জ্জিনা তৎক্ষণাৎ সেই জাহাজ মধ্যে আমাদের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া, সক্রোধে বহরামের জাহাজস্থ সমুদায় দ্রব্য বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া অবশেষে তাহাকে ও তাহার সমভিব্যাহারী দিগকে এক খান ক্ষুদ্র তরীতে আরোহণ করাইয়া কূলে নামাইয়া দিলেন।

বহরাম এবং তাহার সঙ্গিগণ কূলে উঠিয়া পদব্রজে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিল, এবং যে রজনীতে যুবরাজ মায়াময় নগরের প্রান্তভাগে এক গোরস্থানে নিদ্রা যাইতেছিলেন, সেই দিবসে তাঁহার গ্রহ বৈগুণ্য বশতঃ তাহারাও কলরব করিতে করিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ কলরবে যুবরাজের নিদ্রা ভঙ্গ হওয়াতে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে?" বহরাম তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে চিনিতে পারিল এবং তাঁহাকে ধৃত করিয়া রজনীর শেষ ভাগে নগরে প্রবেশপূর্ব্বক সেই প্রাচীন প্রবঞ্চকের ভবনে গিয়া উপস্থিত হইল।

যুবরাজ পুনর্ব্বার ঐ প্রাচীনের কারাগারে নীত হইয়া অত্যন্ত ভয় পাইলেন এবং পূর্ব্বমত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে নিশ্চয় জানিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে বৃদ্ধের দুহিতা বেস্তোমা তথায় আসিয়া তাঁহাকে অভয় দান করিয়া বলিল, "মহাশয়! আমি পূর্ব্বে আপনাকে বিস্তর কষ্ট দিয়াছি, অতএব তন্নিমিত্ত একণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ইতি পূর্ব্বে আমি আমার পিতার আজ্ঞা পালন করিতাম, কিন্তু একণে তাঁহার যৎপরোনাস্তি নিষ্ঠুরতা ও দুষ্টাচার দেখিয়া তাঁহার প্রতি আমার অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। একণে আপনার আর কোন ভয় নাই, আপনার দুঃসময় শেষ হইয়া গিয়াছে। একণে আমি মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, অতএব আপনার প্রতি আমার আর বিদ্বেষ ভাব নাই। সম্প্রতি আমি নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমিও শীঘ্র এই স্থান হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর।" যুবরাজ বেস্তোমার এইরূপ সকরুণ বাক্য শুনিয়া চমৎকৃত ও আনন্দিত হইয়া পরমেশ্বরের অনেক গুণকীর্ত্তন করি-

লেন, এবং ঐ যুবতীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাহার নিকটে আত্ম বিবরণ ব্যক্ত করিলেন।

অনন্তর যুবরাজ বেস্তোমাকে বলিলেন, "তোমার ভগিনী আসিয়া আমার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিতে পারে, অতএব তাহার নিকট হইতে কি প্রকারে পরিত্রাণ পাইব?" বেস্তোমা বলিল, "তোমাকে সে চিন্তা করিতে হইবে না।" পরে এক দিবস বেস্তোমা দ্বারে দাঁড়াইয়া ছিল, ইতি মধ্যে দেখিতে পাইল, রাজমন্ত্রী আমজিয়াদ অমাত্যগণ সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন, এবং এক ব্যক্তি তাহাদের অগ্রে অগ্রে এই ঘোষণা করিতে করিতে গমন করিতেছে "এক বৎসর গত হইল, মহামান্য গৌরবান্বিত প্রধান মন্ত্রীর ভ্রাতা নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। মন্ত্রী আপনি তাঁহার তত্ত্ব লইতে আগমন করিয়াছেন। রাজনন্দন যুবাপুরুষ তাঁহার অবয়ব এই এই প্রকার, যদি কেহ তাঁহাকে গোপন করিয়া রাখিয়া থাক, অথবা তিনি কোথায় আছেন জান প্রকাশ করিয়া বল, তাহা হইলে বিলক্ষণ রূপে পুরস্কৃত হইবে। আর যদি কেহ তাঁহার বিষয় গোপন করিয়া না বল, তবে তাহা প্রকাশ পাইলে, তাহাকে সপরিবারে বিনষ্ট হইতে হইবে।" বেস্তোমা এই ঘোষণা শ্রবণ করিবামাত্র দ্রুতবেগে কারাগারে গিয়া আসাদকে বলিল, "হে রাজনন্দন! তোমার দুঃখের অবসান হইয়াছে, তুমি এখনি আমার সমভিব্যাহারে বাহিরে আইস।" এই প্রিয় বাক্য শ্রবণে যুবরাজ অবিলম্বে তৎসঙ্গে চলিলেন। বেস্তোমা বাটীর বাহিরে গিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "এই মন্ত্রীর ভ্রাতা, এই মন্ত্রীর ভ্রাতা।" মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ আসাদের নিকটে আগমন করিলেন। আমজিয়াদকে অবলোকন করিবামাত্র আসাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না। আমজিয়াদ স্নেহ বশতঃ মহানন্দে ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিলেন, তৎপরে তাঁহাকে অশ্বারূঢ় করাইয়া রাজপ্রাসাদে লইয়া চলিলেন। নৃপতি আনন্দিত হইয়া আসাদকেও উচ্চ পদে অভিষিক্ত করিলেন। বেস্তোমা আর পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন না করিয়া আসাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজপ্রাসাদে উপনীতা হইলে, সে রাজ্ঞীর নিকেতনে প্রেরিতা হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। পর দিবস ভূপতি অগ্নিপূজক বৃদ্ধের বাটী সমভূমি করাইলেন এবং তাহাকে ও বহরামকে সপরিবারে রাজসভায় আনাইলেন। পরে তাহাদের সকলেরই প্রাণদণ্ড করিতে আদেশ করিলেন। প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা শুনিবামাত্র তাহারা রাজার পদানত হইল ও ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তাহাতে ভূপতি কহিলেন, "তোমরা একেবারে অগ্নিপূজা বর্জ্জন করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন না করিলে, আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিতে পারি না।" রাজার এই কথা শুনিয়া তাহারা অবিলম্বে মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বী হইতে স্বীকার করিল, এবং যুবরাজ আসাদ আপনার প্রতি বেস্তোমার শেষ কালের ব্যবহার স্মরণ করিয়া তাহাদের জীবন রক্ষার্থ

রাজাকে অনেক অনুরোধ করাতে, তাহারা সকলেই প্রাণদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইল। আমজিয়াদ বহরামকে স্বধর্ম্মাশ্রিত দেখিয়া তৎপ্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে আপনার প্রধান কর্ম্মচারী করিয়া আপনার নিকটে রাখিলেন। কিয়দ্দিবসান্তে বহরাম যুবরাজদ্বয়ের প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাত হইয়া তাঁহাদিগকে পিতৃসন্নিধানে লইয়া যাইতে চাহিল। তাহাতে দুই ভ্রাতা পিতৃদর্শনার্থ গমন করিতে সম্মত হইয়া, রাজার নিকটে আপনাদের অভিপ্রায় জানাইলেন। ভূপাল রাজকুমারদ্বয়ের বাক্যে সম্মতি প্রদানপূর্ব্বকপ্রসন্নচিত্তে সমুদ্র যাত্রার আয়োজন করিতে অনুমতি দিলেন। বহরাম জাহাজের অধ্যক্ষ হইল। পরে যৎকালে যুবরাজদ্বয় ভূপতির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে ছিলেন, সেই সময়ে নগরের অভ্যন্তরে একটা মহা কোলাহল উঠিল। অব্যবহিত পরেই একজন কর্ম্ম- চারী দ্রুতগতি রাজসন্নিধানে আসিয়া কহিল, "বহুসংখ্যক সৈন্য নগরাভিমুখে আগমন করিতেছে, তাহারা কে এবং কোন্ স্থান হইতে আসিতেছে তাহা কেহই অবগত নহে।"এই সমাচার শ্রবণ মাত্রে ভূপতি অত্যন্ত ভয় পাইলেন। আমজিয়াদ কহিলেন, " মহারাজ! চিন্তা কি, উদ্বিগ্ন হইবেন না,আমি যদিও মন্ত্রিপদ ত্যাগ করিয়াছি,তথাপি আপ- নার কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি, এখনি সৈন্যগণের আসিবার কারণ জানিয়া আপনাকে সংবাদ দিতেছি।"ইহা বলিয়া আমজিয়াদ কতিপয় সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইয়া চলিলেন। পরে মার্জ্জিনা রাজ্ঞীর নিকটে উপস্থিত হইলে, রাজ্ঞী সমাদরপূর্ব্বক তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। যুবরাজ রাণীকে সম্মান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,"আপনি এখানে বন্ধুভাবে না শত্রুভাবে আগমন করিয়াছেন?" রাণী কহিলেন, "মিত্র ভাবেই আমার আগমন হইয়াছে। বহরাম নামে এই নগরবাসী এক জন নাবিক আসাদ নামক এক ক্রীতদাসকে আমার রাজ্য হইতে লইয়া পলাইয়া আসিয়াছে। এই সংবাদ তোমার রাজা অবগত হইলে এবং আমার মার্জ্জিনা এই নাম শুনিলে অবশ্যই তিনি আমার অন্যায় করিবেন না।" আমজিয়াদ কহিলেন, " হে বিক্রম শালিনী রাজ্ঞি! আপনি যে দাসের উদ্দেশে এতাদৃশ কষ্ট স্বীকার করিয়া আগমন করি- য়াছেন, তিনি আমার ভ্রাতা তিনি নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এক্ষণে আমি তাঁহাকে পুনর্ব্বার পাইয়াছি, তাঁহাকে আনীয়া দিতেছি।" রাজ্ঞী এই কথা শুনিবামাত্র আনন্দিত হইয়া আমজিয়াদের সঙ্গে রাজ নিকেতনে গমন করিলেন। রাজা তাঁহাকে যথোচিত সমাদরপূর্ব্বক বসাইলেন। আসাদ তখন রাজসভায় ছিলেন এবং রাজ্ঞীকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার বিশেষ অভ্যর্থনা করিলেন। রাণীও তাঁহার পুনর্দ্দর্শন পাইয়া পরম পুলকিত হইলেন। তাঁহারা এইরূপে একত্র আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন, এমন সময় আর এক দল সেনা আসিতেছে সংবাদ পাইয়া

মহীপাল আমজিয়াদকে তাঁহার সমাচার জানিতে বলিলেন। তাহাতে আমজিয়াদ পূর্ব্বমত সাহসপূর্ব্বক অশ্বারোহণে সৈন্যদলের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, প্রহরীরা তাঁহাকে তাহাদের রাজার সমক্ষে লইয়া গেল। যুবরাজ তুরঙ্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রণাম করিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভূপতে! আমার রাজার নিকটে আপনার কি প্রয়োজন, আমাকে বলুন।" রাজা কহিলেন, "আমি চীনরাজ্যেশ্বর, আমার নাম গায়ুর, আমি খালেদান উপদ্বীপাধিপ শাহজমান রাজার পুত্র কামারলজমানের সহিত বেদোরা নাম্নী মদীয় দুহিতার বিবাহ দিয়াছিলাম। কামারলজমান আমার কন্যাকে লইয়া আসিবার সময়, এক বৎসরের মধ্যে প্রত্যাগত হইবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের কোন সমাচার না পাওয়াতে আমি তাঁহাদের উদ্দেশে স্বরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তোমার রাজা আমার জামাতা ও কন্যার কোন সংবাদ জানেন কি না, তাহা জানিবার অভিপ্রায়ে এ দেশে আগমন করিয়াছি।"

যুবরাজ আমজিয়াদ, ঐ রাজার সহিত আলাপ করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তিনি তাঁহার মাতামহ, অতএব প্রচুর ভক্তি সহকারে তাঁহার পদানত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ! আপনার নিকটে আমি যদি কোন বিষয়ে অপরাধী হইয়া থাকি তবে তাহা ক্ষমা করিবেন, যেহেতু আমি আপনাকে চিনিতাম না। আমি এবনি উপদ্বীপাধিপতি কামারলজমানের আত্মজ, এবং যে বেদোরার অন্বেষণার্থ আপনি স্বরাজ্য ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি আমার জননী। আমার পিতা মাতা স্বরাজ্যে সুস্থ আছেন তজ্জন্য কোন চিন্তা করিবেন না।" চীনেশ্বর স্বীয় দৌহিত্রের পরিচয় পাইয়া মহানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি জন্য এ দেশে অবস্থিতি করিতেছ?" তাহা শুনিয়া আমজিয়াদ আপনার ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আসাদের সমুদায় বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। চীনাধীশ্বর তাঁহাদের ক্লেশের বিবরণ শুনিয়া মহা সন্তাপিত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, "তোমাদিগের কষ্টের অবসান হইয়াছে, আমি তোমাদের দুই ভ্রাতাকে সঙ্গে করিয়া তোমাদের পিতাকে দেখিতে যাইব। এক্ষণে আমার আগমনের কথা তোমার রাজাকে গিয়া বল।" আমজিয়াদ তৎক্ষণাৎ রাজভবনে প্রত্যাগত হইয়া রাজাকে এই সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিলেন। তাহাতে ভূপতি চীনেশ্বরকে অভ্যর্থনা করণার্থ স্বয়ং তৎসমীপে গমন করিলেন।

ইতিমধ্যে নগরের আর এক দিকে কোলাহল শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। তাহাতে রাজা অবগত হইলেন, আর এক দল সৈন্য নগরাভিমুখে আসিতেছে। আমজিয়াদ ভূপতির আদেশে আপনার ভ্রাতা আসাদকে সঙ্গে লইয়া সমাচার জানিতে গিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের

স্থিত। কামারলজমান ভূপতি সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে তাঁহাদের উদ্দেশেই সমাগত হইয়াছেন। তিনি জনদারের প্রমুখাৎ পুত্রদ্বয়-জীবিত আছে শুনিয়া তাঁহাদের অনুসন্ধানে স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছেন। তৎ-পরে শোকাকুল নৃপতি স্বীয় নন্দনদ্বয়কে চিনিতে পারিয়া মহানন্দে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং আনন্দাশ্রুতে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। পরে কামারলজমান চীনেশ্বরের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া পুত্রদ্বয় সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিবামাত্র দেখিলেন, এক দল সৈন্য সন্নিকটস্থ হইয়াছে। তখন কামারলজমান যুবরাজদ্বয়কে বলিলেন, "তোমরা গিয়া শীঘ্র জানিয়া আইস ঐ সৈন্যদল কি নিমিত্ত আসিতেছে এবং উঁহাদের অভিপ্রায়ই বা কি ?" রাজপুত্রদ্বয় পিতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সৈন্য দলের সমীপে গমন করিলেন এবং তাহাদের রাজাকে যথোচিত সম্মান করিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মানসে মহারাজের এখানে আগমন হইয়াছে ?" রাজা উত্তর করিলেন, "আমার নাম শাহ-জমান, আমি খালেদান উপদ্বীপের অধীশ্বর, বহুকাল গত হইল আমার আত্মজ কামারলজমান আমার রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক কোন্ দেশে গিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সংবাদ পাই নাই। যদি আমার নিরুদ্দেশ পুত্রের কোন সমাচার দিতে পার, তবে বিশেষ উপকৃত হই।" যুবরাজদ্বয় এই কথা শুনিয়া বলিলেন, 'মহারাজ! আমরা ক্ষণকাল পরে আপনার কথার উত্তর দিতেছি।" ইহা বলিয়া ভ্রাতৃদ্বয় অশ্বারূঢ় হইয়া দ্রুতগমনে কামারলজমান রাজার সমীপে আসিয়া বলিলেন, "হে পিতঃ! আপনার জনক আপনার অন্বেষণে স্বয়ং আগমন করিয়া-ছেন।" কামারলজমান পিতার আগমন সংবাদ শুনিয়া এতাদৃশ চমৎ-কৃত ও আনন্দসাগরে ভাসমান হইলেন যে, কিয়ৎকাল তাঁহার মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তৎপরে জনকের সন্নিধানে গিয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। পিতা ও পুত্রের পুনর্ম্মিলন হওয়াতে তাহাদের যেরূপ আনন্দোদয় হইল, তাহা বর্ণনাতীত।

পরে চীনেশ্বর গায়ুর, খালেদান উপদ্বীপাধিপতি শাহজমান নৃপতি এবং রাজা কামারলজমান এই তিন মহীপাল ও মার্জ্জিনা রাজ্ঞী মায়ামর নগরের রাজার রাজধানীতে তিন দিবস মহানন্দে একত্র অব-স্থিতি করিলেন। মায়ামর নগরাধীশ্বরও তাঁহাদিগকে যৎপরোনাস্তি সম্মানপূর্ব্বক আনন্দোৎসব করিলেন। ঐ তিন দিবসের মধ্যে মার্জ্জিনা রাণী আসাদের প্রেমে আসক্ত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। বেস্তোমা আসাদের কারাবাস সময়ে তাঁহাকে অত্যন্ত যত্ন করিয়া-ছিলেন বলিয়া আমজিয়াদ ভাতৃস্নেহ বশতঃ তাহাকে সহধর্ম্মিণী করিয়া তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন।

অনন্তর চীনাধিপতি, শাহজমান রাজা এবং ভূপতি কামারলজমান আপন আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিয়া স্ব স্ব দেশে যাত্রা করিলেন। মার্জ্জিনা রাজ্ঞী আপনার স্বামী যুবরাজ আসাদকে সঙ্গে লইয়া স্বরাজে গমন করিলেন। মায়াময় নগরের রাজা আমজিয়াদের গুণে এমত বশীভূত হইয়াছিলেন যে, তিনি তাহাকে বিদায় দিতে পারিলেন না, এবং আপনি নিঃসন্তান ও বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত বলিয়া তাঁহাকে স্বরাজ্যের সিংহাসন সমর্পণ করিলেন। আমজিয়াদ রাজা হইয়া সমূলে অগ্নি পূজার প্রথা উৎপাটনপূর্ব্বক রাজ্যের সর্ব্বত্র মহম্মদীয় ধর্ম্ম সংস্থাপন করিলেন।

এই অদ্ভুত ও মনোহর গল্প সমাপ্ত করিয়া শাহারজাদী রাজার আদেশানুসারে পর দিন রাত্রে আর একটী উপন্যাস বলিতে আরম্ভ করিলেন।

নুরুদ্দীন ও পারস্যদেশীয় এক রমণীর কথা।

বালশোরা নগর, অতি প্রাচীন কালাবধি আরব দেশীয় ভূপতিগণের রাজাধীন ছিল। হারুণ অলরশীদ রাজার রাজত্ব সময়ে জিনেবি নামক তাঁহার এক পিতৃব্যপুত্র সেই রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার খাকান এবং শরাই নামে দুই মন্ত্রী ছিল। খাকান অতি ভদ্র মিষ্টভাষী, এবং ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তিনি নিরপেক্ষ হইয়া বিচারকার্য্যে এমত বিচক্ষণতা প্রদর্শন করিতেন যে, রাজ্যের সকল স্থান তাঁহার যশে পরিপূর্ণ হইয়াছিল এবং তাঁহার সুখ্যাতির কথা প্রজামাত্রেই আন্দোলন করিত। শরাই মন্ত্রীর চরিত্র ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, তিনি রুক্ষস্বভাব ও আত্মাভিমানী ছিলেন বলিয়া কাহারও মানসম্ভ্রম রক্ষা করিতেন না। বিশেষতঃ খাকান মন্ত্রীর প্রতি তাঁহার বিজাতীয় বিদ্বেষভাব ছিল। এই সমস্ত কারণ বশতঃ তিনি সকল লোকেরই ঘৃণাস্পদ হইয়াছিলেন।

এক দিবস রাজা নিজ সভায় উপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রিদ্বয় ও সভাসদ্গণের সহিত নানা বিষয়ক কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময়ে ক্রীতদাসী ক্রয় এবং তৎপ্রতি ভার্য্যার ন্যায় ব্যবহার করণ বিষয়ক এক প্রস্তাব উত্থিত হইল। কেহ কেহ কহিলেন, ' কুল, মান ও সম্ভ্রম রক্ষা করিবার নিমিত্ত কখন কখন কদাকার ও গুণশূন্যা কামিনীকে বিবাহ করিতে হয়, সুতরাং সে বিবাহে কেহই সুখী হইতে পারে না। ক্রীতদাসীতে সেরূপ মনঃকষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা নাই প্রত্যুত ভার্য্যা রূপবতী না হইলে, কখন কখন যে আন্তরিক সন্তাপ উপস্থিত হয়, সুরূপা ক্রীতকামিনী দ্বারা তাহারও নিবারণ করা যাইতে পারে।" এই কথা শুনিয়া অন্যান্য সভ্যগণ এবং খাকান মন্ত্রী কহিলেন, ' ক্রীতরমণীর কেবল রূপলাবণ্য থাকিলেই যে মনের স্বচ্ছন্দতা হয় এমত নহে, রূপলাবণ্যের সঙ্গে

সঙ্গে যদি সে লজ্জাশীলা ও বিদ্যাবতী হয়, তাহা হইলেই সুখের বিষয় বটে, নতুবা কেবল রিপু-চরিতার্থতা সম্পাদনার্থ যাহারা ক্রীতদাসী ক্রয় করে, তাহাদিগকে পশুমধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে।"

রাজাও এই মতের পোষকতা করিয়া তাদৃশ রূপ গুণসম্পান্না, বুদ্ধিমতী ও বিদ্যাবতী এক রমণী ক্রয় করিবার নিমিত্ত খাকান মন্ত্রীকে আজ্ঞা করিলেন। শয়াই মন্ত্রী কহিলেন, "মহারাজ! আপনি যে প্রকার কামিনী ক্রয় করিতে অনুজ্ঞা করিয়েছেন, তাদৃশ মহিলা মহীমণ্ডলে প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন, যদিও কখন পাওয়া যায়, তবে তাহার মূল্য অতি ন্যূন হইলেও দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা হইবে" রাজা "দশ সহস্র মুদ্রা অধিক নহে" ইহা বলিয়া তৎক্ষণাৎ খাকান মন্ত্রীকে দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিবার জন্য কোষাধ্যক্ষকে আজ্ঞা দিলেন।

মন্ত্রী দশ সহস্র মুদ্রা লইয়া স্বালয়ে আসিয়া দালালগণকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তোমরা আমার অভিপ্রায়ানুরূপ একটী ক্রীতদাসীর অনুসন্ধান কর।" তাহাতে অনেকেই দাসী আনয়ন করিতে লাগিল। কিন্তু তন্মধ্যে একটীও মন্ত্রীবরের মনোনীত হইল না।

অনন্তর এক দিবস প্রত্যূষে খাকান মন্ত্রী অশ্বারূঢ় হইয়া রাজসভায় গমন করিতেছেন, ইতিমধ্যে একজন দালাল আসিয়া কহিল,' মহাশয়! একজন ব্যবসায়ী পারস্যদেশীয় এক কামিনী বিক্রয়ার্থ আসিয়াছে, ঐ রমণী যে প্রকার রূপলাবণ্যযুক্তা দেখিলাম, বোধ করি তাহার তুল্য রূপবতী রমণী আপনি কখনই অবলোকন করেন নাই এবং বণিক্ তাহার বিদ্যা বুদ্ধির কথা এইরূপ বলে যে তৎকালীন বিদ্যাবান্ ও বুদ্ধিমান্ পুরুষের সদৃশ যদি সে বিদ্যাবতী ও বুদ্ধিমতী না হয়, তবে তাহার মূল্য গ্রহণ করিব না।" এই কথা শুনিয়া মন্ত্রী সাতিশয় আনন্দিত হইয়া দালালকে কহিলেন, "তুমি সেই নারীকে লইয়া আমার ভবনে যাও, আমি শীঘ্র প্রত্যাগমন করিতেছি।" তদনুসারে দালাল ঐ কামিনীকে মন্ত্রীর আবাসে আনয়ন করিল। মন্ত্রী রাজবাটী হইতে স্বালয়ে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ঐ নারীকে অত্যন্ত রূপবতী দেখিয়া দালালকে তন্মূল্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে দালাল বলিল, "বণিক্ এই রমণীর মূল্য দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা চাহিতেছে।" এই কথা শুনিবামাত্র মন্ত্রী বণিককে ডাকাইয়া কহিলেন, "আমি নৃপতির নিমিত্ত এই রমণীকে ক্রয় করিব, আমার নিজের জন্য নহে অতএব ইহার যথার্থ মূল্য কি হইবে বল।" বণিক্ উত্তর করিল, "আমি অধিক মূল্য প্রার্থনা করি নাই, এই রমণীর বিদ্যা শিক্ষা এবং গুণোন্নতির নিমিত্ত আমার যাহা ব্যয় হইয়াছে আপনি আমাকে তাহাই প্রদান করুন।" মন্ত্রী এই কথায় আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তখনি তাহাকে দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিলেন। বণিক্ রাজমন্ত্রীর নিকট বিদায় লইবার সময় কহিল,' মহাশয়! আমি যে পরামর্শ দিয়া যাইতেছি তদ-

নুসারে কার্য্য করিবেন। পথশ্রান্তি ও প্রখর রবিকিরণে এ নারী বিবর্ণা ও কৃশা হইয়াছে, অতএব আপনি ইহাকে এক পক্ষ স্বালয়ে রাখিয়া উত্তমরূপে স্নানাহার করাইবেন, তাহা হইলে, ইহার সৌন্দর্য্য সহস্র গুণে বৃদ্ধি পাইবে, তৎপরে ইহাকে রাজসমীপে লইয়া উপস্থিত করিলে আপনার আরো গৌরব বৃদ্ধি হইবে।"

পারস্যসুন্দরী খাকান মন্ত্রীর গৃহে বসিয়া দাসী বেশভূষা ক[illegible]তে[illegible]ন।

তৎপরে খাকান মন্ত্রী ঐ রমণীকে গৃহে রাখিলেন, এবং পারস্য দেশোদ্ভবা বলিয়া তাহার পারস্যসুন্দরী এই নাম রাখিয়া তদীয় বেশ ভূষা ও তত্ত্বাবধানের ভার আপনার বনিতার উপর অর্পণ করিলেন। তদনন্তর নারীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি তোমার সৌভাগ্য গুণে রাজপ্রিয়া হইবে আমি তোমাকে রাজভোগ্যা করিবার নিমিত্ত ক্রয় করিয়াছি। অতএব তুমি যে কয়েক দিন এখানে থাকিবে, তোমাকে বিশেষ সাবধান হইয়া চলিতে হইবে। কারণ আমার এক পুত্র আছে. সে যদিও সুবোধ বটে তথাপি অল্প বয়স্ক ও উদ্ধত স্বভাব যুবা পুরুষ বলিয়া পাছে কোন অনিষ্টোৎপাদন করে।" মন্ত্রী এই কথা বলিয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন।

মন্ত্রিতনয় নুরুদ্দীন যুব পুরুষ, বিনয়ী, সদালাপী সাহসী এবং অত্যন্ত সুরসিক ছিলেন। তিনি প্রত্যহ জননীর গৃহে গিয়া ভোজন করিতেন। এক দিন ভোজনার্থ তথায় গমন করিয়া তিনি পারস্যসুন্দরীকে অবলোকন করিলেন। তিনি যদিও জানিতেন ঐ কামিনী ভূপ-

তির নিমিত্ত ক্রীত হইয়াছে, তথাপি তাহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য দর্শনে এতাদৃশ বিমোহিত হইয়া ছিলেন যে, একবারে অধৈর্য্য হইয়া তাহার সহিত রসিকতা সহকারে প্রেমালাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। পারস্থ সুন্দরীও তাঁহাকে দেখিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "হায়! মন্ত্রী আমাকে রাজরমণী করিবার নিমিত্ত ক্রয় করিয়াছেন ইহা পরম দুঃখের বিষয় বটে, কিন্তু তিনি যদি আমাকে আপন পুত্রবধূ করিতেন, তাহা হইলে, আমি আপনাকে তদপেক্ষা অধিক সুখী বোধ করিতাম।" এই প্রকারে তাঁহারা পরস্পরের প্রতি প্রেমাসক্ত হইলেন বটে, কিন্তু কেহই কাহারও মনোগত ভাব প্রকাশ করিলেন না।

পারস্থসুন্দরী বহু দিন অবগাহন করেন নাই, অতএব মন্ত্রিপত্নী তাঁহাকে স্নান করাইবার জন্য স্বীয় পরিচারিণীগণকে অনুমতি করিলেন। পারস্থসুন্দরী স্নানান্তে মহামূল্য মণিময় বিভূষণে ভূষিতা হইয়া সুবেশ ধারণ করিলে তাঁহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর রূপবতী দেখিয়া মন্ত্রি-বনিতা চমৎকৃতা হইয়া বলিলেন, "কন্যে! তুমি স্নান করিয়া বেশ বিন্যাস করাতে এমনি মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ যে, তোমাকে আর চিনিতে পারা যায় না।" পারস্থ রমণী কহিলেন, "জননি! আপনি কেবল স্নেহবশতঃ আমার রূপের সুখ্যাতি করিতেছেন, এক্ষণে যদি আপনার স্নান করিবার অভিলাষ হইয়া থাকে তবে বিলম্ব না করিয়া স্নান করিতে যান, বোধ হয় এখনও জল উষ্ণ থাকিতে পারে।" এই কথা বলিয়া, পারস্থনারী নিজ গৃহে গমন করিলেন। মন্ত্রিজায়া স্নান করিতে যাইবার পূর্ব্বে দুই যুবতী দাসীকে পারস্থনারীর নিকটে রাখিয়া বলিয়া গেলেন, তাহারা যেন কদাচ নুরুদ্দীনকে ঐ ঘরে প্রবেশ করিতে না দেয়। কিয়ৎ ক্ষণ পরে নুরুদ্দীন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং জননীকে দেখিতে না পাইয়া দুই বন্দিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা কোথায়?" তাহারা বলিল, "তিনি স্নানাগারে গিয়াছেন।" তৎপরে মন্ত্রিপুত্র পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "পারস্থসুন্দরী কোথায় আছেন?" পরিচারিণীদ্বয় উত্তর করিল, "তিনি এই ঘরেই আছেন, কিন্তু ঠাকুরাণীর আজ্ঞানুসারে আমরা তোমাকে কোন মতেই ইহাতে প্রবেশ করিতে দিব না।" নুরুদ্দীন তাহাদের নিষেধ বাক্য না শুনিয়া বলপূর্ব্বক গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিলেন দেখিয়া, দাসীদ্বয় চীৎকার করিতে করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে স্নানাগারে গিয়া অশ্রুপূর্ণ-নয়নে মন্ত্রি-পত্নীকে নিবেদন করিল, "নুরুদ্দীন বলপূর্ব্বক পারস্থসুন্দরীর গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন।" এই কথা শুনিবামাত্র মন্ত্রিরমণী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে পারস্থকামিনীর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু নুরুদ্দীন তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছেন। পারস্য-সুন্দরী মন্ত্রিবনিতার ব্যাকুলতা অবলোকনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,

"জননি! আপনি এতাদৃশ উদ্বিগ্নচিত্তা হইয়াছেন কেন? এবং স্নানাগার হইতে কি নিমিত্তই বা এত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আগমন করিলেন, তথায় কি কোন দুর্ঘটনা হইয়াছে?" তখন মন্ত্রিবনিতা কহিলেন, "তুমি যে গৃহে একাকিনী ছিলে নুরুদ্দীন তন্মধ্যে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়াছে শুনিয়া আমি এরূপ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আসিয়াছি।" পারস্যসুন্দরী কহিলেন, "জননি! নুরুদ্দীন আমার মন্দিরে আসাতে কি হানি হইয়াছে?" মন্ত্রিজায়া কহিলেন, "তুমি কি জান না মন্ত্রী রাজার নিমিত্ত তোমাকে ক্রয় করিয়াছেন, এবং তিনি নুরুদ্দীনকে নিকটে আসিতে দিতে তোমাকে নিবারণ করিয়া গিয়াছেন।" পারস্যরমণী কহিলেন, 'হাঁ তাহা আমার মনে আছে," কিন্তু নুরুদ্দীন আমার নিকট আগমনপূর্ব্বক আমাকে কহিলেন, "মন্ত্রী পূর্ব্বে তোমাকে রাজভোগ্যা করিতে বাসনা করিয়া ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তিনি তাহা না করিয়া তোমাকে আমার হস্তে প্রদান করিয়াছেন।" মন্ত্রিমহিলা কহিলেন, "এরূপ হইলে, অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হইত বটে, কিন্তু তাহা সত্য নহে, নুরুদ্দীন শঠতাপূর্ব্বক তোমাকে প্রতারণা করিয়াছে, যেহেতু মন্ত্রী রাজার নিমিত্ত তোমাকে ক্রয় করিয়া তাহাকে দিবেন, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে?' ইহা বলিয়া অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মন্ত্রী গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, গৃহিণী ও পরিচারিণীগণ শোকাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন, এবং পারস্যসুন্দরী ম্লান বদনে বসিয়া আছেন। এইরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই উত্তর করিল না, সকলেই নেত্রনীরে ভাসিতে লাগিল। ইহাতে মন্ত্রী সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া বারম্বার বনিতাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রিমহিলা পতির অনুরোধ অবজ্ঞা করিতে না পারিয়া বলিলেন, "আমি স্নান করিতে গিয়াছিলাম, এই সুযোগে নুরুদ্দীন বলপূর্ব্বক পারস্যসুন্দরীর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে এই কথা বলিয়াছে যে, আপনি পারস্যকামিনী রাজাকে না দিয়া তাহাকেই দিয়াছেন। পারস্যরমণীও তাহার বাক্যে একবারে ভুলিয়া গিয়াছে দেখিয়া আমরা মহা দুঃখিত হইয়া রোদন করিতেছি।"

পুত্রের এইরূপ কুব্যবহারের কথা শুনিয়া মন্ত্রী বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক কহিলেন, "ওরে হতভাগ্য কুসন্তান! তুই কেন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলি! তুই আমার মান মর্য্যাদা সকলি বিনষ্ট করিলি! তোর জন্য আমি রাজ কোপে পতিত হইয়া এত দিনের পরে সবংশে ধ্বংস হইলাম।" মন্ত্রীর এইরূপ খেদোক্তি শুনিয়া মন্ত্রিপত্নী তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন, "আপনি আর সন্তাপিত হইবেন না, এক্ষণে আমার কিয়দংশ আভরণ বিক্রয় করিয়া দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করুন, এবং

তদ্দ্বারা আর এক সুন্দরী দাসী ক্রয় করিয়া ভূপতিকে প্রদান করুন।” মন্ত্রী বলিলেন, “তুমি কি মনে করিয়াছ আমি দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রার জন্য এমন কাতর হইয়াছি? আমি সর্ব্বস্ব দিয়া যদি মান রক্ষা করিতে পারি, তাহাতেও ক্ষতি বোধ করি না, আমার মান গেল বলিয়াই এমত চিন্তাকুল হইতেছি। তুমি কি জান না? শয়াই মন্ত্রী আমার ভয়ঙ্কর শত্রু, সে এ বিষয় শুনিবামাত্র রাজার সমীপে গিয়া বলিবে, “মহারাজ! আপনি খাকানকে অত্যন্ত রাজভক্ত বলিয়া জানেন, এক্ষণে দেখুন তাহার কেমন আচরণ। আপনার নিমিত্ত এক দাসী ক্রয় করিবার জন্য রাজভাণ্ডার হইতে দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা লইয়া তদ্দ্বারা এক পরম রূপবতী কামিনী ক্রয় করিয়া আপনাকে প্রতারণাপূর্ব্বক তাহাকে স্বীয় পুত্রের ভোগ্যা করিয়াছে।” রাজা আমার শত্রুর প্রমুখাৎ এই কথা শুনিলে কি আর রক্ষা থাকিবে? মন্ত্রিবনিতা কহিলেন, “আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য বটে, কিন্তু শয়াই এ বিষয় কি প্রকারে জানিতে পারিবে? যদি নিতান্তই একথা রাজার কর্ণগোচর হয়, তবে ভূপতি যখন জিজ্ঞাসা করিবেন তখন তুমি এই কথা বলিবে যে, আমি পূর্ব্বে ঐ রমণীকে সর্ব্বোত্তমা বিবেচনা করিয়া ক্রয় করিয়াছিলাম, কিন্তু পরে দেখিলাম, সে কামিনী আপনার ব্যবহারযোগ্যা নহে, এই নিমিত্ত তাহাকে আপন গৃহে রাখিয়াছিলাম।” মন্ত্রী এই পরামর্শ যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করাতে তাঁহার চিন্তার কিয়দংশ দূরীভূত হইল বটে, কিন্তু নুরুদ্দীনের উপর পূর্ব্বরূপ রাগ রহিল।

নুরুদ্দীন জনকের ভয়ে বাটী হইতে পলায়নপূর্ব্বক নগরের বহির্ভাগে এক উদ্যানে গিয়া সমস্ত দিন লুকাইয়া থাকিলেন। পরে মন্ত্রী নিদ্রাগত হইলে, রজনীযোগে বাটীতে প্রত্যাগত হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার গাত্রোত্থান করিবার পূর্ব্বে অতি প্রত্যূষেই প্রস্থান করিলেন। প্রায় এক মাস কাল এই প্রকার গুপ্ত ভাবে গমনাগমন করিতে লাগিলেন। মন্ত্রিমহিলা তনয়ের এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়াও তাহাকে ক্ষমা করিবার নিমিত্ত স্বামীকে অনুরোধ করিতে পারিলেন না। পরে এক দিন সাহসপূর্ব্বক বলিলেন, “হে স্বামিন্! তুমি তোমার পুত্রের বিষয় কি বিবেচনা করিলে? আমি এত দিন ভয়ে কোন কথা বলিতে পারি নাই। তুমি কি একান্তই তাহার প্রাণ দণ্ড করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ? তুমি যে মনস্তাপ পাইয়াছ পুত্রহত্যা করা কি ইহা অপেক্ষা অধিক মনস্তাপের কারণ নহে?” এখন সে তোমাকে ভয় করিতেছে, কিন্তু পরে একবারে অবাধ্য হইয়া তোমার অপমান করিলেও করিতে পারে। এক্ষণে আমার পরামর্শ শুনিয়া কার্য্য কর, অদ্য রজনীতে সে বাটীতে আসিলে তুমি বাহ্যিক রাগ প্রকাশপূর্ব্বক তাহাকে বিনাশ করিতে ধাবমান হইবে, আমি তখন তাহাকে সাহায্য করিতে গিয়া তোমার নিকটে অনেক বিনতি করিব। ইহাতে সে যখন দেখিবে আমার

যত্নেই এ যাত্রা সে প্রাণ মান পাইল, তখন তুমি তাহাকে ক্ষমা করিবে, তাহা হইলে, সে আর কখনই তোমার অবাধ্য হইবে না। তৎপরে তাহাকে তুমি পারস্যনারী প্রদান করিবে। তাহা হইলে, তোমারও মান রক্ষা হইবে, এবং তাহার ও পারস্যসুন্দরীরও মনস্কামনা সিদ্ধ হইতে পারিবে। আমি ভাব ভঙ্গিতে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অত্যন্ত অনুরাগ জন্মিয়াছে, অতএব এই প্রেমের প্রতিবন্ধকতাচরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে।"

মন্ত্রী বনিতার এই পরামর্শ সঙ্গত বিবেচনা করিলেন। অনন্তর রাত্রে নিয়মিত সময়ে নুরুদ্দীন বাটীতে আসিলে, মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ করে অসি ধারণপূর্ব্বক তাহাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া তাহার শিরশ্ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন। ইতিমধ্যে মন্ত্রিজায়া দ্রুতগতি তথায় আসিয়া পতির হস্ত ধরিয়া বলিলেন, " তুমি কি করিতেছ, পুত্র হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছ?" মন্ত্রী বলিলেন," তুমি এখান হইতে যাও, আমার এমন অবাধ্য কুপুত্রে কোন প্রয়োজন নাই, ইহাকে আমি এখনি বধ করিব।" মন্ত্রিপত্নী কহিলেন,"আমার সমক্ষে এরূপ ঘটিতে দিব না, সন্তান হত্যা করিতে যদি তোমার একান্তই বাসনা হইয়া থাকে, তবে অগ্রে আমাকে বিনাশ কর।" মাতৃস্নেহ দেখিয়া নুরুদ্দীন রোদন করিতে করিতে বলিলেন, " হে জনক! আমার প্রতি করুণা করিয়া এবার আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে বিনাশ করিবেন না।" ইতিমধ্যে মন্ত্রিমহিলা স্বামীর হস্ত হইতে অস্ত্র খানি কাড়িয়া লইলে, মন্ত্রী নুরুদ্দীনকে ছাড়িয়া দিলেন। তখন নুরুদ্দীন জনকের পদানত হইয়া আপনার দোষ স্বীকার করিলেন। মন্ত্রী কহিলেন, "ওরে নুরুদ্দীন! এক্ষণে কেবল তোর প্রসূতির জন্যই তোর জীবন রক্ষা হইল। তুই যদি আমার নিকট এক্ষণে শপথপূর্ব্বক বলিস্ যে, পারস্যরূপসীকে কখন দাসী জ্ঞান না করিয়া চিরকাল তৎপ্রতি সহধর্ম্মিণীর ন্যায় ব্যবহার করিবি এবং প্রাণান্তেও তাহাকে বিক্রয় কিম্বা বর্জ্জন করিবি না, তাহা হইলে, সেই রমণী তোকে প্রদান করিতে পারি।" নুরুদ্দীন পিতার প্রমুখাৎ এই অভাবনীয় ও অনুকূল আজ্ঞা শুনিয়া তাঁহাকে বারম্বার প্রণাম করিয়া শপথপূর্ব্বক পারস্যরমণীকে পরিগ্রহ করিয়া মহা তুষ্ট হইলেন। ইহাতে পারস্যকামিনীও অসীম আনন্দানুভব করিলেন। এই প্রকারে পারস্যমহিলা নুরুদ্দীনের প্রেয়সী হইয়া থাকিলেন। রাজা দাসী ক্রয়ের কথা পাছে জিজ্ঞাসা করেন এজন্য মন্ত্রী অগ্রে সতর্ক হইয়া ঐ কথা মধ্যে মধ্যে উত্থাপনপূর্ব্বক বলিতেন, "মহারাজ! সর্ব্বগুণ সম্পান্না রূপলাবণ্যযুক্তা কামিনী পাওয়া অত্যন্ত কঠিন, বুঝি আমাকে মহারাজের নিকটে অপ্রস্তুত হইতে হইল।" ক্রমে নারী ক্রয় করিবার প্রস্তাব এমনি ভাবে ঢাকা দিলেন যে, ও কথার আর কোন প্রসঙ্গই রহিল না।

কিছু দিন পরে মন্ত্রী জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন, তাঁহার পুত্র নুরুদ্দীন বহু দিবসাবধি সপরিবারে অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়া রহিলেন।

উক্ত মন্ত্রী সাতিশয় রাজানুরক্ত ও প্রজাহিতৈষী ছিলেন বলিয়া, রাজা সাতিশয় মনঃপীড়া পাইলেন এবং নগরস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই হায় হায় করিতে লাগিল। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এতাদৃশ সমারোহপূর্ব্বক সম্পন্ন হইল যে, বালশোরা নগরে সেরূপ কখনই কেহ দেখেন নাই।

নুরুদ্দীন পিতৃশোকাকুলতা প্রযুক্ত বহু দিবসপর্য্যন্ত বাটী হইতে বহির্গত না হওয়ায়, এক দিবস তাঁহার এক জন বন্ধু আসিয়া বলিলেন, "বন্ধো! অনবরত শোক করা উচিত নহে শোকে মানুষের অনেক অনিষ্ট ঘটিতে পারে, অতএব আর শোক না করিয়া আপনার মানসম্ভ্রমানুসারে কার্য্য কর।" বন্ধুর এরূপ প্রবোধবাক্যে তাঁহার শোকের অনেক উপশম হইল। পরে ঐ বন্ধুর প্রস্থান কালে নুরুদ্দীন তাঁহাকে বলিলেন, "কল্য পুনর্ব্বার যেন এখানে আগমন হয় এবং আসিবার সময় আপনার তিন চারিজন বন্ধু যেন আপনার সঙ্গে আসেন।" পর দিবস ঐ বন্ধু আর একক আসিলেন না, তাঁহার সমবয়স্ক কয়েক জন মিত্রকে আনিলেন। এই প্রকারে ক্রমশঃ দশজন সমবয়স্ক যুবাপুরুষ একত্রিত হইল। নুরুদ্দীন তাহাদিগের সহিত আহার ও বিহারে এবং আমোদ আহ্লাদে কালযাপন করিতে লাগিলেন, এবং প্রত্যহই অদ্য ইহাকে কল্য উহাকে এইরূপ একটী একটী করিয়া নিজ সম্পত্তি দান করিতে আরম্ভ করিলেন। এক বৎসর কাল নিত্য ভোজ ও এবম্প্রকার ধন সম্পত্তি প্রদান করিতে করিতে ক্রমশঃ তাঁহার সর্ব্বস্বান্ত হইবার উপক্রম হইল। তাঁহার দৈনিক অর্থব্যয় দেখিয়া বুদ্ধিমতী পারস্যসুন্দরী মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে সৎপরামর্শ দিতেন, কিন্তু তিনি আমোদপ্রিয় হইয়া তাহাতে কর্ণপাতও করিতেন না। এক বৎসরের পর, এক দিন নুরুদ্দীন বন্ধুগণের সমভিব্যাহারে আমোদ প্রমোদে মত্ত আছেন, ইত্যবসরে তাঁহার ধনরক্ষক, কতকগুলা কাগজ লইয়া উপস্থিত হইল। তাহাতে মন্ত্রীপুত্র তাহার সহিত কথা কহিবার জন্য গৃহের বাহিরে আসিলেন। এক জন বন্ধু ধনরক্ষকের সঙ্গে কি কথোপকথন হয় তাহা শুনিবার জন্য কপাটের পার্শ্বে গোপনভাবে দাঁড়াইয়া থাকিল। ধনরক্ষক বলিল, "মহাশয়! বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ আমি এখানে আসিয়া আপনকার আমোদ ভঙ্গ করিলাম, অতএব আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি হিসাব করিয়া দেখিলাম আপনি আমার নিকটে যে অর্থ রাখিয়াছিলেন তাহা একবারে নিঃশেষিত হইয়াছে।" এই কথা শুনিবামাত্র মন্ত্রিকুমারের মস্তকে যেন অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইল, তিনি কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া থাকিলেন। তাঁহার যে মিত্র কপাটের অন্তরালে থাকিয়া এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিল,

সে তদবধিই অন্যান্য বন্ধুদিগকে কহিল, "ভাই!, শুনিলাম নুরুদ্দীন এক বারে নির্ধন হইয়াছেন,অতএব কল্য হইতে আমি এস্থানে আর আসিব না।" এই কথা শুনিয়া অপরাপর মিত্রেরাও কহিল," আমরাই বা আর কি জন্য আসিব, যাহার জন্য আসিতাম, তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে।"

নুরুদ্দীন পুনর্ব্বার বন্ধুমণ্ডলীর নিকটে গিয়া আমোদপ্রমোদ করিতে যত্ন করিলেম, কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক ভাবের বৈলক্ষণ্য দর্শনে, সকলেই একএক ছল করিয়া আপনাপন স্থানে চলিয়া গেল,দশ জনেরমধ্যে এক জনও থাকিল না।

সকলে গমন করিলে পর, নুরুদ্দীন পারস্যনারীর নিকটে গিয়া ধনরক্ষকের প্রমুখাৎ যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা ব্যক্ত করিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন। পারস্যনারী কহিলেন,"পূর্ব্বে যদি আমার পরামর্শানুসারে চলিতে, তবে আর এরূপ ঘটিত না,এখনও যে তোমার চৈতন্য হইয়াছে, আমার এমন বোধ হয় না।" মন্ত্রিনন্দন বলিলেন, " তোমার কথা না শুনিয়া কার্য্য করাতে আমার দুর্ব্বুদ্ধি প্রকাশ হইয়াছে বটে ; কিন্তু যদিও আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি, তথাপি এখনও আমার মিত্রেরা আছেন। তাঁহাদের সহিত আমার বহু দিনের বন্ধুত্ব এবং তাঁহাদিগকে আমি অনেক সম্পত্তি প্রদান করিয়াছি, অতএব তাঁহারা অবশ্যই আমার এই দুরবস্থার সময় আমাকে সাহায্য করিতে কোন মতেই ত্রুটি করিবেন না।"পারস্যসুন্দরী কহিলেন, "আমি দেখিতেছি, তোমার এখনও বিলক্ষণ ভ্রম রহিয়াছে, ঐ বন্ধুগণ তোমার সহিত আর বাক্যালাপও করিবে না, আমার এ কথায় যদি তোমার এখন প্রত্যয় না হয়, হউক, কিন্তু পরে অবিলম্বেই ইহার সবিশেষ জানিতে পারিবে।"

পর দিন প্রাতে, ভার্য্যার কথা সত্য কি না, তাহা জানিবার জন্য নুরুদ্দীন বন্ধুগণের ভবনে গমন করিলেন। প্রথমে এক জনের বাটীতে গিয়া দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ আছে। পরে দ্বারাঘাত করাতে এক জন ভৃত্য আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, " তুমি কে?" তাহাতে মন্ত্রিপুত্র কহিলেন, "আমি খাকান মন্ত্রীর পুত্র নুরুদ্দীন।' তখন ভৃত্য তাঁহাকে বাটীর ভিতর বসিতে বলিয়া আপন প্রভুকে সংবাদ দিতে গমন করিল। গৃহস্বামী ভৃত্যমুখে নুরুদ্দীনের আগমনের কথা শুনিয়া, নুরুদ্দীন যাহাতে শুনিতে পান, এরূপ উচ্চৈঃস্বরে অন্তঃপুর হইতে অবজ্ঞাপূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি গিয়া নুরুদ্দীনকে বল, প্রভু বাটীতে নাই। এবং সে যখন আসিবে, তখনি এই কথা বলিয়া তাঁকে বিদায় করিয়া দিও, আমাকে আর সংবাদ দিবার অপেক্ষা রাখিও না।" অনন্তর ভৃত্য আসিয়া বলিল, " কর্ত্তা মহাশয় কোথায় গিয়াছেন।"

নুরুদ্দীন তখন ঐ বাটী হইতে বহির্গত হইয়া মহা আক্ষেপ করিয়া বলিলেন,"হায়!এ ব্যক্তি কি বিশ্বাসঘাতক! গত কল্য এ আমার পরম বন্ধু

বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, অদ্য সে সমস্ত ভুলিয়া গেল, কি আশ্চর্য্য! এ দুরাত্মা যে আমার কত অর্থ গ্রহণ করিয়াছে,তাহার ইয়ত্তা নাই।” পরে আর এক বন্ধুর নিকেতনে গমন করিলেন, সেও ভৃত্যকে দিয়া ঐ প্রকার বলিয়া পাঠাইল। তৎপরে তৃতীয় বন্ধুর আলয়ে গিয়া, সেখানেও ঐ প্রকার হতাশ হইলেন। এইরূপে একে একে সকলের আবাসে গমন করিয়া নিরাশ হইয়া মনের আক্ষেপে বলিতে লাগিলেন,“যাহারা সম্পাদের সময় বন্ধু বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহারা মিথ্যা বন্ধু এবং তাহাদের বাক্যানুসারে যে কার্য করে, সে নিতান্ত নির্ব্বোধ। যতক্ষণ অর্থ থাকে, ততক্ষণ তাহারা বন্ধুত্ব প্রদর্শন করে। কিন্তু,অর্থ শেষ হইলে প্রত্যুপকার করা দূরে থাকুক, বাক্যালাপও করিতে চাহে না।” এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে স্বালয়ে প্রত্যাগত হইয়া বিমর্ষভাবে পারস্যসুন্দরীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। পারস্যকামিনী তাঁহাকে সন্তাপিত দেখিয়া বলিলেন, “আমি যাহা বলিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে কি না?” নুরুদ্দীন বলিলেন, “প্রেয়সি! তোমার কথা সকলই সত্য। ঐ মিত্রেরা আমার প্রত্যুপকার করা দূরে থাক্‌, কেহ আমার সহিত বাক্যালাপও করিল না। হায়! হায়! মনুষ্যের কি অদ্ভুত চরিত্র, যাহাদিগের জন্য আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি, তাহারাই আমার প্রতি এইরূপ অসঙ্গত ব্যবহার করিল! এক্ষণে উপায় কি বল।” কামিনী কহিলেন, “এক্ষণে আর কোন উপায় দেখিতেছি না, দাস দাসী ও তৈজসাদি বিক্রয় দ্বারা জীবন ধারণ করুন, পরে যদি কখন পরমেশ্বর অনুকূল হয়েন, তবে অন্য উপায় হইতে পারিবে।” দাস দাসী ও অপরাপর দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে, নুরুদ্দীন যদিও সম্মত ছিলেন না তথাপি কি করেন অন্য কোন উপায় না দেখিয়া অগত্যা অকর্ম্মণ্য দাস দাসী বিক্রয় করিয়া তদ্দ্বারা কিছু দিন জীবনধারণ করিলেন। পরে মহামূল্য দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়াও আর কিছু দিন চলিল। তৎপরে ঐ সমস্ত অর্থ শেষ হইয়া গেলে, পুনর্ব্বার পারস্যনারীকে বলিলেন, “বল দেখি এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য, আরতো কোন সম্বলই নাই।” তখন পারস্যরমণী বলিলেন, “এক্ষণে আমাকে বিক্রয় ভিন্ন আর কোন উপায় দেখিতেছি না।”

নরুদ্দীন কহিলেন, “প্রিয়ে! আমি পিতার নিকটে যে সত্য করিয়াছি তদনুসারে আমার প্রাণ থাকিতে তোমাকে কখন বিক্রয় করিতে পারিব না। এবং তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার জীবন ধারণেই বা ফল কি আছে?” পারস্যরমণী বলিলেন, “আমি নিশ্চয় জানি যে, তুমি আমাকে প্রাণতুল্য ভাল বাস, এবং আমাকে পরিত্যাগ করিতেও তোমার ইচ্ছা নাই, কিন্তু বিপদে পতিত হইলে, মনুষ্যকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক কার্য্য করিতে হয়, অতএব তুমি আমাকে বিক্রয় করিলেও তোমার প্রতি আমার ভালবাসা সমভাবে থাকিবে, পরে পরমেশ্বর যদি

কখন সুদিন দেন, তবে তুমি আমাকে পুনর্ব্বার ক্রয় করিতে পারিবে।" পারস্যরমণীর এই কথা শুনিয়া নুরুদ্দীন আর কি করিবেন, অন্য কোন উপায় না থাকাতে দুঃখিত অন্তঃকরণে তাহাকে বিক্রয়ার্থ বাজারে লইয়া উপস্থিত হইলেন, এবং হাজিহাসন নামক এক জন দালালকে ডাকিয়া বলিলেন, "হাজিহাসন! আমি এই রমণী বিক্রয় করিব, তুমি ক্রেতা আনয়ন কর।" দালাল এই কথা শুনিবামাত্র তাঁহাকে নারী লইয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতে বলিল।

পরে পারস্যসুন্দরী মুখাবরণ উন্মোচন করিলে হাজিহাসন তৎপ্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিল, "নুরুদ্দীন তোমার পিতা খাকান মন্ত্রী না এই রমণীকে দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রায় ক্রয় করিয়াছিলেন?" তাহাতে মন্ত্রিপুত্র উত্তর করিলেন, "হাঁ।" তৎপরে হাজিহাসন নারীকে গৃহাভ্যন্তরে রাখিয়া ক্রেতার অনুসন্ধানে গমন করিল। পরে কতিপয় ধনশালী মহাজনের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে, দালাল তাঁহাদিগকে বলিল, "আমি অদ্য যে রমণীকে বিক্রয়ার্থ এস্থানে আনয়ন করিয়াছি, স্ত্রীজাতির মধ্যে সেরূপ সুশ্রী স্ত্রী ধরণীমণ্ডলে আর নাই বলিলেই হয়। যদি আপনাদিগের কামিনী ক্রয় করিবার অভিলাষ থাকে, তবে আমার সঙ্গে আসিয়া সেই নারীকে অবলোকন করিয়া আসুন।" ইহা শুনিয়া মহাজনেরা হাজিহাসনের সঙ্গে পারস্যসুন্দরীকে দেখিতে আসিয়া তাঁহার রূপলাবণ্য সন্দর্শনে অতিশয় মুগ্ধ হইলেন। পরে সকলেই একবাক্য হইয়া পারস্যনারীর মূল্য চারি সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা স্থির করিলেন। তখন হাজিহাসন উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "পারস্যরূপসীর মূল্য চারি সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা হইয়াছে, যিনি ইহার অধিক মূল্য প্রদান করিবেন, তাঁহাকেই এই কামিনী বিক্রয় করিব।" মহাজন গণ দালালের চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া চারি সহস্রের অধিক মূল্য দিব কি না এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে শয়াই মন্ত্রী অশ্বারোহণপূর্ব্বক ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং পারস্যরমণী অত্যন্ত রূপবতী হইবে ভাবিয়া হাজিহাসনের সমীপে গিয়া বলিলেন, "কেমন রমণী আমাকে একবার দেখাও।" তাহাতে দালাল দ্বার মুক্ত করিয়া পারস্যরমণীকে দেখাইল। শয়াই মন্ত্রী অশ্বারূঢ় থাকিয়া পারস্যকামিনীর অলৌকিক সৌন্দর্য্য দর্শনে একবারে মোহিত হইয়া কহিলেন, "ওহে হাজিহাসন! চারি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পর্য্যন্ত কি এই কামিনীর মূল্য স্থির হইয়াছে?" হাজিহাসন কহিল, "হাঁ মহাশয়! কিন্তু ইহার মূল্য আরো অধিক হইতে পারিবে, আমি এরূপ প্রত্যাশা করিতেছি।" মন্ত্রী কহিলেন, "চারি সহস্রের অধিক মূল্য দিতে যদি কেহ না চাহে, তাহা হইলে, ঐ মূল্যে আমিই এই রমণীকে ক্রয় করিব।" ইহা বলিতে বলিতে মহাজনগণের প্রতি এমনি ভাবে দৃষ্টিপাত করিলেন, যেন তাঁহাদিগকে অধিক মূল্য স্বীকার

করিতে নিষেধ করিলেন। সুতরাং মন্ত্রীর ভয়ে কেহই মূল্য বৃদ্ধি করিতে সাহসী হইলেন না। তৎপরে মন্ত্রী দালালকে বলিলেন, "আর অধিক বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই, এক্ষণে বিক্রেতাকে বিক্রয় করিতে বল।" মন্ত্রী তখন পর্য্যন্তও জানিতেন না যে, নুরুদ্দীন ঐ কামিনীর বিক্রেতা। হাজিহাসন দ্বার রুদ্ধ করিয়া নরুদ্দীনের সমীপে গিয়া কহিল, "বণিক্‌গণ প্রথমতঃ আপনার রমণীকে দেখিয়াই চারি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে আমার এমন বোধ হইয়াছিল যে, পরে ইহার মূল্য আরও বৃদ্ধি হইতে পারিবে, কিন্তু শয়াই মন্ত্রী আসিয়া সকলকে অধিক মূল্য দিতে বারণ করায়, আর কেহই তাঁহার ভয়ে ঐ রমণীর মূল্য বৃদ্ধি করিতে সাহসী হইতেছেন না। অতএব আপনাকে সংবাদ দিলাম, এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি হয় করুন, কিন্তু আমার ইচ্ছা নয় যে, আপনি এতাদৃশ রমণীরত্নকে এত অল্প মূল্যে বিক্রয় করেন।" নরুদ্দীন বলিলেন, "একেত স্বল্পমূল্য, তাহাতে আবার আমার শত্রু বৈরীকে বিক্রয় করিতে হইবে, অতএব যাহাতে এই রমণী বিক্রয় করা না হয়, তদ্বিষয়ে আমাকে পরামর্শ বল।" হাজিহাসন বলিল, "এক্ষণে কেবল একমাত্র উপায় আছে, আপনি বাহিরে আসিয়া সকলের সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে বলুন যে, আমি এই কামিনীর প্রতি অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া ইহার অবমাননা করিবার জন্য ইহাকে বাজারে আনয়ন করিয়াছি, ইহাকে বাস্তবিক বিক্রয় করিবার অভিলাষ নাই। অনন্তর যখন আমি মন্ত্রীকে কামিনী প্রদান করিতে উদ্যত হইব, তখন তুমি নারীকে দুই তিন মুষ্ট্যাঘাত করিয়া পূর্ব্বোক্ত কথা বলিয়া তাহাকে লইয়া স্ব স্থানে প্রস্থান করিবে।"

এই যুক্তি স্থির হইলে, হাজিহাসন গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক রমণীকে স্বাভিপ্রায় জানাইয়া তাহার হস্ত ধরিয়া মন্ত্রীর সমীপে লইয়া গিয়া কহিল, "এই সেই নারী, আপনি ইহাকে গ্রহণ করুন।" হাজিহাসনের মুখ হইতে এই কথা বিনির্গত হইতে না হইতেই, নুরুদ্দীন দৌড়িয়া আসিয়া নারীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক তাহাকে এক চপেটাঘাত করিয়া কহিলেন, "এখন তুই ঘরে চল্, তোর যেমন কর্ম্ম তেমনি অপমানিতা হইয়াছিস্, বারান্তরে যেন এমন দোষ না হয়।" ইহাতে মন্ত্রী রাগান্ধ হইয়া বলপূর্ব্বক রমণীকে কাড়িয়া লইবার মানসে অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়া নুরুদ্দীনকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। মন্ত্রিপুত্র তাহাতে অত্যন্ত অপমান গ্রস্ত হইয়া মন্ত্রীর ঘোটকের লাগাম ধরিয়া তাহাকে পশ্চাদ্ভাগে ঠেলিয়া দিতে দিতে বলিলেন, "ওরে দুষ্ট নরাধম! এই সমস্ত ভদ্রলোক এখানে উপস্থিত আছেন বলিয়া আমার হস্তে অদ্য তোর প্রাণরক্ষা হইল, নতুবা এখনি তোকে শমন সদনে প্রেরণ করিতাম।" মন্ত্রিতনয় একে মহা বলবান্, তাহাতে আবার দর্শকবৃন্দ তাঁহাকে উৎসাহ দিতে

লাগিল, সুতরাং তিনি শয়্যাই মন্ত্রীকে অশ্ব হইতে নামাইয়া শত শত মুষ্ট্যাঘাত করিয়া তাহাকে নদীর কূলে ফেলিয়া পারস্যসুন্দরীকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বালয়ে চলিয়া গেলেন। মন্ত্রী সকলের সমক্ষে এইরূপ অপমানিত হইলে, তাবৎ লোক করতালি দিতে আরম্ভ করিল।

মন্ত্রী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপে পড়িয়া থাকিয়া পরিশেষে দুইজন অশ্বরক্ষকের বাহু ধারণপূর্ব্বক সেই অবস্থাতেই রাজসভায় গিয়া উপস্থিত হইলে, ভূপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্ত্রিন্! কে তোমার এরূপ নিগ্রহ করিয়াছে ?" মন্ত্রী রোদন করিতেং উত্তর করিলেন, "মহারাজ! আমি এক জন বন্দিনী রমণী ক্রয় করিবার মানসে অদ্য বাজারে গিয়া দেখিলাম, চারি সহস্র স্বর্ণমুদ্রায় এক কামিনী বিক্রয় হইতেছে তাহাতে সেই নারীকে দেখিতে ইচ্ছা করাতে, দালাল তাহাকে আমার সম্মুখে আনিল। নারীর রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া বিবেচনা করিলাম, যেরূপ ভুবনমোহিনী কামিনী বুঝি কখনই আমার নেত্রগোচর হয় নাই। পরে রমণী বিক্রেতার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, আপনার ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী খাকানের তনয় নুরুদ্দীন ঐ নারীকে বিক্রয়ার্থ আনয়ন করিয়াছে। মহারাজের স্মরণ থাকিতে পারে, দুই তিন বৎসর গত হইল, খাকানকে এক কামিনী ক্রয় করিতে দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছিলেন। খাকান তাহাতে ঐ রমণী ক্রয় করিয়া মহারাজকে না দিয়া তাহাকে আপন পুত্র বনিতা করিয়া রাখে। খাকান লোকান্তরিত হইলে নুরুদ্দীন অপব্যয় করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সর্ব্বশেষে জঠরানল নির্ব্বাণার্থ ঐ নারীকে বিক্রয় করিতে আনয়ন করিয়াছিল। আমি তাহাকে বলিলাম, নুরুদ্দীন! তোমার এই দাসীকে আমি ভূপতির নিমিত্ত ক্রয় করিতে ইচ্ছুক আছি, অতএব ইহার মূল্যস্বরূপ চারি সহস্র মুদ্রা গ্রহণ কর।" আমি এই কথা বলিবামাত্র, নুরুদ্দীন সক্রোধে আমাকে কটূক্তি করিল। তাহাতে যদিও আমি রাগান্বিত হইয়াছিলাম, তথাপি তাহাকে পুনর্ব্বার নম্রভাবে কহিলাম, "দেখ আমার প্রতি এরূপ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করাতে যে কেবল আমার অপমান হইতেছে এমত নহে, ইহাতে যে নৃপতি আমার ও তোমার পিতার পদোন্নতি করিয়াছেন, তাঁহারও অসম্ভ্রম করা হইতেছে, অতএব আর কটূক্তি করিও না। এই কথা শুনিয়া সে আরো ক্রোধান্বিত হইয়া আমাকে ঘোটক হইতে ভূমিতে অবতীর্ণ করাইয়া আমার এইরূপ দুরবস্থা করিয়াছে, হে ধর্ম্মাবতার! আপনি এক্ষণে ইহার সুবিচার করিয়া যাহাতে আমার এবং মহারাজের মান রক্ষা হয়, এমত করুন।"

বালশোরাধিপতি ক্রুর মন্ত্রীর মুখে এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হওয়াতে, তাঁহার আর ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি অবিলম্বে সেনাপতিকে ডাকাইয়া আদেশ করিলেন, "তুমি এই দণ্ডে ৪০ জন সৈন্য

সঙ্গে লইয়া নুরুদ্দীনের বাটীতে যাও, এবং তাহার গৃহ সমভূমি করিয়া দিয়া তাহাকে পারস্যরমণী সমভিব্যাহারে ধৃত করিয়া রাজসভায় আনয়ন কর।” নৃপতি যৎকালে এই আজ্ঞা দিলেন তৎকালে শাঞ্জিয়ার নামে এক রাজকর্ম্মচারী রাজসভায় ছিল। সে পূর্ব্বে খাকান মন্ত্রীর অনুগ্রহে রাজসংসারে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। শাঞ্জিয়ার নুরুদ্দীনের পিতৃকৃত পূর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ সেনাপতির গমনের পূর্ব্বেই মন্ত্রিপুত্রের নিকটে গিয়া বলিল, “নুরুদ্দিন! তোমার মহা বিপদ্ উপস্থিত, এখানে থাকিলে, কোন মতেই তোমার আর নিস্তার নাই, অতএব এই দণ্ডেই পলায়ন কর।” নুরুদ্দীন শাঞ্জিয়ারকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, সে সংক্ষেপে সমুদায় বৃত্তান্ত কহিল, এবং ৪০টী স্বর্ণমুদ্রা নুরুদ্দীনের হস্তে প্রদান করিয়া বলিল, “তুমি এই ৪০টী মুদ্রা পথখরচ করিয়া শীঘ্র এই স্থান হইতে পলায়ন কর।” নুরুদ্দীন পারস্যরমণীকে এই সমস্ত বিবরণ জানাইলে, তিনিও তৎক্ষণাৎ তৎসঙ্গে যাইতে উদ্যত হইলেন। তদনন্তর উভয়ে সত্বর বাটীর বাহির হইয়া নিরাপদে নগরমধ্য দিয়া গমন করিয়া ইউফ্রেটিস্ নদীর তীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় একখান তরী বোগ্দাদে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে আরোহণপূর্ব্বক নৌকা খুলিয়া দিতে বলিলেন। নৌকা খুলিবামাত্র, তাহা তখনি সুবাতাসভরে বালশোরা নগর পশ্চাদ্ভাগে রাখিয়া চলিয়া গেল।

এখানে সেনাপতি চল্লিশ জন সেনা সঙ্গে অতিবেগে নুরুদ্দীনকে ধৃত করিতে আসিয়া তাঁহার বাটীর মধ্যে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া দেখিল তন্মধ্যে কেহই নাই। তাহাতে সে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া প্রতিবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, “ইহারা কোথায় গিয়াছে?” প্রতিবাসীগণ বলিল, “আমরা জানি না।” কারণ নুরুদ্দীনকে সকলেই এমনি ভাল বাসিত যে, তাহারা সন্ধান জানিয়াও কেহ ব্যক্ত করিল না। পরে সেনাপতি রাজসমক্ষে গিয়া তদ্বিবরণ বলিল। ভূপতি তখন রাজধানীতে এই ঘোষণা করাইয়া দিলেন যে, যে ব্যক্তি নুরুদ্দীন ও তাহার দাসীকে আনীয়া দিবে অথবা তাহাদের সন্ধান বলিতে পারিবে, সে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার পাইবে, এবং যে তাহাদিগকে গোপন করিয়া রাখিবে, তাহাকে গুরুতর দণ্ডভোগ করিতে হইবে, কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইল।

এখানে নুরুদ্দীন ও পারস্যরূপতী নির্ব্বিঘ্নে বোগ্দাদ নগরে উপনীত হইলেন। তরী ঘাটে লাগিলে, নুরুদ্দীন নাবিককে পাঁচটী স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিয়া পারস্যনারীর হস্তধারণপূর্ব্বক কূলে উঠিলেন বটে, কিন্তু এই অপরিচিত স্থানে আসিয়া কোথায় যাইবেন ও কোথায় অবস্থিতি করিবেন, এই চিন্তা তাঁহার অত্যন্ত বলবতী হইল। পরে তিনি নদীতীরে

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে দীর্ঘ প্রাচীর পরিবেষ্টিত এক উদ্যান দেখিতে পাইলেন, এবং তাহার ধারে ধারে গমন করিতে করিতে ক্রমে তাহার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ দ্বারের সন্নিধানে একটী সুরম্য ফোয়ারা এবং উহার দুই পার্শ্বে দুইখান উৎকৃষ্ট কাষ্ঠাসন ছিল।

নুরুদ্দীন তখন পারস্যরমণীকে বলিলেন, "প্রায় সন্ধ্যাকাল উপস্থিত, অতএব অদ্য এই স্থানেই রাত্রি যাপন করা যাউক, এস্থান অতি উত্তম দেখা যাইতেছে।" ইহা বলিয়া সেই ফোয়ারা হইতে অঞ্জলি পূরিয়া জল পান করিয়া দ্বারস্থ কাষ্ঠাসনে উভয়েই শয়ন করিবামাত্র পথশ্রান্তি প্রযুক্ত শীঘ্র নিদ্রাগত হইলেন।

বোগদাদাধীশ্বর হারুণ আলরশীদ এই উদ্যানের অধিকারী ছিলেন। ঐ উদ্যানের মধ্যস্থলে একটী বৃহৎ বিচিত্র নাট্যমন্দির ছিল, তাহার অশীতি গবাক্ষ ছিল, এবং প্রত্যেক গবাক্ষে এক একটা ঝাড় ঝুলান থাকিত। যে দিবস সন্ধ্যাকালে রাজা তথায় গমন করিতেন, সেই দিবস ঝাড় জ্বালিয়া দেওয়া হইত, তাহাতে ঐ নাট্যশালার এরূপ অদ্ভুত শোভা হইত যে, নগরের সমস্ত স্থান হইতে ঐ আলোকমালা দৃষ্টি করিয়া সকলেই বিস্ময়াম্বিত হইত।

শাহ এব্রাহিম নামক এক প্রাচীন ব্যক্তির প্রতি ঐ উদ্যান ও নাট্যমন্দির প্রভৃতির রক্ষার ভার অর্পিত ছিল। তৎপ্রতি রাজার এই আদেশ ছিল যে, "অপর লোকে যেন ঐ উদ্যানে প্রবেশ না করে এবং দ্বারস্থিত কাষ্ঠাসনে না বসে। যে এই নিয়ম অন্যথা করিবে তাহাকে যেন সমুচিত দণ্ড দেওয়া হয়।" ঐ দিবস শাহ এব্রাহিম কোন কর্ম্মোপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছিল, সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময়ে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিতে পাইল, বসনে মুখাবৃত করিয়া কাষ্ঠাসনে দুই ব্যক্তি নিদ্রা যাইতেছে। ইহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ দুই জনের বদনাচ্ছাদন খুলিয়া দেখিল, এক সুন্দর পুরুষ এবং এক পরমসুন্দরী কামিনী নিদ্রাভিভূত আছে। তাহাতে বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে বেত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু ক্ষণকাল রাগ সম্বরণপূর্ব্বক মনে মনে ভাবিতে লাগিল, সহসা ইহাদিগকে দণ্ড দেওয়া উচিত নহে, বোধ করি, ইহারা বিদেশীয় হইবে, অতএব ইহারা কে এবং কোথা হইতে আগমন করিয়াছে অগ্রে অনুসন্ধান করা আবশ্যক হইতেছে। ইহা চিন্তা করিয়া তাহাদিগের নিদ্রা ভঙ্গ করিল। নুরুদ্দীন ঐ শ্বেতশ্মশ্রুযুক্ত প্রাচীনকে সন্নিকটে দেখিবামাত্র অবিলম্বে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ভয়ে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, "হে পিতঃ! পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।" তাহাতে প্রাচীন কহিল, "হে নন্দন! তুমি কি প্রার্থনা কর? তোমরা কে এবং কোথা হইতে এখানে আসিয়াছ?" নুরুদ্দীন কহিলেন, "আমরা বিদেশী অদ্য এদেশে আসিয়া উপস্থিত

হইয়াছি অতএব এখানে রাত্রি বাস করিতে অভিলাষী হইয়াছি।” তাহাতে বৃদ্ধ কহিল, “এ স্থান শয়ন যোগ্য নহে, আমি তোমাদিগকে উপযুক্ত স্থান দিব, তোমরা আমার সঙ্গে আইস, ইহার মধ্যে অতি রমণীয় উদ্যান আছে।” নুরুদ্দীন বলিলেন, “এ উদ্যান কি তোমার?” শাহ এব্রাহিম ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক উত্তর করিল, “হঁা। ইহা আমার পিতার সম্পত্তি, এক্ষণে আমি পাইয়াছি।” ইহা শুনিয়া নুরুদ্দীন কৃতজ্ঞ হইয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া পারস্যরূপসীর হস্ত ধরিয়া বৃদ্ধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নুরুদ্দীন এতাদৃশ মনোহর উদ্যান কস্মিন্ কালে কোথাও দেখেন নাই, অতএব তাহার সৌন্দর্য্য দর্শনে অতিশয় চমৎকৃত হইলেন। পরে প্রাচীনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার নাম কি?” উদ্যানরক্ষক উত্তর করিল, “আমার নাম শাহ এব্রাহিম।” তৎপরে নুরুদ্দীন কহিলেন, “শাহ এব্রাহিম! এই দুইটী স্বর্ণমুদ্রা লইয়া কিঞ্চিৎ খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া আন।” শাহ এব্রাহিম স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্ট চিত্তে খাদ্য দ্রব্য আনিতে গেল। নুরুদ্দীন ও পারস্য নারী উদ্যানে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন, পরে নাট্য মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রস্তর নির্ম্মিত সোপানারোহণপূর্ব্বক দেখিলেন, তাহার দ্বার রুদ্ধ আছে।

পরে শাহ এব্রাহিম খাদ্য দ্রব্য লইয়া আসিল, নুরুদ্দীন তাহাকে বলিলেন “তুমি আমাদিগকে এ নাট্যমন্দিরের অভ্যন্তরে কি আছে দেখাও।” সে দিবস বোগ্দাদাধিপতির তথায় আসিবার সম্ভাবনা না থাকাতে, উদ্যানপাল নুরুদ্দীনের মনোরক্ষার্থ অবিলম্বে চাবি ও একটা আলোক আনীয়া নাট্য মন্দিরের দ্বার মুক্ত করিল। নুরুদ্দীন এবং পারস্যরূপসী গৃহ মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক অপরূপ দ্রব্যাদি অবলোকন করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইতে লাগিলেন। পরে উদ্যানরক্ষক একটা পর্য্যঙ্কের উপর বস্ত্র বিস্তীর্ণ করিয়া দিলে, তদুপরি তিন জনে আহার করিবার জন্য উপবেশন করিলেন। নুরুদ্দীন ভোজনান্তে এব্রাহিমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এক্ষণে এক বোতল মদ্য আনিয়া দিতে পার?” উদ্যানপাল কহিল, মদ্যের প্রতি আমার এমনি বিদ্বেষ আছে যে, “মদ্য আনা দূরে থাক্ আমি কখন মদ্য স্পর্শও করি না, অতএব এ বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করিবেন।” তখন নুরুদ্দীন বিশেষ অনুরোধ পূর্ব্বক বলিলেন, “দুইটী স্বর্ণমুদ্রা লইয়া দোকান হইতে এক বোতল মদ্য ক্রয় করিয়া আন।” তাহাতে এব্রাহিম স্বর্ণমুদ্রা লইয়া সানন্দচিত্তে তৎক্ষণাৎ মদ্য আনয়ন করিল। তৎপরে দুইটা রৌপ্য নির্ম্মিত পানপাত্র আনীয়া দিল। নুরুদ্দীন ও পারস্যরমণী সুরাপান করিতে আরম্ভ করিলেন। কিঞ্চিৎক্ষণ পরে সুরাপানে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া নুরুদ্দীন পারস্যসুন্দরীকে বলিলেন, “প্রেয়সি! এক্ষণে একটী গান গাও।” নুরুদ্দীনের

... পারস্যরমণী একটী সুশ্রাব্য ও সুললিত গান করিলেন। যুক- ... তাহা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি বিমোহিত হইলেন। পরে পারস্য- ...হিলা এক পাত্রে সুরা ঢালিয়া এব্রাহিমকে মধুর বচনে তাহা পান করিতে অনুরোধ করিলেন। একে রমণী তাহাতে চিত্তহারিণী অতএব তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য বোধ করিয়া এব্রাহিম তাঁহার হস্ত হইতে পাত্রগ্রহণপূর্ব্বক সুরা পান করিল এবং তাহাতে মনের স্ফূর্ত্তি হওয়াতে ক্রমে আপনিই সুরা ঢালিয়া পান করিতে আরম্ভ করিল।

পারস্যসুন্দরী স্বহস্তে মদ্যপূর্ণ পানপাত্র ধারণপূর্ব্বক উহা পান করিবার নিমিত্ত এব্রাহিমকে অনুরোধ করিতেছেন।

এই প্রকারে রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হইল। তখন পারস্যরমণী উদ্যানপালকে বলিলেন, "এই নাট্য মন্দিরে অনেক ঝাড় ঝুলান রহিয়াছে তুমি কেবল একটা দীপ জ্বালিয়াছ, আর কতকগুলি আলো জ্বালিয়া দিলে ভাল হয়।" এব্রাহিম সে সময় সুরা পানে মত্ত থাকাতে বলিল, "হে সুন্দরি! আমার উত্থানশক্তি নাই, অতএব তুমি আপনি চারি পাঁচটা আলোক জ্বালিয়া দাও।" পারস্যরমণী ইহা শুনিয়া তৎ-ক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক একটী একটী করিয়া সমস্ত ঝাড় ও লণ্ঠনের বাতি জ্বালিয়া দিলেন। তাহাতে সমস্ত উদ্যান আলোকমালায় ভূষিত হইল। উদ্যানপাল সুরাপানে মত্ত ছিল, সুতরাং তাহা আর লক্ষ্য করিল না।

ভূপতি হারুণ অলরশীদ তৎকালে টাইগ্রিস্ নদী তটস্থ রাজপ্রা-সাদের মধ্যে এক গৃহে উপবিষ্ট ছিলেন। সেখান হইতে উদ্যান ও নাট্যমন্দির বিশিষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হইত। তিনি হঠাৎ একটা গবাক্ষ-দ্বার মুক্ত করিবামাত্র দেখিতে পাইলেন, নাট্যশালা আলোকমালায় উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার অজ্ঞাতসারে এরূপ ঘটনা হওয়াতে ভূপতি জাফর মন্ত্রীকে ডাকিয়া ক্রোধ ভরে কহিলেন, "এত রাত্রিতে

নাট্যশালা আলোকময় হইল কেন?" মন্ত্রী সভয়ে উত্তর করিলেন, "মহারাজ! আমি উহার যথার্থ কারণ অবগত নহি, তবে এই বলিতে পারি, এব্রাহিম আমাকে বলিয়াছিলেন যে, সে ঐ নাট্যমন্দিরের মধ্যে ধর্ম্মালয়ের সমস্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ যাজকদিগের সেবা লইবে অতএব মহারাজের আজ্ঞা অপেক্ষা করিয়া মহারাজকে জানাইতে অনুরোধ করিয়াছিল, তাহাতে আমি আপনাকে অবগত করাইব ইহা স্বীকার করিয়া তাহাকে তদভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য করিতে বলিয়াছিলাম কিন্তু বিস্মৃতি ক্রমে আপনার অনুমতি গ্রহণ করা হয় নাই। বোধ করি, অদ্য রাত্রিতেই সে যাজকদিগকে আহ্বান করিয়া থাকিবে। ইহাতে সে ব্যক্তির কোন দোষ নাই। আমিই মহারাজের নিকট অপরাধী হইয়াছি অতএব আমাকে ক্ষমা করুন।" অনন্তর ভূপতি মন্ত্রীকে কহিলেন "চল আমরা ছদ্মবেশ ধারণপূর্ব্বক ঐ সমস্ত ব্যাপার দেখিতে যাই।" মন্ত্রী নৃপতির মুখে এই কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, রাজার ক্রোধের অনেক শান্তি হইয়াছে, অতএব সাহস পাইয়া ভূপতির সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। পরে রাজা ও মন্ত্রী দুই জনে নগর বাসীর বেশে রাজবাটী হইতে বাহির হইয়া উদ্যানের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং দ্বার মুক্ত থাকাতে, তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ভিতরে গিয়া নাট্যশালার দ্বার অর্দ্ধ মুক্ত দৃষ্টি করিয়া ধীরে ধীরে সোপানে আরোহণপূর্ব্বক দেখিলেন, নাট্যমন্দিরের অভ্যন্তরে এক যুবা পুরুষ ও এক যুবতী এবং এব্রাহিম একত্র উপবিষ্ট আছে এবং এব্রাহিম সুরাপাত্র স্বকরে গ্রহণপূর্ব্বক কামিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, "সুন্দরি! গান না গাইয়া মদ্য পান করিলে, সুখোৎপত্তি হয় না, অতএব আমি একটী গান করি।" ইহা বলিয়া সে গান ধরিল। ভূপতি জানিতেন এব্রাহিম ধার্ম্মিক ও শুদ্ধাচারী কখনই সুরাপান করে না, সুতরাং তাহার এই বিপরীতাচরণ দৃষ্টি করিয়া একবারে বিস্ময়ান্বিত হইলেন। পরে রাজা নিঃশব্দে নীচে আসিয়া মন্ত্রীকে বলিলেন, "এই কি ধর্ম্মনিষ্ঠযাজকগণের আহ্বান করা হইয়াছে? সে যাহা হউক, এমন রূপবান্ পুরুষ এবং এমন রূপবতী কামিনী ত আমি কখনই দর্শন করি নাই, অতএব ইহাদের পরিচয় অবগত হওয়া অগ্রে নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে।" ইহা বলিয়া নৃপতি পুনর্ব্বার উপরে উঠিলেন, মন্ত্রীও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। এব্রাহিম সেই সময়ে যুবতীকে একটা বংশী আনিয়া দেওয়াতে যুবতী বংশী ধ্বনিতে স্বর মিলাইয়া এমনি একটী গীত গাইলেন যে, রাজা তচ্ছ্রবণে একবারে বিমোহিত হইলেন। গান সমাপ্ত হইলে, রাজা নীচে নামিয়া মন্ত্রীকে কহিলেন, "আমি এমন গান আমার জীবন ধারণে শুনি নাই অতএব ঐ রমণীর সম্মুখে বসিয়া উহার গান শুনিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, ইহার উপায় কি আমাকে বল।" মন্ত্রী কহিলেন, "মহা

রাজা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলে যদি এব্রাহিম আপনাকে চিনিতে পারে, তবে ভয়ে তাহার প্রাণ বিয়োগ হইবার সম্ভাবনা।" রাজা কহিলেন, "যাহাতে এব্রাহিম ভয় পাইবে এমন কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে।" এইরূপ কথোপকথনের পর, নরেন্দ্র তথা হইতে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

ঐ উদ্যান টাইগ্রিসনদীর সন্নিকটস্থ থাকাতে ভূপতি উদ্যান মধ্যে এক খাল খনন করাইয়া নদীর সহিত সংযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। নদী হইতে নানা জাতীয় মৎস্য আসিয়া ঐ খালে থাকিত। ধীবরগণ তাহা জানিয়াও রাজার ভয়ে ঐ খালে মৎস্য ধরিতে সাহসী হইত না। দৈবাৎ সেই রজনীতে এক ধীবর উদ্যানে প্রবেশপূর্ব্বক তথায় মৎস্য ধরিতে ছিল, এমন সময় রাজা সেই স্থলে আগমন করিলেন। ধীবর রাজাকে চিনিতে পারিয়া অত্যন্ত ত্রাসযুক্ত হইয়া তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া আপনার দৈন্যদশা নিবেদন করিল, এবং অনেক মিনতি পূর্ব্বক ক্ষমা চাহিল। তাহাতে মহীপাল দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া ধীবরকে অভয়দান দিয়া কহিলেন, "তোর জালে কি মৎস্য পড়িয়াছে দেখি।" তখন ধীবর জাল তুলিয়া দেখিল যে, পাঁচ ছয়টা বড় বড় মৎস্য বদ্ধ হইয়াছে। ভূপতি তন্মধ্য হইতে দুইটা বৃহৎ মৎস্য গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে বলিলেন, "তুই তোর বস্ত্রাদি আমাকে দিয়া আমার বস্ত্র লইয়া এস্থান হইতে চলিয়া যা।" ধীবর সেইরূপ করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল।

পরে মহীপাল ধীবরের বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক দুইটা বৃহৎ মৎস্য লইয়া মন্ত্রীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। মন্ত্রী ভূপতিকে চিনিতে না পারিয়া কহিলেন, "ওরে ধীবর। তুই এস্থানে কেন?" ইহা শুনিয়া নৃপতি হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, তাহাতে মন্ত্রী ছদ্মবেশী রাজাকে চিনিতে পারিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন।

পরে মহীপতি সোপানারোহণপূর্ব্বক নাটামন্দিরের দ্বারে আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে নুরুদ্দীন উদ্যানপালকে কহিলেন, "দ্বারদেশে কে আসিয়াছে জিজ্ঞাসা কর।" এব্রাহিম জিজ্ঞাসা করাতে রাজা দ্বারের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া বলিলেন, "আমি ধীবর, অদ্য তোমার বন্ধুগণের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া দুইটা ভাল মৎস্য আনিয়াছি, মৎস্যের নাম শুনিবামাত্র, নুরুদ্দীন এবং পারস্যরূপসী আনন্দিত হইয়া এব্রাহিমকে বলিলেন, "দেখা যাউক কেমন মৎস্য আনিয়াছে।" এব্রাহিম সুরাপানে মত্ত থাকিয়া ধীবরবেশী রাজাকে কহিল, "ওরে চোর! তুই বেটা এই প্রকারে প্রত্যহ মৎস্য চুরি করিস, তোর কেমন মৎস্য দেখিব।" নৃপতি ধীবরের মত ব্যবহার দর্শাইয়া মৎস্য দেখাইলেন। তাহাতে পারস্যরমণী বলিলেন, "অতি উত্তম মৎস্য বটে, কিন্তু রন্ধন না করিলে কিপ্রকারে ভোজন করা যাইবে।" অগত্যা এব্রাহিম তৎক্ষণাৎ

ধীবরকে বলিল, "তুই শীঘ্র করিয়া আমার রন্ধনশালায় গিয়া মৎস্য ভাজিয়া আনিয়া দে।"

ইহা শুনিয়া মহীপাল তৎক্ষণাৎ উদ্যানরক্ষকের রন্ধনালয়ে গিয়া মৎস্য ভাজিয়া তিন খান পাত্রে রাখিয়া নাট্য মন্দিরে উপস্থিত করিলেন। নরুদ্দীন, পারস্যরূপসী এবং শাহ এব্রাহিম হৃষ্টচিত্ত হইয়া মৎস্য আহার করিতে লাগিলেন। ভোজনান্তে নরুদ্দীন রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "ওরে ধীবর! তুই কি উত্তম মৎস্য ভাজা আহার করালি!"

ইহা কহিয়া শাঞ্জিয়ার প্রদত্ত ৪০ টী স্বর্ণমুদ্রার অবশিষ্ট যে ৩০ টী তাঁহার নিকটে ছিল, তাহা ধীবরবেশী রাজাকে দিয়া বলিলেন, "এই ৩০ টী স্বর্ণমুদ্রা নে, আমার নিকটে আর কিছু থাকিলে, তাহা তোকেই দিতাম। আমার যখন অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল তখন হইলে তোর চির দিনের অভাব একবারে দূর করিতাম, এক্ষণে ইহা যৎসামান্য হইলেও তোকে ইহা যথেষ্ট ভাবিতে হইবে, যে হেতু আমার আর কিছুই নাই।"

মহীপাল স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণপূর্ব্বক নরুদ্দীনকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! আপনি অতি বদান্য ও সজ্জন, ভবাদৃশ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে আমি আমার পরম সৌভাগ্য বিবেচনা করিলাম, এবং আপনার নিকটে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ থাকিলাম। এক্ষণে আমার একটী প্রার্থনা আছে তাহা আপনাকে শুনিতে হইবে। আপনার সন্নিধানে যে বংশী পড়িয়া রহিয়াছে, বোধ করি এই রমণী উহা বাজাইতে জানেন। যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক সুন্দরীকে একবার বাঁশী বাজাইতে বলেন, তাহা হইলে, আমি মহা তুষ্ট হইয়া স্বস্থানে চলিয়া যাই।" নরুদ্দীন ধীবরবেশী মহীপালের সন্তোষার্থ পারস্যকামিনীকে বীণাবাদন করিতে বলিলেন। কামিনী তৎক্ষণাৎ বংশী তুলিয়া লইয়া এমনি রাগসহকারে গান গাইলেন যে, নৃপতি তাহা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ান্বিত ও মোহিত হইয়া বলিলেন, "আহা! কি মনোহর সঙ্গীত শুনিলাম, কিবা সুমধুর স্বর, এরূপ আমি কখনই শুনি নাই।" ধীবরের মুখে পারস্যরূপসীর প্রশংসা শুনিয়া নরুদ্দীন বলিলেন, "ওরে ধীবর? আমি বুঝিতে পারিলাম তোর বিলক্ষণ সঙ্গীত বোধ আছে, তুই এই নারীর গান শুনিয়া তুষ্ট হইয়াছিস, অতএব আমি তোকে এ নারী দান করিতেছি।" নরুদ্দীনের বদান্যতা দৃষ্টে পারস্যরূপসী চমৎকৃতা হইয়া কহিলেন, "সে কি! আপনি কি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন? আমার দোষ কি?" ইহা বলিয়া কামিনী বংশীবাদনপূর্ব্বক নরুদ্দীনকে মিষ্ট ভৎসনা উদ্দেশে তৎক্ষণাৎ একটী গান রচনা পূর্ব্বক গাইতে আরম্ভ করিলেন এবং নরুদ্দীনের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিতে চাহিতে নেত্রনীরে ভাসিতে লাগিলেন। ভূপতি নরুদ্দীনের নারীপ্রদানের কথা শুনিয়া বিস্মিত ভাবে বলি-

লেন, "মহাশয়! আপনার বাক্য দ্বারা অনুমান করিতেছি এই সর্ব্বগুণান্বিতা সুন্দরী আপনার ক্রীতদাসী হইবেন। আপনি ইহার প্রভু, অতএব যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন।" নুরুদ্দীন বলিলেন, "এই রমণী আমার ক্রীতদাসী বটে, কিন্তু ইহার নিমিত্ত আমাকে যত প্রকার বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইয়াছে যে সমস্ত শুনিলে তুমি বিস্ময়াপন্ন হইবে।" তাহাতে ধীবররূপধারী নৃপতি কহিলেন, "মহাশয়! কি কি বিপদ্ ঘটিয়াছিল বলুন।" তখন নুরুদ্দীন পারস্যরূপসী বিষয়ক আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। রাজা সমস্ত কাহিনী শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে আপনারা কোথায় যাইবেন স্থির করিয়াছেন?" নুরুদ্দীন বলিলেন, "কোথায় যাইব তাহা জানি না, জগদীশ্বর যাহা করিবেন তাহাই হইবে।" রাজা কহিলেন, "আপনি বালশোরা নগরে প্রত্যাগমন করুন, আমি তথাকার রাজাকে একখান পত্র লিখিয়া দিতেছি, তিনি তাহা প্রাপ্তিমাত্র আপনাকে মহা সমাদর করিবেন।" নুরুদ্দীন কহিলেন, "ওরে ধীবর! তোর কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলাম, ধীবরের সহিত রাজার কি এমন প্রণয় থাকে যে, পত্রলেখা চলে।" রাজা কহিলেন, "ইহা বিস্ময়ের ব্যাপার নহে, ঐ ভূপতি এবং আমি উভয়ে বাল্যকালে একত্র এক শিক্ষকের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলাম, এক্ষণে সৌভাগ্যক্রমে তিনি রাজা হইয়াছেন এবং দুরদৃষ্ট বশতঃ আমি ধীবর হইয়াছি, কিন্তু আমাদের প্রণয়ের অন্যথা হয় নাই।" ইহা শুনিয়া নুরুদ্দীন নিরুত্তর থাকিলেন। অনন্তর রাজা তখনি বালশোরার ভূপতিকে এই পত্র লিখিলেন। "খাকান মন্ত্রীর নন্দন নুরুদ্দীন তোমাকে এই পত্র প্রদান করিলে, তুমি ইহা পাঠ করিবামাত্র ইঁহাকে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট করাইবে, কোনমতে অন্যথা করিবে না।" ভূপতি পত্র লিখিয়া পত্রের মর্ম্ম গোপন রাখিয়া তাহার মুখবন্ধ করিয়া নুরুদ্দীনের হস্তে প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, "এখানে আর বিলম্ব না করিয়া বালশোরাতে যাত্রা কর, নৌকা ঘাটে প্রস্তুত আছে।" নুরুদ্দীন পত্র গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তাহাতে পারস্যরূপসী তাঁহার বিরহে ব্যাকুলা হইয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। শাহ এব্রাহিম তখন পর্য্যন্তও রাজাকে চিনিতে পারে নাই। নুরুদ্দীন প্রস্থান করিলে, এব্রাহিম রাজাকে কহিল, "ধীবর! তুই দুইটা মৎস্য প্রদান করিয়া এক কামিনী এবং এক থলিয়া মুদ্রা পাইয়াছিস্ তোর দুইটা মৎস্যের মূল্য বিশ পয়সার অধিক হইবে না। অতএব আমাকে সমুদায়ের অংশ দিতে হইবে, নারীভোগের অর্দ্ধাংশও পাওয়া যাইবে, এক্ষণে থলিয়াটা আন্ তাহাতে কি আছে দেখি, যদি রৌপ্যমুদ্রা থাকে তবে তোকে কেবল একটী দিয়া আমি সমস্তই লইব, আর স্বর্ণমুদ্রা হইলে, তোকে কেবল গোটাকত পয়সা দিয়া সমস্তই আমি আত্মসাৎ করিব।"

শাহ এব্রাহিমের এই কথা শ্রবণ করিয়া মহীপাল বলিলেন," ধরিয়াতে যাহা আছে তাহার অর্দ্ধাংশ তোমাকে দিতে সম্মত আছি, কিন্তু রমণীর অংশ পাইবে না, রমণী আমার নিজস্ব থাকিবে, যদি ইহাতে অসম্মত হও, তবে কিছুই দিব না।" ইহা শুনিয়া এব্রাহিম মহারাগান্বিত হইয়া ধীবরবেশধারী নৃপতিকে প্রহার করিবার নিমিত্ত গাত্রোত্থানপূর্ব্বক একটা আলোক লইয়া যষ্টি অন্বেষণে গমন করিল।

ইতিপূর্ব্বে মহীপাল চারিজন দাসের দ্বারা রাজ পরিচ্ছদ প্রেরণ করিবার জন্য জাফর মন্ত্রীকে গোপনে আদেশ করিয়া ছিলেন। তাহাতে মন্ত্রী রাজপরিচ্ছদ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং চারিজন দাস নাট্যালয়ের বাহিরেএকপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল। রাজা হারুণ অলরশীদ ইত্যবসরে দাসগণকে ডাকিয়া ধীবরবেশ ত্যাগ করিয়া রাজবেশ ধারণ পূর্ব্বক সিংহাসনে বসিয়া থাকিলেন।

এব্রাহিম ধীবরকে প্রহার করণার্থ একটা যষ্টি লইয়া দ্রুত গমনে নাট্যমন্দিরে প্রবেশ করিয়াই দেখিতে পাইল রাজাধিরাজ মহিমান্বিত হারুণ অলরশীদ সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। এব্রাহিম ইহা দেখিয়া ভয়ে কম্পিতকলেবর হইয়া রাজ পদতলে পতিত হইয়া করপুটে নিবেদন করিল, "হে নরেন্দ্র! হে ধর্ম্মাবতার! এই অধম অতিশয় দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করুন।" রাজা সিংহাসন হইতে অবতীর্ণ হইয়া বলিলেন, "শাহ এব্রাহিম! তোমার সর্ব্ব দোষ ক্ষমা করিলাম, ভয় নাই।" তদনন্তর পারস্যরূপসীর সমীপস্থ হইয়া বলিলেন, "পারস্যরূপসি! তুমি উঠিয়া আমার সঙ্গে চল, আমি নুরুদ্দীনকে বালশোরার রাজা করিয়াছি। রাজসনন্দ পাঠাইবার সময় তোমাকেও নুরুদ্দীনের নিকটে পাঠাইয়া দিব, তুমি রাজরাণী হইয়া থাকিবে। এক্ষণে তুমি আমার সহিত রাজ নিকেতনে গিয়া থাকিবে চল, তোমার কোন চিন্তা নাই, তথায় তোমার সমাদরেরও কোন ত্রুটি হইবে না।" পারস্যকামিনী ভূপতির এইরূপ সকরুণ বাক্য শুনিয়া একবারে আনন্দ পারাবারে নিমগ্না হইলেন। তৎপরে রাজা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন এবং রাজমহিষীকে তাঁহার ও নুরুদ্দীনের সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, "প্রেয়সি! তুমি এই রমণীর তত্ত্বাবধান স্বয়ং করিবে, দেখিও ইহার যেন কোনরূপ অনাদর না হয়।"

এখানে নুরুদ্দীন রাজপ্রদত্ত পত্র লইয়া নিরাপদে বালশোরা নগরে উপনীত হইয়া একবারে রাজসভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎকালে রাজসভায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। নুরুদ্দীন বালশোরাধিপতিকে পত্র প্রদান করিলে, রাজা পত্র পাঠ করিয়া বিমর্ষভাব ধারণ পূর্ব্বক তাহা পুনর্ব্বার পাঠ করিবার জন্য শয়াই মন্ত্রীর হস্তে দিলেন। মন্ত্রী পত্র পাঠ করিয়া বিষণ্ণ হইয়া রাজাকে কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করি-

লেন, "মহারাজ! এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য?" রাজা বলিলেন,"রাজাধিরাজ হারুণ অলরশীদের আজ্ঞা কি প্রকারে অমান্য করিতে পারি?" মন্ত্রী কহিলেন, "এক্ষণে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে হইবে, এই পত্রখানি হারুণ অল্‌রশীদের স্বাক্ষরিত বটে, কিন্তু কি অভিপ্রায়ে তিনি ইহা লিখিয়াছেন, বিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক তাহা বুঝিতে হইবেক, নুরুদ্দীনকে রাজা করা যদি তাঁহার নিতান্তই ইচ্ছা হইত, তাহা হইলে, তিনি রাজসনন্দ প্রেরণ করিতেন, সুতরাং বিনা সনন্দে এ আজ্ঞা শিরোধার্য্য হইতে পারে না।" রাজা মন্ত্রীর কথা সম্ভব বিবেচনা করিয়া নুরুদ্দীনকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। খলমন্ত্রী নুরুদ্দীনকে স্বভবনে লইয়া জাত ক্রোধ প্রভাবে তাঁহাকে সাংঘাতিক রূপে প্রহার করিলেন এবং জীবনধারণার্থ কেবল যৎসামান্য রুটী ও জল দিতে বলিয়া তাঁহাকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিতে আজ্ঞা দিলেন। নুরুদ্দীন প্রথমতঃ সেই মন্ত্রীর নির্দ্দয় প্রহারে মুচ্ছাগত হইয়া পড়িলেন, পরে কিঞ্চিৎ চৈতন্যোদয় হইলে, অতি কদর্য্য কারাগারে আবদ্ধ রহিয়াছেন দেখিয়া অতিশয় বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন, "ওরে ধীবর! তোর কথায় বিশ্বাস করিয়া আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিল, তোর প্রতি আমি যেরূপ ভদ্রতা প্রকাশ করিয়াছিলাম, তুই কি তাহার এই প্রতিফল দিলি? হায় আমি কি নির্ব্বোধ যে তোর কথার উপর নির্ভর করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিলাম।" নুরুদ্দীন এইরূপে অসহ্যযন্ত্রণা সহ্য করিয়া ছয় দিবস অতিবাহিত করিলেন, তৎকালে তাঁহাকে প্রবোধ দেয় এমন বন্ধু কেহই ছিল না। মন্ত্রী নুরুদ্দীনকে কেবল এইরূপ যন্ত্রণা প্রদান করিয়াই নিরস্ত হইলেন না, তাঁহাকে ইহা অপেক্ষা গুরুতর দণ্ড দিবার মানসে রাজার নিকটে গিয়া তদ্বিরুদ্ধে আরো বহুতর গ্লানি করিলেন। রাজা তচ্ছ্রবণে মহা ক্রুদ্ধ হইয়া নুরুদ্দীনের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

পরে সমস্ত নগরে এই ঘোষণা হইল, নুরুদ্দীনের শিরশ্ছেদ হইবে। এই সংবাদে রাজ্যমধ্যে মহা হাহাকার শব্দ উঠিল। পরে খলমন্ত্রী নুরুদ্দীনকে কারাগার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া একটা কুৎসিৎ অশ্বে চড়াইয়া রাজবাটীর সম্মুখে আনয়ন করাইলেন। নুরুদ্দীন মৃত্যু উপস্থিত দেখিয়া মন্ত্রীকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "ওরে দুরাত্মা নরাধম! এক্ষণে তুই জয়ী হইয়া বলপূর্ব্বক আমার নিগ্রহ করিতেছিস্, কিন্তু ইহা যেন তোর স্মরণ থাকে, যে ব্যক্তি যেমন কার্য্য করে, তাহাকে তদনুসারে ফল ভোগ করিতে হয়, অতএব তোকে অতি শীঘ্রই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইবে।" মন্ত্রী দয়া ধর্ম্ম বিসর্জ্জনপূর্ব্বক নুরুদ্দীনকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত ভৃত্যগণকে আজ্ঞা দিয়া আপনিও সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন।

দেশস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সমস্ত লোকই নুরুদ্দীনের এইরূপ দুরবস্থা দর্শনে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা মনে মনে এতাদৃশ ক্রুদ্ধ হইল যে, তদ্দণ্ডেই ইষ্টকনিক্ষেপ দ্বারা মন্ত্রীর মস্তক চূর্ণ করিবার সুযোগ পাইলে, তাহারা তাহাই করিতে উদ্যত ছিল। নুরুদ্দীন বধ্যভূমিতে নীত হইলে, দুরাত্মা মন্ত্রী তাঁহাকে ঘাতক পুরুষের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক ভূপতিকে সংবাদ দিতে ধাবমান হইল। রাজসেনা ও মন্ত্রীর অনুচর সমূহ নুরুদ্দীনকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। নগরস্থ তাবৎ লোকের বাসনা এই যে, তাহারা নুরুদ্দীনকে লইয়া পলায়ন করে, কিন্তু তাহারা কি করিবে কোন উপায় নাই। হতভাগ্য নুরুদ্দীন তখন পান্থগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে পথিকগণ! আমার মৃত্যুকাল সন্নিকট, এক্ষণে তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, অতএব তোমাদের মধ্যে যদি কেহ সদয় হৃদয় থাক, আমাকে কিঞ্চিৎ জল প্রদান কর।" এইরূপ কাতরোক্তি শুনিয়া পথিকগণ জল আনিয়া তাঁহাকে পান করিতে দিল। মন্ত্রী তখন বারম্বার বলিতে লাগিল, "ওরে সংহার কারক! তুই শীঘ্র নুরুদ্দীনের মস্তকচ্ছেদন কর, আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই।" তৎশ্রবণে দর্শকগণ হাহাকার করিতেছেন, এবং জল্লাদ খড়্গহস্তে নুরুদ্দীনের শিরশ্ছেদন করিতে উদ্যত হইয়াছে, ইতিমধ্যে কতকগুলি অশ্বারোহী সৈন্যকে দ্রুতবেগে তথায় আগমন করিতে দেখিয়া ভূপতি সভয় চিত্তে নুরুদ্দীনের মস্তকচ্ছেদন ক্ষণকালের নিমিত্ত স্থগিত রাখিলেন। সৈন্যদল নিকটে আসিলে, নরেন্দ্র দেখিলেন, মহারাজাধিরাজ হারুণ অলরশীদের মন্ত্রী জাফর সসৈন্যে আগমন করিয়াছেন।

বোগদাদাধিপতি নুরুদ্দীনকে বালশোরা নগরে পাঠাইয়া দিয়া সনন্দ পত্র প্রেরণ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এক দিবস পারস্যরমণীকে দেখিবামাত্র তাঁহার সে বিষয় স্মৃতিপথে উদিত হইল। তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া জাফর মন্ত্রীকে বলিলেন, "মন্ত্রিবর! নুরুদ্দীনকে রাজা করিবার সনন্দ প্রেরণ করিতে বিস্মৃত হইয়াছি। অতএব বালশোরার রাজা হয়ত তাঁহাকে সংহার করিয়া থাকিবে, তুমি এখনি সৈন্য লইয়া বালশোরায় যাত্রা কর। তথায় উপনীত হইয়া যদি দেখ যে নুরুদ্দীন বিনষ্ট হইয়াছে, তাহা হইলে, শয়াই মন্ত্রীর প্রাণসংহার করিবে। আর যদি নুরুদ্দীনকে জীবিত থাকিতে দেখ, তবে রাজা এবং খলমন্ত্রীকে এখানে ধরিয়া আনিবে।" এই রাজাজ্ঞা পাইবামাত্র জাফর মন্ত্রী সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে বালশোরায় গমন করিলেন।

জাফর মন্ত্রী বালশোরা নগরে উপস্থিত হইলে, তত্রত্য লোক সকল মহা কোলাহলপূর্ব্বক "নুরুদ্দীনকে ক্ষমা করা হউক," এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল। মন্ত্রী সসৈন্যে রাজবাটীর নিকটে গমনকরিবামাত্র রাজা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত সত্বর আসিলেন। মন্ত্রী

তৎপশ্চাৎ নুরুদ্দীনকে আপন সমক্ষে আনীতে আজ্ঞা দিলেন, শয়াই মন্ত্রী তাঁহাকে তদবস্থায় আনয়ন করিলেন। জাফর মন্ত্রী স্বয়ং নুরুদ্দীনকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া ঐ রজ্জুতে তখনি শয়াই মন্ত্রীকে বন্ধন করাইলেন। অনন্তর বালশোরাতে এক রাত্রি অবস্থিতি করিয়া রাজা, শয়াই মন্ত্রী ও নুরুদ্দীনকে সঙ্গে লইয়া বোগদাদ নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মন্ত্রী বোগদাদে উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহাদের সকলকেই রাজসভায় লইয়া গেলেন এবং শত্রু কর্তৃক নুরুদ্দীনের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছিল তদ্বিষয় সম্যক প্রকারে ব্যক্ত করিলেন।

বোগদাদাধিপতি এই কথা শুনিয়া খল মন্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত কুপিত হইয়া নুরুদ্দীনকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি স্বহস্তে শয়াই মন্ত্রীকে বিনাশ কর।" তাহাতে নুরুদ্দীন বলিলেন, "হে ধরণীপতে! যদিও এই দুরাত্মা আমাকে বিনাশ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল এবং পূর্ব্বে আমার পিতার বিজাতীয় শত্রু ছিল, তথাপি আমি ইহার শোণিতে আপন হস্ত কলঙ্কিত করিতে চাহি না।" ইহা শুনিয়া রাজা হারুণ অলরশীদ নুরুদ্দীনের ভদ্রতার অনেক প্রশংসা করিয়া ঘাতক পুরুষ দ্বারা শয়াইর মস্তকচ্ছেদন করাইলেন। তৎপরে রাজা নুরুদ্দীনকে বালশোরার সিংহাসনারূঢ় হইতে বলিলেন। নুরুদ্দীন তাহাতেও অসম্মত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ! বালশোরা নগরে অনেক কষ্টভোগ করিয়াছি বলিয়া তৎপ্রতি আমার অত্যন্ত বিদ্বেষ জন্মিয়াছে, অতএব তথায় আর অবস্থিতি করিতে অভিলাষ নাই, আপনার আশ্রিত হইয়া এ দেশে থাকিতে পারিলে, তাহা রাজ্যভোগাপেক্ষা অধিক সুখকর বিবেচনা করিব।" হারুণ অলরশীদ এই কথা শুনিয়া নুরুদ্দীনকে প্রচুর অর্থ দান করতঃ আপনার বিশ্বাসী ও প্রিয় অমাত্যপদে অভিষিক্ত করিলেন। এবং নুরুদ্দীন পারস্যসুন্দরীকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া তৎসহবাসে তথায় পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন। পরে ভূপতি বালশোরার রাজাকে বলিলেন, "এবার তোমাকে ক্ষমা করিলাম, কিন্তু ভবিষ্যতে সাবধান হইয়া কার্য্য করিও।" ইহা বলিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার বালশোরায় পাঠাইয়া দিলেন।

পারস্য যুবরাজ বেদর এবং সমন্দলাধিপতির কন্যা জহরার উপন্যাস।

পূর্ব্বকালে পারস্যদেশে এক রাজা ছিলেন। তিনি স্বীয় পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক বহু সংখ্য নগর ও প্রদেশ স্ববশে আনয়ন করিয়াছিলেন। প্রতিবাসী ভূপতিগণ তাঁহার নিকট পরাস্ত হইয়া তাঁহাকে যে কেবল কর দিতেন এমত নহে, তাঁহারা হৃষ্টচিত্তে সতত তাঁহার

আজ্ঞাকারী হইয়া থাকিতেন। তিনি নিঃসন্তানপ্রযুক্ত এতাদৃশ ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও সর্ব্বতোভাবে সুখী হইতে পারেন নাই। তাঁহার এক শত রমণী ছিল, কিন্তু তন্মধ্যে একজনকেও পুত্রবতী হইতে না দেখিয়া, তাঁহার মরণান্তে কে রাজ্যরক্ষা করিবে এই চিন্তায় তিনি সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকিতেন। তিনি পুত্র কামনায় মুসলমান ধর্ম্মপরায়ণ যাজকগণকে এবং রাজ্যস্থিত দীন দুঃখীদিগকে বিপুল অর্থ বিতরণ করিতেন, কারণ তাঁহার এই দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই, তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইবে। এবং নারী বিক্রেতারা তাঁহার নিকটে যে কোন নারী বিক্রয়ার্থ আনয়ন করিত, তদ্দ্বারা পুত্রলাভ হইতে পারিবে এই প্রত্যাশা করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে ক্রয় করিতেন। এক দিবস তিনি সভাসদ্‌গণ সমভিব্যাহারে রাজসিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক নানাবিষয়ক কথোপকথন করিতেছেন, ইতিমধ্যে দাস আসিয়া সংবাদ দিল, "মহারাজ! এক জন নারী, ব্যবসায়ী এক নারী বিক্রয়ার্থ আনয়ন করিয়াছে, ঐ কামিনীর প্রতি মহারাজের একবার দৃষ্টিপাত হয়, বণিকের ইহা একান্ত প্রার্থনা।" ভূপতি বলিলেন, "তাহাকে আসিতে বল, সভা ভঙ্গ হইলে, আমি তাহার সহিত কথা কহিব।" আজ্ঞামাত্র দাস বণিক্‌কে রাজসভায় ডাকিয়া অনিল। বণিক্ রাজসভায় উপস্থিত হইয়া এক পার্শ্বে বসিয়া থাকিল।

অনন্তর সভা ভঙ্গের পর, সভাস্থগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে, বণিক্ সুযোগ পাইয়া স্বাভিপ্রায় সিদ্ধির প্রত্যাশায় মহীপালের সমীপস্থ হইয়া যথোচিত সম্মানপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নরেন্দ্র তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বাস্তবিক আমার জন্য নারী আনয়ন করিয়াছ এবং সেই নারী কি পরমসুন্দরী হইবে?" ব্যবসায়ী কহিল, "মহারাজ! আপনি বহু অনুসন্ধানদ্বারা নানা দেশ হইতে অনেক রূপবতী মহিলা আনাইয়া অন্তঃপুরে রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু আমি সাহঙ্কার বাক্যে বলিতে পারি যে, আমি যে কামিনী আনীয়াছি, সেরূপ কামিনী আপনি কখনই দৃষ্টিগোচর করেন নাই এবং তাহার ন্যায় রূপগুণ সম্পান্না রমণী, বোধ হয়, ভূমণ্ডলে আর নাই।" এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা বলিলেন, "সে নারী কোথায়, তাহাকে এখনি আমার নিকট আন।" ব্যবসায়ী কহিল, "আমি ঐ নারীকে আপনার প্রধান নপুংসকের হস্তে অর্পণ করিয়াছি, দেখিতে ইচ্ছা হইলে, আনাইতে পারেন।"

খোজাধ্যক্ষ ঐ রূপসীকে তৎক্ষণাৎ আনয়ন করিলে, ভূপতি তৎপ্রতি নেত্রপাত করিবামাত্র একবারে বিমোহিত হইলেন, এবং তৎপ্রতি তাঁহার প্রেমাসক্তি প্রবল হইয়া উঠিল। তৎপরে তাহার মূল্য জিজ্ঞাসা করাতে ব্যবসায়ী বলিল, "মহারাজ! আমি ইহাকে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রায় ক্রয় করিয়াছি, এবং এখানে আসিতে তিন বৎসর লাগিয়াছে,

তাহাতেও এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় হইয়াছে, কিন্তু এ নারী যদি নিতান্তই আপনার মনোনীতা হইয়া থাকে, তবে আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহাকে উপঢৌকন স্বরূপ গ্রহণ করুন।" ইহা শুনিয়া মহীপাল কহিলেন, "আমি তোমাকে দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিতে প্রস্তুত আছি, তাহাতে কি তুমি সন্তুষ্ট হইবে না?" বণিক কহিল, "যখন আমি আপনাকে এই রমণী উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিয়াছিলাম তখন ইহার মূল্য স্বরূপ দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইলে, অবশ্যই সন্তুষ্ট হইব, তাহার আর সন্দেহ কি।" ইহা বলিয়া ব্যবসায়ী মূল্য গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। অনন্তর ভূপতি ঐ কামিনীকে স্নান করাইয়া তাহার বেশবিন্যাস করণার্থ পরিচারিণীগণকে আজ্ঞা দিলেন। পারস্যরাজের রাজধানী একটী উপদ্বীপে সংস্থাপিত ছিল, এবং রাজবাটী সমুদ্রতটে এবম্প্রকারে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে, অন্তঃপুরস্থ যে গৃহে ঐ সুন্দরী রমণীকে রাখা হইয়াছিল সেই গৃহ হইতে সমুদ্র বিলক্ষণরূপে দৃষ্ট হইত।

পরিচারিণীগণ কর্ত্তৃক ক্রীতকামিনী বেশভূষায় সুসজ্জিতা হইলে পর, তিনি স্বীয় নির্দ্দিষ্ট গৃহের মধ্যে এক পর্য্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক গবাক্ষে মুখ দিয়া সমুদ্র লক্ষ করিতেছেন, ইতিমধ্যে ভূপতি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রমণী পুরুষের আগমন অনুমান করিয়া বদন ফিরাইয়া দেখিলেন রাজা আসিয়াছেন, তাহাতে রাজসম্মানার্থ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যেরূপ অভ্যর্থনা করা উচিত, তাহা না করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বভাবে বসিয়া থাকিলেন। তদ্দৃষ্টে নরেন্দ্র বিস্ময়ান্বিত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন, "এ নারী বুঝি জগতীয় আচার ব্যবহার কিছুই জানে না এবং সভ্যতা বিষয়েও কিছুমাত্র সুশিক্ষা পায় নাই।" এইরূপ চিন্তা করণানন্তর ভূপতি তাহার সমীপাগত হইলেন এবং তাহার এরূপ তাচ্ছীল্যভাব দৃষ্টেও ক্ষুব্ধ না হইয়া স্নেহ প্রকাশপূর্ব্বক তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া তৎপ্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে মনোহরে! তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? এবং যে পিতা মাতা এরূপ অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী কামিনীকে জন্ম দিয়াছেন, তাঁহারাই বা কোন দেশে বাস করেন?" আমি বহু সংখ্যক রূপসী অবলোকন করিয়াছি কিন্তু এ প্রকার অঙ্গসৌষ্ঠব সৌন্দর্য্য কাহারও দেখি নাই। "হে প্রাণেশ্বরি! আমি তোমাকে দেখিয়া যে প্রকার মুগ্ধ হইয়াছি তুমি তাহা জানিতে পারিয়াছ কি না বুঝিতে পারিতেছি না যেহেতু তুমি এ পর্য্যন্তও আমার কোন কথার প্রত্যুত্তর প্রদান করিলে না। তুমি কেন মৌনভাবে বসিয়া আছ? স্বজন বিচ্ছেদ কি তোমার নিস্তব্ধতার কারণ? আমি পারস্যদেশের ভূপতি, আমি কি তোমার মনোদুঃখ নিবারণ করিতে পারিব না?"

পারস্যাধিপতি এতাদৃশ যত্ন করিয়াও রমণীর বদন বিনির্গত বাক্য শুনিতে পাইলেন না। কামিনী অধোবদনে বসিয়া থাকিলেন, কোন কথা কহিলেন না।

অনন্তর পরিচারিণীগণ খাদ্যদ্রব্য আনয়ন করিলে, ভূপতি নারীকে ভোজনার্থ আহ্বান করিলেন। কামিনী উঠিয়া আসিয়া রাজার সহিত ভোজন করিতে বসিলেন। মহীপাল আহার করিবার সময় নারী কথা কহিবে এই মানসে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয়ে! তোমার নাম কি? তোমার এই বসন ও মহামূল্য রত্নালঙ্কার মনোনীত হইয়াছে কি?" কিন্তু রমণী কোন প্রশ্নেরই উত্তর প্রদান না করাতে, রাজা তাঁহাকে বাক্‌শক্তি রহিতা অনুমান করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "বিধাতা যে এতাদৃশ সুরূপা কামিনীকে অঙ্গহীনা করিবেন ইহা কোন মতেই সম্ভবে না, যাহা হউক, ইহার প্রতি ভালবাসার অন্যথা করা হইবে না।" পরে ভোজনান্তে রাজা হস্ত প্রক্ষালনপূর্ব্বক পরিচারিণী-গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কখন ঐ কামিনীর বাক্য শ্রবণ করিয়াছ?" দাসীগণ বলিল, "মহারাজ!, আমরা বিস্তর চেষ্টা করি-য়াও ইঁহার মুখের কথা শুনিতে পাই নাই।" ইহা শুনিয়া মহীপাল সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া রাজ পুরস্থ সমুদায় মহিলাগণকে ডাকাইয়া তাহার সহিত আমোদপ্রমোদ করিতে আজ্ঞা দিলেন। মহিলাকুল তথায় উপস্থিত হইয়া নানা যন্ত্র সহকারে সুর মিলাইয়া গান ও নৃত্য করিয়া রাজাকে মোহিত করিল, কিন্তু কিছুতেই রূপবতী ক্রীতকামিনী আনন্দা-নুভব করিলেন না, কেবল নতমুখী হইয়া বসিয়া থাকিলেন। পরে কামি-নীগণ স্ব স্ব মন্দিরে প্রস্থান করিলে, ভূপতি সুন্দরীর সহিত সে রাত্রি শয়ন করিয়া থাকিলেন। পর দিবস প্রত্যূষে রাজা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আপনাকে পরম সুখী বিবেচনা করিলেন এবং সুরূপা নারীর প্রেমে এমনি আবদ্ধ হইলেন যে, অন্যান্য সমস্ত কামিনীকে পরিহারপূর্ব্বক কেবল তাঁহারই সহবাসে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে এক বৎসর গত হইলে এক দিবস ভূপতি প্রিয়তমা রম-ণীর পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক বলিলেন, "হে রাজ্ঞি! আমি শপথপূর্ব্বক বলিতেছি, তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া অবধি আমি যে সুখ লাভ করিয়াছি তাহাতে আমার সকল মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমি এক বৎসর তোমার সহিত অবস্থিতি করিতেছি, এ পর্য্যন্তও তোমার একটী কথা শুনিতে পাইলাম না। অতএব আমি বারবার অনু-রোধ করিতেছি একবার তোমার শ্রীমুখের একটী বাক্য শুনাইয়া আমায় চরিতার্থ কর।" ইহা শুনিয়া সুন্দরী একবার ঈষদ্ধাস্য করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় মৌনভাবে বসিয়া রহিলেন। তদ্দৃষ্টে ভূপতি মহানন্দিত হইয়া কত ক্ষণে রমণী একটী কথা কহিবেন, তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন।

অনন্তর সুন্দরী মৌনব্রত পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূপতিকে বলিলেন, "হে নরপতে! আপনাকে আমার এত অধিক কথা বলিবার আছে যে, কোন্ কথা অগ্রে বলিব, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার নিমিত্ত প্রথমতঃ আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকারপূর্ব্বক পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি দীর্ঘজীবী হউন। দ্বিতীয়ঃ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, আমি গর্ব্ববতী না হইলে, আপনার সহিত বাক্যালাপ করিব না, কিন্তু এক্ষণে আমার সে অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে অতএব এক্ষণে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা এই যে, আমি একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া আপনার মনস্তুষ্টি সম্পাদন করি। ভূপতি এতৎশ্রবণে চমৎকৃত হইয়া রমণীকে আলিঙ্গন প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "হে নয়নরঞ্জিনি! তুমি আমাকে এই অভাবনীয় বাক্য শুনাইয়া যে কি পর্য্যন্ত সুখী করিলে, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না।"

অনন্তর মহীপাল মহানন্দে মগ্ন হইয়া রাজসভায় গিয়া, দরিদ্রগণকে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা দান করণার্থ প্রধান মন্ত্রীকে অনুমতি করিলেন। তৎপরে প্রিয়তমার নিকট প্রত্যাগত হইয়া কহিলেন, "হে প্রাণেশ্বরি! তুমি কি নিমিত্ত এত দিন মৌনভাবে ছিলে আমাকে বল।" ইহা শুনিয়া সুন্দরী ভূপতির কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য উত্তর করিলেন, "আমাকে যাবজ্জীবনের জন্য স্বদেশ, জননী, সহোদর, এবং আত্মবন্ধু প্রভৃতি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইয়াছে, এই মনঃদুঃখে এ পর্য্যন্ত কাহারও সহিত কথা কহি নাই। আমার ন্যায় কত শত অভাগিনী কামিনী স্বাধীনতাসুখে বঞ্চিতা হইয়া আত্মঘাতিনী হইয়াছে দেখিয়াও যে, আমি তাহাদের ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হই নাই ইহাই আশ্চর্য্য বলিতে হইবে।" রাজা বলিলেন, "তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য, তোমার সদৃশা রূপবতী, গুণবতী ও বুদ্ধিমতী যুবতীর পক্ষে ক্রীতকামিনী হইয়া থাকা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় বটে; কিন্তু, ভালরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তোমাকে ভাগ্যবতী বলিলেও বলা যায়, যেহেতু তুমি রাজমহিষী হইয়াছ।" এই কথা শুনিয়া কামিনী কহিলেন, "মহারাজ! সামান্য বংশোদ্ভবা ক্রীতরমণী রাজপ্রেয়সী হইলে, সে আপনাকে সুখী বোধ করিতে পারে বটে, কিন্তু যদিও আপনি আমাকে ক্রয় করিয়াছেন তথাপি আমি আপনার অপেক্ষা হীন বংশোদ্ভবা নহি।"

ইহা শুনিয়া ভূপতি বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিলেন, "প্রিয়ে! তোমার কথার ভাবে বোধ হইতেছে যে, তুমি কোন রাজবংশোদ্ভবা হইবে। অতএব তুমি আমাকে আত্মপরিচয় দাও।" রমণী বলিল, "মহারাজ! আমার নাম গুলনেয়ার। এক্ষণে আমার পিতা জীবিত নাই। তিনি সমুদ্রাধিপতিদিগের মধ্যে একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তাঁহার মরণান্তে

শালে নামক আমার এক সহোদর রাজসিংহাসনারূঢ় হয়েন। তৎপরে, আমরা পরমসুখে কালযাপন করিতে ছিলাম, ইতিমধ্যে এক দিবস এক জন প্রতিবেশী রাজা সসৈন্যে আসিয়া বলপ্রকাশপূর্ব্বক আমাদের রাজ্য হরণ করিল, তাহাতে আমরা একটী দুর্গম স্থানে পলায়ন করিয়া কথঞ্চিৎ প্রাণ রক্ষা করিলাম। কেবল কতিপয় বিশ্বাসী সৈন্য ব্যতীত আর কেহই আমাদিগের সঙ্গে রহিল না। পরে আমার ভ্রাতা স্বরাজ্য উদ্ধার করণার্থ স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া এক দিবস আমাকে বলিলেন, " ভগিনি! রাজ্য উদ্ধার করিতে যদি কৃতকার্য্য না হই, তাহা হইলে, আমি আপনার নিমিত্ত কোন চিন্তা করি না, কিন্তু তোমার দশা কি হইবে, আমার সেই ভাবনাই প্রবল হইতেছে। যাহাতে তোমার বিপদ্ না ঘটে, অগ্রে তাহা করা কর্ত্তব্য। তোমার বিবাহ দিতে পারিলে এক প্রকার নিশ্চিন্ত হই। এই দুঃসময়ে সমুদ্রস্থ কোন ভূপতি যে তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন এমন সম্ভাবনা নাই, "অতএব আমার অভিপ্রায় এই যে. তুমি কোন স্থলাধিপতির সহধর্ম্মিণী হও।" এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, " হে ভ্রাতঃ! আমি সমুদ্রস্থ রাজকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কি প্রকারে ধরণীর ভূপতিকে বিবাহ করিতে সম্মত হইব? যেহেতু পৃথিবীস্থ মহীপালগণ আমাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইয়াছি বলিয়া কদাচ নীচকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। স্বদেশ পুনঃপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করাতে যদি তোমার জীবন নাশ হয়, তাহা হইলে, আমিও প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছি। প্রাণ যায় তাহাও ভাল, তথাপি তোমার এই অসঙ্গত পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতে চাহি না।" এই কথা শুনিয়া ভ্রাতা পুনর্ব্বার বলিলেন, " ধরণীমণ্ডলে এমনও অনেক ভূপতি আছেন, যাঁহারা সামুদ্রিক রাজাদিগের অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহেন।" ইহা শুনিয়া আমি অত্যন্ত রুষ্টা হইলাম দেখিয়া, ভ্রাতাও আমার প্রতি সাতিশয় বিরক্ত হইলেন। পরে আমি ক্রোধভরে সমুদ্র হইতে এক লম্ফে চন্দ্র উপদ্বীপে গিয়া পড়িলাম। যদিও আমি অসন্তোষ প্রযুক্ত সেই নির্ব্বান্ধব দ্বীপে গমন করিয়াছিলাম, তথাপি কিয়দ্দিবস তথায় স্বচ্ছন্দে বাস করিলাম। পরে এক দিবস এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কতকগুলি দাস সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়া আমাকে নিদ্রাবস্থায় ধৃত করিয়া স্বালয়ে লইয়া গেলেন। তিনি প্রথমতঃ আমাকে তাঁহার প্রণয়িনী করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন মতেই তাহাতে সম্মতা হইলাম না দেখিয়া, তিনি আমাকে বিক্রয় করিতে প্রতিজ্ঞাপরতন্ত্র হইয়া আপনি আমাকে যে বণিকের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছেন সেই বণিক্‌কে বিক্রয় করিলেন। ঐ ব্যবসায়ী অতি ভদ্র ও সচ্চরিত্র, তাঁহার নিকটে থাকিয়া আমি এক দিনের জন্যও কষ্ট অনুভব করি নাই। মহারাজ! আপনি যদি আমার

প্রতি এতাদৃশ সমাদর ও স্নেহ প্রদর্শন না করিতেন, তাহা হইলে আমি আপনার সহবাসে না থাকিয়া গবাক্ষ হইতে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া মাতা ও ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণের অন্বেষণে গমন করিতাম, তাহার সন্দেহ নাই। আমি যখন গর্ব্ভবতী হইয়াছি, তখন অবশ্যই পুত্র অথবা কন্যা প্রসব করিব, অতএব এক্ষণে স্বজন বিরহে ব্যাকুলা হইলেও আপনাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আর স্থানান্তরে যাইবার সম্ভবনা নাই। এক্ষণে ভরসা করি, আপনি আমাকে আর ক্রীতদাসী জ্ঞান না করিয়া আপনার বিবাহ যোগ্যা রাজনন্দিনী বিবেচনা করিবেন।"

রাজকুমারী গুলনেয়ার এই প্রকারে আত্ম বিবরণ বর্ণন করিলে পর, পারস্যাধীশ্বর বলিলেন, "হে মনোমোহিনি! অদ্য আমি কি অশ্রুতপূর্ব্বক কাহিনী শ্রবণ করিলাম! তুমি আমার অকপট ও দৃঢ় প্রণয়পরীক্ষার্থ ধৈর্য্যাবলম্বন করাতে তোমাকে শত শত ধন্যবাদ দিতেছি, এক্ষণে তুমি পারস্য দেশের রাজ্ঞী হইলে। বলা রাজ্য মধ্যে ইহা ঘোষণা করাইয়া মহা সমারোহপূর্ব্বক তোমাকে বিবাহ করিব, ইহাতে স্পষ্ট *রূপে প্রকাশ পাইবে যে, তুমি আমার প্রিয়তমা মহিষী হইয়াছ। এক্ষণে* আমি অনুরোধ করিতেছি যে, তুমি সমুদ্রস্থিত রাজ্য সমুদয় ও তদ্বাসিগণের সমস্ত বিবরণ শুনাইয়া আমাকে পরিতুষ্ট কর। সাগর নিবাসিগণের নানা প্রকার কাহিনী শুনিয়া একাল পর্য্যন্ত সে গুলিকে গল্প বিবেচনা করিতাম, কিন্তু এক্ষণে তোমার কথায় সে সমস্তই সত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইল। তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি আমাকে বুঝাইয়া বল, আমাদের মধ্যে কেহ অনেক ক্ষণ জলে ডুবিয়া থাকিতে পারে না, নির্দ্দিষ্ট সময় বহিভূর্ত হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্রাণত্যাগ করিতে হয়, কিন্তু তুমি কিপ্রকারে সাগর নীরে বাস করিয়াছিলে অথচ তোমার প্রাণবিয়োগ হয় নাই?"

ইহা শুনিয়া গুলনেয়ার রাণী উত্তর করিলেন, "আমি আনন্দিতমনে মহারাজের কৌতূহল চরিতার্থ করিতেছি শ্রবণ করুন।"

'আপনারা যেরূপ স্থলে পর্য্যটন করত নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করেন আমরাও সেইরূপ সমুদ্রগর্ভে গমনাগমন করি এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে পারি, সুতরাং আমাদের প্রাণান্ত হয় না। এমন কি নিরধিনীরে আমাদের গাত্রাচ্ছাদন বস্ত্র পর্য্যন্ত আর্দ্র হয় না, অতএব স্থলে উঠিবার মানস হইলে তাহা শুষ্ক করিবারও প্রয়োজন হয় না। ডেভিডের পুত্র ভবিষদ্বক্তা সলোমনের মোহরে যে ভাষা মুদ্রাঙ্কিত আছে তাহাই আমাদের প্রচলিত ভাষা।

আমি আরো বলিতেছি, আমাদের দৃষ্টিশক্তি এতাদৃশ তীক্ষ্ণ যে, আমরা যেমন স্থলে সমুদায় পদার্থ স্পষ্টরূপে দেখি, গভীর সাগর মধ্যেও তেমনি দেখিতে পাই। পৃথিবীর মত তথায় দিবসান্তে রাত্রি এবং

নিশাদিসানে দিবস হইয়া থাকে। তথায় চন্দ্র ও নক্ষত্রগণ দৃষ্ট হয়। তথায় নানা প্রকার দেশ প্রদেশ ও নগর আছে। তথায় অসংখ্য জাতি বসতি করে, তাহাদের রীতি নীতি এবং আচার ব্যবহার এক প্রকার নহে। তথায় বহু সংখ্যক রাজা রাজত্ব করেন তাঁহাদের বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা হীরক, মুক্তা, মাণিক্য এবং বহুমূল্য নানাবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত। রত্নাকরের গর্ব্ভে নানাবিধ রত্ন থাকায়,তথাকার দরিদ্র লোকে যে সমস্ত রত্ন ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা পৃথিবীস্থ প্রধান প্রধান ভূপতিরাও কখন চক্ষে দেখেন নাই। আমরা অশ্ব অথবা কোন প্রকার যান ব্যতীত মুহূর্ত্তের মধ্যে যথা ইচ্ছা গমনাগমন করিতে পারি। মহারাজ! আর একটী প্রয়োজনীয় বিষয় আপনাকে বলি, যাহাতে আমাদের উভয়েরই মঙ্গল হইবে। তথাকার ধাত্রী গর্ভবতী স্ত্রীলোককে এমনি সতর্কতা পূর্ব্বক প্রসব করাইতে পারে যে, তাহাতে কোন ব্যাঘাত জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না। এ দেশের ধাত্রীর উপর নির্ভর করিতে অত্যন্ত ভয় হইতেছে, অতএব আপনি অনুমতি করিলে, প্রসব সময়ে আমাকে সহায়তা করিবার নিমিত্ত, আমার জননী ও অপরাপর স্বজনগণকে আহ্বান করি। তাঁহারা এখানে আগমনপূর্ব্বক আমি রাণী হইয়াছি দেখিয়া এবং আপনার সহিত আলাপ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই।" পারস্যরাজ কহিলেন, "রাজ্ঞি! তুমি যাহাতে সন্তুষ্ট হও তাহাই কর, আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তাঁহাদের আসিবার পূর্ব্বে আমি যেন সংবাদ পাই, তাহা হইলে সমুচিত অভ্যর্থনা করণার্থ উদ্যোগ করিয়া রাখিব।" গুলনেয়ার কহিলেন, "মহারাজ! তাঁহাদের সম্মানার্থ কিছুই আয়োজন করিতে হইবে না। তাঁহারা ক্ষণকালের মধ্যেই সমাগত হইবেন, আপনি গবাক্ষে মুখ দিয়া থাকিলেই দেখিতে পাইবেন।"

অনন্তর ভূপতি সন্নিকটস্থ এক গুপ্তাগারে পর্য্যঙ্কের উপর উপবেশন পূর্ব্বক গবাক্ষ দিয়া সমুদ্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকিলেন। গুলনেয়ার রাজ্ঞী এক জন পরিচারিকাকে একটা আঙটা করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্নি আনয়ন করিতে আজ্ঞা করিলেন। দাসী অনল আনিলে,রাজমহিষী তাহাকে অন্য এক গৃহে যাইতে বলিলেন। আজ্ঞা মাত্র পরিচারিণী তথা হইতে চলিয়া গেলে, রাজ্ঞী গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিলেন এবং যখন দেখিলেন তথায় আর জন প্রাণী নাই তখন একটা বাক্স হইতে এক খণ্ড গন্ধ যুক্ত কাষ্ঠ বাহির করিয়া ঐ অনলে নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে বাষ্প নির্গত হইবামাত্র রাণী কতকগুলা অস্পষ্ট বাক্য উচ্চারণ করিলেন। ভূপতি স্বস্থানে থাকিয়া মনোযোগপূর্ব্বক এই সমস্ত ব্যাপার অবলোকন করিলেন,কিন্তু ঐ কথাগুলির ভাবার্থ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। রাজমহিষীর বাক্য শেষ হইবামাত্র সমুদ্র কম্পমান হইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সাগর বিদীর্ণ করিয়া তন্মধ্য হইতে দীর্ঘাকার সবুজবর্ণ শ্মশ্রুযুক্ত এক যুবা সুপুরুষ বহির্গত হইলেন, তৎপশ্চাৎ ঐশ্বর্য্যশালিনী এক রমণী গুলনেয়ার রাজ্ঞীর তুল্য রূপবতী পাঁচজন কামিনী সমভিব্যাহারে আসিলেন। গুলনেয়ার তৎক্ষণাৎ একটী গবাক্ষদ্বারে দণ্ডায়মানা হইয়া দেখিলেন তাঁহার মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয় বর্গ আসিয়াছেন। তাঁহারা রাজভবনের সমীপে আগমনপূর্ব্বক সমুদ্র হইতে একে একে লম্ফ দিয়া গবাক্ষদ্বারে আরোহণ করিলেন। পরে গৃহে প্রবেশ করিয়া গুলনেয়ার রাণীকে স্নেহপূর্ব্বক আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে আলিঙ্গন করিলেন।

গুলনেয়ার যথোচিত সমাদর সৎকারে তাঁহাদিগকে উপবেশন করাইলে, তাঁহার জননী বলিলেন, "কন্যে! আমরা বহু দিনের পর তোমাকে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তোষ লাভ করিলাম। তুমি কাহাকেও না বলিয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আসাতে আমরা যে কি পর্য্যন্ত চিন্তাযুক্ত ছিলাম তাহা বলা যায় না। তুমি যে জন্য নিরুদ্দেশ হইয়াছিলে তাহা তোমার ভ্রাতার প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছি অতএব গত বিষয় আন্দোলনপূর্ব্বক আর দুঃখ বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের সহিত তোমার বিচ্ছেদ ঘটিবার পর, কোন্ সময়ে কোন্ অবস্থায় ছিলে এবং এখনই বা কি প্রকার অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছ, তদ্বিবরণ আমাদিগের নিকটে ব্যক্ত করিয়া বল, তুমি সুখে থাকিলেই আমরা সুখে থাকি।" ইহা শুনিবামাত্র গুলনেয়ার জননীর পদতলে পতিত হইলেন এবং পুনর্ব্বার গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার হস্তচুম্বনপূর্ব্বক কহিলেন, "মাতঃ! আমি আপনার নিকটে অপরাধিনী হইয়াছি, অতএব আমাকে ক্ষমা করিবেন।" ইহা বলিয়া ক্রোধবশতঃ সমুদ্র পরিত্যাগপূর্ব্বক পৃথিবীতে আগমন করিবার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সে সমস্ত বিষয় আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া গুলনেয়ারের ভ্রাতা বলিলেন, "সহোদরে! কেবল আত্মদোষেই তোমাকে এতাদৃশ অপমান সহ্য করিতে হইয়াছে। এক্ষণে তুমি অনায়াসেই অধীনতা শৃঙ্খল হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পার, অতএব উঠিয়া আমার রাজ্যে প্রত্যাগমন কর, আমি শত্রুহস্ত হইতে স্ব রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছি।"

পারস্যরাজ প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া এই কথা শুনিবামাত্র অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন এবং আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! প্রিয়তমা গুলনেয়ার স্বীয় সহোদরের পরামর্শ গ্রহণপূর্ব্বক যদি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যান, তাহা হইলে, আমার যে প্রাণ বিয়োগ হইবে তাহার আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই, যেহেতু প্রেয়সীর বিচ্ছেদে জীবন ধারণ করা কোনমতেই সম্ভব নহে।"

গুলনেয়ার ভ্রাতার কথা শুনিয়া ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, "ভ্রাতঃ! এক্ষণে তোমার বাক্যে প্রতীতি হইল যে, অদ্যাপি আমার প্রতি তোমার

অকপট স্নেহ আছে। তুমি পূর্ব্বে পৃথিবীর কোন রাজপুত্রের সহিত আমার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলে, ইহা শুনিয়া আমার অসহ্য ক্রোধ জন্মিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে আমাকে যে পরামর্শ প্রদান করিতেছ তাহার নিমিত্তও রাগ না করিয়া কোন মতে ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না. যেহেতু তদনুসারে চলিলে ধরণীস্থ সর্ব্বপ্রধান মহামহিমান্বিত ভূপতির সহিত আমার যে সম্বন্ধ ঘটিয়াছে তাহা খণ্ডন করিতে হয়। পারস্যাধিপতি ধার্ম্মিক ও জ্ঞানবান্, তিনি আমাকে এমনি ভাল বাসেন যে, আমার আগমনেই সমস্ত মহিলাগণকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমার সহবাসেই কাল যাপন করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা আর কি অনুরাগের প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। আমিই এক্ষণে তাঁহার সহধর্ম্মিণী এবং সম্প্রতি তাঁহারই প্রযত্নে পারস্যের রাজ্ঞী এই উপাধি লাভ করিয়াছি। আমি গর্ব্ভবতী হইয়াছি, পরমেশ্বর যদি আমাকে পুত্রবতী করেন, তাহা হইলে, আমি ভূপতির আরও অধিক অনুরাগের পাত্রী হইব. অতএব ভ্রাতঃ! বিবেচনা করিয়া দেখ, তোমার পরামর্শানুসারে কার্য্য করা উচিত নহে। পারস্যরাজের সহিত যাবজ্জীবন অবস্থিতি করা সর্ব্ব প্রকারে কর্ত্তব্য হইতেছে, বোধ করি ইহাতে কেহই আমার উপর দোষারোপ করিতে পারিবেন না। এই সমস্ত বিষয় অবগত করিবার নিমিত্ত এবং বহু দিবসের পর তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ লাভের মানসে তোমাদিগকে এখানে আহ্বান করিয়াছি।"

তখন শালেরাজা প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন, "ভগিনি! প্রথমতঃ তোমার দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করিয়া আমরা কি পর্য্যন্ত তোমাকে ভালবাসি এবং তোমার সৌভাগ্য প্রার্থনা করি, তাহা জানাইবার নিমিত্ত আমাদের সহিত তোমার প্রত্যাগমনের প্রস্তাব করিয়াছিলাম কিন্তু এক্ষণে তোমার পতি পারস্যাধীশ্বরের গুণাবলি শ্রবণে তোমার অভিপ্রায় যুক্তিসিদ্ধ ও সঙ্গত বিবেচনা করিলাম, কারণ তুমি স্বচ্ছন্দে থাক ইহাই আমাদের সকলের উদ্দেশ্য।"

পারস্যরাজ প্রেয়সীর সহবাসে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কায় এপর্য্যন্ত চিন্তাকুল ছিলেন, কিন্তু গুলনেয়ার রাজ্ঞী তাঁহাকে কখনই পরিত্যাগ করিবেন না এই কথা শ্রবণে মহানন্দে নিমগ্ন হইলেন এবং তখন তাঁহার সমস্ত সংশয় একবারে দূরীভূত হইল।

অনন্তর রাজমহিষী গুলনেয়ার নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করাইয়া স্বীয় মাতা, ভ্রাতা ও অপরাপর আত্মীয়বর্গকে ভোজন করিতে অনুরোধ করিলেন। তাহাতে তাঁহারা বিবেচনা করিলেন যে, ভূপতি আমাদিগকে কখন দেখেন নাই এবং আমরাও তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তদীয় প্রাসাদে আগমন করিয়াছি, অতএব তাঁহার সহিত একত্র ভোজন না করিলে, অত্যন্ত অভদ্রতা-প্রকাশ পাইবে।

এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাদের নয়ন অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইল এবং মুখ ও নাসিকারন্ধ্র হইতে অনবরত অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে পারস্যরাজ মহা ত্রাসযুক্ত হইলেন। গুলনেয়ার রাজ্ঞী স্বজনগণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আপনারা কিঞ্চিৎক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি এখনি আসিতেছি।" এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ পারস্যাধিপের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহপ্রকাশ করিয়াছেন তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকারপূর্ব্বক আমি স্বজন-গণের অনুরোধ রক্ষা করি নাই, নতুবা এখনি তাঁহাদের সহিত স্বীয় রাজ্যে গমন করিতাম। সম্প্রতি যে জন্য আমি এখানে আসিয়াছি তাহা শ্রবণ করুন। আমার আত্মীয়গণ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে মানস করিয়াছেন। আমি মনে করিয়াছিলাম তাঁহাদের ভোজনান্তে আপনার সহিত আলাপ করাইয়া দিব, কিন্তু তাঁহারা আপনাকে দর্শন করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন, অতএব আমি ইচ্ছা করি আপনি এখনি আমার সঙ্গে গিয়া তাঁহাদের অভিলাষ পূর্ণ করেন।" পারস্য-রাজ কহিলেন, "প্রেয়সি! তোমার আত্মীয়গণকে অভ্যর্থনা করি ইহা আমার একান্ত বাসনা, কিন্তু তাঁহাদের বদন ও নাসিকা হইতে অনল-শিখা নির্গত হইতেছে, দেখিয়া আমি সাতিশয় ভীত হইয়াছি।" ইহা শুনিয়া রাজমহিষী হাস্য করিয়া বলিলেন, "আপনি ঐ অগ্নিশিখার জন্য কিছুমাত্র শঙ্কা করিবেন না, আপনার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া আপনার ভবনে ভোজন করিতে তাঁহাদের অনিচ্ছা, অতএব ঐ ব্যাপা-রটী তাহারই চিহ্নমাত্র, অপর কিছুই নহে।"

পারস্যপতি এই কথা শুনিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রাজ্ঞীর সহিত তথায় গমন করিলেন। ভূপতিকে দেখিবামাত্র রাণীর জননী, সহোদর এবং আত্মীয়গণ তাঁহাকে যথোচিত সমাদর করিলেন এবং রাজাও একে একে সকলকে আলিঙ্গন করিলেন। শালে রাজা বলিলেন, "হে পারস্যাধিপ! আমার সহোদরা ভবাদৃশ পরাক্রান্ত মহীপালের রাজ-মহিষী হইয়া স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছে ইহা দেখিয়া আমরা যে প্রকার আনন্দিত হইলাম তাহা বাক্য দ্বারা বর্ণন করা যায় না। আপনি নিশ্চয় জানিবেন আমার ভগিনীকে সন্তুষ্ট চিত্তে যে উচ্চ পদাভিষিক্তা করিয়াছেন সে, সে পদের কখনই অনুপযুক্তা নহে। এক্ষণে পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি আপনি দীর্ঘজীবী ও সুখী হউক।" পারস্য-রাজ বলিলেন, "আমিও পরমেশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি-তেছি যে, তিনি আমাকে এতাদৃশ গুণবতী রাজ্ঞী প্রদান করিয়াছেন। আমি ইঁহার এতাদৃশ অনুরক্ত হইয়াছি যে, ইঁহাকে দৃষ্টি করিয়া অবধি অন্য কোন মহিলার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করি না। আপনারা

যেরূপ ভদ্রতা ও সভ্যতা প্রদর্শন পূর্ব্বক আমার সম্মান রক্ষা করিলেন তাহাতে চরিতার্থ হইলাম।” ইহা বলিয়া সকলের সহিত একত্র উপবেশনপূর্ব্বক আহার করিতে লাগিলেন। আহারান্তে সকলের সহিত অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত নানা বিষয়ক কথোপকথন করিবার পর, পারস্য ভূপতি তাঁহাদিগকে উপযুক্ত স্থানে শয়ন করাইলেন।

এইরূপে ভূপতি স্বীয় ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনার্থ তাঁহাদিগকে বিবিধপ্রকার উপাদেয় দ্রব্য ভোজন করাইয়া কতিপয় দিবস আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিলেন এবং যত দিন না রাজ্ঞী সন্তান প্রসব করেন তত দিন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে তথায় অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিলেন। পরে উপযুক্ত সময়ে রাণীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে, রাত্রিকালে জননীর সহায়তায় গুলনেয়ার এক সুকুমার প্রসব করিলেন, তাহাতে সকলের আর আনন্দের সীমা রহিল না। পরে মহিষীর জননী আহ্লাদ পূর্ব্বক নবকুমারকে রাজকরে সমর্পণ করিলেন।

পারস্যরাজ দুর্ল্লভ পুত্ররত্ন ক্রোড়ে করিয়া অপার আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন, এবং পুত্রের সাতিশয় সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাহার নাম বেদর অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্র রাখিলেন। পরে ভূপতি দরিদ্রগণকে বিপুল অর্থ দানে সন্তুষ্ট করিলেন, কারারুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে নিষ্কৃতি দিলেন, ক্রীত দাসদাসীগণকে স্বাধীনতা প্রদান করিলেন, ধর্ম্মযাজকদিগকে এবং সভাসদ্‌বর্গকে যথেষ্ট ধন বিতরণ করিলেন। তৎপরে ঘোষণা দ্বারা প্রজাদিগকে বহু দিনের জন্য আনন্দোৎসব করিতে আজ্ঞা দিলেন।

রাজ্ঞী সূতিকাগার হইতে বহিষ্কৃত হইয়া এক দিবস স্বামী, জননী, সহোদর ও আত্মীয়গণের সহিত নিজ শয়ন মন্দিরে উপবেশনপূর্ব্বক কথোপকথন করিতেছেন, ইতিমধ্যে ধাত্রী যুবরাজ বেদরকে ক্রোড়ে করিয়া তথায় আসিবামাত্র শালে রাজা যুবরাজকে ক্রোড়ে করিয়া স্নেহ ভরে তাহার বদন চুম্বনপূর্ব্বক আদর করিতে লাগিলেন। পরে গৃহ মধ্যে বারম্বার এদিক ওদিক গমনাগমনপূর্ব্বক যুবরাজকে নাচাইতে নাচাইতে মহানন্দ প্রযুক্ত অকস্মাৎ গবাক্ষের মধ্য দিয়া লম্ফ প্রদান করিবামাত্র একেবারে সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

পারস্যপতি তদ্দর্শনে চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং প্রিয় পুত্রকে আর দেখিতে পাইবেন না, ইহা স্থির করিয়া মৃতপ্রায় হইয়া থাকিলেন। তখন গুলনেয়ার রাজ্ঞী কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন-চিত্তা না হইয়া ভূপতিকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, “মহারাজ! আপনি ভয় করিবেন না, যুবরাজ কি আমার সন্তান নহে? আমি কি তাহাকে স্নেহ করি না? দেখুন ইহাতে আমি কিঞ্চিন্মাত্র ভীত হই নাই এবং কেনই বা ত্রাসযুক্তা হইব. আপনি অবিলম্বেই দেখিতে পাইবেন আমার সহোদর যুবরাজকে নিরাপদে আনিয়া প্রত্যর্পণ করিবেন। সে যদিও মহারা-

জের ঔরসজাত, তথাপি আমার গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া আমাদের ন্যায় সমুদ্র মধ্যে ও পৃথিবীমণ্ডলে সমভাবে স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করিতে পারিবে, অতএব জলে তাহার কোন বিপদের আশঙ্কা নাই।" সকলেই এই কথা বলিয়া প্রবোধ দিলেন, কিন্তু কিছুতেই ভূপতির ভয় ভঞ্জন হইল না।

ক্ষণকাল পরে শালে রাজা যুবরাজকে বক্ষঃস্থলে ধারণপূর্ব্বক জলধি হইতে বাহির হইয়া সেই গবাক্ষ দ্বার দিয়া গৃহমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। পারস্যনাথ পুনর্ব্বার পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া মহানন্দিত ও বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তখন শালে রাজা কহিলেন, "মহারাজ! ভাগিনেয় সমভিব্যাহারে আমাকে সমুদ্রগর্ব্ভে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আপনি কি অত্যন্ত শঙ্কা করেন নাই?" পারস্যাধীশ্বর বলিলেন, "হায় আমার ভয়ের কি সীমা ছিল? আমি তখন মনে করিয়া ছিলাম সন্তানকে একবারে হারাইলাম, তুমি ইহাকে পুনর্ব্বার আনিয়া দিয়া আমাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছ"

ইহা শুনিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আপনার এই পুত্র আমার সহোদরার গর্ব্ভজাত হওয়াতে যাবজ্জীবন বারিধিমধ্যে যথা ইচ্ছা পর্য্যটন করিলেও আপনি কোন বিপদাশঙ্কা করিবেন না।" এই কথা বলিয়া রাজকুমারকে ধাত্রীকরে পুনঃ প্রদানপূর্ব্বক তিন শত কপোতডিম্বাকার বৃহৎ হীরকখণ্ড ও তদনুরূপ সমসংখ্যক মণি, মহামূল্য প্রস্তর এবং ছয় হস্ত দীর্ঘ এক ছড়া মুক্তার হার বাহির করিয়া ভূপতিকে উপঢৌকন দিয়া কহিলে, "হে পারস্যাধিপ! আমার সহোদরা ভবদীয় প্রিয়তমা রাজ্ঞী যখন আমাকে আহ্বান করেন, তখন আমি জানিতাম না যে, তিনি ভূমণ্ডলের কোন্ অংশে অবস্থিতি করিতেছেন অথবা কোন্ মহিমান্বিত রাজ্যেশ্বরের সহধর্ম্মিণী হইয়াছেন, অতএব রিক্ত হস্তে আসিয়াছিলাম। সম্প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চিহ্নস্বরূপ এই যৎসামান্য উপহার গ্রহণ করুন।" পারস্যাধিপতি এই সমস্ত বহুমূল্য রত্ন অবলোকনে যৎপরোনাস্তি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "আপনারা আমার নিকটে কোন মতেই কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ নহেন। বরং আপনারা গুলনেয়ার রূপসীর পাণিগ্রহণ বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিয়া আমাকেই পরম বাধিত করিয়াছেন।"

কিয়দ্দিবস পরে শালে রাজা স্বীয় জননী ও আত্মীয়গণ সমভিব্যাহারে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করণার্থ পারস্যরাজের নিকটে বিদায় প্রার্থনা করিলে, ভূপতি বলিলেন, "আমার এমন কোন সাধ্য নাই যে, আপনাদের নিকেতনে গিয়া কোন সময়ে দেখা করি, অতএব প্রার্থনা করি যে আপনারা গুলনেয়ার রাজ্ঞীকে বিস্মৃত হইবেন না এবং তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে এখানে আসিবেন।" তৎ-

পরে শালে রাজা এবং তদাত্মীয়গণ বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক তথা হইতে চলিয়া যাইবার সময়, উভয় পক্ষে নেত্রনীরে ভাসিতে লাগিলেন।

অনন্তর সকলে প্রস্থান করিলে, পারস্যরাজ স্বীয় রাজমহিষীকে বলিলেন, "প্রিয়ে! পূর্ব্বে আমি যাহা অবিশ্বাস করিতাম, এক্ষণে তাহা স্বচক্ষে দেখিলাম। অদ্যাবধি পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদানে কখনই ক্ষান্ত থাকিব না, যেহেতু; তিনিই তোমাকে আমার করে সমর্পণ করিয়াছেন।"

পরে পারস্য দেশের রাজা ও রাণী প্রফুল্লচিত্তে যুবরাজ বেদরকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। রাজকুমার ক্রমশঃ সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ বিদ্যায় এরূপ প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন যে,তাঁহার বিচক্ষণতা, বিনীত ব্যবহার, ন্যায়পরতা এবং বাক্‌পটুতা দৃষ্টে তাঁহার জনক জননীর সন্তোষের আর সীমা রহিল না। তাঁহার পঞ্চাদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে, মহীপাল তাঁহার রাজ্য শাসনোপযোগী গুণাবলি দর্শন করিয়া এবং বৃদ্ধাবস্থা প্রযুক্ত স্বয়ং রাজকার্য্য নির্ব্বাহে অশক্ত হইয়া তাঁহাকে রাজসিংহাসন প্রদান করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। সভাসদ্গণ নৃপতির অভিপ্রায় অবগত হইয়া,এবংযুবরাজের সুশীলতা,দয়ার্দ্রচিত্ততা অমায়িকতা এবং প্রজার অভাব মোচনে তৎপরতা প্রভৃতি গুণরাশি দর্শন করিয়া, সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিলেন আমাদিগের যুবরাজ সর্ব্বতোভাবে রাজপদোপযুক্ত হইয়াছেন।

পরে রাজকুমারকে রাজপদাভিষিক্ত করিবার নিমিত্ত দিনস্থির হইলে পারস্যাধিপতি সভাসদ্গণের সমক্ষে সিংহাসন হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় মস্তক হইতে রাজমুকুট উত্তোলনপূর্ব্বক যুবরাজ বেদরের মস্তকোপরি সংস্থাপন করিয়া তাঁহাকে আপন সমস্ত ক্ষমতা প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার হস্ত চুম্বন করিয়া সভাস্থ সমূহের সহিত একাসনে উপবেশন করিলেন। তৎপরে প্রধান মন্ত্রী রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় নানা প্রকার প্রয়োজনীয় বিষয় উত্থাপন করিলে, তরুণ ধরণীপতি এতাদৃশ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিজ্ঞতা সহকারে সে সমস্ত নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন যে,তদ্দৃষ্টে সভ্যমণ্ডলী একবারে বিস্মিত হইলেন। এই প্রকারে তিনি ভাবলোকের মনোরঞ্জন করিয়া,পরিশেষে সভা ভঙ্গ করিলেন এবং ভূতপূর্ব্বরাজ জনকের সমভিব্যাহারে জননীর নিকেতনে গমন করিলেন। গুলনেয়ার রাজ্ঞী আপন প্রাণাধিক তনয়কে রাজ মুকুটধারী অবলোকন করিবামাত্র স্বয়ং দ্রুতগামিনী হইয়া অত্যন্ত স্নেহ সহকারে তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া, "স্বচ্ছন্দে দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ কর" ইহা বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অনন্তর একবৎসর কাল রাজ্য শাসন করিবার পর, বেদর ভূপতি সর্ব্বত্র উৎকৃষ্ট প্রণালী, শান্তি সংস্থাপন এবং প্রজাপুঞ্জের শুভোন্নতি

কতিপয় ব্যক্তি শবপূর্ণ সিন্দুক মস্তকোপরি ধারণ করিয়া গোরস্থানে গমন করিতেছে।

করিবার মানসে বৃদ্ধ রাজার হস্তে রাজকার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া মৃগয়াচ্ছলে রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় অধিকৃত সমস্ত প্রদেশ প্রদর্শনার্থ ছদ্ম বেশে গমন করিলেন। তাঁহার এই সদভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে পূর্ণ এক বৎসর অতীত হইল। তৎপরে তিনি রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিবার অব্যবহিত পরেই তাঁহার পিতা প্রবীণ নরপতি এমন সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত হইলেন যে তাহা হইতে তাঁহার রক্ষাপাইবার আর প্রত্যাশা রহিল না। তিনি চরম কালে মন্ত্রী ও সভাসদ্গণকে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার শপথ করাইলেন যে কস্মিন্ কালে তাঁহারা যেন রাজপুত্রের প্রতিকূলতাচরণ না করেন। তদনন্তর বৃদ্ধ রাজা লোকান্তর গমন করিলে পর, বেদর নৃপতি এবং গুলনেয়ার রাজ্ঞী অত্যন্ত শোক প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহার সমাধিকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। তৎপরে, পারস্য দেশের বহুকাল প্রচলিত প্রথানুসারে বেদর রাজা পিতৃবিয়োগের জন্য ক্রমাগত এক মাস শোকাকুল থাকিলেন, এবং ঐ সময়ের মধ্যে কাহাকেও মুখ দেখাইলেন না। ইতিমধ্যে তাঁহার মাতামহী এবং মাতুল তথায় আসিয়া তাঁহাকে বিস্তর প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে এক মাস অতীত হইলে, প্রধান মন্ত্রী এবং সভাসদ্গণ শোকাতুর ভূপতির সমীপে গমন করিয়া বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আর শোক করিবেন না, প্রজাগণকে দর্শন দিয়া পূর্ব্বমত রাজ

কার্য্য সম্পাদন করুন। স্ত্রীলোকেরাই নিরন্তর শোক করিয়া থাকে। আপনি যদি যাবজ্জীবন পিতার জন্য অশ্রু ধারা বিসর্জ্জন করেন, তথাপি তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে সমর্থ হইবেন না। সকল মনুষ্যেরই এই গতি। আর আপনার পিতা যে একবারে তনুত্যাগ করিয়াছেন তাহাও বলিতে পারা যায় না, যেহেতু আমরা আপনার দেহে তাঁহাকে মূর্ত্তিমান্ দৃষ্টি করিতেছি।” এইকথা শুনিয়া বেদর তৎক্ষণাৎ শোক বস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজবেশ ধারণ করিয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন দেখিয়া, শালে রাজা স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন।

পরে বৎসরান্তে এক দিবস শালে রাজা একাকী তথায় আগমন পূর্ব্বক ভগিনী ও ভাগিনেয়ের সহিতএকত্র উপবেশন করিয়া নানা বিষয়ক কথা বার্ত্তা কহিতে কহিতে গুলনেয়ার রাজ্ঞীকে সম্বোধনপূর্ব্বক স্বীয় ভাগিনেয় বেদর রাজার প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন।

বেদর ভূপতি মাতুলেরপ্রমুখাৎ স্বীয় গুণানুবাদশ্রবণে ঈষৎ লজ্জিত হইয়া নিদ্রাচ্ছলে পর্য্যঙ্কের এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিলেন। পরে শালে রাজা যুবরাজের রূপ গুণের ভূয়সী প্রশংসা করণানন্তর আনন্দ গদ্গদস্বরে বলিলেন, “সহোদরে! তুমি যে অদ্যাপি এমন সুশ্রী সন্তানের বিবাহ বিষয়ে কোন কথা উত্থাপন কর নাই, ইহা অতি আশ্চর্য্য বলিতে হইবেক। বোধ করি,এক্ষণে ইহার বয়ঃক্রম অষ্টবিংশতি বৎসর হইয়া থাকিবে। এ বয়সে ইহাকে অবিবাহিত রাখা নিতান্ত অনুচিত।” ইহা শুনিয়া গুলনেয়ার রাজ্ঞী উত্তর করিলেন,“ভ্রাতঃ!তুমি যে বিষয়ের উল্লেখ করিলে,তাহা এপর্য্যন্ত একবারও আমার চিন্তা পথে উদিত হয় নাই। সে যাহা হউক,এক্ষণে যুবরাজের অনুরূপ এমন একটী সুন্দরী ও বহু গুণান্বিতা রাজনন্দিনীর নাম বল দেখি, যাহার সহিত তনয়ের শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পাদন হইতে পারে।” শালে রাজা ধীরে ধীরে কহিলেন, “দেখ দেখি যুবরাজ নিদ্রিত হইয়াছে কি না? কারণ, যে রাজকন্যার কথা উত্থাপন করিতে উদ্যত হইয়াছি যুবরাজ তাহা জানিতে পারিলে, নানা বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব কেবল তোমাকেই বলিয়া রাখি,সে রাজনন্দিনী সমন্দলাধিপতির দুহিতা তাহার নাম জহরা।এবিষয়ে তাহার পিতার সম্মতি গ্রহণার্থ আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, কিন্তু কত দূর কৃতকার্য্য হইব তাহা বলিতে পারি না।” গুলনেয়ার বলিলেন, “ভ্রাতঃ! কি বল অদ্যাপি কি জহরার বিবাহ হয় নাই? আমি যখন তথা হইতে আসিয়াছিলাম তখন তাহার বয়স অষ্টাদশ মাস হইবে। তৎকালেই তাহার যে রূপের ছটা দেখিয়াছিলাম,তাহাতে বোধ হয়, এক্ষণে সে যৌবন প্রভাবে ভুবনমোহিনী হইয়া থাকিবে। অতএব এ সবন্ধ যে অত্যন্ত সুখজনক হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সম্বন্ধ বিষয়ে কি কি প্রতিবন্ধক আছে, তাহার বিস্তারিত

বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করি।" শালে রাজা বলিলেন,"সমন্দলের নৃপতি স্বভাবতঃ অত্যন্ত অহঙ্কারী। তিনি সকলকেই আপনার অপেক্ষা হীনাবস্থ ও নিকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকেন, অতএব সহজেই যে তিনি এ বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিবেন, এমত বোধ হয় না। সে যাহা হউক, আমি স্বয়ং তাঁহার নিকটে যাইয়া তাঁহার দুহিতার বিবাহের জন্য প্রস্তাব করিব, ইহাতে তিনি যদি নিতান্তই অসম্মত হয়েন, তাহা হইলে, অন্যত্র চেষ্টা করা যাইবে। যুবরাজ জহরার রূপের কথা শুনিলেই তৎপ্রেমাসক্ত হইবে, কিন্তু ঐ রাজকুমারীর সহিত যদি তাহার বিবাহ দিতে না পারা যায়, তাহা হইলে, হিতে বিপরীত হইতে পারে। এই জন্যই আমি এ বিষয় যুবরাজের নিকটে গোপন রাখিতে ইচ্ছা করি।"

তৎপরে রাজমহিষী গুলনেয়ার এবং তদীয় সহোদর শালে রাজা যুববেদরকে বাস্তবিক নিদ্রিত বোধ করিয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিলেন। তাহাতে রাজকুমার বহুক্ষণের পর এমত ভাবে নেত্রোন্মীলন করিলেন যেন তিনি গভীর নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। ফলতঃ তিনি কপট নিদ্রায় মগ্ন থাকিয়া অনন্যমনা হইয়া জহরার সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাহার অসামান্য রূপের প্রশংসা শ্রবণে তাহার এতাদৃশ প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইলেন যে, কি প্রকারে তাহাকে প্রাপ্ত হইবেন, সেই চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া সমস্ত রাত্রির মধ্যে ভ্রমক্রমেও এক বার নয়ন মুদ্রিত করিতে পারিলেন না।

পর দিবস শালে রাজা স্বরাজ্যে প্রত্যাগমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, যুবরাজ বেদর মনে মনে বুঝিলেন জহরার নিমিত্তই তাঁহাকে এত শীঘ্র যাইতে হইতেছে। তৎকালে ঐ রাজকুমারীর প্রতি তাঁহার অনুরাগ এতাদৃশ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, তিনি "তাঁহার মাতুল, সম্বন্ধ স্থির করিবার পূর্ব্বেই যেন ঐ রাজবালাকে সঙ্গে করিয়া আনেন" এই অভিপ্রায় তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিবার মানসে বলিলেন, "আপনি আর এক দিবস অপেক্ষা করুন আমিও আপনার সহিত মৃগয়ার্থ গমন করিব।" পর দিবস প্রত্যূষে তিনি মাতুলের সমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থ গমন করিলেন বটে, কিন্তু লজ্জাপ্রযুক্ত আপন মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে পারিলেন না। অনন্তর এক দিবস শালে রাজা ও তৎসঙ্গিগণ মৃগয়ার্থ স্থানান্তর গমন করিলে, তিনি একাকী অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া একটী নদীতীরস্থ বৃক্ষমূলে উপবেশনপূর্ব্বক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে অবিশ্রান্ত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে শালে রাজা রাজকুমার বেদরের অদর্শনে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া তদন্বেষণে একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহাকে এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়া বিলাপ করিতে দেখিয়া নিঃশব্দে যুবরাজের

নিকটে সমাগত হইয়া তন্মুখে এই সমস্ত কাতরোক্তি শুনিলেন। "হে সমন্দলাধিপনন্দিনি! তোমার অনুপম রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া অবধি আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস হইয়াছে যে, দিবাকর যেমন নিশাকর ও নক্ষত্র মণ্ডলীর অপেক্ষা দীপ্তিকর, সেই প্রকার জগতের সমস্ত রাজকুমারীর অপেক্ষা তোমার রূপলাবণ্যও সমধিক শোভাকর হইবে। কোথায় গেলে তোমার দর্শন পাইব, তাহা জানিতে পারিলে, এখনি গিয়া তোমাকে চিত্ত সমর্পণ করিতাম, তুমি ব্যতীত আমার চিত্তের অধিকারিণী আর কেহই হইবে না।" শালে নৃপতি ইহা শুনিবামাত্র বেদর ভূপতির অন্যমনস্ক ভাব অপনোদন করিয়া বলিলেন, "ভাগিনেয়! তোমার আকার প্রকার দৃষ্টে বোধ হইতেছে, আমি ও তোমার মাতা রাজকুমারী জহরার বিষয়ে যাহা যাহা বলিয়াছি, সে সমস্তই তোমার কর্ণগোচর হইয়াছে।" বেদর ভূপতি প্রত্যুত্তর করিলেন, "মাতুল মহাশয়! আমি তাবৎ বিবরণ শ্রবণ করিয়াছি। এবং আমার অনুরাগের বিষয় আপনাকে অবগত করিবার জন্যই সে দিন মহাশয়কে বাটী গমন করিতে দিই নাই। এক্ষণে যাহাতে শীঘ্র জহরার সহিত সাক্ষাৎ হয় তদ্বিষয়ে আপনি বিশেষ চেষ্টা করুন। কারণ এক্ষণে জহরা ব্যতীত আমার জীবন রক্ষার অন্য উপায় দেখিতেছি না।"

পারস্যরাজের এবম্প্রকার বাক্যে শালে রাজা অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া বলিলেন, "হে ভাগিনেয়! তুমি এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক স্বীয় রাজধানীতে গিয়া অবস্থিতি কর, আমি শীঘ্র তোমার মনস্কামনা সিদ্ধির উপায় করিয়া আসিতেছি।" ইহা শুনিয়া পারস্যাধিপতি অতীব অসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "হে নির্দ্দয় মাতুল। আমার প্রাণ বিয়োগ হইবে শুনিয়াও যখন আপনি আমার এই প্রথম অনুরোধটী রক্ষা করিতে চাহিতেছেন না, তখন আমার প্রতি যে আপনার কৃত্রিম ভালবাসা তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম।" শালে রাজা কহিলেন, "তুমি আমাকে যাহা বলিবে তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তোমার জননীকে না বলিয়া তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারি না।" তখন পারস্যভূপতি বলিলেন, আপনি অবশ্যই জানেন জননী আমাকে যাইতে দিতে কখনই সম্মতা হইবেন না, অতএব ঐ প্রস্তাব করাতে কেবল আপনার নির্দ্দয়তাই সপ্রমাণ হইতেছে। আপনি যদি আমাকে যথার্থই ভালবাসেন, তাহা হইলে, এই দণ্ডেই আমাকে স্বীয় রাজধানীতে লইয়া চলুন। সমুদ্ররাজ পারস্যভূপতির অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া আপন হস্ত হইতে স্বর্ণের অঙ্গুরীয় খুলিয়া বলিলেন, "তুমি এই অঙ্গুরীয় গ্রহণ কর, ইহার গুণে সমুদ্র মধ্যে তোমার কোন ভয় থাকিবেক না যথা ইচ্ছা গমনাগমন করিতে পারিবে।" অনন্তর বেদর সেই অঙ্গুরীয় পরিধানপূর্ব্বক মাতুলের সমভিব্যাহারে তাঁহার রাজধানীতে উপনীত

হইয়া রাজ্যেশ্বরী বৃদ্ধা মাতামহীকে গিয়া প্রণাম করিলেন। রাজ্ঞীও আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক দৌহিত্রকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "ভাই! তোমার জননী গুলনেয়ার রাণী কেমন আছেন?" পারস্য ভূপতি যে মাতার অজ্ঞাতসারে আসিয়াছেন সে কথার কোন উল্লেখ না করিয়া বলিলেন, "জননী সুস্থা আছেন এবং আপনাকে প্রণাম জানাইয়াছেন।" তৎপরে শালে রাজা প্রবীণা রাণীকে নির্জ্জনে ডাকিয়া পারস্যরাজ সংক্রান্ত সমুদায় বিবরণ অবগত করাইলে, তিনি কহিলেন, "তুমি যে জহরার সহিত পারস্যরাজের বিবাহ দিতে সংকল্প করিয়াছ, ইহাতে কেবল তোমার অবিজ্ঞতা প্রকাশ পাইতেছে মাত্র। তুমি কি সমন্দলাধিপতির স্বভাব জ্ঞাত নহ? তিনি যখন নানাদেশীয় ভূপতিগণকে, তাঁহার দুহিতার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিবার জন্য, অপমানিত করিয়া দুরীকৃত করিয়াছেন তখন যে তোমার প্রতিও ঐ প্রকার ব্যবহার করিবেন, তাহার আর সন্দেহ নাহি।" তখন শালে রাজা বলিলেন, "জননি! আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য বটে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখুন, পারস্যরাজ জহরার প্রেমে এমনি আসক্ত হইয়াছেন যে, তিনি তাহাকে না পাইলে, মনোদুঃখে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। অতএব যখন আমা হইতেই তাঁহার এই প্রেম পীড়ার উৎপত্তি হইয়াছে, তখন যাহাতে তাঁহার এই মনস্কামনা সিদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে আমি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতে অন্যথা করিব না। এক্ষণে আমি স্বয়ং সমন্দলাধিপতির নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে মহামূল্য উপহার প্রদানপূর্ব্বক এই বিষয়ের প্রস্তাব করি।" এই কথা শুনিয়া রাজ্ঞী দৌহিত্রের মনস্তুষ্টি সম্পাদনের জন্য কহিলেন, "পুত্র! তুমি সমন্দলের ভূপতির প্রতি এমনি সতর্কতাসহকারে বাক্য প্রয়োগ করিবে, যেন কোনমতে তাঁহার ক্রোধোৎপত্তি না হয়।"

পর দিবস প্রত্যূষে শালে রাজা হীরক, মণি ও মুক্তায় পরিপূর্ণ একটা বাক্স সঙ্গে লইয়া জননী ও পারস্য রাজের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক কতিপয় সেনা সমভিব্যাহারে অবিলম্বে সমন্দলাধিপতির ভবনে গিয়া উপনীত হইলেন। ঐ ভূপতি শালে রাজাকে দেখিবামাত্র সিংহাসন হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। শালে রাজাও পাতিতজানু হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে পর, সমন্দলাধীশ্বর তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বাম পার্শ্বে বসাইয়া তদাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সমুদ্ররাজ উত্তর করিলেন, "মহারাজ! আপনি জগতের মধ্যে প্রবল প্রতাপান্বিত জ্ঞানবান দণ্ডধর, অতএব আপনার শ্রীচরণ দর্শনার্থ আসিয়াছি।" ইহা বলিয়া বাক্স হইতে বহু মুল্য দ্রব্য সমুহ বাহির করিয়া তাঁহাকে উপহার দিলেন।

সমন্দলাধিপতি, শালে রাজার ব্যবহারে মহা তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "হে রাজনন্দন! এক্ষণে যদি তোমার কোন প্রার্থনা থাকে নির্ভয়ে ব্যক্ত

কর, তাহা সাধ্যাতীত না হইলে, তদনুসারে কার্য্য করিতে ত্রুটি করিব না।" এই কথা শুনিয়া শালে রাজা বিনয়পূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ! আপনার আশ্বাস বাক্যে সাহস প্রাপ্ত হইয়া সরল চিত্তে বলিতেছি শ্রবণ করুন। আমার প্রার্থনা এই যে, আমার ভাগিনেয় যুবরাজ বেদরের সহিত আপনার মহামান্যা কন্যা জহরার বিবাহ দিয়া আমাদিগের বহু কালস্থায়ী যে প্রণয় আছে, তাহা আরও বদ্ধমূল করুন।" এই কথা শুনিবামাত্র সমন্দলাধিপতি মহা ক্রুদ্ধ হইয়া সগর্ব্ব বাক্যে বলিতে লাগিলেন, "রে শালে ভূপতি! তুমি কোন বিবেচনায় মাদৃশ মহান্ নৃপতির তনয়ার সহিত তোমার ভাগিনেয়ের বিবাহের কথা বলিতে সাহসী হইয়াছ?" শালে রাজা এবম্প্রকার বহু অপমানজনক বাক্যশ্রবণেও ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া নম্রভাবে উত্তর করিলেন, "আপনার তনয়া জহরা অপেক্ষা আমার ভাগিনের পারস্য যুবরাজ রূপে গুণে কোন অংশেই ন্যূন নহে, অতএব তাহার সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিলে, আপনার গৌরবের কোন হানি হইবে না এবং এই সম্বন্ধের জন্য লোকে ও আপনার নিন্দা করিতে পারিবে না।"

ইহ শুনিয়া সমন্দালাধিপতি অতীব ক্রোধান্বিত হইয়া কি বলিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন। তৎপরে দুই চক্ষুঃ রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন, "ওরে কুকুর! তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা! তুই আমার কন্যাকে তোর গুলনেয়ারের পুত্র ভাগিনেয়র সমতুল্য বোধ করিস্? প্রহরিগণ! কে আছিস রে, এই মুহূর্ত্তে এই গর্ব্বিত দুরাত্মাকে ধৃত করিয়া ইহার মস্তক ছেদন কর্।"

তৎকালে কতকগুলি সৈন্য রাজসভায় উপস্থিত ছিল। তাহারা আজ্ঞামাত্র শালে রাজাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। শালে রাজা মহা তেজস্বী যুবাপুরুষ, সুতরাং ধৃত হইবার পূর্ব্বেই দ্রুতগতি সিংহদ্বারে গিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহার জননী মহারাণী অগ্রে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সমন্দলাধিপতির সহিত একটা বিবাদ ঘটিবে। তজ্জন্য তিনি পুত্রের রক্ষার্থ বহুসংখ্যক বন্ধু বান্ধব ও সৈন্য প্রেরণ করিয়া ছিলেন। ঐ সমস্ত লোক তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, শালে রাজা ও তৎসঙ্গিগন দৌড়িয়া আসিতেছেন এবং তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সমন্দলাধিপের সৈন্যগণ ধাবমান হইতেছে। তাহারা এই ব্যাপার দৃষ্টি করিবামাত্র শালে রাজাকে বলিল, "মহারাজ! ভয় নাই, আমরা আজ্ঞামাত্র আপনার পশ্চাদ্গামী বিপক্ষদিগকে সমুচিত প্রতিফল দিতেছি।" ইহা শুনিয়া শালে রাজা সংক্ষেপে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া স্বীয় সেনাগণকে সঙ্গে লইয়া রাজবাটীতে পুনঃ প্রবেশপূর্ব্বক ভূপতিকে বন্ধন করিতে আজ্ঞা দিলেন। তৎপরে প্রাসাদের মধ্যে প্রত্যেক গৃহে প্রবেশ করিয়া জহরার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে রাজ-

নন্দিনী জহরা এই ভয়ানক কাণ্ড দেখিয়া স্বীয় সহচরীগণ সমভিব্যাহারে মরুভূমি নামক উপদ্বীপে পলায়ন করিয়াছিলেন, সুতরাং রাজভবনে তাঁহার অনুসন্ধান পাওয়া গেল না।

সমন্দলাবিপতির নিকেতনে এইরূপ গোলযোগ দৃষ্টে,শালে রাজার কতকগুলি অনুচর পলায়ন পরায়ণ হইয়া বৃদ্ধা রাজ্ঞীর নিকটে আসিয়া সমুদায় বিবরণ নিবেদন করিল। তাহাতে মহারাণী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া যুদ্ধের আয়োজন করিয়াদিতেছেন,ইত্যবসরে বেদর ভূপতি আপনাকেই এই আসন্ন বিপদের মুল কারণ বিবেচনা করিয়া মাতুলালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক লম্ফ দিয়া সাগরের উপরিভাগে উঠিলেন এবংকোন্‌পথে পারস্য রাজ্যে যাইতে হইবে তাহা না জানিয়া রাজকন্যা জহরা যে উপদ্বীপে

যুবরাজ বেদর মরুভূমি নামক উপদ্বীপে এক বৃক্ষমূলে উপবেশনপূর্ব্বক বিশ্রাম করিতেছেন।

আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন,দৈবঘটনায় সেই উপদ্বীপেই গিয়াউপস্থিত হইলেন।পরে অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্ত হইয়াতত্রত্য এক বৃহৎ বৃক্ষতলে উপবেশনপূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে করিতে শুনিতে পাইলেন কিয়দ্দূরে যেন কোন মনুষ্য কথা কহিতেছে। ঐ কণ্ঠরব শ্রবণমাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক

ধীরে ধীরে গমন করিলেন এবং সেই স্থলের নিকটবর্ত্তী হইয়া তরুশাখার অন্তরাল হইতে এক অনুপমা সুন্দরীকে অবলোকন করিয়া মনেং ভাবিতে লাগিলেন."এই রমণী বুঝি রাজনন্দিনী জহরা হইবেন,তিনিই বুঝি ভয় প্রযুক্ত পিত্রালয় পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে আসিয়াছেন।" তৎপরে রাজকুমারীর সমীপাগত হইয়া কহিলেন,"সুন্দরি! আপনি কে এবং কি নিমিত্তই বা এই বিজন স্থানে একাকিনী ভ্রমণ করিতেছেন?" ইহা শুনিয়া জহরা ম্লানবদনে প্রত্যুত্তর করিলেন, "মহাশয়! আমি সমন্দলেশ্বরের কন্যা, আমার নাম জহরা। আমি স্বচ্ছন্দে পিতৃভবনে বাস করিতে ছিলাম। এক দিবস শালে রাজা কি কারণে জানি না, অকস্মাৎ বলপূর্ব্বক রাজবাটীতে প্রবেশ করিয়া আমার পিতাকে বন্ধন করিল এবং যে সমস্ত প্রহরী প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে হত্যা করিল। এই সম্বাদ শুনিয়াই আমি আত্ম রক্ষার্থ এখানে পলাইয়া আসিয়াছি।" রাজকুমারীর কথা শুনিয়া বেদর ভূপতি এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমার মাতুল যখন সমন্দলাধিপতিকে করতলে আনয়ন করিয়াছেন তখন ঐ ভূপতি স্বাধীনতা লাভের নিমিত্ত অবশ্যই স্ব তনয়াকে সমর্পণ করিতে সম্মত হইবেন।" ইহা ভাবিয়া মহা সুখী হইয়া বলিলেন, "হে মহামান্যে রাজকন্যে! তুমি অনুকূলা হইয়া আমাকে বিবাহ করিলেই তোমার আর কোন চিন্তাই থাকিবে না এবং তোমার জনকও বন্ধনমুক্ত হইবেন। আমিই শালে রাজার ভাগিনেয়, আমারই নাম বেদর। আমার সহিত তোমার বিবাহ হয়, ইহা ব্যতীত মাতুলের অন্য কোন অভিসন্ধি ছিল না, অতএব হে সুন্দরি! এক্ষণে আমাকে অনুমতি কর, আমি তোমাকে লইয়া আমার মাতুলের করে সমর্পণ করি। তৎপরে তোমার জনক আমার সহিত তোমার বিবাহ দিতে সম্মতি প্রদান করিলে, তিনি স্বীয় রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন।" বেদর ভূপতি এই প্রকারে আত্মপরিচয় প্রকাশ করাতে, তাঁহার অভিলষিত কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মিল। কারণ রাজকুমারী এতাবৎ কাল পারস্যরাজের অঙ্গশোভা ও আচার ব্যবহার দর্শনে এবং সদালাপ শ্রবণে তৎপ্রতি মহাতুষ্টা হইয়াছিলেন, কিন্তু যখন শুনিলেন যে, তিনিই তাঁহার পিতার দুর্গতির একমাত্র কারণ এবং তাঁহার জন্যই আপনাকে স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক এত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে তখন তিনি একবারে তাঁহাকে শত্রুজ্ঞান করিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন কোন মতেই তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মতা হইবেন না। পরে কি প্রকারে তাঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন,সেই উপায় চিন্তা করিতে করিতে তৎপ্রতি বাহ্যিক অনুরাগ প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিলেন, "মহাশয়! আপনি যে ভুবন বিখ্যাতা রূপসী গুলনেয়ার রাজ্ঞীর পুত্র, ইহা শুনিয়া আমি পরমানন্দিতা হইলাম। বোধ করি

আমার পিতা একবার আপনাকে দেখিলে এবং আপনার বিবরণ শুনিলে, কখনই এ সম্বন্ধে অসম্মত হইতেন না।" পরে তাঁহার হস্তে হস্ত প্রদান করিয়া পারস্যরাজ আপনাকে পরম সৌভাগ্যশালী বিবেচনা করিয়া তাঁহার হস্ত চুম্বন করিতে উদ্যত হইলেন। ইত্যবসরে রাজনন্দিনী, জলাভাবে তাঁহার বদনমণ্ডলে থুৎকুড়ি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "রে দুরাত্মন্ তুই মানবাকার পরিত্যাগ করিয়া লোহিত বর্ণ চক্ষু ও পদবিশিষ্ট শ্বেত পক্ষীর রূপ ধারণ কর।" এই কথা বলিবামাত্র বেদর ভূপতি তৎক্ষণাৎ উল্লিখিত বিহঙ্গমাকার প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে রাজকন্যা এক সহচরীকে বলিলেন, "ইহাকে মরুভূমি দ্বীপে রাখিয়া আইস, ঐ দ্বীপ প্রস্তরময় সুতরাং তথায় জলাভাবে ইহার প্রাণ বিয়োগ হইবে।" রাজকুমারীর আদেশানুসারে ঐ সঙ্গিনী বিহঙ্গমাকার রাজপুত্রকে লইয়া তথা হইতে গমন করত মনে মনে বলিতে লাগিল, "আহা এমন রাজপুত্র যে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় প্রাণ ত্যাগ করিবে ইহা আক্ষেপের বিষয়, এবং সময় ক্রমে রাজকুমারীও স্বীর নিষ্ঠুর অনুমতির জন্য মহা অনুতাপিতা হইতে পারেন। অতএব ইহাকে এমন স্থলে রাখিয়া আসা উচিত যথায় অনাহারে ইহার প্রাণ বিয়োগ না হয়।" ইহা বলিয়া সে ঐ উপদ্বীপে নানা নদনদী ও ফল পুষ্পে পরিপূর্ণ এক স্থানে সেই বিহঙ্গমকে রাখিয়া আসিল।

এখানে শালে রাজা জহরার অনুসন্ধান না পাওয়াতে সমন্দলাধিপতিকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। পরে তথাকার রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থ একজন শাসনকর্ত্তা নিয়োজিত করিয়া জননীর নিকট গমন করত প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাগিনেয় কোথায়?" তাহাতে মহারাণী বলিলেন, "আমি যখন তোমার বিপদের কথা শুনিয়া সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করিতে ব্যস্ত ছিলাম, তৎকালে সে কোথায় গিয়াছে বলিতে পারি না, বোধ করি, এখানে থাকিলে বিপদ্গ্রস্ত হইতে হইবে এই আশঙ্কায় সে স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছে।" এই সংবাদে শালে রাজা যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইলেন এবং ভগিনীর অজ্ঞাতসারে পারস্যরাজকে আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া খেদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়া তাঁহার কোন সমাচার না পাইয়া দুঃখিত অন্তঃকরণে সমন্দলাধিপতির রাজ্যে পুনর্ব্বার গমনপূর্ব্বক তথাকার রাজকার্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত থাকিলেন।

যে দিবস শালে রাজা সমন্দল রাজ্যে যাত্রা করিলেন সেই দিনেই গুলনেয়ার রাজ্ঞী পুত্রের অনুসন্ধানার্থ মাতৃ সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধা রাজ্ঞী কন্যাকে দেখিবামাত্র তাঁহার আগমনের কারণ বুঝিতে পারিয়া পারস্যরাজসম্বন্ধে সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিয়া বলিলেন, "যদিও তাহার উদ্দেশার্থ সমস্ত চেষ্টা বিফল হইয়াছে, তথাপি তাহাকে

পুনঃপ্রাপ্ত হইব এমত প্রত্যাশা হইতেছে।" গুলনেয়ার রাজ্ঞী এই প্রকার আশ্বাসবাক্য শুনিয়াও ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া পুত্রশোকে কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং ভ্রাতার উপরেই সমস্ত দোষারোপ করিলেন। বৃদ্ধা রাণী তখন দুহিতাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, "আমার বোধ হইতেছে তোমার পুত্র শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবেন, অতএব তুমি পারস্যদেশে গিয়া এই কথা প্রচার করাইয়া দেও যে পারস্যরাজ তাঁহার মাতামহীকে দর্শন করিতে গিয়াছেন, তাহা হইলে রাজ্যমধ্যে কোন গোলযোগ উপস্থিত হইবে না এবং তুমি অনায়াসেই রাজ্যরক্ষা করিতে পারিবে।" এই পরামর্শ শিরোধার্য্য করণানন্তর গুলনেয়ার রাজ্ঞী স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক প্রজাপুঞ্জকে পূর্ব্বোক্ত আশ্বাস প্রদান করিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে জহরার অনুচরী পক্ষিবেশধারী পারস্যভূপতিকে পূর্ব্বোক্ত দ্বীপে পরিত্যাগ করিয়া গেলে, তিনি তথায় থাকিয়া নানা প্রকার ফল মূল ভক্ষণ দ্বারা জীবনরক্ষা করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে, এক দিন তিনি এক ব্যাধ কর্তৃক ধৃত হইলেন। ব্যাধ ঐ সুন্দর পক্ষী পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে একটী পিঞ্জরে বদ্ধ করিল এবং অধিক মূল্যে বিক্রয় করিবার মানসে তাহাকে বাজারে লইয়া গেল। তথায় ঐ পক্ষীর উপযুক্ত মূল্য না হওয়াতে, ব্যাধ বাজার পরিত্যাগপূর্ব্বক তত্রত্য রাজভবনাভিমুখে গমন করিল। রাজা গবাক্ষ দিয়া ঐ সুশ্রী অনুপম বিহঙ্গমকে দেখিবামাত্র ব্যাধকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং তাহাকে দশটী স্বর্ণমুদ্রা প্রদানকরিয়া পক্ষীকে ক্রয় করিলেন। পরে ব্যাধ বিদায় হইয়া গেলে, নৃপতি পক্ষীকে স্বর্ণপিঞ্জরে প্রবেশ করাইয়া তাহাকে আহার দিবার নিমিত্ত ভৃত্যগণকে আজ্ঞা করিলেন। ক্ষণকাল পরে রাজা খোজাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন অবগত হইলেন, পক্ষী কিছুমাত্র আহার করে নাই তখন তিনি তাহাকে স্বীয় হস্তোপরি বসাইয়া মাংস প্রভৃতি নানাবিধ সুস্বাদু সামগ্রী আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। আজ্ঞামাত্র খোজাধ্যক্ষ নানা প্রকার খাদ্য আনিয়া উপস্থিত করিলে, বিহঙ্গম তৎক্ষণাৎ পক্ষ বিস্তারপূর্ব্বক রাজা হস্ত হইতে লম্ফপ্রদান করিয়া খাদ্যদ্রব্যের নিকটে গিয়া একবার এ পাত্রে, একবার ও পাত্রে এইরূপে প্রত্যেক পাত্রে চঞ্চু আঘাত করিতে লাগিল। ভূপতি তদ্দৃষ্টে বিস্ময়াপন্ন হইয়া কৌতুক দর্শনার্থ স্বীয় মহিষীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। রাজ্ঞী আজ্ঞামাত্র দ্রুতগতি তথায় আসিয়া ঐ পক্ষীকে দেখিবামাত্র অবগুণ্ঠন দ্বারা মুখাবৃত করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। রাজা রাজ্ঞীর এবম্প্রকার আচরণ দর্শনে চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহিষি! এখানে

নপুংসকগণ, তোমার সমভিব্যাহারিণী পরিচারিণী এবং এই পক্ষী ব্যতীত অপর কেহই নাই, অতএব তুমি কাহাকে দেখিয়া লজ্জা করিতেছ?" রাজ্ঞী প্রত্যুত্তর করিলেন, "মহারাজ! আপনি ইঁহাকে পক্ষী জ্ঞান করিতেছেন, কিন্তু ইনি বাস্তবিক পক্ষী নহেন, ইনি গুলনেয়ার রাজ্ঞার তনয় পারস্যদেশীয় যুবরাজ বেদর।" এই কথা শ্রবণে রাজা কহিলেন, "প্রিয়ে! তুমি কি আমার সঙ্গে রহস্য করিতেছ?" রাণী কহিলেন, "আমি যাহা বলিয়াছি তাহা সকলই সত্য, সমন্দলাধিপতির তনয়া জহরা ইঁহার এই দশা করিয়াছে।" ইহা বলিয়া ভূপতির নিকট সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিলেন। ভূপতি পারস্যরাজের প্রতি সদয় হইয়া তাঁহার পূর্ব্বরূপ পুনঃ প্রদানার্থ রাজ্ঞীকে অনুরোধ করিলেন। রাজ্ঞী তাহাতে সম্মতা হইয়া বলিলেন, "আপনি ইহাকে এক নির্জ্জন গৃহে লইয়া যাইতে অনুমতি করুন।" তৎপরে রাজ্ঞী এক পাত্রে কিঞ্চিৎ বারি লইয়া তথায় গিয়া কতকগুলি অশ্রুতপূর্ব্ব মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। তাহাতে পাত্রস্থ জল উষ্ণ হইলে, তিনি তাহার কিয়দংশ হস্তে লইয়া পক্ষীর শরীরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "যদি তুমি কোন কুহকী কর্ত্তৃক এই আকার প্রাপ্ত হইয়া থাক, তবে আমার পবিত্র বাক্যবলে এই পক্ষিরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক মানবাকার প্রাপ্ত হও।" ভূপতি এই কথা গুলি রাণীর মুখ হইতে বিনির্গত হইতে না হইতেই, ঐ বিহঙ্গমের পরিবর্ত্তে এক সুগঠন নবীন রাজকুমারকে দেখিতে পাইলেন।

অনন্তর বেদর যুবরাজ স্বীয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ ভূপতির হস্ত চুম্বন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত একত্র আহার করিতে বসিলেন। আহারান্তে ভূপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে আপনার জন্য আমাকে আর কি করিতে হইবে?" ইহা শুনিয়া পারস্যরাজ কহিলেন, "মহারাজ! আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন তাহাতে আমার যাবজ্জীবন এখানে অবস্থিতি করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমার জননী আমার বিরহে শোকসাগরে নিমগ্না হইয়া এপর্য্যন্ত জীবিতা আছেন কি না তাহা বলা যায় না। অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনার অর্ণবপোতারোহণে আমাকে পারস্যদেশে প্রেরণ করুন।" রাজা এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তৎক্ষণাৎ একখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট জাহাজ সুসজ্জিত করিয়া দিলেন। পারস্যরাজ ঐ মহোপকারী রাজার অনুমতি লইয়া জাহাজে উঠিলেন, জাহাজাধ্যক্ষ জাহাজ খুলিয়া দিল। দশ দিবস জাহাজ সুবাতাসে চলিয়া গেলে পর, একটা প্রচণ্ড ঝড় উঠিল। তাহাতে অর্ণবযান তুফানে পড়িয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া পরিশেষে প্রস্তর রাশিতে ঠেকিয়া জলমগ্ন হইলে, অধিকাংশ আরোহীর প্রাণ বিয়োগ হইল। ভূপতি সৌভাগ্যক্রমে জাহাজের এক খণ্ড কাষ্ঠ অবলম্বনপূর্ব্বক ভাসিতে ভাসিতে তটের নিকটস্থ হইয়া কূলে উঠিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু অশ্ব,

উষ্ট্র অশ্বতর, গর্দ্দভ, বৃষ, মহিষপ্রভৃতি নানা জাতীয় পশু দলে দলে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া এমনি ভাবে দাঁড়াইল যেন, তাঁহাকে কোন মতেই কূলে উঠিতে দিবে না। ইহা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন এবং বহু-কষ্টে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া নিকটবর্ত্তী একটা গিরিগহ্বরে গিয়া ক্ষণ কাল বিশ্রাম করিলেন। পরে তথা হইতে অনতিদূরে এক বৃহৎ নগর দেখিতে পাইয়া ঐ নগরাভিমুখে যাত্রা করিবেন মনস্থ করিয়াছেন, এমন সময় ঐ পশুগণ পুনর্ব্বার আসিয়া তাঁহার পথ রোধ করিল। তাহাদের ভাবভঙ্গিতে এইরূপ স্পষ্ট অনুভূত হইল, যেন তাহারা তাঁহাকে আর অগ্রসর হইতে নিষেধ করিতেছে।

অনন্তর বেদর রাজা ঐ নগরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তথায় জন মানব নাই। পরে আরো কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া একখানি দোকানের মধ্যে এক জন বৃদ্ধকে দেখিবামাত্র বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি নিমিত্ত এবং কোথা হইতে আগমন করিতেছ?" বেদর ভূপতি সংক্ষেপে তদুত্তর প্রদান করিলে, প্রাচীন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "পথিমধ্যে কি অন্য কোন ব্যক্তির সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল?" তাহাতে ভূপতি বলিলেন, "না কাহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই এবং এতাদৃশ সুন্দর নগরে যে এক ব্যক্তিও বাস করে না ইহারই বা কারণ কি?" বৃদ্ধ কহিলেন, "আপনাকে সময়ানুসারে ঐ সমস্ত বিবরণ অবগত করাইব, এক্ষণে আপনি শীঘ্র ভিতরে আসুন, নতুবা বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।"

এই কথা শুনিবামাত্র পারস্যরাজ বৃদ্ধের দোকানে প্রবেশপূর্ব্বক সভয়চিত্তে তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। পাছে তাঁহার ভোজনের ব্যাঘাত ঘটে এই ভয়ে বৃদ্ধ পূর্ব্বে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ আহার করাইয়া শেষে কহিলেন, "কোন দুর্ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বে যে আপনি এখানে আগমন করিয়াছেন, সেই জন্য পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করুন।" ভূপতি এই কথা শুনিবামাত্র বিস্ময়ান্বিত ও ভয়াকুল হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, বৃদ্ধ কহিলেন, "এই নগরের নাম মায়াময়, ইহার রাজ্ঞী যদিও অসামান্য রূপবতী বটেন, তথাপি তিনি এক জন প্রকৃত ভয়ঙ্করী মায়াবিনী আপনি যে সমস্ত নানা জাতি পশু দেখিয়াছেন তাহারা আমাদের সদৃশ মনুষ্য। রাণী তাহাদিগকে শুদ্ধ মায়াবিদ্যাপ্রভাবে ঐরূপ করিয়া রাখিয়াছেন। আপনার ন্যায় যুবাপুরুষেরা নগরে প্রবেশ করিলেই রাণী তাহাদিগকে আপনার ভবনে লইয়া গিয়া প্রথমতঃ বিস্তর যত্ন করেন এবং এমনি ভাবে তাহাদের সহিত ব্যবহার করিতে থাকেন যেন তাহাদের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ জন্মিয়াছে। পরে তাহাদিগকে বহু দিন সুখসম্ভোগ করিতে না দিয়া চল্লিশ দিনের পর পশু অথবা পক্ষী রূপ ধারণ করাইয়া ত্যাগ করেন।

আপনি ইতি পূর্ব্বে আমাকে যে শুনাইয়াছেন পশুগণ সকলে আপনার পথরোধ করিয়াছিল, তাহার তাৎপর্য্য এই যে পাছে আপনি তাহাদের মত দুরবস্থাগ্রস্ত হয়েন, তজ্জন্যই তাহারা এ নগরে আসিতে আপনাকে নিবারণ করিতে যথাসাধ্য ক্রটি করে নাই।" এই বিবরণ শুনিয়া পারস্যরাজ ব্যাকুলচিত্ত হইয়া ভাবিলেন, "হায়! আমার কি দুর্ভাগ্য! একবার মায়াবিদ্যাজনিত দুর্দ্দশা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে না পাইতেই, পুনর্ব্বার অন্য মায়াবিনীর হস্তে পতিত হইলাম!" এইরূপ চিন্তা করিয়া বৃদ্ধের নিকট আদ্যোপান্ত আত্ম-বিবরণ বর্ণন করিলেন। তাহা শুনিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "আপনি ভয় পাইবেন না, আমার সহিত ঐ রাণীর প্রণয় আছে এবং এখানকার সকলেই আমাকে বিলক্ষণ ভাল বাসে, অতএব আমার পরামর্শানুসারে মদীয় বাটীতে থাকিলে, তোমার কোন বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।" বেদর ভূপতি বৃদ্ধের এই প্রকার প্রবোধ বাক্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক দোকানের দ্বারে বসিয়া থাকিলেন। পরে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত হওয়াতে অনেকেই প্রাচীনকে জিজ্ঞাসা করিল, "ইটি কে? এমন রাজপুত্রের ন্যায় সুন্দর ক্রীতদাস কোথায় পাইলেন?" ইহাতে বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, "ইটী ক্রীতদাস নহে, আমার মৃত ভ্রাতার পুত্র, আমার সন্তান সন্ততি নাই বলিয়া ইহাকে আপন আলয়ে আনয়ন করিয়াছি।" ইহা শুনিয়া তাহারা পুনর্ব্বার বলিল, "আপনার এই রূপবান্ ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেখিয়া আমরা পরম সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু পাছে রাজ্ঞী ইহাকে লইয়া গিয়া অন্যান্য যুবা পুরুষের ন্যায় ইহার দুর্গতি করেন, তদ্বিষয়ে আপনি সাবধান থাকিবেন।" বৃদ্ধ বলিলেন, "রাণী আমাকে যে প্রকার স্নেহ করেন তাহাতে যে আমার কোন অনিষ্ট করিবেন এমত বিবেচনা হয় না।" প্রাচীন মনুষ্য পারস্যরাজের এইরূপ সুখ্যাতি শ্রবণে তদুপরি অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সন্তানাপেক্ষা অধিক স্নেহ ও যত্ন সহকারে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে প্রায় একমাস অতীত হইলে পর, একদিন বেদর মহীপাল পূর্ব্বমত দোকানে বসিয়া আছেন, ইতিমধ্যে লাবিনাম্নী মায়াবিনী রাজ্ঞী মহাসমারোহপূর্ব্বক সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। প্রথমতঃ রাজ্ঞীর প্রহরিগণ অগ্রসর হইয়া প্রত্যেকেই বৃদ্ধকে সম্মানপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া দোকানের সম্মুখস্থ পথ দিয়া চলিয়া গেল। তৎপরে নপুংসকগণ আসিয়া বৃদ্ধকে সেইরূপ প্রণাম করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। সর্ব্বশেষে লাবিরাজ্ঞী বহুবিধ রত্নালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া সুবেশা ও সুরূপা কামিনীগণ সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণপূর্ব্বক সেই স্থান দিয়া গমন করিবার সময় পারস্যরাজের রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিতা হইয়া দোকানের সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া আবদুল্লা নামক ঐ বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবদুল্লা! ঐ মনোহর নবীন ক্রীতদাসটী কি তোমার?"

ইহা শুনিবামাত্র প্রাচীন আবদুল্লা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল "ইটী ক্রীতদাস নহে, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, আমি নিঃসন্তান অতএব ইহার জনকের মৃত্যু হওয়াতে ইহাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছি। রাজ্ঞী পারস্যরাজের রূপ দর্শনে তৎপ্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি ইহাকে আমার করে সমর্পণ পূর্ব্বক আমাকে চিরবাধিত কর। আমি শপথপূর্ব্বক বলিতেছি ইহার কখন কোন অনিষ্ট করিব না।" আবদুল্লা বলিলেন, "মহারাণি! আপনি আমার প্রতি এতকাল পর্য্যন্ত যে স্নেহ করিয়া আসিতেছেন এবং আমার ভ্রাতৃতনয়কে যে সম্মান প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন তজ্জন্য আমি চিরবাধিত হইলাম, কিন্তু আমার ভ্রাতৃকুমার অপনার প্রণয়াস্পদ হইবার যোগ্য প্রাত্র নহে, অতএব ইহাকে ক্ষমা করিবেন।" ইহা শুনিয়া রাণী বলিলেন, 'আবদুল্লা তুমি যে জন্য ভয় করিতেছ তাহা বুঝিতে পারিয়াছি, অতএব অগ্নি স্পর্শপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধর্ম্মতঃ শপথ করিতেছি, আমার দ্বারা তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের কোন অনিষ্ট ঘটিবে না।" অনন্তর বৃদ্ধ আবদুল্লা অগত্যা তদ্বিষয়ে সম্মত হইয়া বলিলেন, "রাজ্ঞি! আপনকার বাক্যে আমি অবিশ্বাস করি না, এবং আপনিও যে এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন তদ্বিষয়েও আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার প্রার্থনা এই যে, যখন আপনি পুনর্ব্বার এই পথ দিয়া গমন করিবেন তখন আমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে লইয়া যাইবেন।" এই কথা শুনিয়া লাবিরাণী তথা হইতে প্রস্থান করিলে, আবদুল্লা বেদর নৃপতিকে গিয়া বলিলেন, "বাছা! রাণীর অনুরোধ ক্রমে তোমাকে এক্ষণে তাঁহার নিকটে যাইতে হইবে এবং তাঁহার কথার ভাবে বোধ হইতেছে যে, তিনি কখনই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া আমাকে প্রতারণা করিবেন না। যদি করেন তাহা হইলে আমিও তাহার প্রতিফল দিতে ত্রুটি করিব না।" ইহাতে পারস্যরাজ বলিলেন "রাজ্ঞীর দুশ্চরিত্রতার বিষয় যেরূপ অবগত হইয়াছি, তাহাতে তিনি আমাকে যতদূর যত্ন করুন না কেন তাঁহার নিকটে গমন করিতেই আমার মহা ত্রাস জন্মিতেছে।" এই কথা শুনিয়া আবদুল্লা বলিলেন "বৎস! তুমি আমার পরামর্শানুসারে কার্য্য করিলে, রাজ্ঞী বিশ্বাসঘাতিনী হইলেও কোনমতে তোমার অনিষ্ট করিতে পারিবেন না। তাঁহার ক্ষমতা অপেক্ষা আমার ক্ষমতা অধিক, তাহা তিনি বিশেষরূপে অবগত আছেন, এবং সেই নিমিত্তই আমাকে এতাদৃশ সমাদর করিয়া থাকেন। অতএব তুমি আমার উপর নির্ভয় করিয়া থাকিও, কোন চিন্তা নাই।"

পর দিবস মায়াবিনী রাণী পূর্ব্বমত সমারোহপূর্ব্বক ঐ বৃদ্ধের দোকানের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "আবদুল্লা! এক্ষণে তোমার ভ্রাতৃতনয়কে আনিয়া আমার হস্তে সমর্পণ কর।" এই কথা শুনিবা

মাত্র আবদুলা রাজ্ঞীর সমীপস্থ হইয়া নমস্কারপূর্ব্বক ধীরে ধীরে কহিলেন, "মহারানি! আমি আপনার সাক্ষাতে বিনয়পূর্ব্বক বলিতেছি, আপনি আমার সহোদর-পুত্রের প্রতি কদাচ নিজ বিদ্যাবল প্রকাশ করিবেন না, আমি ভ্রাতৃতনয়কে স্বীয় পুত্রের ন্যায় জ্ঞান করি, অতএব অন্যের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, ইহার প্রতি কদাচ সেইরূপ করিবেন না।" ইহা শুনিয়া রাণী পূর্ব্বমত প্রতিজ্ঞা করিয়া আপন মুখাবরণ মোচন করিলেন, তদ্দৃষ্টে পারস্যরাজ যদিও সম্পূর্ণরূপে মুগ্ধ হইলেন, তথাপি ভয়প্রযুক্ত কোন কথা কহিতে না পারিয়া কেবল এক দৃষ্টে তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ তাঁহাকে রাজ্ঞীর হস্তে সমর্পণ করিলেন।

রাজ্ঞী, ভূপতি বেদরকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় অশ্বপৃষ্ঠে আপনার বামপার্শ্বে তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া স্বালয়ে প্রস্থান করিলেন। এই ব্যাপার দৃষ্টি করিয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল। কেহ কেহ বলিল, "মায়াবিনী মায়াবিদ্যা প্রকাশের উপযুক্ত পাত্র পাইয়াছে। পরমেশ্বর কত দিনে এই নিষ্ঠুরার হস্ত হইতে সকলকে রক্ষা করিবেন!" কেহ কেহ বলিল, "হে হতভাগ্য বিদেশীয়! তুমি এমন মনে করিও না যে তোমার এই সুখসম্পদ বহুদিন থাকিবে, আপাততঃ তুমি যেমন উচ্চপদস্থ হইয়াছ, শীঘ্রই তোমাকে তেমনি ভয়ঙ্কর দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে।" লোকের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া বেদর ভূপতি তখন আর কি করিবেন, কোন উপায় না দেখিয়া কেবল পরমেশ্বরের নাম স্মরণপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "এক্ষণে তাঁহার মনে যাহা আছে তাহাই হইবে।" অনন্তর মায়াবিনী রাজ্ঞী স্বীয় নিকেতনে উত্তীর্ণ হইবামাত্র অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া পারস্যরাজের হস্ত ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে আপনার সমস্ত ঐশ্বর্য্য দেখাইলেন। পরে রাজ্ঞী এবং পারস্যভূপতি নানা বিষয়ক কথোপকথন করিতে করিতে ভোজনের দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইল, তাহাতে উভয়ে আহার করিতে বসিলেন। রাজ্ঞী এক পাত্রে মদ্য ঢালিয়া আপনি পান করিলেন এবং সেই পাত্রেই পুনর্ব্বার মদ্য ঢালিয়া ভূপতিকে পান করিতে দিলেন। পারস্যরাজ রাজ্ঞীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক সুরা পান করিলেন। ইতিমধ্যে লাবিরাণীর দশজন পরিচারিণী তথায় আগমনপূর্ব্বক নানা যন্ত্রে সুন্দর সংযোগ করিয়া গান করিতে আরম্ভ করিল। বেদর ভূপতি মদ্যপানে এমনি মত্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি যে তৎকালে মায়াবিনী রাজ্ঞীর সহবাসে আছেন তাহা একেবারে বিস্মৃত হইয়া কেবল তাঁহার রূপলাবণ্যের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। রাজ্ঞী পারস্যরাজকে প্রেমাসক্ত দেখিয়া নিজ সঙ্গিনীগণকে অন্য গৃহে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। দাসীগণ প্রস্থান করিলে, পারস্যরাজ এবং রাজ্ঞী একত্র শয়ন করিয়া থাকিলেন। পর দিন প্রত্যূষে রাজ্ঞী ও পার-

স্যরাজ শয্যাহইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্নান করিলেন, তৎপরে ভোজন করিয়া উদ্যানে ভ্রমণ করিতে গেলেন।
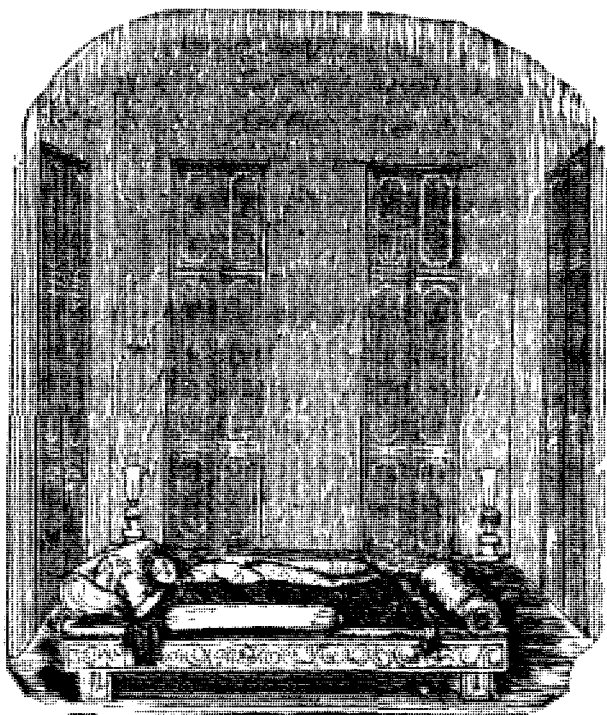
পারস্যরাজ বেদর এবং মায়াবিনী রাজ্ঞী একত্র শয়ন করিয়া রহিয়াছেন।

এই প্রকার আমোদ প্রমোদে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হইল। তৎপর দিন রাত্রিতে মায়াবিনী রাজ্ঞী পারস্য ভূপতির সহিত একত্র শয়ন করিয়াছিলেন, পরে যখন দেখি[illegible] নিদ্রিত হইয়াছেন তখন নিঃশব্দপদসঞ্চারে তৎপার্শ্ব হইতে উঠিয়া গেলেন। কিন্তু পারস্য ভূপতি তৎকালে জাগিয়া ছিলেন, সুতরাং মায়াবিনী কি করে তাহাই লক্ষ্য করিয়া থাকিলেন। লাবিরাণী উঠিয়া সিন্দুক হইতে এক প্রকার স্বর্ণ বর্ণ চূর্ণ দ্রব্য বাহির করিয়া তদ্দ্বারা এক দীর্ঘ রেখা প্রস্তুত করিবামাত্র তাহাতে একটা জলময়ী ক্ষুদ্র নদী হইল। পরে একটা পাত্রে ময়দা রাখিয়া তাহাতে ঐ নদীর জল দিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মাখিতে লাগিলেন, তৎপরে তৎসঙ্গে নানাপ্রকার সামগ্রী মিশ্রিত করণানন্তর একখান পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া তাহা অগ্নিতে সেঁকিয়া লইলেন। এই প্রকারে পিষ্টক সেঁকা হইলে, তাহা লুক্কায়িত রাখিয়া পূর্ব্বমত শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন। পারস্যরাজ এমনি ভাবে কাল্পনিক নিদ্রাযুক্ত থাকিলেন যে, তৎপ্রতি মায়াবিনীর কিছুমাত্র সন্দেহ জন্মিল না।

বেদর ভূপতি, বিবিধ আমোদ আহ্লাদে মত্ত থাকিয়া এতাবৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার পরম বন্ধু আবদুল্লাকে বিস্মৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে মায়াবিনীর কার্য্য দর্শনে ভয়াকুল হইয়া তাঁহার সহিত পরামর্শ করা আবশ্যক বোধে পর দিন শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই পিতৃব্য আবদুল্লাকে দেখিবার নিমিত্ত মানস করিয়া রাজ্ঞীর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে রাজ্ঞী বলিলেন, "হে প্রিয় বেদর! আমি তোমাকে প্রাণের মত ভালবাসি, এবং তোমাকে এখানে বহু যত্নে রাখিয়াছি, অতএব কি নিমিত্ত আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে চাহ?" বেদর ভূপতি কহিলেন, "আপনি আমাকে পরম সুখে রাখিয়াছেন তাহার কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু বহু দিনের পর একবার পিতৃব্যের সহিত সাক্ষাৎ না করিলে, তিনি আমাকে অকৃতজ্ঞ ভাবিতে পারেন, এই নিমিত্তই যাইতে ইচ্ছা করিতেছি।" ইহা শুনিয়া রাজ্ঞী অনুমতি প্রদান করিয়া বলিলেন, 'যাও কিন্তু বিলম্ব করিও না, যেহেতু তোমার বিরহে আমার জীবন ধারণ করা সম্ভব নহে।"

অনন্তর পারস্যরাজ অশ্বারোহণপূর্ব্বক বৃদ্ধ আবদুল্লার নিকটে গমন করিবামাত্র তিনি তাঁহাকে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এতাবৎ কাল মায়াবিনীর সহবাসে কেমন ছিলেন?" ইহা শুনিয়া পারস্যরাজ বলিলেন, "রাজ্ঞী আমার প্রতি ক্রমাগত অসাধারণ স্নেহ ও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু গত রাত্রিতে যাহা দেখিয়াছি তাহাতে আমার প্রতি তাঁহার কপট অনুরাগ বোধ হইতেছে।" ইহা বলিয়া তাঁহার নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ ব্যক্ত করিলেন। আবদুল্লা কহিলেন, "বাছা! তুমি যখন পূর্ব্বাহ্নে আমার নিকট আসিয়াছ তখন তোমার কোন ভয় নাই। আমি ঐ মায়াবিনীকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিবার উপায় বলিয়া দিতেছি।" এই কথা বলিয়া তাঁহার হস্তে দুই খানি পিষ্টক প্রদান করিয়া কহিলেন, "গত রাত্রে মায়াবিনী তোমাকে খাইতে দিবে বলিয়া যে পিষ্টক খানি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা তোমাকে প্রদান করিবা-মাত্র তুমি তৎপরিবর্ত্তে আমার প্রদত্ত দুইখানি পিষ্টকের মধ্যে এক খানির কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া এরূপ সতর্ক ভাবে ভক্ষণ করিবে, যেন সে তাহার কিছুই জানিতে না পারে। তৎপরে সে এক গণ্ডুষ জল আনয়ন পূর্ব্বক তোমাকে পশুরূপ ধারণ করাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিবে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া মনে মনে অত্যন্ত কষ্ট অনু-ভব করিতে থাকিবে। তখন তুমি তোমার অপর পিষ্টক খানি তাহার হস্তে দিয়া তাহা ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত তাহাকে বিশেষ অনুরোধ করিবে। তাহাতে সে ঐ পিষ্টক খানি তোমার হস্ত হইতে গ্রহণপূর্ব্বক ভক্ষণ করিবামাত্র তুমি এক গণ্ডুষ জল তাহার মুখমণ্ডলে নিক্ষেপ করিয়া

বলিবে,"তোমার এই আকার পরিত্যাগপূর্ব্বক যে পশুরূপ ধারণ করিলে তুমি সন্তুষ্ট হও তাহাই ধারণ কর।" তৎশ্রবণে সে যে পশুরূপ ধারণ করিবে তাহাকে সঙ্গে লইয়া তুমি তৎক্ষণাৎ আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইবে, পরে যাহা করিতে হইবে তাহা আমি বলিয়া দিব।"

তখন বেদর ভূপতি আবদুল্লার নিকট অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক রাজপ্রাসাদে গমন করিবামাত্র রাজ্ঞী অত্যন্ত অধৈর্য্য ভাবে কহিলেন,"প্রিয় বেদর! তোমার আর ক্ষণকাল বিলম্ব হইলে আমি স্বয়ং তোমাকে আনিতে যাইতাম।" ইহা শুনিয়া পারস্যরাজ বলিলেন, "আমিও আপনাকে অত্যন্ত ভাল বাসি বলিয়াই পিতৃব্য অনেক যত্ন করিয়াও আমাকে অধিক ক্ষণ রাখিতে পারিলেন না। তিনি আমার জন্য যে সমস্ত খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন তম্মধ্য হইতে এই পিষ্টক খানি আপনার জন্য আনয়ন করিয়াছি।" ইহা বলিয়া পিষ্টক বাহির করিয়া রাজ্ঞীকে দিয়া কহিলেন, "আপনি এই পিষ্টক খানি ভক্ষণ করেন ইহা আমার একান্ত বাসনা।" তৎশ্রবণে রাজ্ঞী ঐ পিষ্টক খানি স্বকরে গ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন, "আমি অবশ্যই ইহা ভক্ষণ করিব, কিন্তু তোমার অনুপস্থিতি সময়ে আমি তোমার জন্য যে পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি তোমাকে তাহা অগ্রে ভোজন করিতে হইবেক। ইহা শুনিয়া বেদর মহা তুষ্ট হইয়া তৎপ্রদত্ত পিষ্টক খানি গ্রহণপূর্ব্বক তৎপরিবর্ত্তে আবদুল্লার প্রদত্ত পিষ্টকের কিয়দংশ ভক্ষণ করিতে২ বলিলেন, "রাজ্ঞি! এমন সুস্বাদু পিষ্টক ত কখন ভক্ষণ করি নাই।" মায়াবিনী পারস্যরাজকে ঐ পিষ্টক খাইতে দেখিয়া তাঁহার মুখে কিঞ্চিৎ বারি প্রক্ষেপপূর্ব্বক কতিপয় মায়া মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, "রে হতভাগ্য! তুই মানবাকৃতি পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্ধ ও খঞ্জ এক জঘন্য অশ্বের রূপ ধারণ কর।" এই কথা বলিবার পরেও ভূপতির দেহ পরিবর্ত্তিত হইল না দেখিয়া মায়াবিনী বিস্ময়ান্বিতা ও লজ্জিতা হইয়া কহিলেন,"প্রিয় বেদর! ইহা কিছুই নহে, কেবল তুমি কি মনে কর তাহা দেখিবার জন্যই এই প্রকার বলিলাম।" ইহা শুনিয়া ভূপতি বলিলেন,"আপনি যে আমার সহিত রহস্য করিতেছেন তাহা আমি অগ্রেই বুঝিতে পারিয়াছি। এক্ষণে আপনি আমার পিতৃব্যদত্ত পিষ্টক খানি ভক্ষণ করুন।" এই কথা শুনিয়া রাজ্ঞী ঐ পিষ্টক খানি ভক্ষণ করিবামাত্র বেদর ভূপতি ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া এক গণ্ডুষ জল আনয়নপূর্ব্বক তাহার মুখে প্রদান করিয়া কহিলেন, "রে ঘৃণিতে মায়াবিনি! তুই এখনই স্ত্রীলোকের অবয়ব পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় অভীষ্ট পশুরূপ ধারণ কর।"

রাজ্ঞী বেদরের বাক্যানুসারে তদ্দণ্ডেই ঘোটকীর রূপ ধারণ করিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। তৎপরে পারস্যরাজ ঐ ঘোটকীর পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক আবদুল্লার দোকানে উপনীত হইয়া তাঁহাকে সমস্ত

বিবরণ অবগত করিলেন। তখন আবদুল্লা মহানন্দে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ওরে মায়াবিনি! তোর যেমন কর্ম্ম সেইরূপ প্রতিফল হইয়াছে।" পরে বেদর ভূপতিকে ঘোটকীর জন্য লাগাম প্রদান করিয়া বলিলেন, "হে রাজন্! আপনার আর এ নগরে থাকিবার প্রয়োজন নাই, আপনি শীঘ্র এই ঘোটকী পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া স্বরাজ্যে প্রতিগমন করুন। আমি আপনাকে আর একটী কথা বলিয়া রাখি। যদি কখন কোন কারণবশতঃ এই অশ্বীকে বর্জ্জন করিতে হয়, তাহা হইলে, কোন মতে এই লাগামটী পরিত্যাগ করিবেন না।" ইহা শুনিয়া পারস্যরাজ বৃদ্ধের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিয়া তিন দিবসের পর এক বৃহৎ নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় এক বৃদ্ধ মনুষ্যের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তথায় আগমনপূর্ব্বক ঐ অশ্বীকে দর্শন করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহাতে পারস্যভূপতি তাহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে প্রবীণা বলিল, "হায়! আপনার ঘোটকীর মতন আমার পুত্রের এক ঘোটকী ছিল, তাহা হারাইয়া গিয়াছে, তজ্জন্য রোদন করিতেছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই অশ্বীটী আমাকে বিক্রয় করুন।"

বেদর ভূপতি উত্তর করিলেন, "ওগো বৃদ্ধে! আমি তোমার প্রার্থনানুসারে কার্য্য করিতে পারিতেছি না বলিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছি, যেহেতু আমার ঘোটকী বিক্রীত হইবার নহে।" বৃদ্ধা বলিল, "বাছা! আমার এই অনুরোধটী রক্ষা না করিলে আমার প্রাণবিয়োগ হইবে।" অধিক মূল্য চাহিলে প্রাচীনা ঐ অশ্বী ক্রয় করিতে পারিবে না, ইহা বিবেচনা করিয়া পারস্যরাজ তাহার মূল্য এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিবার জন্য থলিয়া বাহির করিল দেখিয়া তিনি তাহাকে বলিলেন, "আমি এই ঘোটকী বিক্রয় করিব না।" এই কথা শুনিবামাত্র প্রাচীনা বলিল, "বাছা! এ নগরে এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে যে, যে কোন কারণে কোন ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলিলে তাহাকে প্রাণদণ্ড ভোগ করিতে হয়। অতএব যখন একবার বিক্রয় করিতে স্বীকার করিয়াছ তখন যদি ভাল চাহ মুদ্রা গ্রহণপূর্ব্বক অশ্বী বিক্রয় কর, নতুবা তোমার বিপদ ঘটিবে।" অনন্তর পারস্যাধিপতি বিষম বিপাকে পতিত হইয়া বিমর্ষভাবে অশ্বী হইতে অবতীর্ণ হইলেন। প্রাচীনা তৎক্ষণাৎ ঐ ঘোটকীর লাগাম খুলিয়া দিয়া তন্মুখে বারি প্রদানপূর্ব্বক বলিল, "কন্যে! তুমি এ আকৃতি পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় পূর্ব্বাকৃতি ধারণ কর।" এই কথা বলিবা মাত্র ঘোটকী স্বীয় রূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক লাবি রাণীর আকার ধারণ করিল। সেই প্রাচীন মনুষ্য বেদর ভূপতিকে না ধরিলে, তিনি লাবি রাজ্ঞীকে দেখিবা

মাত্র তখনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইতেন। ঐ প্রাচীনা রমণী রাজ্ঞীর জননী। সে কুমারীকে আলিঙ্গন করিয়া তখনি ক্রোধভরে বাঁশী বাজাইয়া এক প্রকাণ্ড দৈত্যকে আনয়ন করিবামাত্র ঐ দৈত্য বেদর ভূপতিকে এক স্কন্ধে এবং বৃদ্ধা ও মায়াবিনী রাণীকে অপর স্কন্ধে লইয়া তৎক্ষণাৎ সেই মায়াময় নগরে গিয়া উপস্থিত হইল।

পরে লাবি রাণী স্বীয় নিকেতনে উপনীতা হইয়া পারস্যরাজকে বিস্তর ভৎর্সনা করিয়া তাঁহার বদনে বারি নিক্ষেপপূর্ব্বক বলিল, "তুই এ রূপ ত্যাগ করিয়া এখনি পেচক রূপ ধারণ কর্।" ইহা বলিবামাত্র পারস্যরাজ পেচকরূপ ধারণ করিলে, ঐ মায়াবিনী এক রমণীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "তুমি এই পেচককে এক পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখ, কিন্তু সাবধান যেন ইহাকে কিছু খাইতে দিও না।"

ঐ কামিনী রাণীর আজ্ঞানুসারে পেচককে পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিল বটে, কিন্তু তদীয় আদেশ লঙ্ঘনপূর্ব্বক তাহাকে আহার দিতে লাগিল। এবং সে বৃদ্ধ আবদুল্লার নিকটে সংগোপনে এই সংবাদ প্রেরণ করিল, "রাজ্ঞী তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে পেচকাকৃতি করিয়া তাহাকে ও তোমাকে সংহার করিবার চেষ্টা দেখিতেছে, অতএব এই সময়ে তন্নিবারণের উপায় করা আবশ্যক।" আবদুল্লা এই সমাচার পাইবামাত্র বংশী বাদন করিল, তাহাতে তৎক্ষণাৎ চারি পক্ষ বিশিষ্ট বৃহদাকার এক দৈত্য আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কি করিতে হইবে?" আবদুল্লা বলিল, "ওরে দৈত্য! তুই আমার আজ্ঞায় এই দণ্ডে মায়াময় নগরে গমন করিয়া যে দয়াবতী রমণীর উপর পেচক রূপধারী বেদরের পিঞ্জরের ভার অর্পিত আছে, তাহাকে মায়াবিনী রাজ্ঞীর ভবন হইতে পারস্যের রাজধানীতে লইয়া যা, তাহা হইলে, সে গুলনেয়ার রাণীকে তাঁহার পুত্রের দুর্দ্দশার বিবরণ অবগত করিতে পারিবে।"

এই কথা শুনিবামাত্র দৈত্য মায়াবিনীর নিকেতন হইতে ঐ কামিনীকে লইয়া পারস্য রাজধানীতে উপনীত হইয়া তাহাকে গুলনেয়ার রাজ্ঞীর ভবনে রাখিয়া আসিলে, সে রাণীকে অভিবাদনপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাজ্ঞী বহুকালের পর পুত্রের উদ্দেশ পাইয়া মহানন্দিতা হইয়া ঐ কামিনীকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক স্বীয় ভ্রাতা শালে রাজাকে সংবাদ দিলেন।

শালে রাজা স্বীয় ভাগিনেয়কে উদ্ধার করিবার জন্য সামুদ্রিক সৈন্য সামন্ত ও দৈত্যগণ সমভিব্যাহারে অবিলম্বে শূন্যমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক মায়াময় নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎসঙ্গে তাঁহার মাতা, ভগিনী গুলনেয়ার প্রভৃতি আত্মীয়গণও তথায় গমন করিয়া পলকের মধ্যে মায়াবিনী রাণী এবং তাহার জননীর প্রাণ সংহার করিল।

পরে গুলনেয়ার রাজ্ঞী সম্বাদ প্রদায়িনী রমণীর সঙ্গে পেচকের নিকট গমন করিয়া তাহার মুখে বারি নিক্ষেপপূর্ব্বক বলিলেন, "হে প্রিয়তম তনয়! তুমি পূর্ব্বের ন্যায় মানবাকার ধারণ কর।" ইহা বলিবামাত্র বেদর ভূপতি স্বীয় রূপ ধারণ করিলে, গুলনেয়ার রাণী তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া আনন্দাশ্রুতে ভাসিতে লাগিলেন। পরে আবদুল্লাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তোমার নিকটে আমি কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ থাকিলাম, এক্ষণে তোমার কি উপকার করিব বল।" আবদুল্লা বলিল, "মহারাণি! যে রমণীকে আমি আপনার নিকট পাঠাইয়া ছিলাম যদি ঐ কামিনী আমাকে বিবাহ করে এবং তৎসঙ্গে যদি পারস্য রাজধানীতে গিয়া বাস করিতে পাই, তাহা হইলেই, যথেষ্ট তুষ্ট হই।" পরে সেই রমণী তদ্বিষয়ে সম্মতা হইলে, তাহার সহিত তখনি আবদুল্লার বিবাহ ক্রিয়া সম্পাদিত হইল।

অনন্তর বেদর ভূপতি আপনার বিবাহের কথা উত্থাপন করিলে পর, গুলনেয়ার রাজ্ঞী সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়া উপযুক্তা রাজকুমারী আনয়নার্থ ভ্রাতার অনুচরগণকে অনুজ্ঞা দিলেন। ইহা শুনিয়া পারস্যরাজ বলিলেন, "যে জহরা কর্তৃক আমাকে এতাদৃশ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে, সেই রাজনন্দিনী ভিন্ন আর কাহারও পাণিগ্রহণ করিতে আমার অভিলাষ নাই।" ইহা শুনিয়া গুলনেয়ার রাজ্ঞী সমন্দলাধিপতিকে আনাইবার জন্য ভ্রাতাকে অনুরোধ করিলেন। শালে রাজা বিদ্যাবলে তৎক্ষণাৎ সমন্দলের নৃপতিকে তথায় আনয়ন করিলে পর, পারস্যরাজ তৎপদে পতিত হইয়া বলিলেন, "পারস্যাধীশ্বর স্বয়ং আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন যে আপনি পূর্ব্ব মত পরিহারপূর্ব্বক তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করুন, নতুবা আপনাকে তাঁহার প্রাণনাশের কারণ হইতে হইবে।" ইহা শুনিয়া সমন্দলাধীশ্বর পারস্যরাজকে উত্তোলন করিয়া স্নেহপূর্ব্বক আলিঙ্গন প্রদান করিয়া বলিলেন, "হে যুবরাজ! যদি আমার দুহিতাকে প্রাপ্ত হইলেই আপনার জীবন রক্ষা হয়, তবে স্বীকার করিতেছি তাঁহার সহিত আপনার বিবাহ দিব।" ইহা বলিয়া তাঁহার পার্শ্বস্থ শালে রাজার এক জন সৈন্যকে অনুমতি করিলেন, "এখনি তুমি রাজকুমারী জহরাকে এই স্থানে আনয়ন কর।" অনন্তর জহরা স্বীয় সহচরীগণ সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলে, সমন্দলাধিপতি তাহাকে আলিঙ্গন প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎসে! দেখ, আমি তোমার নিমিত্ত কেমন উপযুক্ত পাত্র স্থির করিয়া রাখিয়াছি, ইনি পারস্যদেশের অধীশ্বর, ইঁহার তুল্য বহুগুণসম্পন্ন ভূপতি, এক্ষণে জগন্মণ্ডলে আর দেখিতে পাই নাই।" ইহা শ্রবণ করিয়া জহরা কহিলেন, "পিতঃ! আপনকার মতেই আমার মত, আপনি জানেন আমি কখনই আপনার অবাধ্য নহি। এক্ষণে আমি পারস্যরাজের নিকটে প্রার্থনা

করিতেছি যে, তিনি আমার পূর্ব্বকৃত সমুদায় অপরাধ বিস্মৃত হইয়া আমাকে ক্ষমা করুন।”

অনন্তর সেই মায়াময় নগরেই মহাসমারোহপূর্ব্বক তাঁহার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল। এবং সেই মায়াবিনী রাজ্ঞীর মৃত্যু হইলে, তৎপ্রেমাসক্ত ব্যক্তিগণ স্ব স্ব অবয়ব পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া পারস্যরাজ ও গুলনেয়ার রাজ্ঞী এবং শালে রাজাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। তৎপরে শালে রাজা সমন্দলাধিপতিকে সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়া তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। তদনন্তর পারস্যাধিপতিও নিজ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়াতে জননী, মাতামহী এবং অন্যান্য আত্মীয় গণের সহিত পারস্যদেশে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক যত দিন না শালে রাজা তদাত্মীয়গণ সমভিব্যাহারে সাগরান্তর্গত রাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন, তত দিন মহানন্দে কালযাপন করিতে-লাগিলেন।
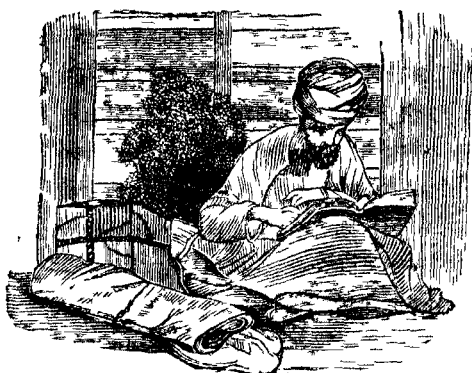
আবু আয়ুব বণিক টাকাপয়সার হিসাব দেখিতেছেন।

আবু আয়ুব বণিকের পুত্র জ্ঞানেমের বিবরণ।

পূর্ব্বকালে ডামাস্কস নগরে আবু আয়ুব নামে এক ধনাঢ্য বণিক ছিলেন। তিনি জ্ঞানেম নামক এক পুত্র এবং এলকলম্ব (অর্থাৎ মনোমোহিনী) নাম্নী এক কন্যা রাখিয়া পরলোক প্রাপ্ত হয়েন।

আবু আয়ুবের মৃত্যুর কিয়দ্দিবস পরে, এক দিন জ্ঞানেম মাতার সহিত আপনাদিগের বিষয় বিভবের কথা বার্ত্তা কহিতে কহিতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! ঐ সকল গাঁইটের উপর কি লেখা রহিয়াছে?" তাহাতে তাঁহার জননী উত্তর করিলেন, "তোমার পিতা ঐ সমস্ত দ্রব্য বোগ্দাদে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিবার মানস করিয়া ঐ সমস্ত গাঁইটের উপর 'বোগ্দাদ' এই কয়েকটী অক্ষর লিখিয়া রাখিয়া ছিলেন।" জ্ঞানেম তাঁহার মাতার প্রমুখাৎ এই কথা শুনিবামাত্র বলিলেন, "মা! আপনি অনুমতি করুন আমি ঐ সমস্ত দ্রব্য বোগ্দাদে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিয়া আসি।" বণিক্‌বনিতা পুত্রের মুখে এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, "বৎস! তোমার অভিলষিত কার্য্য সম্পাদনে আমি কখনই প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতাম না, কিন্তু তুমি বালক এবং বাণিজ্য ব্যাপারের কিছুই অবগত নহ, অতএব এ বাসনা পরিত্যাগ কর।" কিন্তু জ্ঞানেম বাণিজ্যকরণার্থ এবং বিদেশীয় লোকদিগের আচার ব্যবহার পরিজ্ঞানার্থ এতাদৃশ উৎসুক হইয়াছিলেন যে, তাঁহার মাতা কোন মতেই তাঁহাকে বিদেশ যাত্রা হইতে বিরত করিতে পারিলেন না। অনন্তর জ্ঞানেম বাজারে গমন করত কর্ম্মোপযুক্ত সবলকায় কয়েক জন দাস ক্রয় করিয়া আনিলেন। তৎপরে তিনি এক শত উষ্ট্র ভাড়া করিয়া, ঐ সমস্ত দ্রব্য উষ্ট্রের পৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া দিয়া ডামাস্কস নিবাসী আর পাঁচ ছয় জন মহাজনের সহিত বাণিজ্যার্থ বোগ্দাদে যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দিবস পরে তাঁহারা বোগ্দাদের বাজারে গিয়া উপনীত হইলে, জ্ঞানেম এক উত্তম গৃহে আপনার দ্রব্যাদি রাখিয়া তৎসন্নিহিত এক সুন্দর বাটী ভাড়া করিয়া তন্মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

অনন্তর এক দিন জ্ঞানেম, বিপণীতে গিয়া আপনার সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করিলেন, কেবল একটী গাঁইট তৎকালে বিক্রয় না হওয়াতে এক জন ভৃত্য দ্বারা ঐ গাঁইটটী বাটী পাঠাইয়া দিলেন। পরে কয়েক দিবসান্তে ঐ গাঁইটটী বিক্রয় করিবার মানসে পুনর্ব্বার বাজারে গিয়া দেখিলেন, সমস্ত দোকান বন্ধ রহিয়াছে, তাহাতে এক ব্যক্তিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "মহাশয়! অদ্য আমাদিগের বাজারের এক জন প্রধান বণিকের মৃত্যু হওয়ায়, সকলেই দোকান বন্ধ করিয়া তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদনার্থ গমন করিয়াছেন।" এই কথা শুনিবামাত্র জ্ঞানেমও ঐ বণিকের কবরস্থানে গমন করিলেন। তথায় বণিকগণের ঈশ্বরোপাসনা সমাপ্ত হইলে, সকলেই আহার করিতে বসিলেন, কিন্তু তৎকালে রাত্রি অধিক হইয়াছিল, সুতরাং পাছে জ্ঞানেমের যথা সর্ব্বস্ব চোরে অপহরণ করে, এই দুর্ভাবনায় তিনি কিছুই খাইতে পারিলেন না। পরে সাতিশয় উদ্বেগান্বিত হইয়া এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করি-

লেন, "মহাশয়! আপনাদিগের বাটী গমনের কি বিলম্ব আছে?" তাহাতে তিনি বলিলেন, "আমরা সমস্ত রাত্রির মধ্যে বাটী গমন করিব না।" এই কথা শুনিবামাত্র জ্ঞানেম কোন সুযোগে সত্বর তথা হইতে প্রস্থান করিলেন কিন্তু তৎকালে রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হওয়াতে নগরের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছিল সুতরাং তিনি তন্নিকটবর্ত্তী এক গোরস্থানে থাকিয়া রাত্রি যাপন করিবার মানসে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঘাসের উপর শয়ন করিবার উদ্‌যোগ করিতেছেন, ইতিমধ্যে কিয়দ্দূরে একটা আলোক দৃষ্টে মহাভীত হইয়া অতি শীঘ্র একটা উচ্চ বৃক্ষে উঠিয়া বসিয়া রহিলেন। পরে তথা হইতে দেখিতে পাইলেন, তিন জন মনুষ্য একটা পাঁচ ছয় ফুট লম্বা সিন্দুক স্কন্ধে লইয়া সেই স্থানে আসিয়া মৃত্তিকা খননপূর্ব্বক ঐ সিন্দুকটী তন্মধ্যে প্রোথিত করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। এই ব্যাপার দেখিবামাত্র তিনি সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বৃক্ষ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক ঐ স্থানের মৃত্তিকা উত্তোলন করিয়া সিন্দুকটী বাহিরে আনিয়া দেখিলেন, সিন্দুকে তালা বদ্ধ রহিয়াছে। তাহাতে তিনি সাতিশয় দুঃখিত হইয়া একখানি প্রস্তর আনয়নপূর্ব্বক ঐ তালাটী ভাঙ্গিয়া সিন্দুকের ডালা খানি খুলিবামাত্র তন্মধ্যে এক পরম রূপবতী নবীনা রমণীকে দেখিয়া সাতিশয় চমৎকৃত হইলেন।

তৎপরে জ্ঞানেম গোরস্থানের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঐ কামিনীকে আপন ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বায়ু সেবন করাইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, রমণীর মুখ দিয়া কতকগুলা মাদক দ্রব্য বাহির হইয়া গেলে, তিনি কিঞ্চিৎ সংজ্ঞা লাভ করিয়া নেত্রোন্মীলনপূর্ব্বক আপন পার্শ্বে জ্ঞানেম ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া (জহরা বস্তান, সাহাছুকরঃ মার্কালান্‌, কাসাবস, সুরমেহার, সোহি, নজহতজ্জমান্‌) বলিয়া চীৎকার স্বরে আপন সঙ্গিনীগণকে ডাকিতে লাগিলেন। তখন জ্ঞানেম তাঁহার সম্মুখে সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিলে, কামিনী পরমেশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, "মহাশয়! আপনি আমাকে পূর্ব্বমত সিন্দুকে পূরিয়া একটা অশ্বতর পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া আপনার বাটীতে লইয়া চলুন।" এই কথা শুনিবামাত্র জ্ঞানেম গোরস্থানের দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক বাহিরে গিয়া এক জন অশ্বতর স্বামীকে ডাকিয়া আনিলেন, এবং ঐ কামিনীকে সেই সিন্দুকে পূরিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া নিরাপদে আপন বাটীতে লইয়া গেলেন। পরে এক জন ভৃত্য দ্বারা বাটীর দ্বার রুদ্ধ করাইয়া স্বয়ং ঐ সিন্দুকটী উদ্ঘাটন পূর্ব্বক ঐ পরমা সুন্দরীর হস্ত ধারণ করিয়া আপন বাটীর উপরে উঠিলেন।

অনন্তর ঐ সুন্দরী এক মনোহর পর্য্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক স্বীয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ আপনার মুখাবরণ উন্মোচন করিবামাত্র, জ্ঞানেম

তাঁহার বদনকান্তি নিরীক্ষণ করিয়া একবারে বিমোহিত হইলেন। অবশেষে তিনি যুবতীর আহারার্থ নানাবিধ ফল মূল এবং মিষ্টান্ন আনয়নপূর্ব্বক স্বয়ং ঐ সমস্ত লইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলে, রমণী বলিলেন, "আপনি আমার সহিত একত্র আহার না করিলে, আমি কিছুই খাইব না।" বণিক্‌নন্দন রমণীর এই অনুরোধ অবহেলন করিতে না পারিয়া তাঁহার সহিত একত্র উপবেশনপূর্ব্বক আহার করিতেছেন ইত্যবসরে ঐ সুন্দরীর অবগুণ্ঠনের শেষ ভাগে কয়েকটী স্বর্ণাক্ষর দৃষ্টে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, " সুন্দরি! আপনার অবগুণ্ঠনের শেষ ভাগে কি লেখা রহিয়াছে ?" তচ্ছ্রবণে রমণী আপনার মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া তাঁহার হস্তে প্রদান করিলে, " হে ভবিষ্যদ্বক্তার পিতৃব্য বংশীয়! আমি তোমার এবং তুমি আমার" এই কয়েকটী কথা পাঠ করিবামাত্র জ্ঞানেম একবারে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইয়া তাঁহাকে আত্ম বিবরণ বর্ণন করিতে অনুরোধ করিলেন। তাহাতে রমণী বলিলেন, " আমার নাম ফেতনা (অর্থাৎ মহা দুঃখ দায়ক) আমি বাল্যকালাবধি মহারাজ হারুণ অলরশীদের আলয়ে প্রতিপালিত হইয়াছি. তিনি আমার অসামান্য রূপলাবণ্য দৃষ্টে এমনি ভাল বাসিতেন যে, মহারাণী জোবেদী তদ্দর্শনে ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া আমার নিধনের নিমিত্ত সুযোগান্বেষণ করিতে লাগিলেন।

পরে এক দিন মহারাজ হারুণ অলরশীদ সৈন্য সামন্ত লইয়া নিকটবর্ত্তী রাজাদিগকে দমন করণার্থ বাটী হইতে বহির্গত হইলে, রাজ্ঞী এক জন দাসীকে উৎকোচ দিয়া আমাকে জলের সহিত কিঞ্চিৎ মাদক দ্রব্য সেবন করাইলেন. তাহাতে আমি অজ্ঞানাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, তিনি আর তিন চারি জন দাসকে ডাকাইয়া বলিলেন, " তোমরা ফেতনাকে একটী সিন্দুকের মধ্যে পূরিয়া নগরের বহির্ভাগে এক গোরস্থানে লইয়া গিয়া মৃত্তিকা খননপূর্ব্বক ঐ সিন্দুকটী প্রোথিত করিয়া আইস। আজ্ঞা মাত্র দাসগণ আমাকে স্কন্ধে করিয়া গোরস্থানে আনিয়া উপস্থিত হইল। তৎপরে যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা আপনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন আর বলিবার আবশ্যক নাই। আপনি এক্ষণে আমাকে সাবধানপূর্ব্বক লুকাইয়া রাখিবেন, কারণ জোবেদী জানিতে পারিলে, আপনার মহা বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।"

জ্ঞানেম এই কথা শুনিবামাত্র মহাদুঃখিত হইলেন, এবং পাছে আপনার দাস দাসীগণ এই কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করে এই আশঙ্কায় বাজার হইতে দুই জন ক্রীত কিঙ্করী আনয়নপূর্ব্বক ফেতনার পরিচর্য্যার্থ তাঁহার গৃহে রাখিয়া দিলেন। পরে দিবাবসান হইলে, দুই জন একত্র আহার করিয়া এক খানি পর্য্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক নানা বিষয়ক কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। তাহাতে ক্রমে রাত্রি অধিক

হইলে, জ্ঞানেম তথা হইতে চলিয়া গেলেন,ফেতনা স্বীয় কিঙ্করীগণ সমভিব্যাহারে সেই গৃহেই নিদ্রা গেলেন।

এদিকে জোবেদী তিন জন দাসকে সিন্দুক লইয়া রাজ বাটী হইতে বিদায় করিয়া অবধি এমনি চিন্তান্বিতা হইলেন যে,সমস্ত রাত্রির মধ্যে একবারও নেত্র নিমীলন করিতে পারিলেন না। পরিশেষে নিশাবসান হইলে, যে বৃদ্ধা তাঁহাকে শৈশবাবস্থায় লালন পালন করিয়াছিল, তাহাকে ডাকাইয়া তৎসমীপে সমস্ত বিবরণ বর্ণনপূর্ব্বক বলিলেন,' মা! এই বিপদুদ্ধারের উপায় কি?" বৃদ্ধা বলিলেন, " রাজ্ঞি! আপনি, তজ্জন্য চিন্তিতা হইবেন না, আমি আপনাকে ফেতনার সদৃশ একটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত মূর্ত্তি আনীয়া দিব, আপনি তাহাকে একখানি পুরাতন সাটিন বস্ত্র পরিধান করাইয়া একটী বাক্সের মধ্যে পূরিয়া একজন দাস দ্বারা রাজ বাটীর সংলগ্ন গোরস্থানে সমাহিত করিবেন। পরে আপনি, আপনকার সহচরী এবং রাজবাটীর অন্যান্য সকলেই শোকসূচক চিহ্ন ধারণপূর্ব্বক মহাদুঃখে কাল যাপন করিতে থাকিবেন। অনন্তর মহারাজ বাটী প্রত্যাগমন করিলে তাঁহাকে সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিবেন,তাহা হইলেই, আপনকার আর কোন শঙ্কা থাকিবে না।"

জোবেদী এই কথা শুনিবামাত্র মহাসন্তুষ্ট হইয়া বৃদ্ধাকে একটী মহামূল্য হীরকাঙ্গুরীয় পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিলেন। বৃদ্ধা তথা হইতে প্রস্থান করিবার অব্যবহিত পরেই পুনর্ব্বার রাজবাটীতে আগমন পূর্ব্বক ফেতনারপ্রতিমূর্ত্তি রাণীকেপ্রদান করিয়া বলিল,"এক্ষণে আপনি আমার পরামর্শানুসারে সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করুন।" জোবেদী তৎক্ষণাৎ ঐ মূর্ত্তিটীকে কাপড় পরাইয়া মসরুর নামক এক জন রাজকর্ম্মচারীকে ডাকিয়া বলিলেন,"অকস্মাৎ রোগাক্রান্ত হওয়াতেফেতনার মৃত্যু হইয়াছে,অতএব তুমি ইহাকে একটী সিন্দুকে পূরিয়া যে স্থানে রাজপরিবার-মণ্ডলী সমাহিত হয় সেইস্থানে ফেতনাকেও প্রোথিত করিয়া আইস।" আজ্ঞা মাত্র মসরুর ঐ কার্য্য সমাধা করিয়া আসিলে রাজ বাটীস্থ সমুদায় লোক শোক চিহ্ন ধারণপূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিল।

এইরূপে তিন মাস অতীত হইলে, মহারাজ হারুন অলরশীদ সন্নিহিত রাজমণ্ডলীকে পরাস্ত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ফেতনার সহিত সাক্ষাৎ করণার্থ গমন করিতেছেন, এমন সময়ে রাজপুরীস্থ তাবৎ লোককে শোক চিহ্ন ধারণ করিতে দেখিয়া রাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজ্ঞি! ইহার কারণ কি?"ইহা শ্রবণ করিয়া জোবেদী উত্তর করিলেন, " মহারাজ! অকস্মাৎ ফেতনার মৃত্যু হইয়াছে,এবং আপনি তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন বলিয়া আমরা সকলেই আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ শোক-চিহ্ন ধারণ করিয়াছি।" রাজা এই কথা শ্রবণমাত্র সাতিশয় বিলাপ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে এক মাস অতীত হইলে, এক দিন রাজা পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময়ে নুরন্নেহার নাম্নী একজন পরিচারিণী মস্তকের দিকে এবং সোহি নাম্নী আর একজন কিঙ্করী পদতলের দিকে বসিয়া, আপনাদিগের সূচি-কার্য্য করিতে করিতে নুরন্নেহার, সোহিকে সম্বোধনপূর্ব্বক মৃদুস্বরে বলিল, "দেখ সখি! একটা বড় সুসংবাদ পাইয়াছি, শুনিতেছি নাকি ফেতনার মৃত্যু হয় নাই, তিনি এখনও জীবিতা আছেন।" এই কথা শুনিবামাত্র সোহি উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "আহা পরমেশ্বর কি এমন করিবেন! সেই অনুপম রূপবতী ফেতনা কি এপর্য্যন্ত জীবিতা থাকিবেন!" তাহাদিগের এইরূপ কথোপকথনে রাজার নিদ্রা ভঙ্গ হওয়াতে, তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা আমাকে জাগরিত করিলে কেন?" নুরন্নেহার উত্তর করিল, 'স্বামিন্! অদ্য আমি এক জন অপরিচিত ব্যক্তির নিকট হইতে ফেতনার স্বহস্ত লিখিত একখানি পত্র প্রাপ্তে অবগত হইলাম, তিনি এখনও জীবিতা আছেন, অতএব সোহিকে সেই কথা বলিতে ছিলাম তাহাতেই আপনার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে, তজ্জন্য আমি মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।"

রাজা এই কথা শুনিবামাত্র মহা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিলেন, "কৈ সেই লিপি খানি কোথায় দেখাও দেখি?" তাহাতে নুরন্নেহার তৎক্ষণাৎ সেই পত্র খানি রাজকরে অর্পণ করিলে, তিনি তৎপাঠে সমস্ত সমাচার অবগত হইয়া মহাকোপ প্রকাশপূর্ব্বক জাফর মন্ত্রীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'দেখ মন্ত্রি! তুমি এই মুহূর্ত্তে চারি শত সৈন্য সমভিব্যাহারে এই নগরের যে স্থানে ডামাস্কসনিবাসী জানেম নামক যুবা বণিক্ বাস করে তাহার অনুসন্ধান করিয়া তদীয় বাটী ভগ্ন করত তাহাকে এবং ফেতনাকে ধরিয়া আমার নিকট আনয়ন কর, আমি তাহাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিব।" মন্ত্রী রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র কতিপয় রাজমিস্ত্রি সমভিব্যাহারে শান্তিরক্ষকের নিকট গমন করত তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া জানেমের বাটীর অনুসন্ধান করিয়া তদভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পরে যৎকালে ফেতনা জানেমের সহিত ভোজন করণানন্তর গবাক্ষের নিকট উপবেশনপূর্ব্বক বাটীর চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে মন্ত্রী জানেমের বাটীর সন্নিকটে আসিয়া লোক দ্বারা তাঁহার বাটীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিলেন। তদ্দর্শনে ফেতনা মহাভীত হইয়া জানেমের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন, "মহাশয়! এক্ষণে মহা বিপদ্ উপস্থিত, বোধ করি, মহারাজ আমার সংবাদ পাইয়া আপনাকে এবং আমাকে লইয়া যাইবার জন্য মন্ত্রী মহাশয়কে প্রেরণ করিয়াছেন।" জানেম এই কথা শুনিবামাত্র সাতিশয় উদ্বেগান্বিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে উপায় কি?" তৎ-

শ্রবণে ফেতনা বলিলেন, "মহাশয়! আপনি সত্বর ভৃত্য বেশে বাটী হইতে পলায়ন করুন, তাহা হইলে, আপনার আর কোন বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না।" অনন্তর ফেতনার পরামর্শানুসারে কিঙ্কর-বেশ ধারণপূর্ব্বক জ্ঞানেমের বাটী হইতে পলায়ন করিবার অব্যবহিত পরেই যে গৃহে ফেতনা একখানি পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়াছিলেন, মন্ত্রী সেই গৃহ মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ফেতনা মন্ত্রীকে দেখি-

ফেতনা মন্ত্রীর পদতলে পতিত হইয়া আগমনের উদ্দেশ জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

বামাত্র তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি উদ্দেশে এই স্থানে আগমন করিয়াছেন?" মন্ত্রীও তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া উত্তর করিলেন, মহারাজ হারুণ অলরশীদ আপনাকে এবং জ্ঞানেম নামক বণিক্‌নন্দনকে রাজসন্নিধানে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। ফেতনা এই কথা শুনিবামাত্র বলিলেন, "প্রায় এক মাস অতীত হইল বণিকনন্দন কোন কার্য্যোপলক্ষে ডামাস্কস্ নগরে গমন করিয়াছেন, এখনও তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই।" এই কথায় মন্ত্রীর সম্পূর্ণ বিশ্বাস না হওয়াতে তিনি শান্তিরক্ষকের সহিত জ্ঞানেমের জন্য বিস্তর অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অবশেষে রাজমিস্ত্রিদিগের দ্বারা ঐ বাটী ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ করণানন্তর ফেতনাকে সদ্ব্যবহারে লইয়া রাজসান্নিধানে গিয়া উপস্থিত হইলে রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্ত্রি! তুমি কি আমার সেই প্রণয়পাত্রী ফেতনা এবং বণিক্‌নন্দন জ্ঞানেমকে আনয়ন করিয়াছ?" তৎশ্রবণে মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ! আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াও জ্ঞানেমকে দেখিতে না পাইয়া কেবল ফেতনাকে আপনার নিকট আনয়ন করিয়াছি, তিনি দ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন আপনি অনুমতি করিলেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন।"

হারূণ অলরশীদ রাজা, মন্ত্রীর প্রমুখাৎ এই কথা শুনিবামাত্র মহা-রাগান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন এবং ফেতনাকে এক দুর্গের অন্ধ কূপ মধ্যে বদ্ধ রাখিতে আজ্ঞা দিয়া সিরিয়া রাজ্যাধি-পতি জেনিবী নামক আপন ভ্রাতাকে এই বলিয়া এক খানি পত্র লিখি-লেন, "ভ্রাতঃ! ডামস্কস্‌নগরে জ্ঞানেম নামে এক জন বণিক্ বাস করে, সে নানাপ্রকার প্রলোভন দ্বারা আমার পরম প্রণয়াস্পদ ফেৎনা নাম্নী এক ক্রীত রমণীকে হরণ করিয়াছে, অতএব তুমি তাহাকে ঐ স্থানে দেখিবামাত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ক্রমাগত কশাঘাত করিতে করিতে আমার নিকট প্রেরণ করিবে। পরে তাহার যথাসর্ব্বস্ব হরণপূর্ব্বক তাহার মাতা ভগিনী কিম্বা অন্যান্য যে কেহ আত্মীয় থাকে, তাহা-দিগকে উলঙ্গ করাইয়া তিন দিবস নগর মধ্যে ভ্রমণ করাইবে, কিন্তু সাবধান যেন ঐ সময়ে নগরবাসীদিগের মধ্যে কেহ তাহাদিগের সাতি-শয় কষ্ট দেখিয়া সাহায্য না করে।" জেনিবী এই পত্র খানি পাইবা মাত্র নগরের শান্তিরক্ষক, এবং অপরাপর কয়েক জন প্রধান কর্ম্মচারী সমভিব্যাহারে জ্ঞানেমের আলয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এদিকে, জ্ঞানেমের মাতা বহু দিবসাবধি পুত্রের কোন সমাচার না পাইয়া, তদীয় মৃত্যু অবধারণ করিয়া, বাটীর মধ্যে একটী নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া, তন্মধ্যে স্বীয় পুত্রের প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপনপূর্ব্বক তাহা কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রে মণ্ডিত করিয়া, কয়েক দিন দিবা রাত্রি কেবল পুত্রের জন্য বিলাপ করিতেছেন এমন সময়ে এক দিবস জেনিবী ঐ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া জ্ঞানেমকে, অনুসন্ধান করিতে করিতে তাঁহার মাতার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলে, তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! বহু দিবস হইল, আমার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে।" রাজা এই কথা শুনিবামাত্র দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া, জ্ঞানেমের মাতাকে বলিতে লাগিলেন, "আপনাদিগের এস্থানে একরূপ সহায় বিহীন হইয়া বাস করা বিধেয় নহে, অতএব আমার সঙ্গে আসুন।" এই কথা বলিয়া জেনিবী পাছে কেহ তাঁহাদিগকে অপমানিত করে এই আশঙ্কায় স্বীয় পরিচ্ছদ দ্বারা তাঁহাদিগের উভয়কে আচ্ছাদন করত স্বসমভিব্যাহারে লইয়া, আপন সমভিব্যাহারী লোকদিগকে জ্ঞানেমের বাটীর যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে অনুমতি দিয়া, আপনি স্বভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

জ্ঞানেমের মাতা এবং ভগিনী এলকলম্ব এই ব্যাপার দৃষ্টে মহাভীত হইয়া জেনিবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আমাদের প্রতি একরূপ ব্যবহার করিবার কারণ কি?" ইহা শ্রবণ করিয়া জেনিবী তাঁহা-দিগের নিকটে মহারাজ হারূণ অলরশীদের সমস্ত অনুমতি বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে যৎসামান্য ঘোটক লোম নির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান

করাইয়া খালি পায়ে এবং মুক্তকেশে কয়েক জন ভৃত্য সমভিব্যাহারে ডামাস্কসের সমস্ত স্থান পরিভ্রমণ করণার্থ প্রেরণ করিলেন।

পরে তাঁহারা সন্ধ্যার সময় জেনিবীর বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া একবারে অচেতন হইয়া পড়িলেন। তদ্দৃষ্টে রাজ্ঞী মহাদুঃখিতা হইয়া তাঁহাদিগের শুশ্রূষার্থ কয়েক জন কিঙ্করীকে প্রেরণ করিলেন।

দাসীরা তথায় আগমনপূর্ব্বক অনেক যত্ন সহকারে জ্ঞানেমের মাতার চৈতন্য সম্পাদন করিলে, তিনি তাহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি বলিতে পার আমাদিগকে কি কারণে এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে?" এই কথা শুনিয়া তন্মধ্য হইতে এক জন উত্তর করিল, "ঠাকুরাণি! আপনি যে পুত্রকে মৃত স্থির করিয়া অনবরত বিলাপ করিতেছেন, তিনিই মহারাজ হারুণ অলরশীদের ফেতনা নাম্নী একজন প্রিয় পাত্রীকে হরণ করিয়াছেন বলিয়া আপনাদিগকে এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে তাঁহার মৃত্যু হয় নাই, কেবল মহারাজের ভয়ে আপনকার পুত্র এই দেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। কিঙ্করীর মুখে পুত্র জীবিত আছেন শুনিবামাত্র জ্ঞানেমের মাতার আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

পরে জেনিবী রাজাজ্ঞানুসারে তাহাদিগকে আর দুই দিন ডামাস্কস্ নগরের সমস্ত স্থান পরিভ্রমণ করাইয়া চতুর্থ দিবসে এই বলিয়া ঘোষণা করাইয়া দিলেন যে, যদি কোন নগরবাসী জ্ঞানেমের মাতা এবং ভগিনীর সাতিশয় দুঃখ দর্শনে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে স্থান দান করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে জীবিতাবস্থাতেই কুক্কুর দ্বারা ভক্ষণ করান হইবে।"

এই আজ্ঞা প্রচার করণানন্তর জেনিবী, জ্ঞানেমের মাতা এবং ভগিনীর নিকটে গিয়া বলিলেন, "আপনারা এক্ষণে যথা ইচ্ছা গমন করুন, এখানে আর থাকিতে পারিবেন না।" জ্ঞানেমের মাতা এই কথা শুনিবামাত্র স্বীয় কন্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া ডামাস্কস্নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক একটী সামান্য গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেই গ্রাম বাসী সামান্য লোকদিগের স্ত্রী পরিবারেরা তাঁহাদিগের এবম্প্রকার বেশ ভূষা দৃষ্টে সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কি নিমিত্ত এরূপ পরিচ্ছদাদি পরিধানপূর্ব্বক দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন?" তাহাতে জ্ঞানেমের মাতা তাহাদিগের নিকটে আপনাদিগের সমস্ত দুরবস্থার বিষয় বর্ণন করিলে, তাহারা দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাঁহাদিগের পরিচ্ছদাদি পরিবর্ত্তন করাইয়া তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ আহার সামগ্রী প্রদান করিল।

জ্ঞানেমের মাতা গ্রামবাসিনীদিগের এইরূপ সদয় ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান

করত নানা দেশ অতিক্রম করিয়া অবশেষে ইউফ্রেটিস্ নদী পার হইয়া বোগদাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনন্তর তথায় উপস্থিত হইয়া অবধি জ্ঞানেমের মাতা ক্রমাগত আপন পুত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না. তাহার কারণ এই জ্ঞানেম মহারাজ হারূণ অলরশীদের ভয়ে সেই দেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছিলেন।

এ দিকে ফেতনা সেই অন্ধকারময় গৃহে অবরুদ্ধ থাকিয়া কালযাপন করিতেছেন, ইত্যবসরে এক দিন মহারাজ হারূণ অলরশীদ স্বীয় নিয়মানুসারে যামিনী যোগে রাজ বাটীর চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিতে করিতে ঐ দুর্গের নিকটবর্ত্তী হইয়া তদভ্যন্তর হইতে ফেতনার প্রমুখাৎ এই কয়েকটী কথা শুনিতে পাইলেন. "হা হতভাগ্য জ্ঞানেম! আমাকে আশ্রয় প্রদান করিবার জন্যই তোমাকে এত কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। হায় মহারাজ হারূণ অলরশীদ! তোমাকে, এই অবিচার জন্য অবশ্যই পরম পিতা পরমেশ্বরের নিকট দণ্ডনীয় হইতে হইবে।"

এই কথা শ্রবণানন্তর রাজা তৎপর দিবস প্রাতে মসরুর নামক খোজাধ্যক্ষকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তুমি এই মুহূর্ত্তে ফেতনাকে আমার সন্নিধানে আনয়ন কর।"

আজ্ঞামাত্র মসরুর রাজপ্রেয়সীকে সঙ্গে করিয়া রাজার নিকট আগমন করিলে, ভূপতি হারূণ অলরশীদ ফেতনাকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয়ে! অদ্য অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক আমার নিকট তোমার আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বর্ণন কর।"

রাজার অনুরোধ ক্রমে ফেতনা আপনার এবং জ্ঞানেমের সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিলে হারূণ অলরশীদ রাজা মহা আক্ষেপপ্রকাশপূর্ব্বক এক জন লোক দ্বারা সমস্ত নগর মধ্যে এই ঘোষণা করাইয়া দিলেন যে, "আমি জ্ঞানেম নামক বণিক্‌নন্দনের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিলাম, অতএব তিনি অনায়াসে নগর মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করুন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি কোন অত্যাচার করা দূরে থাক্ বরং ফেতনার সহিত তাঁহার বিবাহ দিব।"

কিন্তু, বহু দিবস অতিবাহিত হইল, তথাপি জ্ঞানেম প্রত্যাগমন করিলেন না দেখিয়া এক দিবস ফেতনা রাজসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক স্বয়ং তাঁহার অনুসন্ধানার্থ গমন করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাজা তদ্বিষয়ে সম্মত হইয়া, তাঁহার গমনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যের আয়োজন করিয়া দিলে, তিনি সিন্দুক খুলিয়া এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রার একটী থলিয়া বাহির করিয়া জ্ঞানেমের উদ্দেশে গমন করিলেন।

পরে পথিমধ্যে যত দেবালয় দেখিতে পাইলেন, তন্মধ্যস্থ মুসলমান ধর্ম্মাক্রান্ত লোকদিগকে বহু ধন বিতরণ করত সন্ধ্যার সময় গৃহে প্রত্যা-

গমন করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে সেইরূপ এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। এইরূপে কয়েক দিবস অতীত হইলে,এক দিন তিনি মহাজন পল্লীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তথাকারএকজন দানশীল প্রধান বণিকের দোকানের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আগ্রহপূর্ব্বক বলিলেন, "মহাশয়! আপনার জানিত অনেক দীন দুঃখী আছে,অতএব আপনি আমার স্বর্ণমুদ্রা গুলি গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিতরণ করুন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া বণিক্ বলিলেন, "ঠাকুরাণি! কল্য আমার নিকট দুই জন দীনবেশা রমণী আসিয়া ছিল, আমি তাহাদিগের আকার প্রকারে দৃষ্টে তাহাদিগকে ভদ্রকন্যা বিবেচনা করিয়া আমার স্ত্রীর নিকট পাঠাইয়া দিয়াছি, অতএব আপনি আমার সহিত আগমনপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিজ হস্তে অর্থদান করিবেন চলুন।" ফেতমা এই কথা শুনিয়া মহাসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,"মহাশয়! আপনার স্বয়ং যাইবার আবশ্যক নাই, এক জন দাসকে আপনার বাটী দেখাইয়া দিতে অনুমতি করুন।"

তদনুসারে বণিক্ এক জন ভৃত্যকে আজ্ঞা করিবামাত্র সে ফেতমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া বণিক্বনিতার নিকট গিয়া উপস্থিত হইবামাত্র তিনি মহারাজ হারুণ অলরশীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ তাঁহার চরণ তলে নিপতিত হইলেন। পরে ফেতমা তাঁহাকে ভূমি হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক পূর্ব্বদিবসে যে দুই জন স্ত্রীলোক তাঁহার বাটীতে আসিয়াআশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল,তাঁহাদিগের সহিত বাক্যালাপ করিবার জন্য, তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিলে,তিনি বলিলেন,"ঠাকুরাণি! তাঁহারা দুইজনে ঐ সম্মুখবর্ত্তী দুইটী ক্ষুদ্র পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া আছেন, আপনি তাঁহাদিগের নিকটে গিয়া বাক্যালাপ করুন।" তদনুসারে ফেতমা জ্ঞানেমের মাতার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "মা! আমি আপনার এবং আপনকার সমভিব্যাহারিণীর সাহায্যার্থ এই স্থানে আগমন করিয়াছি, অতএব আপনারা আমার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ গ্রহণ করুন।"

জ্ঞানেমের মাতা এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র আনন্দগদ্গদস্বরে বলিলেন, "ঠাকুরাণি! আমরা যদিও এতাবৎ কাল সাতিশয় দুঃখ ভোগ করিতেছি, তথাপি আপনার কথা শুনিয়া আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, পরমেশ্বর এখনও আমাদিগের প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিমুখ হন নাই।" এই কথা বলিয়া জ্ঞানেমের মাতা অজস্র অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন।

ফেতমা তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু মুছাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! আপনাদিগের এই সমস্ত দুঃখের কারণ কি?" জ্ঞানেমের মাতা উত্তর করিলেন, "ঠাকুরাণি! মহারাজ হারুণ অলরশীদের ফেতমা

নাম্নী যে এক জন প্রিয়পাত্রী আছেন তিনিই আমাদিগের এই সমস্ত দুরবস্থার মূলীভূত কারণ।” এই কথা শুনিবামাত্র ফেতনার মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল। তিনি কিয়ৎক্ষণের পর পুনরায় করুণস্বরে কহিলেন, “মা! আপনি আমাদিগের নিকট আপনার এবং আপন দুহিতার আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বর্ণন করুন।” তৎশ্রবণে জ্ঞানেমের মাতা রাজপ্রেয়সীর নিকট আপনাদিগের তাবৎ বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া কহিলেন,“ঠাকুরাণি! আমরা যদিও জ্ঞানেমের নিমিত্ত এতাদৃশ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, তথাপি যদি আমরা তাঁহাকে জীবিত দেখিতে পাই তাহা হইলে,সকল ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া পরমাহ্লাদিত হই। এবং ইহাও আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, জ্ঞানেমের এতদ্বিষয়ে কিছুমাত্র অপরাধ নাই।” ফেতনা এই কথা শুনিবামাত্র বলিলেন, “মা! আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা যথার্থ বটে, আমি জানি জ্ঞানেমের কোন অপরাধ নাই, কেবল আমারই গ্রহ বৈগুণ্যবশতঃ তাঁহাকে এবং আপনাদিগের এতাদৃশ দুঃখ ভোগ করিতে হইতেছে। কিয়ৎ দিবস পূর্ব্বে আমি বহুকষ্টে মহারাজ হারূণ অলরশীদের নিকট জ্ঞানেমের নির্দোষতা সপ্রমাণ করাতে, তিনি, তাঁহার সহিত আমার বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন. আর বোধ করি,আপনারাও তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি আপনাদিগের বিশেষ উপকার করিতে ত্রুটি করিবেন না।”

ফেতনা,জ্ঞানেমের মাতা ও তদীয় ভগিনীর প্রতি এইরূপে সাতিশয় স্নেহ প্রকাশপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, “মা! আপনারা আর বিলাপ করিবেন না, বোধ করি, জগদীশ্বর আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়াই সকলকে একত্র মিলাইয়া দিয়াছেন এবং আমার ইহাও বিলক্ষণ অনুমান হইতেছে যে, জ্ঞানেমও এপর্য্যন্ত জীবিত আছেন।”

ফেতনা বণিক্‌বনিতাকে এই সমস্ত কথা বলিতেছেন ইত্যবসরে প্রধান বণিক্ সত্বর তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,“ঠাকুরাণি! অদ্য আমি দোকানে বসিয়া আছি এমন সময়ে একটী উষ্ট্র পৃষ্ঠে এক জন অতিদুর্ব্বল কায় যুবা পুরুষকে দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া সেই উষ্ট্র পালককে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি এই রুগ্ন ব্যক্তিকে কোথায় লইয়া যাইবে?” তাহাতে সে উত্তর করিল, “মহাশয়! আমি ইঁহাকে বোগদাদের চিকিৎসালয়ে আনয়ন করিয়াছি।” তৎশ্রবণে আমি বলিলাম, “এ ব্যক্তির যেরূপ পীড়া দেখিতেছি তাহাতে চিকিৎসালয়ে লইয়া গেলে কি হইবে? সেখানে উত্তম ঔষধাদি কিছুই নাই এবং তত্ত্বাবধারণেরও বিলক্ষণ শৈথিল্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, অতএব ইঁহাকে সেখানে লইয়া না গিয়া আমার নিকট রাখিয়া যাও, আমি বিশেষ যত্ন সহকারে ইঁহাকে আরোগ্য করিতে চেষ্টা করিব।”তদনুসারে সে ঐ রুগ্ন ব্যক্তিকে আমার হস্তে সমর্পণ করিলে, আমি তাঁহাকে আপন বাটীতে আনয়নপূর্ব্বক

তাঁহার শুশ্রূষার্থ কয়েক জন ভৃত্যকে নিযুক্ত করিয়া আপনাদিগের পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে রাখিয়া আসিয়াছি।”

ফেতনা এই কথা শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ ঐ রুগ্ন ব্যক্তির নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার শয্যার নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া এক দৃষ্টে তাঁহার বদন মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু জ্ঞানেম তৎকালে নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া অনবরত অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে ছিলেন বলিয়া ফেতনার প্রথমতঃ তাঁহাকে দেখিয়া জ্ঞানেম বলিয়াই বিশ্বাস হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা জ্ঞানেমের অবয়বের সহিত তাঁহার অঙ্গের সৌস দৃশ্য দেখিয়া তাঁহাকেই জ্ঞানেম বলিয়া সম্বোধন করিলেন। জ্ঞানেম যদিও তৎকালে সাতিশয় পীড়িত ছিলেন, তথাপি ফেতনার স্বর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র একবারে মুর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িলেন। তদ্দৃষ্টে বণিকবর রাজপ্রিয়াকে বলিলেন, ‘আপনি এক্ষণে আর এস্থানে থাকিবেন না, কারণ এ অবস্থায় আপনাকে দেখিতে পাইলে, মহানন্দ প্রযুক্ত জ্ঞানেমের প্রাণ সংশয় হইতে পারে।”

তৎপরে তিনি অনেক যত্ন সহকারে জ্ঞানেমের কিঞ্চিৎ সংজ্ঞালাভ করাইয়া, তাঁহাকে একাকী সেই গৃহে বিশ্রাম করিতে বলিয়া আপনিও তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

এদিকে জ্ঞানেমের মাতা পুত্রের কথা শুনিয়া একবারে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া ছিলেন। পরে ফেতনা এবং এলকলমের যত্নে তাঁহার কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয় হইল,তিনি পুত্রকে দেখিবার জন্য সাতিশয় উৎসুক হইলেন, কিন্তু বণিক্ শ্রেষ্ঠ তদ্বিষয়ে নিষেধ করাতে তিনি আর সে বিষয়ের উল্লেখ করিলেন না। পরে ফেতনা,“কল্য প্রাতঃকালে আসিব” এই বলিয়া তাঁহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক তথা হইতে চলিয়া গিয়া মহারাজ হারুণ অলরশীদের নিকটে এই সমস্ত বিষয় বর্ণন করিলে তিনি সাতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে চাহিলেন।

মহারাজ হারুণ অলরশীদ যদিও কখন কখন ক্রোধবশতঃ নিষ্ঠুর আজ্ঞা প্রদান করিতেন, তথাপি তিনি স্বভাবতঃ সদ্বিচারক ও দয়ালু ছিলেন বলিয়া ক্রোধের উপশম হইলেই আপনার অবিচার মনে করিয়া অনুতাপ করিতেন। তিনি জ্ঞানেম এবং তাঁহার পরিবারের প্রতি অকারণ যে দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন তজ্জন্য সাতিশয় দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক ফেতনাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “আমি তোমার নিকটে যাহা অঙ্গীকার করিয়াছি তাহা অবশ্যই পালন করিব, অর্থাৎ জ্ঞানেমের সহিত তোমার বিবাহ দিব। এক্ষণে তুমি সেই বণিকের নিকেতনে গমনপূর্ব্বক জ্ঞানেমকে, এবং তাঁহার মাতা ও ভগিনীকে সমভিব্যাহারে লইয়া আইস।” তদনুসারে ফেতনা তৎপর দিন প্রাতে বণিকবরের বাটীতে গমন করিয়া জ্ঞানেমকে পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ সুস্থ দেখিয়া তাঁহাকে

সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "জ্ঞানেম! তুমি এক্ষণে আর খেদ করিও না, মহারাজ হারুণ অলরশীদ তোমার এবং তদীয় পরিবারের প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছেন, তাহার পুরস্কার স্বরূপ তোমার সহিত আমার বিবাহ দিবেন।"

পরিবারের প্রতি অত্যাচারের কথা শুনিবামাত্র জ্ঞানেম জিজ্ঞাসা করিলেন, "বোগদাদাধিপতি আমার মাতা এবং ভগিনীর প্রতি কি অত্যাচার করিয়াছেন?" তাহাতে ফেতনা তদ্বিষয়ক সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিলে, জ্ঞানেম আর অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না দেখিয়া তিনি তদীয় মাতা এবং ভগিনীকে সমভিব্যাহারে লইয়া পুনর্ব্বার সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, তাঁহারা সকলেই আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং এইরূপে সকলেই একত্র মিলিত হইয়াছেন দেখিয়া পরমেশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর তাঁহারা সকলেই শান্ত হইয়া স্ব স্ব দুরবস্থার বিবর আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলে, ফেতনা বলিলেন "আমার আর এখানে অধিক ক্ষণ থাকা ভাল দেখায় না, অতএব আমি রাজবাটীতে গমন করি।" এই কথা বলিয়া তিনি তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

ফেতনা অবিলম্বেই রাজবাটী হইতে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা লইয়া সেই স্থানে পুনরাগমনপূর্ব্বক তৎসমুদায় বণিকের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, "আপনি এই টাকা লইয়া সত্বর জ্ঞানেম এবং তাঁহার পরিবার বর্গের জন্য উত্তম বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া আনুন, কারণ তাঁহাদিগকে অতি শীঘ্র রাজসভায় গমন করিতে হইবে।

অনন্তর তাঁহাদিগের গমনোপযোগী সমস্ত দ্রব্যের আয়োজন হইলে, জাফর মন্ত্রী কতিপয় লোক সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণপূর্ব্বক বণিকের বাটীতে আসিয়া জ্ঞানেমকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "জ্ঞানেম! আমি এক্ষণে তোমাদিগকে মহারাজ হারুণ অলরশীদের নিকটে লইয়া যাইবার জন্য আগমন করিয়াছি, এ বিষয়ে তোমার মত কি?" বণিকনন্দন তদ্বিষয়ে কোন উত্তর প্রদান না করিয়া কেবল নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন দেখিয়া মন্ত্রিবর তাঁহার সম্মতি বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ দুইটী সুসজ্জিত অশ্বতর আনয়নপূর্ব্বক তৎপৃষ্ঠে জ্ঞানেমের মাতা এবং ভগিনীকে আরোহণ করাইয়া ফেতনার সমভিব্যাহারে একটী গুপ্ত পথ দিয়া রাজান্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন। তৎপরে আর একটী সুসজ্জিত অশ্ব আনয়নপূর্ব্বক জ্ঞানেমকে তদুপরি আরোহণ করাইয়া অন্য এক পথ দিয়া যে স্থলে মহারাজ প্রধান২ কর্ম্মচারী ও অন্যান্য সভাসদগণ পরিবেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন তথায় গিয়া উপস্থিত হইলে, জ্ঞানেম তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করণানন্তর দণ্ডায়মান হইলেন। মহারাজ সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক বণিকনন্দনকে আপন পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া কহিলেন,

"জ্ঞানেম! এক্ষণে আমি তোমার প্রমুখাৎ আমার প্রিয়পাত্রী বিষয়ক সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিতে বাসনা করি।" জ্ঞানেম এই কথা শুনিয়া মহারাজের নিকট অকপটে ফেতনা সম্বন্ধীয় সমুদায় বিবরণ প্রকাশ করিলে, তিনি তৎপ্রতি আরও সন্তুষ্ট হইয়া সিংহাসন হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক প্রধান মন্ত্রী ও জ্ঞানেমকে সমভিব্যাহারে লইয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তৎপরে মহারাজ একজন কিঙ্কর দ্বারা আপন প্রিয়পাত্রী এবং জ্ঞানেমের মাতা ও ভগিনীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আজ্ঞামাত্র তাঁহারা রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলে মহারাজ হারুণ অলরশীদ এলকলমের রূপলাবণ্য দৃষ্টে একবারে মোহিত হইয়া বলিলেন, "প্রিয়ে! মৎকর্ত্তৃক তুমি যৎপরোনাস্তি অপমানিত হইয়াছ বলিয়া সেই দোষ ক্ষালনার্থ আমি তোমাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত আছি। এইরূপ করিলে জোবেদীরও এই দুষ্ক্রিয়ার যথোচিত প্রতিফল প্রদান করা হইবে।" তদনন্তর জ্ঞানেমের মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "ওগো সুশীলে! তুমি এখনও সযৌবনা আছ অতএব আমার অভিলাষ এই যে প্রধান মন্ত্রীর সহিত তোমার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। তৎপরে ফেতনার সহিত তোমার পুত্রের বিবাহ দিব, এ সকল বিষয়ে তোমার মত কি?" তাঁহারা সকলেই একবাক্য হইয়া এই বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলে, মহাসমারোহপূর্ব্বক তাঁহাদের সকলেরই পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইল।

তৎপরে এই ঘটনাটী অতি আশ্চর্য্য বোধ হওয়াতে মহারাজ হারুণ অলরশীদ এক জন সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা দ্বারা ইহার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করাইয়া আপন পুস্তকালয়ে রাখিয়া দিতে আজ্ঞা দিলেন।

শহরিয়ার ভূপতি আবু আয়ুব এ-কের পুত্র জ্ঞানেমের উপন্যাস শ্রবণ করিয়া সাতিশয় হর্ষ প্রকাশ করাতে শাহারজাদী কহিলেন, "মহারাজ! আপনি অনুমতি করিলে, আমি আগামী কল্য জেইন এলাস্‌নাম এবং দৈত্যপতি সম্বন্ধীয় আর একটী উত্তম গল্প শুনাইতে বাসনা করি, বোধ হয়, তাহা শ্রবণ করিলে আপনার এতদপেক্ষা অধিক আনন্দোদয় হইবে।" রাজা তদ্বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলে, তৎপর দিন শাহারজাদী এইরূপে গল্পারম্ভ করিলেন।

রাজপুত্র জেইন এলাস্‌নাম এবং এক দৈত্যেশ্বরের কাহিনী।

পূর্ব্বকালে বালশোরা নগরে সুবিখ্যাত প্রজারঞ্জক ও বিপুলবিভবশালী এক রাজা ছিলেন। তিনি পুত্রকামনায় নানা প্রকার পুণ্যকার্য্য

কালক্রমে রাজমহিষী একটী সুকুমার প্রসব করিলেন। রাজা ঐ পুত্রের জেইন এলাস্‌নাম (অর্থাৎ প্রতিমূর্ত্তি সমূহের ভূষণ স্বরূপ) এই নাম রাখিলেন। পরে রাজকুমার নানা বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইলে, অকস্মাৎ ভূপতির মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। তাহাতে তিনি যুবরাজকে নানা প্রকার সৎপরামর্শ প্রদানপূর্ব্বক লোকান্তর গমন করিলে পর, রাজকুমার জেইন কিছু দিন পিতার জন্য শোক করিয়া অবশেষে পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তিনি প্রজাগণের মঙ্গল চিন্তা না করিয়া কেবল কুসংসর্গে দিনপাত করিতে লাগিলেন এবং অপব্যয় ও লাম্পট্য দোষে অল্পকালের মধ্যেই সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি এই প্রকার দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া অনুতাপ করত যৎপরোনাস্তি মনোদুঃখে কালযাপন করিতেছেন, ইতিমধ্যে এক রাত্রিতে এই স্বপ্ন দর্শন করিলেন যেন, এক প্রাচীন মনুষ্য তাঁহার নিকটে আসিয়া হাস্যবদনে বলিলেন, "জেইন! দুঃখের অন্তে সুখ আছে অতএব নিরানন্দে থাকিও না, গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মিসর দেশের অন্তর্গত কেরো নগরে যাত্রা কর, তথায় তোমার দুঃখের অবসান হইবে।"

রাজনন্দন স্বপ্ন দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হইয়া তদ্বিবরণ জননীকে অবগত করাতে তাঁহার জননী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "বাছা! স্বপ্নে বিশ্বাস করিয়া কি মিসরদেশে যাইতে ইচ্ছা হয়?" জেইন উত্তর করিলেন, "সকল স্বপ্নই অলীক নহে, আমার দুঃখের শেষ হইয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই, অতএব আমি স্বপ্নানুযায়ী কার্য্য করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছি," ইহা বলিয়া যুবরাজ জননীকে সমুদয় রাজকার্য্যের ভারার্পণ করিয়া আপনি একাকী রাত্রিযোগে কেরো নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পরে ঐ নগরে উপনীত হইয়া একটী মসিদে প্রবেশপূর্ব্বক পথশ্রান্তি দূর করিবার মানসে তথায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন, ইতিমধ্যে সেই বৃদ্ধ আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "বাছা! তুমি যে আমার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া এত দূরদেশে আগমন করিয়াছ তাহাতেই আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তুমি পুনর্ব্বার বালশোরায় প্রতিগমন কর, তথায় স্বীয় নিকেতনেই অপর্য্যাপ্ত অর্থ প্রাপ্ত হইবে।" অনন্তর রাজকুমার নিদ্রাভঙ্গের পর দুঃখিত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা সত্য হইল না, যাহা হউক, এখানে থাকিয়া আর কি হইবে, বালশোরায় পুনর্যাত্রা করা বিধেয়, ভাগ্যে জননী ব্যতীত অন্য কাহার নিকট এ কথা প্রকাশ করি নাই, তাহা হইলে, সকলেরই কাছে আমাকে উপহাসাস্পদ হইতে হইত।" অনন্তর স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক স্বীয় জননীর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, রাণী পুত্রকে নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে বুঝাইয়া বলিলেন, "বৎস! এক্ষণে সমুদায় কুস্বভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল

প্রজাবর্গের সুখান্বেষণে রত হও, তাহাদিগের সুখেই রাজার সুখ, তদ্‌ব্যতীত অন্য চিন্তা করিও না।"

যুবরাজ জেইন স্বালয়ে প্রত্যাগমন করিবার পর পুনরায় রাত্রিযোগে সেই বৃদ্ধের প্রমুখাৎ এই কয়েকটী কথা শুনিতে পাইলেন,"ওহে সাহসী জেইন! তোমার সৌভাগ্যের দিন উপস্থিত হইয়াছে, তুমি কল্য প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিয়া তোমার পিতার গুপ্ত গৃহমধ্যে খনন করিলেই তথায় বিপুল অর্থ প্রাপ্ত হইবে।"

রাজনন্দন ইহা শুনিয়া তৎপর দিন প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিয়া জননীর নিকটে গমন করত তাঁহাকে সমস্ত স্বপ্ন বৃত্তান্ত জানাইলে, তিনি পুত্রকে তদ্বিষয়ে বিরত থাকিতে নানা প্রকারে বুঝাইলেন, কিন্তু জেইন কিছুতেই তাঁহার প্রবোধ না মানিয়া সেই নির্দ্দিষ্ট গৃহের মধ্যভাগ খনন করিতে আরম্ভ করিলেন। অল্পকাল খনন করিয়া শ্বেত প্রস্তরাবৃত একটী দ্বার দেখিতে পাইলেন। ঐ দ্বার উদ্ঘাটন করিবামাত্র কয়েকটী সিঁড়ি দৃষ্টিগোচর হওয়াতে, জেইন একটা আলোক লইয়া ঐ সোপান দ্বারা নীচে নামিয়া গিয়া স্বর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ চল্লিশটা জালা প্রাপ্ত হইলেন। পরে তন্মধ্য হইতে কয়েকটা স্বর্ণমুদ্রা লইয়া রাজ্ঞীর নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে এই অদ্ভুত ব্যাপার অবগত করিলে, রাজ্ঞী বলিলেন, "বৎস! রাজকোষের বিস্তর অর্থ অপব্যয় দ্বারা নষ্ট করিয়াছ সুতরাং এক্ষণে যে অর্থ পাইলে ইহার যেন আর অপব্যয় না হয়।" অনন্তর রাজ্ঞী ও যুবরাজ ঐ ভূমধ্যস্থ গৃহে অবতীর্ণ হইয়া তথায় আর কি কি আছে সমস্ত অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পরে একটা সুবর্ণ চাবিকাটি প্রাপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা আর একটা দ্বার খুলিয়া অন্য ঘরে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, তন্মধ্যস্থলে প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপনের জন্য নয়টী স্বর্ণনির্ম্মিত স্তম্ভ আছে, তন্মধ্যে আটটীর উপরে আটটী হীরক নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত রহিয়াছে, ঐ সমস্ত মূর্ত্তির দীপ্তিতে গৃহটী একবারে আলোকময় হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে যুবরাজ জেইন বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিলেন, "আহা! পিতা আমার কি প্রকারে এবম্প্রকার দুর্লভ মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছেন।" পরে নবম প্রতিমূর্ত্তির মূলাধার স্তম্ভের সমীপস্থ হইয়া দেখিলেন, তদুপরে প্রতিমূর্ত্তি নাই, কেবল তাহা একখানি শুভ্র বস্ত্রে আচ্ছাদিত রহিয়াছে এবং ঐ বস্ত্রের উপরিভাগে এই কয়েকটী কথা লিখিত আছে, "হে প্রিয় নন্দন! আমি বহু কষ্টে এই আটটী প্রতিমূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছি। যদিও ইহাদের শোভা অত্যন্ত অদ্ভুত, তথাপি নবম প্রতিমূর্ত্তিটী সর্ব্ব প্রধান, তাহা এই ভূমণ্ডলের মধ্যেই আছে। যদি নবম মূর্ত্তির দর্শনাভিলাষী হও, তাহা হইলে, মোবারক নামক আমার এক প্রাচীন দাসের অন্বেষণে কেরো নগরে গমন কর। তথায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে পর, তাহার নিকট তোমার পরি-

চয় প্রদান করিলে, যথায় সেই নবম প্রতিমূর্ত্তিটী পাওয়া যাইবে, সে তোমাকে সেই স্থানে লইয়া যাইবে।" এই বাক্যগুলি সেই স্থানে পাঠ করণানন্তর রাজকুমার জননীর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক নবম প্রতিমূর্ত্তির উদ্দেশে প্রথমতঃ কেরো নগরে যাত্রা করিলেন। পরে তথায় উপনীত হইয়া শুনিলেন মোবারক নগর মধ্যে একজন ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। অতএব অনায়াসেই তাহার ভবন অন্বেষণ করিয়া লইতে পারিলেন। পরে মোবারকের নিকট উপস্থিত হইয়া আত্মপরিচয় প্রকাশ করিলে, সে মহা সমাদরপূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, "আপনার জনক আমার প্রভু ছিলেন, আপনার জন্মের পূর্ব্বে আমি তথা হইতে আসিয়াছি, সুতরাং আপনি যে আমার প্রভুপুত্র এক্ষণে তাহা কি প্রকারে প্রত্যয় করিতে পারি?" ইহা শুনিয়া যুবরাজ আপনার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, মোবারক তাঁহাকে যথার্থই বালশোরাধিপতির পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। তৎপরে রাজপুত্রকে সেই অদ্ভুত নবম প্রতিমূর্ত্তির নিকটে লইয়া যাইতে স্বীকার করিয়া কয়েক দিন স্বালয়ে অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিলেন। পরে রাজকুমার আমোদ আহ্লাদে এক দিন অতিবাহিত করিয়াই মোবারককে বলিলেন, "আমার শ্রান্তিদূর হইয়াছে, এক্ষণে তুমি নবম মূর্ত্তির অন্বেষণে লইয়া চল।"

মোবারক যুবরাজকে কোন মতে নিরস্ত করিতে না পারিয়া তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া নবম প্রতিমূর্ত্তির উদ্দেশে গমন করিল। ক্রমাগত বহু দিবস পর্য্যটনের পর তাঁহারা একটী সুরম্য স্থলে উপস্থিত হইলে, মোবারক স্বীয় সঙ্গিগণকে তথায় অপেক্ষা করিতে অনুমতি দিয়া রাজকুমারকে বলিল, "এক্ষণে আসুন আমরা দুই জনে সেই স্থানে গমন করি, যথায় ঐ প্রতিমূর্ত্তি আছে, আমরা প্রায় তন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছি।" এই প্রকারে কিয়দ্দূর গমন করিবার পর, তাঁহারা এক সমুদ্রের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলে, রাজপুত্র বিস্ময় প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, "মোবারক! আমরা কিরূপে এই সমুদ্র পার হইব? ইহাতে জলযান মাত্র নাই।" মোবারক উত্তর করিল, "মহাশয়! তজ্জন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না, এখনি আমাদিগের জন্য দৈত্যপতির একখানি মায়াময় তরণী আসিবে, তদারোহণে আমরা অনায়াসেই সাগর পার হইতে পারিব, কিন্তু আপনাকে আমি পূর্ব্বে বলিয়া রাখি আপনি তৎকালে একটীও কথা কহিবেন না, কথা কহিলেই নৌকা জলমগ্ন হইবে।" তাঁহারা এই প্রকারে কথোপকথন করিতেছেন ইতিমধ্যে এক বিকটাকার দৈত্য এক খানি তরী লইয়া তাঁহাদিগের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহারা তদারোহণে পর পারে গিয়া উত্তীর্ণ হইবামাত্র ঐ তরী খানি অদৃশ্য হইয়া গেল। তাঁহারা এইরূপে দৈত্যরাজের উপদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া

তথাকার নানা প্রকার মনোহর ব্যাপার দৃষ্টি করিতে করিতে ক্রমে রাজ বাটীর সন্নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলে, মোবারক যুবরাজকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন, "রাজকুমার! আমার প্রার্থনানুসারে দৈত্যপতি আমাদের নিকটে আসিবামাত্র আপনি তাঁহার নিকট একটু বসিয়া বিনয় বাক্যে প্রার্থনা করিবেন যে, "আপনি আমার পিতার প্রতি যে প্রকার দয়া প্রদর্শন করিতেন আমার প্রতিও সেইরূপ করিবেন।" তাহাতে আপনার কি প্রার্থনা তিনি তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহাকে বিনীতভাবে বলিবেন, "আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে নবম প্রতিমূর্ত্তিটী প্রদান করুন।" মোবারক রাজকুমারকে এই প্রকার পরামর্শ প্রদান করিবার অব্যবহিত পরেই তথায় দৈত্যরাজ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দৈত্য-পতিকে অবলোকন করিবামাত্র যুবরাজ মোবারকের উপদেশানুসারে তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক তৎসমীপে আপনার সমস্ত মনোভিলাষ ব্যক্ত করিলে, দৈত্যরাজ হাস্যবদনে বলিলেন, "হে বৎস! আমি তোমার পিতাকে ভাল বাসিতাম বটে এবং তিনি যখন যখন আমাকে সম্মান প্রদানার্থ এই স্থানে আসিয়াছিলেন আমিই তাঁহাকে প্রতিবারে এক একটী প্রতিমূর্ত্তি প্রদান করিয়াছি। তুমি যে লেখা পাঠ করিয়া এখানে আগমন করিয়াছ তোমার পিতার মৃত্যুর কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে আমার আদে-শেই তাহা লিখিত হইয়াছে। আমিই বৃদ্ধ মনুষ্যের রূপ ধারণপূর্ব্বক তোমাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়াছিলাম। এক্ষণে যে কামিনী কখন কোন পুরু-ষের মুখাবলোকন করে নাই এবং যাহার পুরুষের সহিত সংবাস ইচ্ছাও হয় নাই, এমন একটী পঞ্চদশ বর্ষীয়া অসামান্য রূপবতী রমণীকে আমার নিকট আনয়ন করিতে পারিলেই, তোমাকে সেই নবম প্রতিমূর্ত্তিটী প্রদান করিব। কিন্তু সাবধান যেন তাহাকে এই উপদ্বীপে আনয়ন করি-বার সময়ে তুমি মনেও তৎপ্রেমাসক্ত হইও না।" যুবরাজ দৈত্যপতির অভিলষিত কার্য্য সম্পাদনে সম্মত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে দানবেন্দ্র! আমি কি প্রকারে আপনার প্রার্থিত কামিনী চিনিতে পারিব?" তৎশ্রবণে দৈত্যরাজ কহিলেন, "আমি তোমাকে একখানি দর্পণ প্রদান করিতেছি, পঞ্চদশ বর্ষীয়া রমণী দেখিতে পাইলেই তাহার সম্মুখে ঐ দর্পণ খানি ধরিবে তাহাতে যদি সেই কামিনী সতী হয়, তাহা হইলে, ঐ দর্পণ খানি নির্ম্মল থাকিবে, নতুবা তদ্বিপরীত লক্ষিত হইবে। দেখিও কামিনী আনিবার কথাটী যেন বিস্মৃত হইও না, তাহা হইলে, তোমার জীবন নাশ করিব।" তৎপরে দৈত্যরাজ দর্পণ প্রদানপূর্ব্বক যুবরাজ ও মোবারককে বিদায় করিয়া দিলে, তাঁহারা পূর্ব্ববত উপা-য়াবলম্বনে সমুদ্র পার হইয়া স্ব সমভিব্যাহারিগণকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় কেয়রো নগরে গিয়া উপনীত হইলেন।

অনন্তর তাঁহারা দৈত্যরাজের আদেশানুসারে সাধ্বী যুবতী অনু-

সন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু যত রমণী আনয়ন করিলেন, তন্মধ্যে একটীও পরীক্ষোত্তীর্ণা হইল না দেখিয়া, তাঁহারা উভয়েই সাধ্বীস্ত্রীর অনুসন্ধানে বোগদাদনগরে গমন করিলেন এবং স্বাভীষ্টসিদ্ধির মানসে তথায় একটী বাটী ভাড়া করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যে পল্লীতে বাটী ভাড়া করিলেন, তথায় বৌবেকর নামক একজন আত্ম-শ্লাঘাকারী পরশ্রীকাতর ধর্ম্মযাজক বাস করিত। সে রাজপুত্র জেইনের বদান্যতার কথা শ্রবণ করত সাতিশয় ঈর্ষা-পরবশ হইয়া এক দিন মসিদে প্রার্থনা করিবার সময়ে সকল লোককে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হে বন্ধুগণ! সম্প্রতি যে বিদেশীয় ব্যক্তি এই পল্লীতে বাস করিতেছে সে বড় ভাল লোক নহে, ঐ ব্যক্তি স্বদেশে দস্যুবৃত্তি করিয়া এখানে পলাইয়া আসিয়াছে। অতএব এই সংবাদ ভূপতির কর্ণগোচর করাইয়া উহাকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতে হইবে।" যৎকালে ধর্ম্মযাজক সর্ব্ব সমক্ষে এই কথা বলিতেছিল সেই সময়ে মোবারক সেই ধর্ম্মালয়ে উপস্থিত ছিলেন, অতএব তিনি রাজপুত্রকে এই নিরর্থক দণ্ড ভোগ হইতে মুক্ত করিবার মানসে তৎপরদিন ঐ ধর্ম্মযাজকের ভবনে গমন করিয়া তৎকরে পাঁচ শত স্বর্ণমুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, 'মহাশয়! আমি যুবরাজ জেইনের নিকট হইতে আসিয়াছি তিনি লোক মুখে আপনার গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া আপনার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা করেন।" ধর্ম্মযাজক ইহা শুনিয়া লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "কল্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।" এই কথা বলিয়া পরদিন প্রাতঃকালে মসিদে গিয়া সকলের সমক্ষে রাজনন্দনের পূর্ব্বকার নিন্দাবাদে নিজ ভ্রান্তি স্বীকারপূর্ব্বক তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া যুবরাজ জেইনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন এবং ইঁহার সহিত নানাবিষয়ক কথা বার্ত্তার পর বৌবেকর রাজপুত্রকে তথায় অবস্থিতি করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে যুবরাজ উত্তর করিলেন, "একটী পঞ্চদশ বর্ষীয়া অলৌকিক রূপলাবণ্যযুক্তা সাধ্বী যুবতীর প্রতিক্ষায় আমি এখানে বাস করিতেছি।" ইহা শুনিয়া ধর্ম্মযাজক বলিলেন "ঐ প্রকার সচ্চরিত্রা একটী কুলকামিনী আমার সন্ধানে আছে। ঐ রমণীর পিতা পূর্ব্বে মন্ত্রিত্ব পদে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে বহু দিবসাবধি স্বীয় বাটীতেই অবস্থান-পূর্ব্বক কেবল সেই কন্যার সুশিক্ষার নিমিত্ত সতত ব্যগ্র আছেন। বোধ করি আপনকার সহিত ঐ কন্যার বিবাহ দিবার জন্য প্রস্তাব করিলেই, তিনি তদ্বিষয়ে সন্তুষ্টচিত্তে সম্মতি প্রদান করিবেন।" ইহা শুনিয়া রাজকুমার বলিলেন, "অগ্রে তাহার গুণের পরীক্ষা না করিয়া আমি ঐ কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারি না।" এই কথা শুনিবামাত্র বৌবেকর রাজনন্দনকে মন্ত্রীর আবাসে লইয়া গেলেন। মন্ত্রী যুবরাজের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় দুহিতাকে তথায় আনয়নপূর্ব্বক তাহার

মুখাবরণ মুক্ত করিয়া দিলেন। রাজকুমার নৃপনন্দিনীর রূপাবলোকনে চমৎকৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় দর্পণ খানি বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহাকে সাধ্বী বলিয়া জানিতে পারিলেন।

অনন্তর মন্ত্রী যুবরাজকে স্বীয় তনয়া সম্প্রদান করিলে, রাজনন্দন সানন্দচিত্তে মন্ত্রীকে সমভিব্যাহারে লইয়া আপন বাটীতে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে নানা প্রকার বহু মূল্য দ্রব্য উপহার দিলেন। এই প্রকারে বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া গেলে, রাজনন্দন ও মোবারক নৃপনন্দিনীকে সমভিব্যাহারে লইয়া কেরো নগরে প্রত্যাগমন করিয়াই পুনর্ব্বার দৈত্যরাজের উপদ্বীপে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা ঐ দ্বীপে উপনীত হইলে মন্ত্রিসুতা মোবারককে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "আমরা এক্ষণে কোথায় আসিয়াছি? আমার স্বামীর রাজধানী এস্থান হইতে আর কত দূরে আছে?" তাহাতে মোবারক উত্তর করিলেন, "রাজনন্দন দৈত্যরাজের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য তোমাকে বিবাহ করিয়াছেন, বালখোরার রাণী করিবার জন্য নহে।" ইহা শুনিবামাত্র মন্ত্রি দুহিতা ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, "আমি বিদেশিনী সুতরাং আমার গত্যন্তর নাই, তোমরা আমার প্রতি সদয় হইয়া এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা হইতে ক্ষান্ত হও।" কিন্তু তাঁহারা রাজনন্দিনীর এতাদৃশ অনুনয় বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া দৈত্যেশ্বরের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলে, দৈত্যপতি তৎপ্রতি এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া যুবরাজকে বলিলেন, "আমি তোমার সদাচরণে অত্যন্ত তুষ্ট হইলাম, তুমি এক্ষণে স্বরাজ্যে গমন কর। আমি দৈত্যগণ দ্বারা নবম প্রতিমূর্ত্তিটী তোমার ভূমধ্যস্থ গৃহে পাঠাইয়া দিব, তুমি তন্মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই তাহা দেখিতে পাইবে, এ কথার অন্যথা হইবে না।" রাজনন্দন এই আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস করিয়া মোবারকের সহিত পুনর্ব্বার কেরো নগরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সেই নবম প্রতিমূর্ত্তিটীর দর্শনার্থ অতিশয় ব্যাকুলচিত্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে রাজকুমার মনে মনে এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন, "হে মন্ত্রিদুহিতে! আমি তোমাকে ক্ষণকালের জন্যও বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না। হে অনুপম রূপলাবণ্যবতী যুবতি! আমিই তোমাকে বিবাহ করিয়া দৈত্য হস্তে প্রদান করত তোমার সকল যন্ত্রণার মূল হইয়াছি।" পরিশেষে রাজকুমার স্বীয় নিকেতনে উপনীত হইয়া জননীকে তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত করিলেন। তৎপরে মাতাকে সঙ্গে করিয়া ভূগর্ভস্থিত গৃহে প্রবেশ করিয়া সেই নবম মূল্যবান স্তম্ভোপরি হীরক নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে তিনি যে পরম সুন্দরী কামিনীকে দৈত্যহস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে দণ্ডায়মানা দেখিয়া একবারে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তদ্দর্শনে ঐ যুবতী বলিলেন, "রাজনন্দন! আপনি কি এক্ষণে হীরক

নির্ম্মিত মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে এ স্থানে আমাকে দেখিয়া আপনার সমস্ত পরিশ্রম বিফল জ্ঞান করিতেছেন?" তৎশ্রবণে রাজপুত্র বলিলেন, "আমি কেবল প্রতিজ্ঞা পালনার্থ তোমাকে সে স্থানে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম, নতুবা পৃথিবীস্থ সমস্ত রত্নাপেক্ষ তোমাকে অধিক ভাল বাসিয়াছি, অতএব তোমাকে পুনরায় দর্শন করিয়া যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম তাহা বর্ণনাতীত।" এই কথা শেষ হইতে না হইতেই অকস্মাৎ দৈত্যরাজ তথায় উপস্থিত হইয়া যুবরাজের জননীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "রাজ্ঞি! আমিই আপনকার পুত্রের জিতেন্দ্রিয়তা দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া এই নবম প্রতিমূর্ত্তিটী প্রদান করিয়াছি।" তৎপরে জেইনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "হে ভাগ্যবান্ জেইন! এক্ষণে এই সতী যুবতীই তোমার বনিতা হইল, অতএব তুমি আর কাহারও প্রেমাসক্ত না হইয়া কেবল ইহাকেই প্রাণতুল্য ভাল বাসিও।" এই কথা বলিয়াই দৈত্যরাজ তথা হইতে অদৃশ্য হইলেন। পরে ঐ দম্পতী পরস্পরের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন-পূর্ব্বক পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

খোদাদাদ ও তাঁহার সহোদরগণের বিবরণ।

পূর্ব্বকালে কোন নগরে মহাপরাক্রান্ত, বহুগুণ সম্পন্ন এক ভূপতি ছিলেন। তিনি প্রজাগণকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন বলিয়া, তাহারাও তাঁহাকে সাতিশয় স্নেহ করিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার সন্তান সন্ততি কিছুই ছিল না, এজন্য তিনি সর্ব্বদাই পুত্রকামনায় পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেন। এক দিবস রজনীযোগে তিনি নিদ্রাবস্থায় এই প্রকার স্বপ্ন দেখিলেন যেন এক জন মহাপুরুষ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন, "হে রাজেন্দ্র! তুমি শয্যা হইতে গাত্রোত্থানানন্তর ভূতলে পতিতজানু হইয়া দুইবার পরমেশ্বরের আরাধনা করিও, তৎপরে উদ্যানে গিয়া উদ্যানপালের নিকট হইতে একটা দাড়িম্ব ফল আনয়নপূর্ব্বক তোমার যতগুলি পুত্রের অভিলাষ আছে, তন্মধ্য হইতে ততগুলি বীজ ভক্ষণ করিও, তাহা হইলেই, তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে।" নিদ্রাভঙ্গ হইলে, রাজা স্বপ্ন কথা স্মরণপূর্ব্বক পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া সেই মহাপুরুষের আদেশানুসারে উদ্যান হইতে একটী দাড়িম্ব আনয়নপূর্ব্বক তন্মধ্য হইতে পঞ্চাশটী বীজ ভক্ষণ করিলেন। তাহাতে তাঁহার পঞ্চাশটী বনিতাই এককালে গর্ভবতী হইলেন, কেবল পীরোজ নাম্নী এক রাণীর গর্ভ লক্ষণ দৃষ্ট হইল না। তদ্দর্শনে নরেন্দ্র তৎপ্রতি সাতিশয় ঘৃণা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার প্রাণনাশ করিতে উদ্যত হইলে, মন্ত্রী তাঁহাকে এই কথা বলিয়া নিরস্ত করিলেন, "মহারাজ

যদি নিতান্তই তাঁহাকে রাজবাটীতে রাখিতে না চাহেন, তবে সামরিয়া নামক প্রদেশে আপনার যে খুল্লতাত পুত্র সামর ভূপতি আছেন তাঁহাকে তাঁহার নিকটে প্রেরণ করুন।" ভূপতি তখন মন্ত্রীর পরামর্শানুসারে পীরোজ রাণীকে সামরিয়া প্রদেশে পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার পিতৃব্যপুত্রকে এই বলিয়া পত্র লিখিলেন,"ভ্রাতঃ! পীরোজরাণীর গর্ভ সঞ্চার না হওয়ায় আমি ঘৃণা প্রযুক্ত তাঁহাকে তোমার নিকটে পাঠাইয়াছি, যদি পরমেশ্বরেচ্ছায় তিনি পুত্র নি প্রসব করেন তবে আমার নিকট পত্র লিখিও।" পীরোজ সামরিয়ার অধীশ্বরের ভবনে যাইবামাত্র তাঁহার গর্ভের সমুদ লক্ষণ লক্ষিত হইল এবং তিনি যথাসময়ে এক সুসন্তানপ্রসব করিলেন। সামরিয়ার ভূপতি হেরানাধিপতির নিকটে এই শুভ সংবাদ প্রেরণ করিলে, তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন, 'ভ্রাতঃ! এখানে সকল রাণীই এক একটী পুত্র প্রসব করিয়াছেন, অতএব তুমি ঐ পুত্রের নাম খোদাদাদ রাখিয়া তোমার আলয়ে তাহাকে লালন পালন করত বিদ্যা শিক্ষা করাইও, পরে যখন আমি সংবাদ লিখিব, তখন তাহাকে এখানে পাঠাইয়া দিও।"

অনন্তর রাজপুত্র খোদাদ সামরিয়াতে থাকিয়া ক্রমশঃ নানা বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইলে, তাঁহার অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে একদিন তিনি স্বীয় জননীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "মাতঃ! আমি এখানে আর থাকিতে ইচ্ছা করি না, আমার পিতা হেরানাধিপতি প্রতিবেশী বিপক্ষগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছেন, অতএব আপনি অনুমতি করুন, আমি তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করি।" পীরোজরাণী পুত্র মুখাৎ এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বৎস! ইহা আমার একান্ত বাসনা যে, তুমি পিতৃ শত্রু দমন করিয়া যশস্বী হও, কিন্তু তিনি না ডাকিলে তথায় গমন করা উচিত নহে" ইহা শুনিয়া খোদাদাদ কহিলেন, "মা! আমি পিতৃ দর্শনার্থ অতিশয় ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছি, অতএব পূর্ব্বে তাঁহার নিকট স্বীয় পরিচয় প্রদান না করিয়া কেবল আপন কার্য্যদক্ষতা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট যশঃলাভ করি ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা।" রাজকুমার এই কথা বলিয়া জননীর সম্মতি গ্রহণপূর্ব্বক নানা বেশ ভূষায় সুসজ্জিত হইয়া সামর ভূপতির অজ্ঞাতসারে অশ্বারোহণপূর্ব্বক হেরানাধিপতির রাজধানীতে উপনীত হইয়া পিতৃসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ! আমি কেরো নগরের এক জন সম্ভ্রান্ত লোকের পুত্র, যুদ্ধবিদ্যায় আমার বিলক্ষণ পারদর্শিতা আছে, আপনি প্রতিবেশী শত্রুদলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত আছেন, শুনিয়া আপনার সহায়তা করণার্থ এখানে আগমন করিয়াছি।" ভূপতি ইহা শুনিয়া সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক যুবরাজকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিলেন।

রাজকুমার স্বীয় অসীম সাহস ও রণদক্ষতা দ্বারা সেনাগণের ও অপরাপর সকল লোকেরই অতিশয় প্রেমাস্পদ হইলেন দেখিয়া অপরাপর রাজপুত্রগণের মনে অত্যন্ত বিদ্বেষ ভাব জন্মিল। পরে রাজা খোদাদাদের বিজ্ঞতা, বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি দৃষ্টে তাঁহার বয়ঃক্রমের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া তৎপ্রতি সকল যুবরাজের রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করিলেন দেখিয়া যুবরাজগণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া খোদাদাদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার কুমন্ত্রণা করিতে লাগিল। এক জন বলিল "কি! আমরা রাজপুত্র হইয়া একটা সামান্য লোকের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিব, ইহা কোন মতেই সহ্য হইবে না, অতএব উহাকে বিনাশ করিব।" অপর রাজপুত্র বলিল, "আমার অভিপ্রায় এই যে, উহাকে প্রকাশ্যরূপে কিছু না বলিয়া চল আমরা উহার সম্মতি গ্রহণপূর্ব্বক মৃগয়ার্থ গমন করিয়া কিছু দিনের জন্য স্থানান্তরে গুপ্তভাবে লুকাইয়া থাকি, তাহা হইলে, ভূপতি আমাদিগের অদর্শনে কাতর হইয়া উহার প্রাণ সংহার করিবেন, অথবা রাজভবন হইতে উহাকে দূরীভূত করিয়া দিবেন।" রাজকুমারগণ এই পরামর্শ স্থির করিয়া মৃগয়াচ্ছলে খোদাদাদের অনুমতি লইয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন, কিন্তু কোন মতে প্রত্যাগত হইলেন না। এই প্রকারে যুবরাজবৃন্দ নিরুদ্দেশ হইলে, এক দিন ভূপতি খোদাদাদের প্রতি সাতিশয় ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি রাজকুমারগণের সঙ্গে কেন গমন কর নাই? এখনি গিয়া তাহাদের উদ্দেশ কর তাহাদিগকে আনিতে না পারিলে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে।"

আজ্ঞামাত্র খোদাদাদ অশ্বারোহণপূর্ব্বক ঐ নগর পরিত্যাগ করিয়া রাজপুত্রগণের অনুসন্ধানার্থ চলিয়া গেলেন। কিন্তু কোথাও তাঁহাদিগের সংবাদাদি না পাওয়ায় সাতিশয় ব্যাকুলচিত্ত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে পরিশেষে একটী বিস্তীর্ণ প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তন্মধ্যে একটী বৃহৎ অট্টালিকা দৃষ্টি করিয়া তাহার নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র ঐ অট্টালিকার গবাক্ষদ্বারে যে একজন ছিন্নবেশা এবং মলিনবদনা কামিনী দণ্ডায়মানা ছিলেন, তিনি খোদাদাদকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "হে যুবাপুরুষ! তুমি এই ভয়ঙ্কর স্থান হইতে শীঘ্র পলায়ন কর, নতুবা নরমাংসভোজী এক কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষসের হস্তে পতিত হইবে, সে মানব পাইলেই ধরিয়া কারারুদ্ধ করিয়া রাখে এবং ক্রমশঃ এক একটী করিয়া ভক্ষণ করে।" ইহা শুনিয়া রাজনন্দন ঐ কামিনীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "আমি কেরো নগর নিবাসিনী এক কুলকামিনী, গতকল্য এই অট্টালিকার পার্শ্ব দিয়া বোগদাদে যাইতেছিলাম, ইতিমধ্যে একটা কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষস আমার অভিব্যাহারী লোকদিগকে সংহারপূর্ব্বক আমাকে এখানে আনিয়া রাখিয়াছে। সে এখনি আসিবে, অতএব অবিলম্বে পলাইয়া স্বীয় জীবন

রক্ষা কর।" এই কথা বলিতে বলিতেই সেই প্রকাণ্ডকায় ভীষণমূর্ত্তি রাক্ষস অসিধারী হইয়া অশ্বারোহণে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং বিনা যুদ্ধে যুবরাজকে পরাভব স্বীকার করিতে বলিল। কিন্তু খোদাদাদ পরমেশ্বরকে স্মরণপূর্ব্বক আত্ম-রক্ষণার্থ অসি ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। পরে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়ের তুমুল সংগ্রাম হইবার পর যুবরাজ অসীম বীরত্ব ও সাহস প্রদর্শনপূর্ব্বক এক অস্ত্রাঘাতে ঐ দুর্জ্জয় রাক্ষসকে বিনাশ করিলেন। এইরূপে রাক্ষস নিহত হইলে, কারারুদ্ধা কামিনী রাজপুত্রের শূরত্বের বিস্তর প্রশংসা করিয়া কহিলেন, "হে যুবরাজ! এক্ষণে আপনি ঐ রাক্ষসের নিকট হইতে এই বাটীর চাবি লইয়া দ্বার মোচন করত আমাকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করুন।" ইহা শুনিয়া খোদাদাদ তৎক্ষণাৎ দ্বার মুক্ত করিয়া ঐ কামিনীর নিকটে গমন করিবামাত্র বহু লোকের আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। যুবরাজ ঐ কাতর ধ্বনির কারণ জিজ্ঞাসা করাতে রমণী বলিলেন, "বহু হতভাগ্য ব্যক্তি দুরাত্মা রাক্ষসের হস্তে পতিত হইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ আছে, তাহারাই প্রাণভয়ে চীৎকার করিতেছে।" ইহা শুনিয়া রাজনন্দন পরমানন্দিত হইলেন, যেহেতু তাঁহার দ্বারা বহু লোকের জীবন রক্ষা হইল। তৎপরে ঐ ব্যক্তিদিগকে মুক্তি প্রদানার্থ কারাগারে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "হে হতভাগ্য পর্য্যটকগণ! এক্ষণে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান কর, যেহেতু তিনি আমাকে উপলক্ষ করিয়া তোমাদিগকে রাক্ষসের করাল কবল হইতে উদ্ধার করিলেন।" এই কথা শুনিয়া, সকলেই মহানন্দে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। পরে যুবরাজ যখন একে একে সমস্ত ব্যক্তির বন্ধন মোচন করিলেন তখন যাঁহাদিগের অন্বেষণে আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগকেও ঐ কারাগারে অবলোকন করিয়া একবারে বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন, "যুবরাজগণ! তোমরাও কি রাক্ষসের হস্তে পতিত হইয়াছিলে? আমার এমন প্রত্যাশা ছিল না যে, আমি তোমাদিগকে লইয়া পুনর্ব্বার হেরানাধীশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিব। এক্ষণে তোমরা সকলেইত প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া আছ? তোমাদের মধ্যে এক জনের মৃত্যু হইলেই আমার হর্ষে বিষাদ ঘটিবে।" পরে রাজপুত্রগণ সকলেই একে একে সম্মুখে সমুপস্থিত হইয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহার প্রশংসাবাদ করিলেন। খোদাদাদও তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদের বিচ্ছেদে ভূপতি যে প্রকার ব্যাকুলচিত্ত আছেন তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলেন। তদনন্তর কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষস পান্থগণের নিকট হইতে যে সমস্ত দ্রব্য হরণ করিয়াছিল পীরোজপুত্র সে সমস্ত স্বচক্ষে দর্শন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন। এবং যে সমস্ত রাজপুত্রকে তিনি কারামুক্ত করিলেন তাহাদিগকে আপন আপন সামগ্রী চিনিয়া লইতে

আদেশ করিলেন। অবশিষ্ট দ্রব্য স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া তাহাদের মধ্যেই বিভাগ করিয়া দিলেন।

অনন্তর সমস্ত লোক, মুক্তিদাতা মুবারাকের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনপূর্ব্বক স্ব স্ব দেশাভিমুখে যাত্রা করিল।

তৎপরে খোদাদাদ সেই নারীকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সুন্দরি! তুমি এক্ষণে কোথায় যাইতে ইচ্ছা কর? আমার মানস এই যে, আমি এই রাজপুত্রগণকে সঙ্গে লইয়া অগ্রে তোমাকে তোমার অভিলষিত স্থানে রাখিয়া আসি।" ইহা শুনিয়া যুবতী উত্তর করিলেন, "এস্থান হইতে আমার দেশ বহু দূর, আমি একবারে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। ইতিপূর্ব্বে আমি আপনার নিকটে কেরো নগর নিবাসী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আপনি যখন আমার প্রতি এত অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন তখন আর মিথ্যা বলা উচিত নহে। আমি এক পরাক্রমশালী রাজার কন্যা, এক দুরাত্মা বলপূর্ব্বক আমার পিতার সিংহাসন গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বিনাশ করাতে আমি স্বীয় জীবন রক্ষার্থে পলায়ন করিয়া আসিয়াছি।" এই বিবরণ শ্রবণ করিয়া খোদাদাদ এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ বলিলেন, "রাজনন্দিনি! আমরা তোমার দুরবস্থার কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, এক্ষণে যাহাতে তোমার এই দুঃখের অবসান হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিব না, অতএব তুমি আমাদিগের নিকট অকপটচিত্তে আত্মবিবরণ বর্ণন কর।" তখন রাজকুমারী তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষার্থ আত্মবিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলেন।

দরিয়াবারের রাজকন্যার কাহিনী।

দরিয়াবার নামক এক উপদ্বীপে মহাপরাক্রান্ত ও ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তিনি নিঃসন্তান থাকাতে পুত্রকামনায় পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন, তাহাতে তাঁহার রাজ্ঞী পুত্রের পরিবর্ত্তে একটী কন্যা প্রসব করিলেন। আমিই সেই হতভাগিনী রাজকুমারী। পিতার মরণান্তে আমিই রাজ্যেশ্বরী হইব বলিয়া, তিনি আমাকে নানা বিদ্যা ও রাজনীতি শিক্ষা দিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন।

এক দিবস তিনি মৃগয়ার্থ গমন করিয়া একটী আরণ্য গর্দ্দভের অনুবর্ত্তী হইয়া পারিষদগণের সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক অশ্বারোহণে কানন মধ্যে এতদূরে গিয়া পড়িলেন যে, তথায় সন্ধ্যা সমাগম হইল। পরে চতুর্দ্দিক অন্ধকারাবৃত হইলে, অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক বৃক্ষমণ্ডলীর মধ্যে একটা আলোক দৃষ্টি করিয়া বিবেচনা করিলেন কোন

দরিয়াবারের রাজকন্যা খাদাদাদ ও তাহার ভ্রাতাদিগের সম্মুখে
আত্মবিবরণ বর্ণন করিতেছেন।

পল্লিগ্রামের সমীপবর্ত্তী হইয়াছেন। ঐ গ্রামে রাত্রি যাপন করিয়া প
দিন কোন ব্যক্তি দ্বারা স্বীয় অনুচরগণকে সংবাদ দিতে পারিবেন এ
প্রত্যাশায় ঐ আলোকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু সে প্রত্যাশ
বিফল হইল। যেহেতু তিনি তথায় গিয়া দেখিলেন উহা বাস্তবিক দী
নহে একটা ভয়ানক কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষস একটী কুটীর মধ্যে বসিয়া একট
মৃতবৃষ অনলে দগ্ধ করিতেছে, তাহার সম্মুখে এক বৃহৎ মদ্যপাত্র রহি
য়াছে। ঐ রাক্ষসটা কখন মদ্যপান করিতেছে, কখন বা দগ্ধ বৃষের খং
তুলিয়া খাইতেছে। তিনি আরও দৃষ্টি করিলেন ঐ কুটীরের মধ্যে দুঃখা
ভিভূতা এক পরমরূপবতী রমণী রহিয়াছে তাহার হস্ত বদ্ধ ও তাহা
পদতলে প্রায় দুইতিন বৎসরের একটী ক্ষুদ্র শিশু পতিত থাকিয়া অবি
শ্রান্ত ক্রন্দন করিতেছে। আমার পিতা এই সন্তাপজনক ব্যাপার অব
লোকনপূর্ব্বক ঐ রাক্ষসকে বিনাশ করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া কেবং
সুযোগ প্রতিক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে রাক্ষস সমুদায় সুরাপা
ও অর্দ্ধাধিক বৃষ ভক্ষণ করিবার পর ঐ কামিনীর দিকে চাহিয়া বলিল
"হে সুন্দরি রাজকন্যে। আমি তোমার প্রতি যে অত্যাচার করি, তু
মনে করিলেই তাহা এখনি নিবারণ করিতে পার, আমার মনোরথ পূ

করিলেই তোমার আর এ কষ্ট থাকে না।" তাহাতে কামিনী উত্তর করিল, "রে দুরাত্মন্! তোর প্রতি আমার যে আন্তরিক ঘৃণা আছে, তাহা যে কখন দূর হইবে, তুই এমন প্রত্যাশা করিস্ না।" এই প্রকার বিস্তর ভর্ৎসনা বাক্য শুনিয়া রাক্ষস অত্যন্ত কোপান্বিত হইয়া বলিল, "তুই যেমন আমাকে ঘৃণা করিস্, আমিও তেমনি তোর প্রেমাকাঙ্ক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়া এখনি তোকে সংহার করিব।" এই কথা বলিয়াই এক হস্তে ঐ হতভাগিনী কামিনীর কেশাকর্ষণপূর্ব্বক যেমন শূন্যে উত্তোলন করিয়া অপর হস্তে অসি ধারণপূর্ব্বক তাহার মস্তকচ্ছেদনে উদ্যত হইল, অমনি আমার পিতা এক শর নিক্ষেপ করিয়া ঐ রাক্ষসের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন, এবং সেই আঘাতেই তাহার প্রাণবিয়োগ হইল। তৎপরে পিতা ঐ নারীর হস্তবন্ধন খুলিয়া দিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, "মহাশয়! সমুদ্র তটনিবাসী সাবেসান দিগের অধীশ্বর আমার স্বামী। দুরাত্মা রাক্ষস তাঁহার একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিল। ঐ দুষ্ট আমার প্রেমাসক্ত হইয়া পতির অজ্ঞাতসারে আমাকে এবং আমার সন্তানকে হরণপূর্ব্বক এই বিজন বিপিনে আনিয়া রাখে। যদিও কয়েক দিবস দুরবস্থায় যাপন করিয়াছি, তথাপি পরম-সন্তোষের বিষয় এই যে, আমার ধর্ম্মনষ্ট হয় নাই। আমি সতীত্ব রক্ষার্থ জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলাম।" ইহা শুনিয়া আমার জনক বলিলেন, "রাজ্ঞি! আমি তোমার এই দুঃখবার্ত্তা শ্রবণে সাতিশয় সন্তাপিত হইলাম এবং যাহাতে তোমাকে সুখী করিতে পারি তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতেও সাধ্যানুসারে ত্রুটি করিব না। আমি দরিয়াবাদের ভূপতি। কল্য প্রাতে তোমাকে আমার রাজধানীতে লইয়া যাইব এবং যে পর্য্যন্ত না তোমার পতির সহিত পুনর্ম্মিলন হয়, সে পর্য্যন্ত তুমি স্বচ্ছন্দে আমার অন্তঃপুর মধ্যেই বাস করিবে।"

অনন্তর পর দিবস প্রত্যূষে আমার পিতা ঐ রমণীকে এবং তাহার শিশু সন্তানকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ নারী পতিবিচ্ছেদে কিছুদিন অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্তা ছিল, পরে রাজভবনে সমাদরে থাকাতে ক্রমশঃ তাহার সে ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ক্রমে ঐ রমণীর পুত্র নানা বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, তিনি আমার জনকের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। পরিণামে ঐ যুবাই আমার পতি হইয়া ভূপতির উত্তরাধিকারী হইবেন এই বিবেচনায় রাজ সভাসদগণ সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিতে লাগিলেন। পরে এক দিবস ঐ রাজনন্দন আমাকে বিবাহ করিবার মানসে মদীয় পিতার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তিনি তদ্বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করায় রাজপুত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কতকগুলি দুষ্টলোকের সহায়তায় অকৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে সংহার করিয়া তদীয় সিংহাসন গ্রহণ

করিলেন। ইতিমধ্যে আমার পিতার প্রধান মন্ত্রী রাজভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাকে লইয়া রাজভবন হইতে পলায়ন করিলেন এবং ঐ দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইবার জন্য জাহাজে উঠিলেন। কিয়দ্দিবস জাহাজারোহণে যাইতে যাইতে একদা একটা প্রচণ্ড ঝড় উঠিল, তাহাতে জাহাজ জলমগ্ন হইল। রাজমন্ত্রী, আমার ধাত্রী এবং অন্যান্য সমভিব্যাহারিগণ সাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, কেবল আমি পরমেশ্বরানুগ্রহে অজ্ঞানাবস্থায় কূলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পরে কিঞ্চিৎ চৈতন্যোদয় হইলে, এতাদৃশ সঙ্কটে আমার জীবন রক্ষার্থ পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করা দূরে থাকুক্ বরং আমি বন্ধুগণ বিচ্ছেদে সাতিশয় শোকাকুলা হইয়া তাঁহার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক সাগরে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিতেছি ইতিমধ্যে পশ্চাদ্ভাগে একটা শব্দ শুনিতে পাইয়া তৎপ্রতি নেত্রপাত করিয়া দেখিলাম কতক গুলি অস্ত্রধারী অশ্বারোহী পুরুষ আসিতেছে। তন্মধ্যে একটী সুন্দর সুসজ্জিত যুবাকে অবলোকন করিয়া বিবেচনা করিলাম, তিনিই তাহাদের রাজা হইবেন। পরে ঐ তরুণ দস্যুপতি আমার সমীপবর্ত্তী হইয়া আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে আমি কেবল রোদন করিতে লাগিলাম। তাহাতে তিনি আমাকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, "সুন্দরি! আর দুঃখ করিও না, আমি তোমাকে আমার রাজধানীতে লইয়া যাইতেছি, তথায় তুমি আমার জননীর সংবাসে স্বচ্ছন্দে কালযাপ করিতে পারিবে। আমি যদিও তোমার পরিচয় অবগত নহি, তথাপি তোমার দুরবস্থা দর্শনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি।" আমি রাজার এই প্রকার সকরুণ বাক্য শুনিয়া তৎপ্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গে যাইতে সম্মত হইয়া তাঁহার নিকট আত্মবিবরণ বর্ণন করিলাম। তৎপরে তিনি আমাকে বিবিধ আশ্বাস বাক্যে সান্ত্বনা করত রাজপ্রাসাদে লইয়া গিয়া স্বীয় জননীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। তাঁহার মাতা আমাকে বিস্তর যত্ন করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে ধরণীপতি আমার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইয়া আমার পাণিগ্রহণেচ্ছা প্রকাশ করিলে, যদিও তৎকালে দুঃখের সাগরে নিমগ্না থাকাতে আমার বিবাহ করিতে তাদৃশ অভিলাষ ছিল না, তথাপি কৃতজ্ঞতার অনুরোধে তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইলাম, তাহাতে বহু সমারোহপূর্ব্বক আমাদের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিবাহের অব্যবহিত পরেই আমার স্বামীর প্রবল শত্রু জঙ্গবাসের ভূপতি সসৈন্যে আগমনপূর্ব্বক তদীয় রাজ্য আক্রমণ করিয়া প্রজাপুঞ্জকে বিনাশ করত রাজনিকেতনে প্রবেশ করিবামাত্র, আমি এবং আমার পতি রাজবাটী হইতে পলায়নপূর্ব্বক সাগরতীরে গিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং সৌভাগ্যক্রমে তথায় একখানি নৌকা প্রাপ্ত হইয়া তদারোহণে ইতস্ততঃ গমন করিতে লাগিলাম। এই

প্রকারে তিন দিবস অতীত হইলে, এক দিন এক খানি জাহাজ বহু দূর হইতে আমাদিগের অভিমুখে আসিতেছে দেখিয়া মহানন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক মনে মনে বলিতে লাগিলাম, "ঐ জাহাজ মধ্যে অবশ্য কোন বণিক্ আছেন এবং তিনি আমাদিগের প্রতি সদয় হইয়া জাহাজের উপর আমাদিগকে তুলিয়া লইবেন।" কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ঐ জাহাজ নিকটে আসিবামাত্র দেখিলাম যে, তাহাতে দশ অথবা দ্বাদশ জন অস্ত্রধারী দস্যু রহিয়াছে।

তাহারা আমাদিগকে দেখিবামাত্র তন্মধ্য হইতে পাঁচ ছয় জন দস্যু আমাদের তরণীতে আসিয়া লম্ফ দিয়া পড়িল এবং আমাদের উভয়কেই বন্ধন করিয়া তাহাদের জাহাজে লইয়া গেল। অনন্তর তাহারা আমার মুখাবরণ উন্মোচনপূর্ব্বক আমার অঙ্গ সৌষ্ঠব ও রূপ লাবণ্য দৃষ্টে সাতিশয় বিমোহিত হইয়া কে আমাকে লইবে তজ্জন্য পরস্পর কাটাকাটি মারামারি করিয়া সকলেই নিহত হইল, কেবল একজন মাত্র জীবিত রহিল। ঐ দুরাত্মা আমাকে বলিল, "তুই এক্ষণে আমার হইলি, আমি তোকে কেরো নগরে লইয়া গিয়া আমার একজন বন্ধুর হস্তে সমর্পণ করিব।" তৎপরে সে আমার স্বামীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আমায় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "ও বেটা তোর কে?" তাহাতে আমি উত্তর করিলাম, "মহাশয়! উনি আমার পতি।" ইহা বলিবামাত্র সে ঐ হতভাগ্য ভূপতিকে সাগরে নিক্ষেপ করিল। তদ্দৃষ্টে আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম এবং ঐ দস্যু আমাকে বন্ধন করিয়া না রাখিলে তৎক্ষণাৎ সমুদ্রে ঝাঁপ দিতাম। অনন্তর জাহাজ কূলে সংলগ্ন হইলে, সে তীরে উঠিয়া আমার বন্ধন খুলিয়া দিল। তৎপরে সে আমাকে সঙ্গে লইয়া কেরো নগরাভিমুখে যাত্রা করিল। কিয়দ্দিবস গমনের পর, গত কল্য আমরা এই প্রান্তর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র এই অট্টালিকার অধিকারী রাক্ষস আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া, যে দস্যু আমাকে কেরো নগরে লইয়া যাইতেছিল তাহার সহিত তুমুল সংগ্রাম করত তাহাকে ও তৎসঙ্গীদিগকে বিনাশ করিয়া আমাকে সেই স্থান হইতে আনয়নপূর্ব্বক এই অট্টালিকা মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিল।

পরে ঐ রাক্ষস আমাকে রোদন করিতে দেখিয়া বলিল, "হে যুবতি! তুমি এক্ষণে অনর্থক বিলাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার প্রতি প্রণয় প্রকাশ করিয়া পরম সুখে কাল যাপন কর।" আমি তদ্বিষয়ে অসম্মত হইলে সে আমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক আমাকে একটা গৃহে পূরিয়া তালাবদ্ধ করিয়া রাখিল। তৎপরে সে নিজ শয়নমন্দিরে গিয়া শয়ন করিয়া রহিল। তদনন্তর প্রাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আমাকে সেই গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিয়া, আপনি অন্য পথিকগণকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিল, পরে সে প্রত্যাগত হইলে আপনি তাহাকে বধ করিলেন।"

রাজকুমারীর এই দুঃখের বিবরণ শ্রবণ করিয়া খোদাদাদ বলিলেন, "একণে যদি পুনর্ব্বার তোমার কোন দুর্দ্দশা ঘটে, তাহা কেবল তোমার আত্ম দোষ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, যেহেতু হেরানাধিপতির পুত্রগণ তোমাকে তাহাদের পিত্রালয়ে লইয়া স্বচ্ছন্দে রাখিতে চাহিতেছেন, অতএব ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিও না। আর যাঁহার দ্বারা তুমি মুক্তিলাভ করিলে, তিনিও তোমাকে তথায় অত্যন্ত স্নেহ করিবেন, এমন কি ? যদি তাঁহার প্রার্থনা অবজ্ঞা না কর, তবে তিনি তোমাকে সহধর্ম্মিণী করিতেও প্রস্তুত আছেন।" এতৎশ্রবণে রাজকুমারী হৃষ্টচিত্তে তদ্বিষয়ে সম্মতা হইলে, সেই দিবসেই ঐ অট্টালিকা মধ্যে তাঁহাদের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল।

অনন্তর তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহপূর্ব্বক হেরানাধিপতির রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বহু দিন পর্য্যটনের পর হেরান নগরে উপনীত হইবার এক দিবসের পথ থাকিতে, তাঁহারা একটী সুরম্য স্থলে উত্তীর্ণ হইয়া তথায় একটী বস্ত্রগৃহ প্রস্তুত করাইয়া তন্মধ্যে সকলেই বিশ্রাম করিতেছেন, ইতিমধ্যে খোদাদাদ আর তাঁহাদিগের নিকটে আত্ম পরিচয় গোপন রাখা অনাবশ্যক বিবেচনায় ভ্রাতৃগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "হে যুবরাজগণ! আমি কে তোমরা তাহা একাল পর্য্যন্ত অবগত নহ, আমি তোমাদের ভ্রাতা খোদাদাদ। হেরানাধিপতির ঔরসে এবং পীরোজ রাজ্ঞীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া সামরিয়া প্রদেশে প্রতিপালিত ও সুশিক্ষিত হইয়াছি।" এই কথা শুনিবামাত্র রাজপুত্রগণ বাহ্যিক আনন্দ প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু খোদাদাদ ভূপতির প্রিয়পাত্র, তাহাতে আবার রাক্ষস বিনাশের কথা প্রচার হইলে, তিনি তাহাকে আরও ভাল বাসিবেন, এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহাদের অন্তঃকরণে ঈর্ষানল প্রবল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। পরে যখন খোদাদাদ আপন স্ত্রীর সহিত শিবিরে নিদ্রা যাইতেছিলেন, সেই সময়ে তদীয় ভ্রাতৃগণ তাঁহার প্রাণ সংহার করিবার মানসে সেই শিবির মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক অস্ত্রাঘাতে তাঁহার শরীর ক্ষত বিক্ষত করিয়া সকলে স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিল।

পরে রাজনন্দনেরা পিতার নিকট উপনীত হইলে, তিনি তাহাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা স্নেহ সহকারে আলিঙ্গন দিয়া তাহাদের অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে তাঁহারা কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষসের অথবা খোদাদাদের কোন কথার উল্লেখ না করিয়া, "আমরা দেশ ভ্রমণে গমন করিয়াছিলাম, তজ্জন্য এত বিলম্ব হইয়াছে।" এই বলিয়া উত্তর প্রদান করিলেন।

এখানে রাজকুমরী নিদ্রাভঙ্গে স্বামীর এইরূপ দুর্দ্দশা দর্শনে সাতিশয় দুঃখিতা হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,

"হে প্রাণনাথ! তোমার একপ নিগ্রহ কে করিল? তুমি যে ভ্রাতৃগণের জীবন রক্ষা করিয়াছিলে, সেই দুরাত্মারাই কি তোমার প্রতি এতাদৃশ নির্দ্দয়তাপ্রদর্শন করিয়াছেন। হা বিধাতঃ! যদি তোমার মনে এই ছিল, তবে কি নিমিত্ত আমাকে ক্ষণকালের জন্য পতি সোহাগিনী করিলে? আমি জন্ম দুঃখিনী, দুঃখিনীর ভাগ্যে কি কখন সুখ স্বচ্ছন্দতা চিরস্থায়িনী হয়?" রাজনন্দিনী এবম্প্রকারে অনেক খেদোক্তি করিবার পর, খোদাদাদকে নিরীক্ষণ করিয়া তিনি জীবিত আছেন বুঝিতে পারিয়া তাঁহার চিকিৎসা করাইবার জন্য অবিলম্বে একজন চিকিৎসকের অন্বেষণে নিকটবর্ত্তী নগর মধ্যে গমন করিলেন। তৎপরে এক জন বহুদর্শী কবিরাজ সমভিব্যাহারে সেই স্থানে প্রত্যাগত হইয়া খোদাদাদকে আর তথায় দেখিতে না পাইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "বোধ করি কোন বন্য জন্তু তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়াছে।" ইহাতে তাঁহার শোকাবেগ আরও উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তখন ঐ চিকিৎসক তাঁহাকে তদবস্থায় পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া বহুসমাদরপূর্ব্বক তাঁহাকে স্বালয়ে লইয়া গিয়া নানাপ্রকার প্রবোধ বাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার শোকশান্তি হইল না। অনন্তর বৈদ্য রাজকুমারীর সমস্ত দুঃখের বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করিলে, তিনি আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তৎশ্রবণে চিকিৎসক বলিলেন, "এক্ষণে আপনি ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক হেরান রাজধানীতে গমন করিয়া যাহাতে পতির শত্রুগণ সমুচিত শাস্তি প্রাপ্ত হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করুন, আমিও আপনার সমভিব্যাহারে যাইতে স্বীকৃত আছি।"

রাজনন্দিনী এই প্রস্তাবে সম্মতা হইলে, চিকিৎসক তৎক্ষণাৎ দুইটী উষ্ট্র আনয়নপূর্ব্বক তদুপরি দুই জনে আরোহণ করিয়া হেরানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরে নগরে উত্তীর্ণ হইয়া একটী পান্থনিবাসে প্রবেশ পূর্ব্বক তদধ্যক্ষকে রাজবাটীর কুশলাদি জিজ্ঞাসা করাতে সে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক উত্তর করিল, 'মহাশয়! পীরোজ রাণীর গর্ব্ভজাত খোদাদাদ নামক মহারাজের পুত্র সামরিয়া দেশে প্রতিপালিত হইয়া রাজসভায় আগমনপূর্ব্বক আত্ম পরিচয় গোপন করত বহু দিন রাজসংসারে কার্য্য করিয়া ভূপতির প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ রাজপুত্র নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, জীবিত আছেন কি না কেহ তাহা বলিতে পারে না। তাঁহার জননী পীরোজ রাজ্ঞী বহু অনুসন্ধানেও পুত্রের কোন সম্বাদ না পাইয়া ভূপতির নিকট আসিয়া সমুদায় গুপ্তকথা ব্যক্ত করিয়াছেন। রাজার আর আর যে সমস্ত তনয় আছেন তাঁহারা সকলেই অকর্ম্মণ্য, সুতরাং উপযুক্ত নন্দন খোদাদাদ নিরুদ্দেশ হওয়াতে, তিনি একেবারে শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন।' বৈদ্য এই কথা শুনিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এক্ষণে দরিয়াবাদের রাজকুমারীকে পীরোজ

রাজ্ঞীর নিকটে লইয়া যাইবার উপায়ান্বেষণ করা কর্ত্তব্য। ইহা ভাবিয়া রাজকন্যাকে তথায় রাখিয়া স্বয়ং নগরে প্রবেশপূর্ব্বক রাজনিকেতনাভিমুখে গমন করিতেছেন, ইতিমধ্যে দেখিতে পাইলেন, কিয়দ্দূরে একটী রমণী মহামূল্য বেশ ভূষায় সুসজ্জিতা হইয়া অশ্বতরারোহণে ও বহু সংখ্যক প্রহরী এবং দাস দাসী সমভিব্যাহারে রাজপথ দিয়া গমন করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে তিনি এক ব্যক্তিকে ঐ সম্ভ্রান্তা রমণীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে, সে বলিল, "ইনি এক জন রাজপত্নী, এবং নিরুদ্দেশ রাজনন্দন খোদাদাদের গর্ব্ভধারিণী।" অনন্তর রাজ্ঞী স্বীয় তনয়ের বিপদুদ্ধার মানসে দরিদ্রগণকে অর্থদান এবং পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার জন্য মসিদে গিয়া উপস্থিত হইলে, চিকিৎসকও তৎ পশ্চাদ্গামী প্রজা পুঞ্জের সহিত দেবালয় মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বরারাধনা করিলেন। পরে রাজমহিষী তথা হইতে বহির্গত হইলে, চিকিৎসক ক্রমশঃ একজন ক্রীত দাসের নিকটে অগ্রসর হইয়া তাঁহার কাণে কাণে বলিলেন, "ভাই! যদি তুমি আমাকে কোন সুযোগে রাজ্ঞীর নিকট লইয়া যাইতে পার, তাহা হইলে, আমি তোমার নিকট পরম উপকৃত হই, কারণ আমি তাঁহাকে একটী পরম হিতজনক কথা শুনাইবার জন্য এই স্থানে আগমন করিয়াছি।" ক্রীতদাস কহিল, "যদি তুমি যুবরাজ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে বাসনা কর, আইস, আমি এই দণ্ডেই তোমাকে রাজমহিষীর নিকট লইয়া যাইতেছি, তদ্ব্যতীত তিনি অন্য কোন কথাতেই কর্ণপাত করিবেন না।" বৈদ্য এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "আমি রাজনন্দন খোদাদাদের কথা বলিবার জন্যই এই স্থানে আগমন করিয়াছি।" ইহা শুনিবামাত্র ক্রীতদাস তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া রাজ্ঞীর নিকট গমন করত তৎসমীপে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, রাজপত্নী আগ্রহাতিশয় সহকারে বৈদ্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "তুমি খোদাদাদের কি সম্বাদ আনিয়াছ? শীঘ্র বল।" চিকিৎসক তখন ভূমিতে পাতিতজানু হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করত খোদাদাদ সম্বন্ধীয় সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিলে রাজ্ঞী পুত্রহত্যার কথা শুনিবামাত্র একেবারে মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ক্ষণকাল পরে তাঁহার কিঞ্চিৎ চৈতন্যোদয় হইলে বলিলেন, "তুমি এখনি গিয়া রাজকন্যাকে আমার নিকট আনয়ন কর, আমি তাঁহাকে আপন পুত্রবধূর ন্যায় যত্ন করিব।" পরে কবিরাজ তথা হইতে প্রস্থান করিলে, রাজ্ঞী স্বীয় পুত্রমুখ স্মরণ করিয়া এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন, "হা প্রাণাধিক খোদাদাদ! যখন তুই সামরিয়া হইতে আমার নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক এস্থানে আগমন করিলি, তখন আমি স্বপ্নেও জানিতাম না যে, আমি আর তোর সেই শ্রীমুখ দর্শন করিতে পাইব না। হা পুত্র! তুমি যশোলাভ প্রত্যাশায় আমাকে ত্যাগ করিয়া না আসিলে, তোমার এরূপ

দুর্দ্দশা ঘটিত না।” রাণী এই কথা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে-ছেন, ইত্যবসরে ভূপতি তথায় উপস্থিত হইয়া রাণীকে জিজ্ঞাসা করি-লেন, “রাজ্ঞি! তুমি কি খোদাদাদের কোন অশুভ সংবাদ পাইয়াছ?” ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, “মহারাজ! যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, আমার তনয় তনুত্যাগ করিয়াছে বন্য পশুতে তাহাকে উদরসাৎ করি-য়াছে।” ইহা বলিয়া তিনি কবিরাজের প্রমুখাৎ যাহা যাহা শুনিয়া-ছিলেন তৎসমুদায় এবং খোদাদাদের প্রতি রাজপুত্রগণের নিষ্ঠুরা-চরণের বিষয় বিশেষরূপে বর্ণন করিলেন। তাঁহার কথার শেষ না হইতে হইতেই, ভূপতি মহাক্রোধভরে কহিলেন, “যে বিশ্বাসঘাতক সন্তানেরা তোমাকে এবং আমাকে এরূপ মর্ম্মব্যথা প্রদান করিয়াছে তাহাদিগকে আমি উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিতেছি।” এই কথা বলিয়া নরেন্দ্র মহাকোপান্বিত হইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইয়াই সিংহাসনারোহণ-পূর্ব্বক হাসন নামক প্রধান মন্ত্রীকে আজ্ঞা করিলেন, “তুমি এই মুহূ-র্ত্তেই আমার আদেশক্রমে যুবরাজগণকে ধৃত করিয়া কারারুদ্ধ কর, দেখ যেন কোন মতে কালবিলম্ব না হয়।” এই অদ্ভুত আজ্ঞা শুনিয়া সভাস্থগণ চমৎকৃত হইলেন এবং মন্ত্রী কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী না হইয়া তৎক্ষণাৎ রাজাজ্ঞা পালনে তৎপর হইলেন। পরে ভূপতি এক মাস আর রাজকার্য্য করিবেন না, বলিয়া সভা ভঙ্গ করি-বার উদ্যোগ করিতেছেন, ইতিমধ্যে মন্ত্রী আসিয়া রাজাদেশ পালনের সংবাদ দিলে, ভূপতি তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া পীরোজ রাজ্ঞীর মন্দিরে গমন করত দরিয়াবাদের রাজকুমারী যথায় ছিলেন তাহার অনুসন্ধান বলিয়া দিয়া তাঁহাকে সমাদরপূর্ব্বক রাজবাটীতে আনয়নার্থ মন্ত্রীর প্রতি আদেশ করিলেন।

মন্ত্রী আদেশমাত্র পান্থ নিবাসে গমন করত রাজকুমারীকে সমস্ত বিবরণ অবগত করিয়া তাঁহাকে মহাসমারোহপূর্ব্বক একটী শ্বেতবর্ণ অশ্বতরীতে আরোহণ করাইয়া রাজভবনে লইয়া আসিলেন। কবি-রাজও তাতারদেশীয় এক অশ্বে আরোহণ করিয়া তৎসঙ্গে আগমন করিলেন। রাজনন্দিনী রাজপুরীর সম্মুখে উপনীতা হইবামাত্র ভূপতি স্বয়ং তাঁহাকে অশ্বতরী হইতে অবরোহণ করাইয়া তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে পীরোজরাণীর গৃহে লইয়া গেলেন। খোদাদাদের বনিতা অন্তঃপুরে পতির জনক জননীকে দর্শন করিয়া যেমন শোকাকুলা হই-লেন রাজা ও রাজ্ঞী পুত্রবধূর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তনয়কে স্মরণ হও-য়াতে ততোধিক ব্যাকুল হইলেন। অনন্তর রাজনন্দিনী শ্বশুরের চরণে নিপতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, কিন্তু শোকাধিক্য প্রযুক্ত তাঁহার মুখে একটীও কথা নির্গত হইল না। পরে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবল-ম্বনপূর্ব্বক খোদাদাদের মৃত্যুর সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া রাজতনয়-

দিগের বিশ্বাসঘাতকতা বিষয়ে বিচার প্রার্থনা করিলেন। তৎশ্রবণে ভূপতি বলিলেন,"বৎসে! তজ্জন্য তুমি চিন্তিত হইও না, আমি অবশ্যই ঐ কুলাঙ্গারদিগের মস্তক ছেদন করাইব, কিন্তু অগ্রে খোদাদাদের মৃত্যুর সংবাদ প্রচার করা উচিত, নতুবা প্রজাগণ আমার প্রতি দোষারোপ করিতে পারে।"

ইহা বলিয়া নরেন্দ্র হেরান নগরের সম্মুখস্থ প্রান্তরে একটা সমাধি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া মহাসমারোহপূর্ব্বক খোদাদাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহ করিলেন। তদ্দর্শনে নগরবাসিগণ বিবিধ প্রকারে বিলাপ করিতে লাগিল। এই রূপে অষ্টাহ অতীত হইল। নবম দিবসে বিশ্বাসঘাতক পুত্রগণের প্রাণ দণ্ডের দিন স্থির হইলে, তদ্দর্শনার্থ প্রজাগণ সানন্দচিত্তে বধ্যস্থানে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে এবং রাজপুত্র দিগকে বধ্যভূমিতে আনয়নপূর্ব্বক ফাঁসি দিবার উদ্‌যোগ হইতেছে, ইতিমধ্যে অকস্মাৎ সংবাদ আসিল প্রতিবেশী নৃপতিগণ খোদাদাদের মৃত্যুর বিষয় অবগত হইয়া সাহসপূর্ব্বক সসৈন্যে নগরাভিমুখে আগমন করিতেছে। ইহা শুনিবামাত্র নরনাথ স্বীয় সেনা সমূহ একত্র করিয়া যুদ্ধ করণার্থ অগ্রসর হইলেন। শত্রুগণ রাজার আগমন বার্ত্তা শ্রবণে আর অগ্রসর না হইয়া সেই প্রান্তর মধ্যেই রণ সজ্জা করিয়া দণ্ডায়মান হইলে সেই স্থানেই উভয় দলে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল, এবং উভয় পক্ষে বহু সংখ্যক লোক হতাহত হইল। এই প্রকারে কোন্ পক্ষের জয় ও কোন্ পক্ষের পরাজয় হইবে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিল। পরে বিপক্ষেরা কিঞ্চিৎ সবল হইয়া হেরানাধিপতিকে বেষ্টন করিয়া আক্রমণ করিবার উদ্‌যোগ করিতেছে, এমন সময়ে এক দল অশ্বারোহী সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া হেরানাধীশ্বরের শত্রুদিগকে আক্রমণকরত অনতিবিলম্বেই তাহাদিগকে পরাস্ত করিল। হেরানাধিপতি এই অচিন্তনীয় ব্যাপার অবলোকনে সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া ঐ অশ্বারোহী সেনাদিগের সেনানীর অসাধারণ বীরত্ব ও সাহস দৃষ্টে তাঁহার নাম ধাম জানিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন। পরে ভূপতি ঐ রণ বিজয়ী বীর পুরুষের নিকট স্বীয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার মানসে তাঁহার নিকট অগ্রসর হইয়া যখন দেখিলেন যে, ঐ বীরশ্রেষ্ঠ তাঁহারই প্রিয়পুত্র খোদাদাদ তখন তিনি মহানন্দে অজ্ঞান প্রায় হইলেন। তৎপরে খোদাদাদ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,"মহারাজ! আপনি যাহার মৃত্যু নিশ্চয় করিয়াছিলেন, তাহাকে দেখিয়া যে আশ্চর্য্য বোধ করিবেন ইহার বিচিত্রতা কি আছে? ফলতঃ তৎকালে আমার বাঁচিবার কোন প্রত্যাশা ছিল না, বুঝি পরমেশ্বর মহারাজের বৈরিদমনার্থই আমাকে এ পর্য্যন্ত জীবিত রাখিয়াছেন।" নৃপেন্দ্র বলিলেন, "হে প্রিয় পুত্র অদ্য আমার কি শুভ দিন যে, তোমাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইলাম, তোমাকে

পুনর্ব্বার দেখিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না।" ইহা বলিয়া রাজা বাহু বিস্তারপূর্ব্বক যুবরাজকে ক্রোড়ের মধ্যে ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে নন্দন! আমার আর আর সন্তানগণ তোমা কর্ত্তৃক রাক্ষসহস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া তোমার প্রতি যেরূপ অসদাচরণ করিয়াছে আমি তৎসমুদায় অবগত হইয়াছি, অতএব কল্য আমার কুসন্তানগণকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করিব। চল এক্ষণে তোমার গর্ভধারিণীর নিকট গমন করি, তিনি তোমাকে দেখিলে এবং তোমা কর্ত্তৃক শত্রুনিপাত হইয়াছে শুনিলে, মহানন্দানুভব করিবেন।" রাজার প্রমুখাৎ এই সমস্ত কথা শুনিয়া খোদাদাদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে পিতঃ! আপনি এ সমস্ত সংবাদ কোথায় শুনিলেন? রাজপুত্রগণ বুঝি মনস্তাপ পাইয়া আপনার নিকটে ব্যক্ত করিয়াছেন?" রাজা বলিলেন, "না তাহারা কিছুই বলে নাই, দরিয়াবারের রাজকুমারী দুরাত্মা রাজকুমারগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে আসিয়া আমার নিকট সমস্ত বিবরণ বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে রাজভবনেই অবস্থিতি করিতেছেন।" খোদাদাদ এই কথা শুনিবামাত্র সাতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলে, ভূপতি প্রিয় পুত্রকে সঙ্গে লইয়া পীরোজ রাজ্ঞীর মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পীরোজ এবং তাঁহার পুত্রবধূ খোদাদাদকে অবলোকন করিবামাত্র যে প্রকার মহানন্দে নিমগ্না হইলেন তাহা বর্ণনাতীত। অনন্তর রাণী খোদাদাদকে সম্বোধনপূর্ব্বব জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে তনয়! তুমি কিরূপে কৃতান্ত হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছ তদ্বিবরণ আমাকে বল।" মাতার অনুরোধক্রমে খোদাদাদ এইরূপে আত্ম বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলেন, "জননি! আমি যখন অস্ত্রাঘাতে অচেতন হইয়া শিবির মধ্যে পড়িয়া ছিলাম, তখন এক জন মেষপালক তথায় আসিয়া আমাকে মৃতবৎ পতিত দেখিয়া একটা অশ্বতরে আরোহণ করাইয়া স্বালয়ে লইয়া গেল, এবং কতকগুলা বৃক্ষের পত্র চর্ব্বণ করিয়া আমার ক্ষতস্থানে দিল, তাহাতে আমার ক্ষতস্থানগুলি আরোগ্য হইল। আমি এইরূপে আরোগ্য লাভ করিয়া আমার নিকট যে সমস্ত হীরক খণ্ড ছিল সে সমুদায় ঐ প্রাণ-দাতাকে প্রদান করিয়া হেরাননগরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথে আসিতে২ শত্রু কর্ত্তৃক নগর আক্রমণের কথা শুনিয়া গ্রামস্থ লোকদিগের নিকট আত্ম পরিচয় প্রকাশপূর্ব্বক তথা হইতে কতকগুলি বলবান্ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং তাহাদিগের সেনাপতি হইয়া সংগ্রাম জয় করিবার মানসে এই স্থানে আসিলাম।"

হেরানাধিপতি ইহা শুনিয়া খোদাদাদের প্রাণ রক্ষার জন্য পরমেশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক বিশ্বাসঘাতক যুবরাজদিগকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইলে, মহাশয় খোদাদাদ ভূপতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ! যদিও রাজপুত্রগণ অসদাচরণ করিয়া-

ছেন, তথাপি তাঁহারা আপনার ঔরসজাত সন্তান এবং আমার ভ্রাতা, অতএব আমার প্রার্থনা এই যে, আপনি তাঁহাদিগকে ক্ষমা করুন। খোদাদাদের এই প্রকার সততা দৃষ্টে রাজার চক্ষু হইতে অনবরত অশ্রু ধারা নির্গত হইতে লাগিল। তিনি তখনি প্রজাগণকে ডাকাইয়া তাহাদের সমক্ষে খোদাদাদকে স্বীয় উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া শৃঙ্খলবদ্ধ যুবরাজগণকে কারাগার হইতে রাজসভায় আনিতে আজ্ঞা দিলেন। খোদাদাদ স্বহস্তে তাঁহাদিগকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া সরলচিত্তে একে একে সকলকে আলিঙ্গন করিলেন। ইহাতে খোদাদাদের সুখ্যাতিতে নগর পরিপূর্ণ হইল। পরে রাজা কবিরাজকে দরিয়াবারের রাজকুমারীকে সহায়তা করিবার জন্য উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিলেন।

শাহারজাদী এই কথা সমাপন করিয়া পর দিবস রাত্রে সহোদরাকে সম্বোধনপূর্ব্বক আর একটী উপন্যাস বলিতে আরম্ভ করিলেন।

নিদ্রোত্থিতের কথা।

শাহারজাদী বলিলেন, মহারাজ! হারুণ অলরশীদ রাজার রাজত্ব সময়ে বোগদাদ নগরে এক ধনাঢ্য বণিক্ বাস করিতেন। আবুল হাসন নামে তাঁহার এক পুত্র ছিল। ঐ পুত্রের বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর হইলে, বণিক্ তাহাকে সমুদায় ধন সম্পত্তির অধিকারী করিয়া পরলোক যাত্রা করেন।

অন্যান্য সমবয়স্ক যুবা পুরুষেরা যে প্রকার ইন্দ্রিয় সুখে ও আমোদ প্রমোদে আসক্ত থাকিয়া জীবন যাপন করেন বহু দিনাবধি আবুলহাসনের সেই প্রকারে কালহরণ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাঁহার পিতা পরিমিত ব্যয়ী থাকাতে, তিনি তৎকালে আপনার অভিলাষানুসারে কার্য্য করিতে পারেন নাই। এক্ষণে স্বয়ং কর্ত্তা হইয়া, বহুকালের মনোরথ চরিতার্থ করিবার মানসে স্বীয় হস্তগত সমুদয় অর্থ দুই অংশে বিভক্ত করিয়া এক অংশে বাটী ও ভূম্যাদি ক্রয় করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, ঐ স্থাবর সম্পত্তিতে যে উপস্বত্ব হইবে, তাহাতে কোন মতেই হস্তক্ষেপ করিবেন না, তাহা কেবল সঞ্চিত থাকিবে, অপরার্দ্ধ সুখোল্লাসে ব্যয় করিয়া, পূর্ব্বে পিতার শাসন প্রযুক্ত যে সমস্ত আমোদ প্রমোদে বঞ্চিত ছিলেন তাহার শোধ তুলিবেন। এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া আবুল হাসন অনেকগুলি সমবয়স্ক ও তুল্যাবস্থ ব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়া প্রত্যহ তাহাদিগকে বহুমূল্য খাদ্যদ্রব্য ভোজন করাইতে লাগিলেন। তাঁহারই ব্যয়েই প্রত্যহ প্রচুর মদ্যপান, সঙ্গীত, বাদ্য, লাম্পট্য প্রভৃতি সমস্ত আমোদজনক ব্যাপার সম্পাদিত হইত এবং বোগদাদ নগরের প্রসিদ্ধ নর্ত্তকীগণ আসিয়া নৃত্য করিয়া ঐ লম্পট সম্প্রদায়ের

চিত্তরঞ্জন [illegible]। এই প্রকার অপব্যয়ে এক বৎসরের মধ্যেই আবুল হাসনের সমস্ত অর্থ নিঃশেষিত হইয়া গেল। সুতরাং তিনি আমোদ প্রমোদ হইতে ক্ষান্ত হওয়াতে তাঁহার সঙ্গীগণ একে একে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, কেহই আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত না, এমন কি পথে হঠাৎ দেখা হইলে, তাঁহার সহিত বাক্যালাপও না করিয়া একটা অলীক কারণ দর্শাইয়া চলিয়া যাইত।

আবুল হাসন বন্ধুগণের এবম্প্রকার অদ্ভুত ব্যবহার দৃষ্টে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ভাবিতে ভাবিতে জননীর গৃহে গিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার জননী পুত্রের একপ বিমর্ষ ভাবের কারণ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "বাছা! বোধ করি সমস্ত অর্থ ব্যয় হইয়া গিয়াছে বলিয়া তুমি দুঃখিত হইয়াছ, কিন্তু যখন তোমার বিলক্ষণ স্থাবর সম্পত্তি আছে, তখন এত চিন্তা করিবার কোন প্রয়োজন নাই।" আবুল হাসন বলিলেন, "মাতঃ! আমি যে মিত্রগণের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি, তাহারা সকলেই এক্ষণে আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়া এত দুঃখিত হইয়াছি। ভাগ্যে পৃথক সম্পত্তি রাখিয়াছিলাম, নচেৎ আমাকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট ভোগ করিতে হইত। যাহা হউক, এক্ষণে বিশেষ রূপে বন্ধুগণকে পরীক্ষা করিবার জন্য, একবার তাহাদের প্রত্যেকের নিকট গমন করিয়া অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিব।" ইহা বলিয়া একে একে তাবৎ বন্ধুর বাটীতে গেলেন, কিন্তু তাঁহার সাহায্য করা দূরে থাকুক কেহ তাঁহার বাক্যে কর্ণপাতও করিল না। দেখিয়া তিনি দুঃখিত ও রাগান্বিত হইয়া স্বালয়ে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক জননীকে বলিলেন, "মাতঃ! আমার বন্ধুগণ আমার সাহায্য করা দূরে থাকু আমার সহিত বাক্যালাপও করিল না, অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অদ্যাবধি ঐ কপট বন্ধুদিগের আর মুখদর্শন করিব না এবং বোগদাদ নগরবাসী কোন ব্যক্তিকেও আর ভোজ দিব না কেবল সঞ্চিত অর্থ হইতে আপনার এবং আর এক জনের সন্ধ্যাকালীন ভোজনে যাহা যথার্থ ব্যয় হইতে পারে, তাহা প্রত্যহ বাহির করিয়া লইব। আমি স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে বোগদাদের কোন ব্যক্তিকে ভোজ না দিয়া প্রত্যহ এক জন নবাগত বিদেশীকে আহার করাইয়া তাহাকে এক রাত্রি বাটীতে রাখিয়া পর দিন প্রাতে তাহাকে বিদায় করিয়া দিব।"

আবুল হাসন এই প্রকার কৃত-সংকল্প হইয়া স্থাবর বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে আপনার এবং একটী বিদেশীয় অতিথির আহারোপযোগী দ্রব্যাদি আয়োজন করাইয়া, প্রতি দিন অপরাহ্নে বোগদাদের সেতুর উপরে গিয়া বসিয়া থাকিতেন, এবং নবাগত বিদেশীয় ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেই তাহাকে স্বীয় প্রতিজ্ঞা অবগত করিয়া স্বালয়ে লইয়া যাইতেন, এবং তাহার সহিত একত্র ভোজনপান করিয়া সে রাত্রি তাহাকে তথায়

থাকিতে দিয়া প্রভাতে বিদায় করিয়া দিতেন, কস্মিন্ কালে আর তাহার সহিত বাক্যালাপও করিতেন না।

এই প্রকারে কিছু দিন গত হইলে পর, এক দিবস সূর্য্য অস্ত যাইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আবুল হাসন সেতুর উপর বসিয়া আছেন, এমন সময় মহারাজ হারুণ অলরশীদ মাসল দেশীয় এক বণিকের বেশ ধারণ পূর্ব্বক একটী কৃষ্ণবর্ণ ক্রীতদাস সমভিব্যাহারে নৌকা হইতে কূলে উঠিলেন। আবুল হাসন তাঁহাকে দেখিবা মাত্র তাঁহাকে সওদাগর বোধ করিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া বলিলেন, "মহাশয়! আপনার শুভাগমনে আমি পরম সন্তুষ্ট হইলাম। কোন বিদেশী এখানে পদার্পণ করিলেই প্রথমতঃ আমি তাঁহাকে বাটীতে লইয়া গিয়া অতিথি সেবা করিয়া থাকি, অতএব আমার প্রার্থনা এই যে, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার ভবনে গমন করিয়া আহারাদির পর রজনীতে বিশ্রাম করেন। ভূপতি আবুল হাসনের এই নিয়মের নিগূঢ় মর্ম্ম জানিতে অভিলাষী হইয়া তাঁহার বাক্যে সম্মতি প্রদানপূর্ব্বক তৎসমভিব্যাহারে তাঁহার বাটীতে গমন করিলেন। আবুল হাসন ছদ্মবেশী ধরণীনাথকে লইয়া গিয়া একটী গৃহ মধ্যে এক খানি পর্য্যঙ্কোপরি বসাইলেন। তৎপরে তাঁহার মাতা যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য রন্ধন করিয়া রাখিয়া ছিলেন, সে সমস্ত আনয়নপূর্ব্বক অতিথির সহিত একত্র ভোজন করিতে উপবেশন করিলেন। আহারান্তে বোগদাদাধিপতির ক্রীতদাস হস্ত প্রক্ষালনার্থ বারি আনিয়া দিল। ইতিমধ্যে আবল হাসনের জননী নানাপ্রকার ফল আনিয়া উপস্থিত করিলেন। সন্ধ্যার পর আবুল হাসন এক পাত্রে মদ্য ঢালিয়া আপনি পান করিলেন এবং ঐ ছদ্মবেশী ভূপতিকে বণিক্ বিবেচনা করিয়া তাঁহাকেও মদ্যপান করিতে দিলেন। উভয়ে সুরাপান করিতে করিতে নানা প্রকার আমোদ জনক কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। মদ্যপানে উন্মত্ত হইলে, আবুল হাসন তাঁহার নিগূঢ় কথা ব্যক্ত করিবেন এই অভিপ্রায়ে নৃপতি পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে প্রচুর মদ্যপান করাইলেন। পরে আবুল হাসন মদ্যপানে কিঞ্চিৎ উল্লাসিত হইলে, ভূপতি তাঁহার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে আবুল হাসন আপনার নাম এবং পিতৃবিভবাদি পাইয়া তাহার একাংশ দ্বারা ভূমি সম্পত্ত্যাদি ক্রয় করিয়া, অপরাংশ যে রূপে অপব্যয় করিয়াছিলেন, ও তাঁহার বন্ধু বান্ধবেরা তাহার সহিত যে প্রকার কুব্যবহার করিয়াছিলেন, ও তৎপরে তাহাদের কৃতঘ্নতা দৃষ্টে বোগদাদ দেশীয় অপর কোন ব্যক্তির সহিত আহার করিবেন না এবং প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে একটী বিদেশীয় অতিথিকে ভোজন করাইয়া সেই রাত্রির জন্য তাহাকে আপন বাটীতে বাস করিতে দিবেন ইত্যাদি যে যে নিয়ম করিয়াছিলেন তৎসমুদয় বিস্তারিতরূপে রাজসমীপে বর্ণন করিলেন।

বোগ্দাদাধিপতি এই সকল কথা শুনিয়া মহাতুষ্ট হইয়া আবুল হাসনকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "আবুল হাসন। আমি তোমার এবম্প্রকার সুনীতির কথা শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম, তোমার ন্যায় যুবা পুরুষেরা যৌবনাবস্থাতে আপনাদিগের ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত করিতে পারে না, তুমি যে সে রীতি পরিত্যাগপূর্ব্বক এরূপ ধর্ম্ম পথ অবলম্বন করিয়াছ তাহাতে তোমাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করি।"

এই প্রকার কথা বার্ত্তা রাত্রি অধিক হইলে ভূপতি বলিলেন, কল্য প্রত্যূষে তোমার গাত্রোত্থানের পূর্ব্বেই আমরা এখান হইতে প্রস্থান করিব, অতএব তৎকালে তোমার আর নিদ্রা ভঙ্গ না করিয়া, আমার যাহা বক্তব্য আছে তাহা এই সময়েই বলিয়া রাখি। তুমি আমার প্রতি যেরূপ ভদ্র ব্যবহার ও আতিথ্য প্রদর্শন করিলে তাহাতে আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে আমার অভিলাষ এই যে তোমার কোন প্রত্যুপকার করি। তুমি যে অবস্থার লোক তাহাতে তোমার কোন না কোন বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে, অতএব আমাকে তাহা অকপটে বল আমি যদিও এক জন সামান্য বণিক্ বটে, তথাপি আমার আপনার দ্বারাই হউক অথবা কোন বন্ধুর দ্বারাই হউক, তোমার প্রত্যুপকার করিতে যথা সাধ্য চেষ্টা করিব।" ইহা শুনিয়া আবুল হাসন তাঁহাকে মোসল দেশীয় এক জন সওদাগর বোধে প্রত্যুত্তর করিলেন, "মহাশয়! আমি যে অবস্থায় কালযাপন করিতেছি ইহাতে কোন মতেই অসন্তুষ্ট নহি, আমার কিছু মাত্র অসন্তোষ নাই। অতএব আপনার এই সৌজন্য হেতু আপনাকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক আমার যে বিষয়ে কিঞ্চিৎ অসুখ আছে তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। আপনি অবশ্যই জ্ঞাত আছেন এই বোগ্দাদ নগর যে কয়েক অংশে বিভক্ত তাহার প্রত্যেক অংশে এক একটি মসীদ আছে, ঐ সকল মসীদে এক এক জন ধর্ম্মযাজক আছেন। তাঁহারা নিয়মিত সময়ে সকল লোকের সমক্ষে ঈশ্বরোপাসনা করিয়া থাকেন। আমি যে পল্লীতে বাস করি এই পল্লীর ধর্ম্মযাজক অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং তত্তুল্য ভণ্ড বোধ হয়, ভূমণ্ডলে আর নাই। এই গ্রামে ঐরূপ প্রকৃতির আর চারি জন প্রাচীন মনষ্য আছে তাহারা প্রতি দিন ঐ ধর্ম্মযাজকের ভবনে গমনপূর্ব্বক সকল লোকের হিংসা, নিন্দাবাদ ও অপবাদ করিয়া থাকে, তাহাতে তাবৎ লোকই বিরক্ত ও ব্যাকুলচিত্ত আছেন।" ভূপতি বলিলেন, "যাহাতে এই অত্যাচার নিবারণ হয়, বুঝি তাহাই তোমার অভিলাষ?" আবুল হাসন উত্তর করিলেন, এই কুরীতি নিবারণ হয় তাহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। আমি যদি একদিনের জন্য মহামহিম হারুণ অলরশীদ নৃপতির সিংহাসনে উপবিষ্ট হইতে পারিতাম, তাহা হইলে ভদ্রলোকদিগের সন্তোষার্থ ঐ চারি জন বৃদ্ধের প্রত্যেককে এক শত এবং ধর্ম্মযাজককে

চারি শত বেত্রাঘাত করিতাম, তাহা হইলে. ভদ্র প্রতিবাসীদিগের অকারণ নিন্দাবাদে যে প্রকার ফল ভোগ করিতে হয় তাহা তাহারা বিলক্ষণ রূপে জানিতে.পারিত।”

রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া মৎপরোনাস্তি তুষ্ট হইয়া আবুল হাসনকে বলিলেন, “ তোমার এ অভিপ্রায় উত্তম বটে. কারণ যাহাতে দুষ্টের দমন হয় তাহাই তোমার অভিলাষ. ফলতঃ তোমার এ মনস্কামনা সিদ্ধ হইবারও বাধা নাই, যেহেতু আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, বোগদাদাধিপতি তোমার এই সদভিপ্রায়ের কথা জানিতে পারিলে.অবশ্যই এক দিনের জন্য.ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমার হস্তে স্বীয় রাজ্যভার সমর্পণ করিতে পারেন। সে যাহা হউক, এক্ষণে আর সে আলাপের প্রয়োজন নাই রাত্রি প্রায় দুইপ্রহর হইয়াছে চল শয়ন করা যাউক।”আবুল হাসন বলিলেন,“এখনও কিঞ্চিৎ মদ্য আছে উহা পান করিয়া নিদ্রা গেলে ভাল হয়। আপনাকে আর একটী কথাও বলিয়া রাখি,আপনি যখন প্রাতঃকালে উঠিয়া যাইবেন তখন অনুগ্রহপূর্ব্বক দ্বার রুদ্ধ করিয়া গমন করিবেন।” ভূপতি আবুল হাসনের বাক্যানুসারে একটী পাত্রে মদ্য ঢালিয়া আপনি পান করিলেন, এবং আর একটী পাত্র মদ্যে পরিপূর্ণ করিয়া গুপ্ত ভাবে তাহাতে এক প্রকার চূর্ণদ্রব্য মিশাইয়া দিয়া আবুল হাসনের হস্তে প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন,“ তুমি ক্রমাগত আমাকে সুরা ঢালিয়া দিয়াছ এক্ষণে আমি একবার ঢালিয়া দিলাম আমার অনুরোধে ইহা পান কর।” আবুল হাসন তৎক্ষণাৎ ঐ মদ্য পান করিলেন, এবং পান করিবামাত্র চূর্ণ দ্রব্যের গুণে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। পরে নরেন্দ্র তাঁহার অনুচর ক্রীতকিঙ্করকে বলিলেন, “তুই নিদ্রিত আবুল হাসনকে পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করাইয়া আমার সঙ্গে রাজভবনে চল এবং এই বাটী চিনিয়া রাখ্, যেহেতু এই ভাবে ইহাকে এখানে পুনর্ব্বার রাখিয়া যাইতে হইবে ” আজ্ঞা মাত্র ক্রীতদাস আবুল হাসনকে পৃষ্ঠোপরি লইয়া রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ভূপতি গমন কালে বিস্মৃতিক্রমে আবুল হাসনের বাটীর দ্বার বন্ধ করিলেন না সুতরাং তাহা মুক্ত রহিল। পরে তিনি এক গুপ্ত দ্বার দিয়া আপনার শয়ন-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া ভৃত্যাদিকে আজ্ঞা করিলেন,“ এই নিদ্রিত মনুষ্যের বস্ত্র ত্যাগ করাইয়া ইহাকে আমার শয্যায় শয়ন করাইয়া রাখ ” কিঙ্করগণ আজ্ঞামাত্র আবুল হাসনকে রাজশয্যাতে শয়ন করাইয়া দিল। তৎপরে ভূপতি রাজবাটীর সমস্ত দাস দাসী ও কর্ম্মচারীকে ডাকাইয়া বলিলেন, “ এই নিদ্রিত ব্যক্তি কল্য প্রভাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেই তোমরা সকলে ইহার নিকটে উপস্থিত হইয়া আমাকে যেরূপ সম্মান কর, ইহাকেও তদ্রূপ করিবে.এ ব্যক্তি যখন যে আজ্ঞা করিবে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিবে এবং কথা বার্ত্তা ও উত্তর প্রত্যুত্তর দানে আমার

সদৃশ মান্য করিবে, দেখ যেন কোন বিষয়ে ক্রটী না হয়।" ভূপতি যে কেবল কৌতুক দেখিবার অভিপ্রায়ে এ প্রকার আজ্ঞা দিলেন, পরিচারক ও পরিচারিণীগণ তাহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল।

অনন্তর ধরণীনাথ বাহিরে গিয়া প্রধান মন্ত্রীকে ডাকাইয়া বলিলেন, "জাফর! কল্য তুমি রাজ সভায় আসিয়া আমার গৃহে যে ব্যক্তি নিদ্রিত আছে তাহাকে রাজবেশে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া পাছে বিস্মিত হও, তজ্জন্য আমি তোমাকে পূর্ব্বাহ্নে সতর্ক করিয়া রাখিতেছি, আমার সহিত যেরূপ কথাবার্ত্তা করিয়া থাক ঐ ব্যক্তির সহিত ও সেইরূপ করিও, আর ঐ ব্যক্তি স্বীয় বদান্যতা দেখাইবার জন্য যখন যে আজ্ঞা করিবে, তাহাতে যদি আমার ধনাগার শূন্য হইয়া যায়, তথাপি উহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিও না ফলতঃ তোমরা সকলেই উহার প্রতি এমনি ব্যবহার করিবে, যেন সে কোন মতেই আমার কৌতুকের অভিসন্ধি বুঝিতে না পারে।" এই কথায় প্রধান মন্ত্রী যে আজ্ঞা বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পরে আবুল হাসন নিদ্রাভঙ্গে কি করে এই কৌতুক অবলোকন করিবার জন্য ভূপতি মসরুর নামক প্রধান নপুংসককে ডাকাইয়া কহিলেন, "দেখ মসরুর তুমি আবুল হাসনের নিদ্রাভঙ্গ হইবার পূর্ব্বে আমাকে জাগরিত করিও," এই বলিয়া আপনি অপর এক গৃহে গিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন।

পরে মসরুর নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভূপালকে জাগরিত করিয়া দিলে, তিনি আবুল হাসনের শয়নমন্দিরের পার্শ্বস্থ এক গৃহে গিয়া প্রচ্ছন্নভাবে বসিয়া রহিলেন। ভূপতির গাত্রোত্থানের পূর্ব্বে রাজকিঙ্কর ও পরিচারিণীগণ স্ব স্ব নিয়মিত কার্য্য নির্ব্বাহার্থ শয়নাগারে গিয়া প্রত্যহ যে প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান থাকিত সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল। ইতিমধ্যে অরুণোদয়ের পূর্ব্বে নমাজ পড়িবার জন্য আবুল হাসন জাগ্রত হইয়া নয়ন উন্মীলন করাতে, গবাক্ষ দিয়া যে অল্প আলো আসিতেছিল তদ্দ্বারা দেখিলেন যে, তিনি একটী বৃহৎ সুসজ্জিত বিচিত্র গৃহে আছেন, ঐ গৃহের প্রাচীর সুবর্ণ ও রজত মণ্ডিত, এবং শয্যাবরণ বস্ত্রে মহামূল্য মুক্তা ও হীরক মালা সংলগ্ন রহিয়াছে। অধিকন্তু শয্যার চতুষ্পার্শ্বে সুন্দরী কামিনীগণ বিবিধ বাদ্যযন্ত্র ধারণ করিয়া এবং বহুসংখ্যক কৃষ্ণবর্ণ নপুংসক মহামূল্য বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া আছে। তদ্ভিন্ন শয্যার নিকটেই এক মছলন্দোপরি এক প্রস্থ রাজবেশ এবং মহারাজ হারুণ অলরশীদের একটী মুকুট রহিয়াছে। আবুল হাসন এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার দৃষ্টি করিয়া এমনি হতবুদ্ধি ও বিস্ময়ান্বিত হইলেন যে, তাহা বর্ণনাতীত। তিনি একবার মনে করিলেন আমি বুঝি বোগদাদাধিপতি হইয়াছি, পুনর্ব্বার

আত্ম অবস্থা স্মরণ হওয়াতে ভাবিলেন, "না, ইহা স্বপ্নমাত্র, গত রাত্রিতে আমার নিমন্ত্রিত ব্যক্তির নিকট যে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম, বোধ করি তজ্জন্যই মনের আবেগে এরূপ বোধ হইতেছে।" এই প্রকার চিন্তা করণানন্তর কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক নয়ন মুদ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার নিদ্রা যাইবার উপক্রম করিতেছেন ইতিমধ্যে প্রধান নপুংসক সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, "ধর্ম্মাবতার! রজনী প্রভাতা হইয়াছে, গাত্রোত্থান করিতে আজ্ঞা হউক, নমাজ পড়িবার সময় অতীত হয়।" এই সকল বাক্যে আবুল হাসন আরও চমৎকৃত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "আমি জাগ্রত কি নিদ্রিত, না আমি অবশ্যই জাগ্রত আছি যেহেতু নিদ্রাবস্থায় কেহ কোন কথা শুনিতে পায় না।" এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বণিক্‌নন্দন নয়ন উন্মীলনপূর্ব্বক হাস্যবদনে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন।

অনন্তর বন্দিনীগণ আবুল হাসনের সম্মুখে আসিয়া বীণা প্রভৃতি নানাবিধ যন্ত্র বাজাইয়া গান করিতে আরম্ভ করিল। তৎশ্রবণে তিনি অত্যন্ত মোহিত হইয়া এই সমস্ত যাহা দেখিলেন ও শুনিলেন তাহা স্বপ্ন কি প্রকৃত ঘটনা তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, নতমস্তক হইয়া দুই হস্ত দ্বারা চক্ষু মর্দ্দন করিতে করিতে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "এ সকল কি দেখিতেছি? আমি কোথায়! এ অট্টালিকাই বা কাহার? এই সকল দাস দাসী ও বাদ্যকারিণী যুবতীরাই বা কোথা হইতে আসিল? আমি প্রকৃতাবস্থায় কি স্বপ্নাবস্থায় আছি, তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছি না ইহারই বা কারণ কি?" এবম্প্রকারে বহুবিধ চিন্তা করিয়া আবুল হাসন চক্ষু উন্মীলনপূর্ব্বক মস্তকোত্তোলন করিবামাত্র মসরুর ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া বলিল, "মহারাজ! আপনাকে উঠাইতে বিলম্ব হওয়াতে নমাজ পাঠের সময় অতীত হইয়া গিয়াছে তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। এক্ষণে মহারাজের রাজসিংহাসনে বসিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, রাজসভাসদ্গণ আপনার শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।" খোজাধ্যক্ষের এই কথা শুনিয়া আবুল হাসন মসরুরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তুমি কাহাকে মহারাজ বলিয়া সম্বোধন করিতেছ? আমাকে বুঝি তুমি চিন না, অপর কোন ব্যক্তির পরিবর্ত্তে ভ্রান্তি বশতঃ আমাকে এরূপ সম্বোধন করিতেছ?" অন্য কোন ভৃত্য হইলে হঠাৎ এরূপ কথার উত্তর প্রদানে অশক্ত হইত, কিন্তু মসরুর তৎক্ষণাৎ আবুল হাসনের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া উত্তর করিল, "হে গুণবন্ত প্রভো! আমার পরীক্ষার্থ কি আপনি এমন কথা বলিলেন, বস্তুতঃ আপনি কি সর্ব্বেশ্বর মহারাজ নহেন? এত কাল সুখস্বচ্ছন্দে মহারাজের সেবা করিয়া এ দীন হীন ক্রীতদাস মসরুর কি মহারাজকে বিস্মৃত

হইতে পারে, তবে যদি এ দাস আপনার অসন্তোষভাজন হইয়া থাকে, তাহা হইলে, মাদৃশ হতভাগ্য এ ভূমণ্ডলে আর নাই, এক্ষণে অভয়দান করেন ইহাই আমার প্রার্থনা।'

আবুল হাসন শয্যোপরি উপবেশনপূর্ব্বক নানা বিষয়ক চিন্তা করিতেছেন।

আবুলহাসন খোজাধ্যক্ষের এই সকল কথা শুনিয়া হাস্য করিতে ঢলিয়া পড়িলেন। তদ্দৃষ্টে ভূপতি মহা তুষ্ট হইলেন কিন্তু পাছে এত শীঘ্র কৌতুক ভঙ্গ হয় এই আশঙ্কায় বহু কষ্টে হাস্যসম্বরণ করিয়া থাকিলেন। পরে আবুল হাসন পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কে?" ক্রীতদাস বলিল, "আপনি বোগদাদাধিপতি মহারাজ হারূণ অলরশীদ।" তৎশ্রবণে বণিক্‌নন্দন রাগান্বিত হইয়া মসরুরকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অনেক ভৎর্সনা করিবার পর সম্মুখবর্ত্তিনী এক জন যুবতীকে কহিলেন, "তুমি আমার অঙ্গুলি দংশন কর দেখি, তাহা হইলে, আমি জাগ্রত কি নিদ্রিত তাহা বুঝিতে পারিব।" ইহাতে কামিনী ভূপতিকে কৌতুক দেখাইবার জন্য আবুল হাসনের অঙ্গুলি আপনার মুখে প্রবেশ করাইয়া এমন বলপূর্ব্বক তাহা কামড়াইয়া ধরিল যে, বণিকপুত্র যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তাহার মুখ হইতে হস্ত টানিয়া লইয়া বলিল, "হাঁ! আমি জাগ্রত

বটে, নিদ্রিত নহি।" কিন্তু এক রাত্রির মধ্যে কি প্রকারে বোগ্দাদেশ্বর হইলেন তাহা কোন প্রকারেই স্থির করিতে না পারিয়া আবুল হাসন পুনর্ব্বার সেই যুবতীকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পরমেশ্বরের নামোচ্চারণ করিয়া শপথপূর্ব্বক বল দেখি, আমি কি যথার্থই মহারাজ হারুণ অলরশীদ?" রমণী বলিল, "আপনি কেন যে ইহা বিশ্বাস করিতেছেন না ইহাতে আমরা সকলেই আশ্চর্য্য হইয়াছি।" আবুল হাসন বলিলেন, "তুমি আমাকে প্রতারণা করিতেছ, আমি যে কে স্বয়ং তাহা বিলক্ষণ অবগত আছি।"

অনন্তর মসরুর আবুল হাসনের হস্ত ধারণপূর্ব্বক শয্যা হইতে উঠাইবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে "মহারাজের জয়, মহারাজের জয়।" অনবরত এই বাক্য উচ্চারিত হইতে লাগিল। তখন তিনি সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "হে পরমেশ্বর! এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! গত রজনীতে আমি আবুল হাসন ছিলাম, অদ্য প্রাতে মহারাজ হইলাম।" পরে প্রধান নপুংসক অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ সমভিব্যাহারে তাহাকে রাজবেশ পরিধান করাইয়া শ্রেণীবদ্ধ নারীগণ ও ভৃত্যসমূহের মধ্য দিয়া রাজ সভায় লইয়া গিয়া সিংহাসনোপরি উপবেশন করাইল। তৎপরে মন্ত্রী ও অন্যান্য সভাসদ্গণ একত্র হইয়া তাঁহার যৎপরোনাস্তি সম্মান করিলেন।

ইতিমধ্যে হারুণ অলরশীদ, এ পর্য্যন্ত যে গৃহে ছিলেন তথা হইতে সভা সংলগ্ন এমন আর একটী কুঠরীতে গিয়া উপবেশন করিলেন, যথা হইতে রাজ সভার সমস্ত ব্যাপার দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়।

আবুল হাসন সিংহাসনারূঢ় হইবামাত্র প্রধান মন্ত্রী জাফর ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করণানন্তর বলিলেন, "হে ধর্ম্মাবতার! পরমেশ্বর ইহকালে আপনাকে সুখী করিয়া পরকালে সুখময় স্থান স্বর্গধামে লইয়া যান ইহাই আমার অভিলাষ।"

তৎপরে রাজসভাসদ্ এবং কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে উপবিষ্ট হইলে, প্রধান মন্ত্রী এক খানি কাগজ হস্তে রাজসম্মুখে সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া রাজকার্য্য সম্বন্ধে নানা প্রস্তাব পাঠ করিলেন। আবুল হাসন তৎসমুদায় সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করণানন্তর শান্তিরক্ষককে নিকটে ডাকাইয়া বলিলেন, "শান্তিরক্ষক! তুমি এখনি অমুক পল্লীর অমুক গলিতে যাও, তথায় গিয়া দেখিবে এক মসীদ আছে, ঐ মসীদে এক বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজক আর চারি জন শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধের সহিত উপবিষ্ট আছে, তাহাদিগকে ধৃত করিয়া ধর্ম্ম যাজককে চারি শত এবং আর চারিজনের প্রত্যেককে এক২ শত কশাঘাত কর, তৎপরে ঐ পাঁচজনকে ছিন্ন বস্ত্র পরিধান ও উষ্ট্রের উপর আরোহণ করাইয়া এবং তাহার লাঙ্গুলের দিকে তাহাদের মুখ করিয়া নগরের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করাও,

আর তাহাদের সঙ্গে এক ব্যক্তিকে দিয়া এই বলিয়া ঘোষণা করাও যে, "যাহারা পরনিন্দা এবং প্রতিবাসিগণের কুৎসা করিয়া সকলের মনে কষ্ট দেয় ও পরস্পরের মধ্যে বিবাদ ঘটায় তাহাদের এই প্রকার দণ্ড হইয়া থাকে।" এবং ইহাও আমার অভিপ্রায় যে, তুমি ঐ কয়েক জনকে কহিয়া দাও, ভবিষ্যতে তাহারা যেন ঐ পল্লিতে পুনরাগমন না করে।' আজ্ঞা মাত্র শান্তিরক্ষক আবুল হাসনকে প্রণিপাত করিয়া বিদায় হইল।

বোগদাদাধীশ্বর আবুল হাসনকে ধর্ম্ম যাজক ও তৎসঙ্গী চারি জন ভণ্ডের প্রতি এইরূপ দৃঢ়ভাবে দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিতে দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন।

কিঞ্চিৎ ক্ষণ পরে শান্তিরক্ষক রাজাজ্ঞা পালনপূর্ব্বক প্রত্যাগত হইয়া আজ্ঞাপালন সপ্রমাণ করণার্থ তৎপল্লিস্থ কতকগুলি ভদ্রলোকের স্বাক্ষরিত একখানি কাগজ নবভূপতির হস্তে প্রদান করিল। আবুল হাসন ঐ কাগজে তাঁহার পরিচিত কতিপয় ব্যক্তির নাম স্বাক্ষরিত দেখিয়া মহা তুষ্ট হইলেন। তৎপরে মন্ত্রীকে বলিলেন, "তুমি ধনরক্ষকের নিকট হইতে এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা লইয়া লম্পট নামে খ্যাত আবুল হাসনের জননীর হস্তে এই বলিয়া দিয়া আইস যে, "মহারাজ হারুণ অলরশীদ তোমাকে এই ধন পাঠাইয়া দিয়াছেন "যে পল্লীতে শান্তিরক্ষককে এইমাত্র পাঠাইয়াছিলাম সেই পল্লীতেই তিনি বাস করেন।" জাফর মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ ধনরক্ষকের নিকট হইতে এক সহস্র মুদ্রা আনয়নপূর্ব্বক আবুল হাসনের মাতাকে দিয়া আসিলেন। আবুল হাসনের জননী ইহার নিগূঢ় তথ্য বুঝিতে না পারিয়া ভূপতির বদান্যতায় বিস্মিতা হইয়া মুদ্রা গ্রহণ করিলেন। পরে মসরুর আসিয়া সভাসদ্ ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণকে ইঙ্গিত দ্বারা সভা ভঙ্গের সময় হইয়াছে জানাইলে, সভ্যগণ ও কর্ম্মচারীরা সিংহাসনের সমক্ষে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর আবুল হসন সিংহাসন হইতে অবরোহণপূর্ব্বক যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন তথায় গমন করিলেন। রাজমন্ত্রী, পরিচারকগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। তৎপরে প্রধান নপুংসক মসরুর, আবুল হাসনকে অন্তঃপুরস্থ সুবর্ণমণ্ডিত অপূর্ব্ব একটী ঘরে লইয়া গেল। তথায় কতিপয় রমণী বাদ্য যন্ত্র হস্তে লইয়া দণ্ডায়মানা ছিল তাহারা আবুল হাসনের আগমনে এমনি ভাবে গীত বাদ্য আরম্ভ করিল যে, তচ্ছ্রবণে আবুল হাসন বিমোহিত হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "ইহা যদিও স্বপ্ন নহে, তথাপি আমার এমত প্রত্যয় হইতেছে না যে, আমি যথার্থই মহারাজ হইয়াছি।" ঐ গৃহের মধ্যস্থলে একটী মেজের উপর বৃহৎ২ কনকের থালে ও রেকাবিতে নানাবিধ সুবাসিত সুস্বাদু খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত ছিল, যাহার সৌগন্ধে সমস্ত ঘর আমোদিত

হইয়া আছে। ঐ মেজের চারিদিকে পরমসুন্দরী সাত জন কামিনী উৎকৃষ্ট বেশভূষা ধারণপূর্ব্বক আহার কালে আবুল হাসনকে বায়ু ব্যজন করণার্থ পাখা হস্তে দণ্ডায়মানা ছিল। আবুল হাসন, কিয়ৎকাল ঐ রমণীগণের রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক ঐ যুবতীগণের মধ্যে এক জনকে ব্যজন করিতে আজ্ঞা দিয়া আর ছয় জনকে তাঁহার সঙ্গে বসিয়া আহার করিতে বলিলেন। প্রথমতঃ ঐ ছয় জন কামিনী তাঁহার সম্মানার্থ তৎসমভিব্যাহারে বসিয়া আহার করিতে অসম্মতা হইল, কিন্তু; তিনি প্রিয়বাক্যে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া, তাহাদের সহিত আহার ও বাক্যালাপ করিতে আরম্ভ করিয়া, তাহাদের প্রত্যেককে নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে তাহাদিগের মধ্যে এক কামিনী উত্তর করিল, "আমার নাম শুভ্র গ্রীবা, এইরূপ দ্বিতীয়াদি সকলে ক্রমে ক্রমে আপন আপন নাম প্রবলাধরা, চন্দ্রাননা, অরুণাভা, নেত্রবঙ্কিনী, চিত্তহরা, মধুরভাষিণী কহিল।" আবুল হাসন তাহাদের এইরূপ সুললিত নাম শ্রবণ করিয়া রসিকতা প্রকাশপূর্ব্বক তাহাদের সঙ্গে নানা প্রকার মধুরালাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহীপাল, তচ্ছ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন।

ভোজন শেষ হইলে, মসরুর আবুল হাসনকে সঙ্গে লইয়া আর একটী সুসজ্জিত গৃহে প্রবেশ করিল। কণিকনন্দন তথায় উপস্থিত হইবামাত্র ভিন্ন ভিন্ন সপ্তদল বাদ্যকারিণী পরিচারিণী গান বাদ্য আরম্ভ করিল। পরে ঐ গৃহে উপবেশন করিলে, তিনি পূর্ব্বে যে প্রকার সাতটী রূপবতী রমণীর সঙ্গে মিষ্টালাপ করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা অধিক রূপলাবণ্যবতী সুন্দরী আর সাত জন যুবতী আসিয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতে আরম্ভ করিল। আবুল হাসন ঐ কামিনীগণের সহিত কৌতুক করিতে করিতে নানা প্রকার ফল ভক্ষণ করিলে পর, মসরুর তাঁহাকে অন্য এক ঘরে লইয়া গেল। সেখানেও তিনি পূর্ব্বমত অননুভূতপূর্ব্ব নানাবিধ আমোদীয় ব্যাপার অবলোকন করিলেন।

ইতিমধ্যে দিবা অবসান হইয়া আসিল। পরে মসরুর আবুলহাসনকে সঙ্গে লইয়া আর একটী গৃহে প্রবেশ করিল। তথায় সুবর্ণমণ্ডিত বড়২ সাতটী ঝাড় জ্বলিতে ছিল, এবং পূর্ব্বমত গান বাদ্যকারিণী রমণী এবং মেজের চতুষ্পার্শ্বে সাত জন অনুপমা রূপলাবণ্যবতী যুবতী ব্যজন হস্তে দণ্ডায়মানা ছিল। আর মেজের উপরে সাত খান স্বর্ণ পাত্রে নানাবিধ শুষ্ক ফল, মিষ্টান্ন ও অন্যান্য মদ্য পানের উপযোগী খাদ্যদ্রব্য সজ্জিত ছিল। অধিকন্তু এই গৃহে অতি উৎকৃষ্ট মদ্যে পরিপূর্ণ সাতটা মদ্যাধার ছিল, এবং তন্নিকটে অতি উত্তম গঠনের সাতটী কাচের পানপাত্র ছিল। অন্য তিন ঘরে আহার কালে মদ্যের নামমাত্র ছিল না। তাহার কারণ এই যে, বোগদাদ নগরে এই প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কি ছোট, কি বড়,

কি রাজকর্ম্মচারী, আপামর সাধারণ কেহই দিবাভাগে মদ্য পান করিত না। ঐ নিয়ম লঙ্ঘনপূর্ব্বক যদি কেহ দিবসে সুরাপান করিত, তাহা হইলে, সে দিনেরবেলা লোকসমাজে মুখ দেখাইতে পারিত না। ঐপ্রথানুসারে বণিকনন্দনও এপর্য্যন্ত কেবল জলপান করিয়া আসিতেছিলেন।

আবুল হাসন, ভোজনে বসিয়া, আপন পার্শ্বস্থিতা এক কামিনীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক তাহাকে নিকটে উপবেশন করাইয়া, তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। সে উত্তর করিল, "মহারাজ! আমার নাম মতিদশনা।" তখন আবুল হাসন বলিলেন, "হে মতিদশনে! আমাকে এক পাত্র মদ্য আনিয়া দাও।" তাহাতে ঐ কামিনী তৎক্ষণাৎ মদ্যাধার হইতে এক পাত্র মদ্য ঢালিয়া আবুল হাসনের হস্তে প্রদান করিল। আবুল হাসন ঈষদ্ধাস্য করিয়া পাত্র গ্রহণপূর্ব্বক বলিলেন, "মতিদশনে! তোমার কুশলার্থ আমি এই সুরাপান করিতেছি, তুমিও আর এক পাত্রে মদ্য ঢালিয়া আমার মঙ্গলার্থ পান কর।" এই কথা শুনিয়া রমণী আর এক পাত্র মদ্যে পরিপূর্ণ করিয়া তাহা পান করিবার পূর্ব্বে এমনি নবভাবে ও মধুর স্বরে একটী গান করিল যে, আবুল হাসন তচ্ছ্রবণে একবারে বিমোহিত হইলেন।

আবুল হাসন এইরূপে আর ছয়টী নারীর নাম জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের দ্বারা মদ্য ঢালাইয়া পরমানন্দে আপনি পান করিলেন এবং তাহাদিগকেও পান করাইলেন। মহীপাল হারুণ অলরশীদ গুপ্তভাবে এই সমস্ত ব্যাপার অবলোকন করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

তৎপরে মতিদশনা মদ্যাধার হইতে এক পাত্র মদ্য লইয়া তাহাতে এমনি গুপ্তভাবে পূর্ব্ববৎ এক প্রকার গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া দিল যে, আবুল হাসন তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। পরে সে পানার্থ ঐ পাত্র তাঁহার হস্তে প্রদানপূর্ব্বক "মহারাজ! মদ্য পান করিবার পূর্ব্বে আমার রচিত একটী নূতন গান শ্রবণ করুন।" এই কথা বলিয়া বংশীবাদনপূর্ব্বক সুর তান লয় স্বর সংযোগে একটী গান করিল। তাহাতে আবুল হাসন মোহিত হইয়া পুনর্ব্বার আর একটী গীত শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। নারী পুনরায় গান করিতে আরম্ভ করিল। তচ্ছ্রবণে আবুল হাসন আরও বিমোহিত হইয়া ঐ গুঁড়া মিশ্রিত মদ্য পান করিলেন, এবং ঐ সংগীতকারিণীর দিকে বদন ফিরাইয়া তাহার প্রশংসা করিবেন মনে করিতেছেন, এমন সময়ে, হঠাৎ তাঁহার ঘোর নিদ্রাকর্ষণ হওয়াতে নয়নদ্বয় মুদ্রিত হইয়া গেল, মস্তক মেজের উপরে নত হইয়া পড়িল এবং হস্ত হইতে সেই মদ্য পাত্রটী নীচে পড়িয়া গেল। ইহা অবলোকন করিয়া হারুণ অলরশীদ ভূপতি, মহানন্দে গুপ্তস্থান হইতে বাহিরে আসিয়া যে ক্রীতদাসের দ্বারা আবুল হাসনকে রাজবাটীতে আনয়ন করাইয়াছিলেন,

তাহাকে আজ্ঞা করিলেন, "ইহাকে ইহার পূর্ব্ব বস্ত্র পরিধান করাইয়া ইহার বাটীর যে গৃহ হইতে ইহাকে আনয়ন করিয়াছিলে, সেই ঘরে শয়ন করাইয়া রাখিয়া আইস, এবং আসিবার সময় যেন দ্বার মুক্ত থাকে।" আজ্ঞামাত্র ক্রীতকিঙ্কর আবুল হাসনকে পৃষ্ঠোপরি লইয়া তাঁহার গৃহে শয্যার উপর শয়ন করাইয়া তথা হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক রাজাকে আসিয়া সমাচার দিলে, ভূপতি ভাবিলেন, আবুল হাসন পরনিন্দাকারী ধর্ম্মযাজক এবং তৎসঙ্গী চারি জন বৃদ্ধকে দণ্ড প্রদানার্থ এক দিবসের জন্য রাজা হইতে বাসনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই বাসনা সিদ্ধ হওয়াতে, তিনি অবশ্যই সন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন।

এ দিকে আবুল হাসন, পর দিবস অনেক বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রাগত থাকিয়া গুঁড়ার মাদকতা শক্তি তিরোহিত হইলে, জাগরিত হইয়া দেখিলেন, আপনার গৃহেই আছেন, ইহাতে বিস্মিত হইয়া রাজপুরীর রমণীগণের নাম স্মরণপূর্ব্বক, "মতিদশনা, শুকতারা, চন্দ্রানন, তোমরা কোথায় গেলে এখানে আইস," ইহা বলিয়া তাহাদিগকে এরূপ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে আরম্ভ করিলেন যে, তাঁহার মাতা অন্য গৃহ হইতে তাহা শুনিতে পাইয়া দ্রুতগতি তথায় আসিয়া বলিলেন, "হে পুত্র! তুমি কাহাকে ডাকিতেছ, তোমার কি হইয়াছে?" আবুল হাসন জননীর এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে মহা রাগান্বিত হইয়া তৎপ্রতি গর্ব্বিতভাবে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, "হাঁগো বৃদ্ধা! তোমার তনয় কে?" তাঁহার মাতা ইহা শুনিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "তুমি কি আমার পুত্র আবুল হাসন নহ?" ইহাতে আবুল হাসন কহিলেন, "ওরে মাগি! তুই কি বলিতেছিস, আমি তোর পুত্র আবুল হাসন নহি, আমি মহামহিমান্বিত বোগদাদাধিপতি।" তখন তাঁহার গর্ভধারিণী বলিলেন, "বাছা শান্ত হও, এমন কথা বলিও না, ইহা শুনিলে লোকে তোমাকে উন্মত্ত জ্ঞান করিবে।" আবুল হাসন বলিলেন, "তুই মাগি আপনি পাগল, আমি পরমেশ্বরের প্রতিভূ ধর্ম্মাবতার বোগদাদাধিপ।" তাঁহার জননী কহিলেন, "বাছা! তোমার জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে, নতুবা এমন কথা কখনই বলিতে না।" আবুল হাসন জননীর প্রমুখাৎ এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে মনে মনে অনেকক্ষণ তর্কবিতর্ক করিয়া জননীকে বলিলেন, "মাতঃ! আপনার কথাই সত্য, আমি আবুল হাসনই বটে, বুঝিতে পারি না, কি নিমিত্ত এমন ভাব মনে উদিত হইল।" আবুল হাসনের মাতা তখন মনে করিলেন তাঁহার পুত্রের ভ্রান্তি দূর হইয়াছে। ইতিমধ্যে আবুল হাসন হঠাৎ এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "হারামজাদী বুড়ি! তোর কথা সত্য নহে, আমি তোর পুত্র নহি, আমি মহারাজ বোগদাদাধীশ্বর।"

বণিকবনিতা স্বীয় পুত্র আবুল হাসনের এই প্রকার বিপরীত ভাব দৃষ্টে মনে মনে অত্যন্ত ভয় পাইয়া অন্য কথা উত্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে

অসম্ভ্রমলঙ্ঘ করিবার জন্য গত কল্য তৎপল্লীর ধর্ম্মযাজক ও তৎসঙ্গী চারি জন বৃদ্ধ তাহাদের কুস্বভাবের নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি অপমানিত হইয়া যে প্রকারে রাজদণ্ড ভোগ করিয়াছে তৎসমুদায় আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু ইহাতে আবুল হাসনের মনোভাব পরিবর্ত্তিত না হইয়া বরং পূর্ব্ব কথা স্মরণ হওয়াতে, তিনি যে যথার্থই বোগদাদাধিপতি এই দৃঢ় সংস্কার তাঁহার অন্তঃকরণে আরও প্রবল হইয়া উঠিল। তখন আবুল হাসন বলিলেন, "আমার আজ্ঞাতেই তো ধর্ম্মযাজক ও আর চারি জন ভণ্ড প্রতারকের দণ্ড হইয়াছে, অতএব আমিই যে ধর্ম্মপালক বোগদাদেশ্বর, তাহার আর সন্দেহ নাই।" আবুল হাসনের মাতা এই কথার ভাব বুঝিতে না পারিয়া পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "হে নন্দন! তোমার চিত্তবিকার ঘটিয়াছে, পরমেশ্বর কৃপা করিয়া তোমাকে প্রকৃত অবস্থায় আনয়ন করুন ইহাই আমার প্রার্থনা। তুমি এমন অসঙ্গত কথা আর মুখে আনিও না।" আবুল হাসন মাতার এবম্প্রকার স্নেহ বাক্য শ্রবণে আরও ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলেন, "ওরে বুড়ি! আমি তোকে কথা কহিতে নিষেধ করিয়াছি, তথাপি তুই এক কথা পুনঃ পুনঃ বলিতেছিস, আমার কথা অবিশ্বাস করিলে, তোকে এখনি সমুচিত শাস্তি দিব।"

অনন্তর আবুল হাসনের জননী পুত্রের এ প্রকার দুর্দ্দশা দর্শনে শিরে করাঘাতপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আবুল হাসন পুনর্ব্বার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরে পাপীয়সি! আমি কে তা বল্।" তিনি উত্তর করিলেন, "তুমি বাস্তবিক আমার পুত্র আবুল হাসন। আমাদিগের দেশাধিপতি মহারাজ হারুণ অলরশীদের খ্যাতি পুণ্যাত্মা পালক, সেই উপাধি তোমার কিরূপে হইতে পারে? আর তোমাকে বলিতে বিস্মৃত হইয়াছি, তিনি আমাদিগের প্রতি কেমন দয়ালু যে গত কল্য মহারাজ প্রধান মন্ত্রী দ্বারা আমাকে এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, ইহাতে রাজার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া তুমি তাঁহার অপমানজনক বাক্য প্রয়োগ করিতেছ?" এই বাক্যে আবুল হাসন, আপনি মন্ত্রীর দ্বারা মুদ্রা পাঠাইয়াছিলেন, তাহা স্মরণপূর্ব্বক আরো ক্ষিপ্ত হইলেন এবং আপনি যে স্বয়ং মহারাজ তাহা স্থির করিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার মতের বিরুদ্ধে কথা কহিবার জন্য এক গাছি বেত্র আনয়নপূর্ব্বক জননীকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। দুঃখিনী মাতা পুত্রের এ প্রকার নির্দ্দয় প্রহারে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তচ্ছ্রবণে প্রতিবেশিগণ দ্রুতগমনে তথায় আসিয়া দেখিল, আবুল হাসন যতবার তাহার জননীকে বেত্রাঘাত করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "বল্ আমি পুণ্যাত্মা প্রতিপালক মহারাজ হারুণ অলরশীদ কি না?" তত বারই তাঁহার জননী ধীরে

ধীরে বলিতেছেন, " না বাছা তুমি রাজা নহ, তুমি আমার পুত্র আবুল হাসন।" বৃদ্ধার এই বাক্য শ্রবণে প্রতিবাসিগণ আবুল হাসনের হস্ত হইতে বেত্র কাড়িয়া লইয়া বলিল " আবুল হাসন! তুমি কি করিতেছ? ধর্ম্মভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক গর্ব্ভধারিণীকে প্রহার করিতে লজ্জা হইতেছে না?" আবুল হাসন বলিলেন, " তোমরা দূর হও, তোমরা আবুল হাসন বলিয়া কাহাকে সম্বোধন করিতেছ?" আমি আবুল হাসন নহি, আমি ধর্ম্মাত্ম প্রতিপালক মহারাজ হারুণ অলরশীদ।"

উন্মত্তরক্ষক আবুল হাসনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া প্রহার করিতেছেন।

ইহা শ্রবণ করিয়া প্রতিবেশীগণ আবুল হাসনকে উন্মত্ত বিবেচনা করিয়া তাঁহার হস্ত পদ বন্ধনপূর্ব্বক তাহাদের মধ্যে দুই জন দ্রুতগমনে উন্মত্ত রক্ষককে গিয়া ঐ সংবাদ দিল। উন্মত্ত রক্ষক সংবাদ পাইবামাত্র বেড়ি, হাতকড়ি ও এক গাছা চাবুক এবং কতকগুলি লোক লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আবুল হাসন তাহাকে দেখিবামাত্র প্রথমতঃ বন্ধন মুক্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু উন্মত্তরক্ষক তাঁহাকে দুই তিন ঘা চাবুক প্রহার করিলে পর, তিনি স্থির হইয়া থাকিলেন। পরে উন্মত্ত রক্ষক তাঁহাকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া কারাগারে লইয়া গেল, এবং লৌহপিঞ্জরে প্রবেশ করাইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে আরো পঞ্চাশ ঘা চাবুক মারিল। পরে তিনি যে মহারাজ নহেন, এই চৈতন্য সম্পাদন করাইবার জন্য উন্মত্তরক্ষক প্রত্যহই আবুল হাসনকে পিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া পঞ্চাশ পঞ্চাশ ঘা চাবুক মারিতেন। তাহাতে আবুল হাসন কোন কোন সময়ে কোন উত্তর করিতেন না কেবল নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া থাকিতেন,

এবং কখন কখন বলিতেন,"আমি বাস্তবিক উন্মত্ত নহি, কেবল তোমার নিষ্ঠুরাচরণেই আমাকে উন্মত্ত হইতে হইয়াছে।"

আবুল হাসনের মাতা প্রতিদিন তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন এবং পুত্রের পৃষ্ঠদেশ ও গলদেশ কৃষ্ণবর্ণ ও ক্ষত বিক্ষত এবং শরীর ক্রমশঃ শীর্ণ ও দুর্ব্বল দর্শনে যৎপরোনাস্তি কষ্ট বোধ করিয়া রোদন করিতে করিতে ফিরিয়া আসিতেন। এইরূপ নিদারুণ প্রহার ও যন্ত্রণাতে তিন সপ্তাহ অতীত হইলে এক দিবস আবুল হাসন মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, "আমি যদি যথার্থই বোগদাদাধীশ্বর হইতাম তাহা হইলে আমার দাসদাসী রাজমন্ত্রী প্রভৃতি সমস্ত অনুচরগণ অবশ্যই আমার সঙ্গে থাকিত এবং কখনই আমাকে এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইত না, অতএব ইহা কেবল স্বপ্ন মাত্র তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু মঠধারী ও তৎসঙ্গিগণের দণ্ডভোগ এবং মাতার নিকট এক সহস্র মুদ্রা প্রেরণ এই সমস্ত ব্যাপার যখন আমার আজ্ঞাতেই সম্পাদিত হইয়াছে, তখন আবার ইহাকে স্বপ্ন বলিয়াও প্রতীতি হইতেছে না।" তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহার মাতা নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আবুল হাসন জননীকে দেখিবামাত্র প্রণাম করিলেন। কণিক-বনিতা পুত্রের এই সুলক্ষণ দৃষ্টে তাঁহার চৈতন্য হইয়াছে বোধ করিয়া অশ্রু সম্বরণপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "হে নন্দন! তুমি কেমন আছ? উপদেবতা কর্ত্তৃক তোমার যে মনোভ্রান্তি ঘটিয়াছিল, তাহার কি শান্তি হইয়াছে?" এই বাক্যে আবুল হাসন স্থিরভাবে ও ম্লান মুখে বলিলেন, "মাতঃ! আমি ভ্রম বশতঃ আপনার বিস্তর নিগ্রহ করিয়া নিতান্ত গর্হিত কার্য্য করিয়াছি, অতএব আমার সে গুরুতর অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

আবুল হাসনের প্রমুখাৎ এই সমস্ত বাক্য শ্রবণে তাঁহার জননী মহানন্দিতা হইয়া বলিলেন, "বাছা! তোমার মুখে এই সকল কথা শুনিয়া আমার অন্তঃকরণ যে প্রকার প্রফুল্ল হইল তাহা বর্ণনাতীত। এক্ষণে আমি তোমার এই ভ্রান্তি পীড়ার একটী কারণ নির্ণয় করিয়াছি। বোধ করি তোমার স্মরণ থাকিতে পারে, অল্প দিন হইল তুমি একজন বিদেশীয় বণিককে গৃহে আনয়ন করিয়াছিলে, সে ব্যক্তি প্রতিগমন কালে তোমার ঘরের দ্বার মুক্ত রাখিয়া যায়, অনুমান হয় সেই সুযোগেই কোন উপদেবতা গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক তোমাকে এরূপ অস্থির করিয়াছে। এক্ষণে উন্মুক্তি লাভের জন্য পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর যেন এরূপ বিপাকে পতিত হইতে আর না হয়।" আবুল হাসন বলিলেন, "মাতঃ! তোমার কথা সত্য বটে। আমি সেই রজনীতেই ঐ দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলাম। আমি ঐ সাধুকে দ্বার রুদ্ধ করিয়া যাইতে বলিয়া ছিলাম, কিন্তু সে তদ্বিপরীত কার্য্য করাতেই

কোন উপদেব আমার দেহে প্রবেশপূর্ব্বক আমার চিত্তবিকার উৎপাদন করিয়াছিল। এক্ষণে পরমেশ্বরের অনুকম্পায় সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছি অতএব আমাকে শীঘ্র এই কারাগার হইতে উদ্ধার কর, নতুবা নিশ্চয়ই আমার জীবনান্ত হইবে।"

আবুল হাসনের মাতা পুত্রের ভ্রম দূর হইয়াছে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সানন্দচিত্তে উপাস্তরক্ষকের নিকট গমনপূর্ব্বক এই সমস্ত বিষয় বর্ণন করাতে, সে তাঁহার সমভিব্যাহারে আসিয়া আবুল হাসনকে পরীক্ষা করণানন্তর নিষ্কৃতি দিল।

অনন্তর আবুল হাসন মাতৃ সমভিব্যাহারে কারাগার হইতে আসিয়া কয়েক দিবস গৃহে থাকিয়া উত্তমরূপে আহারাদি করিতে লাগিলেন। পরে পূর্ব্বরূপ বলিষ্ঠ হইলে পর, একাকী গৃহে অবস্থিতি করা অত্যন্ত কষ্টকর বিবেচনা করিয়া পূর্ব্বরূপ নিয়মানুসারে নবাগত অতিথির অন্বেষণার্থ বহির্গত হইয়া বোগদাদের সেতুর উপর গিয়া বসিয়া থাকিলেন। ইতিমধ্যে বোগদাদাধিপতি পূর্ব্বমত মোগল দেশীয় বণিকের বেশে একটী ভৃত্য সঙ্গে লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আবুল হাসন দৃষ্টিমাত্র তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন, এবং তাঁহাকে আপনার সমস্ত যন্ত্রণার মূল কারণ বিবেচনায় তাঁহার মুখ দর্শন করিবেন না স্থির করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন। মহীপাল ইতি পূর্ব্বে আবুল হাসনের সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার ভাব ভঙ্গিতে বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তৎপরে তিনি তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, "ভাই আবুল হাসন! আমি তোমাকে নমস্কার করি, আইস তোমাকে আলিঙ্গনপ্রদান করি।" ইহাতে আবুল হাসন মস্তক নত করিয়া কহিলেন, "তুমি কে হে, আমি তোমার প্রণাম লইতে অথবা তোমার সহিত বাক্যালাপ করিতে চাহি না, তুমি এস্থান হইতে প্রস্থান কর।" নরেন্দ্র বলিলেন, "কি হে তুমি কি আমাকে চিনিতে পার নাই, তোমার স্মরণ নাই, গত মাসের প্রথম দিবসে আমি তোমার বাটীতে অতিথি হইয়া কত আমোদ আহ্লাদ করিয়া গিয়াছিলাম।" আবুল হাসন বলিলেন, "তুমি যাও যাও বৃথা বাক্যব্যয় করিও না।"

ধরণীপতি যদিও আবুল হাসনের অতিথি সৎকারের নিয়ম বিশিষ্টরূপে অবগত ছিলেন, তথাপি পুনর্ব্বার তাঁহার বাটীতে অতিথি হইবার মানসে বলিলেন, "তুমি যে এত অল্প কালের মধ্যে আমাকে বিস্মৃত হইয়াছ, ইহা আমার কোন মতেই প্রত্যয় হইতেছে না। বোধ করি, তোমার কোন বিপদ্ ঘটিয়া থাকিবে, তজ্জন্য আমার প্রতি এতাদৃশ দ্বেষ জন্মিয়াছে। এক্ষণে আমি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি।"

আবুল হাসন বলিলেন, "যাও যাও, আর বিরক্ত করিও না, তোমার আর মঙ্গল প্রার্থনা করিতে হইবে না, তুমি এমনি আমার মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছিলে যে, আমাকে উন্মত্ত হইতে হইয়াছিল।"

ভূপতি বলিলেন, "যদি সৌভাগ্যক্রমে তোমার সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইয়াছে, তবে আমাকে পূর্ব্বরূপ আতিথ্য দান কর।"

আবুল হাসন কহিলেন, "তুমি কি আমার নিয়ম অবগত নহ? আমি এক ব্যক্তিকে দুই বার অতিথি করি না, বিশেষতঃ তোমাকে একবার অতিথি করাতেই আমাকে বিলক্ষণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে।" তখন ভূপতি তাঁহাকে আলিঙ্গন প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "ভাই! আমার দ্বারা তোমার কি অপকার ঘটিয়াছে তাহা আমার নিকটে প্রকাশ করিয়া বল, আমি অবশ্যই তাহার যথাবিধি প্রতীকার করিতে চেষ্টা করিব।" ভূপতি এবম্প্রকারে বারম্বার অনুরোধ করাতে আবুল হাসন তাঁহাকে আপন পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া তাঁহার নিকট আপন দুর্ঘটনার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। বিশেষতঃ স্বীয় জননীর প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ ও প্রতিবাসিগণের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ এবং কারাগারে আপনার দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ এই সমস্ত বিষয় বর্ণন করিতে করিতে যৎপরোনাস্তি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র এই সমস্ত কথা শুনিয়া আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না দেখিয়া আবুল হাসন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি আমার কথায় বিশ্বাস করিতেছ না? আমি কি তোমার সহিত রহস্য করিতেছি? এই দেখ আমার পৃষ্ঠদেশে প্রহারের চিহ্ন রহিয়াছে।" এই বলিয়া পৃষ্ঠের বস্ত্র উন্মোচনপূর্ব্বক প্রহারের চিহ্ন দেখাইলেন। মহীপাল তদ্দৃষ্টে সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া বিস্তর অনুতাপ প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে পুনরায় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "চল ভাই এক্ষণে বাটীতে চল, কল্য ইহার প্রতীকার করা যাইবে।'

এক ব্যক্তিকে বারদ্বয় অতিথি করিবেন না, যদিও আবুল হাসনের এই প্রতিজ্ঞা ছিল, তথাপি তিনি ভূপতির অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া বলিলেন, "তুমি যদি শপথ কর কল্য প্রত্যাগমন কালে দ্বার রুদ্ধ করিয়া যাইবে, তাহা হইলে, আমি তোমাকে গৃহে লইয়া গিয়া অতিথি করিতে পারি।" ভূপতি শপথপূর্ব্বক দ্বার রুদ্ধ করিয়া যাইতে স্বীকৃত হইলে, আবুল হাসন তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বালয়ে গমন করিলেন। রাজার সেই ক্রীত কিঙ্করও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। বাটী আসিতে আসিতে সন্ধ্যা হইলে, আবুল হাসন গৃহে উপনীত হইয়াই মাতাকে ডাকিয়া আলোক আনয়ন করিতে বলিয়া ভূপতিকে একখানি সোফোপরি উপবেশন করাইয়া আপনি তৎপার্শ্বে বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আহারের দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইলে, তাঁহারা দুইজনে ভোজন করি-

লেন। তৎপরে আবুল হাসনের জননী ফল মূল ও মদ্য আনিয়া উপস্থিত করিলে, আবুল হাসন প্রথমতঃ এক পাত্রে মদ্য ঢালিয়া আপনি পান করিলেন, তৎপরে আর এক পাত্র মদ্যে পরিপূর্ণ করিয়া ধরণীনাথকে পান করিতে দিলেন। এই প্রকারে উভয়ে কিঞ্চিৎকাল মদ্য পান করিলে, ভূপতি আবল হাসনের কিঞ্চিৎ উন্মত্ত ভাব দেখিয়া প্রেম বিষয়ক কথা উত্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি কখন কোন কামিনীর প্রেমে বিমুগ্ধ হইয়াছিলে?" আবুল হাসন কহিলেন, "প্রেম ও বিবাহের প্রতি আমার বিলক্ষণ বিদ্বেষ আছে, যেহেতু ঐ উভয় বিষয়েই স্ত্রীলোকের দাসত্ব স্বীকার করিতে হয়। অতএব, আমি ঐ দ্বয় হইতে বিরত হইয়া কেবল বন্ধু বান্ধব লইয়া একত্র ভোজন পান ও আমোদ প্রমোদ করিতে অত্যন্ত ভালবাসি, ইহাতে যে প্রকার সুখোৎপত্তি হইয়া থাকে তদ্রূপ আর কিছুতেই হয় না। তবে যে রজনীতে আমি প্রথমে তোমাকে আমার ভবনে আতিথ্য প্রদান করিয়াছিলাম সেই নিশিতে স্বপ্নে যে সকল ভুবন মোহিনী ও মিষ্টভাষিণী কামিনীকে দর্শন করিয়াছিলাম যদি সেই প্রকার কোন রমণী আমার প্রণয়িনী হয় এবং সমস্ত রজনী আমার সহিত একত্র উপবেশনপূর্ব্বক মদ্য পান ও যন্ত্র সহকারে গীত বাদ্য ও সুখজনক কথোপকথন করে এবং আমার চিত্তরঞ্জনার্থ আমার অভিলষিত সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করে, তাহা হইলে, বোধ করি আমি স্ত্রীলোকের প্রতি এতাদৃশ দ্বেষভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক তৎপ্রেমাসক্ত হইয়া তৎসঙ্গে সুখ স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতে পারি। কিন্তু সেরূপ চিত্তহারিণী কামিনী মাদৃশ জনের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠা সহজ নহে" ভূপতি বলিলেন, "তুমি যে প্রকার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, ভদ্র লোক মাত্রেই এই রূপ ইচ্ছা করিয়া থাকেন, অতএব আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, যাহাতে তোমার এই মনোভিলাষ পূর্ণ হয়, তদ্বিষয়ে আমি বিশেষরূপে চেষ্টা করিব।" ধরণীপতি এই কথা বলিয়া একটা পাত্রে কিঞ্চিৎ সুরা ঢালিয়া তাহাতে পূর্ব্বরূপ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ঐ পাত্র আবুল হাসনের হস্তে প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "যে মহিলা দ্বারা ভবিষ্যতে তোমার সুখোন্নতি হইবার সম্ভাবনা তাহার কুশলার্থ তুমি অগ্রে এই মদ্য টুকু পান কর।" রাজা এই কথা বলিবামাত্র আবুল হাসন সহাস্যবদনে তাঁহার হস্ত হইতে পানপাত্র গ্রহণপূর্ব্বক বলিলেন, "তোমার এই সামান্য অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলে, নিতান্ত অভদ্রতা প্রকাশ পায়, অতএব তোমার ইচ্ছানুসারে ইহা পান করিতেছি।" ইহা বলিয়া আবুল হাসন ঐ মদ্য পান করিতে না করিতেই একেবারে গম্ভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া আপন শয্যোপরি পতিত হইলেন। তখন ভূপতি, তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া রাজবাটীতে লইয়া যাইবার জন্য, ক্রীতদাসের প্রতি আদেশ করিলেন। আজ্ঞামাত্র

কিঙ্কর আবুল হাসনকে স্কন্ধে লইয়া অগ্রে অগ্রে চলিল, নৃপতিও স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভৃত্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। নরনাথ রাজভবনে উপনীত হইয়া আবুল হাসনকে পূর্ব্বরূপ রাজবস্ত্র পরিধান করাইয়া পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করাইলেন। তৎপরে, দাস, দাসী, কর্ম্মচারী এবং গান বাদ্যকারিণী রমণীগণ, আবুল হাসন গাত্রোত্থান করিলে পর যাহাতে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত থাকে তজ্জন্য ভূপতি তাহাদিগকে আজ্ঞা দিয়া আপনি শয়নাগারে গমন করিলেন এবং প্রধান নপুংসককে বলিয়া রাখিলেন, অতি প্রত্যূষে সে যেন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া দেয়।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে খোজাধ্যক্ষ ভূপতিকে জাগরিত করিয়া দিলে, রাজা কৌতুক দর্শনার্থ শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যে গৃহে আবুল হাসন নিদ্রিত ছিলেন তৎপার্শ্বস্থ একটী গৃহে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর মসরুর ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ এবং গীতবাদ্যকারিণী কামিনীসমূহ আবুল হাসনের শয্যার চতুষ্পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান থাকিল।

ক্রমে চূর্ণের মাদকতা শক্তি হ্রাস হইলে আবুল হাসনের নিদ্রাভঙ্গ হইল। ঐ সময়ে গান বাদ্যকারিণী রমণীগণ নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রসহকারে সুমধুরস্বরে গান করিতে আরম্ভ করিল। সংগীত শ্রবণে আবুল হাসন মোহিত হইয়া নেত্রোন্মীলন করিবামাত্র, পূর্ব্বে স্বপ্নে যে সমস্ত কামিনীকে দর্শন করিয়াছিলেন তাহারা সকলেই তাঁহার সমক্ষে গীত বাদ্য করিতেছে দেখিয়া এবং যে সুসজ্জিত গৃহে পূর্ব্বে শয়ন করিয়াছিলেন সেই গৃহেই নিদ্রা যাইতেছেন দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, " কি আশ্চর্য্য! এক মাস অতীত হইল আমি যে প্রকার স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলাম, এক্ষণে পুনর্ব্বার সেইরূপ স্বপ্নই দেখিতেছি। আবার বুঝি আমাকে লৌহপিঞ্জরে বদ্ধ হইয়া সেই রূপ প্রহার যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে? হে পরমেশ্বর! আমি তোমার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলাম, এক্ষণে তোমার মনে যাহা আছে কর।"

এই কথা বলিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এবং পুনরায় নেত্রোন্মীলনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "হে জগদীশ্বর! আমাকে রক্ষা কর।" ইহা বলিয়া পুনর্ব্বার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিলেন। তখন একজন কামিনী তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া, কহিল, " মহারাজ! গাত্রোত্থান করুন নমাজ পাঠের সময় অতীত হয়" তৎশ্রবণে আবুল হাসন বলিলেন, "তুমি কি আমাকে মহারাজ বলিয়া সম্বোধন করিতেছ? আমি মহারাজ নহি, আমি আবুল হাসন।" কামিনী কহিল, "আবুল হাসন কে আমরা চিনি না, আপনি ধর্ম্মাত্মা-পালক মহারাজ হারুণ অলরশীদ এইমাত্র জানি।" তচ্ছ্রবণে আবুল

হাসন আরও ব্যাকুলচিত্ত হইয়া বলিলেন, "হে জগদীশ্বর! আমাকে এই উপদেবতার হস্ত হইতে নিস্তার করুন।" বণিকনন্দনের এই বাক্য শ্রবণে মহীপাল হাস্য করিতে লাগিলেন। আবুল হাসন এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার নয়ন মুদ্রিত করিলে পর, ঐ রমণী পুনরায় কহিল, "হে ধর্ম্মাবতার! আপনাকে জাগ্রত করিবার নিমিত্ত আমাদিগের যাহা বলা উচিত তাহা বলিলাম, এক্ষণে রাজকার্য্যের সময় বহির্ভূত হইয়া যায় অতএব আমাদিগের যাহা কর্ত্তব্য তাহা করি।" এই বলিয়া ঐ রমণী তাঁহার এক হস্ত ধারণপূর্ব্বক অন্য এক যুবতীকে তাঁহার অপর হস্ত ধারণ করিতে বলিয়া তাঁহাকে শয্যা হইতে উঠাইয়া গৃহের মধ্যস্থলে লইয়া গিয়া উপবেশ করাইল। তৎপরে কামিনীগণ পরস্পর হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করত নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল, এবং বাদ্যকারিণী রমণীগণ বাদ্যবাদনপূর্ব্বক সংগীতারম্ভ করিল।

তখন আবুল হাসন অতীব বিস্ময়ান্বিত হইয়া মুক্তাদশনা ও শুকতারা নাম্নী কামিনীদ্বয়কে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা সত্য করিয়া বল দেখি আমি কে? কদাচ মিথ্যা বলিও না।" শুকতারা বলিল, "মহারাজ! আপনার কথা শুনিয়া আমরা অবাক্ হইলাম, আপনি কি জানেন না যে আপনি ধর্ম্মাত্মাপালক এবং পরমেশ্বরের প্রতিভূ স্বরূপ মহারাজ হারুণ অলরশীদ।" তাহার কথা শুনিয়া আবুল হাসন আরও চিন্তাযুক্ত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "হে পরমেশ্বর! আমি আবুল হাসন কি বোগ্দাদাধিপতি, আমার মনোমধ্যে এই সন্দেহ উদিত হইয়াছে, অতএব আমাকে সত্য জ্ঞান প্রদানপূর্ব্বক আমার এই ভ্রান্তি দূর করুন।" তৎপরে পৃষ্ঠের বসন মুক্ত করিয়া নারীগণকে দেখাইয়া বলিলেন, "স্বপ্নে কি কখন এরূপ প্রহারের চিহ্ন ঘটিতে পারে?" এই বলিয়া রাজবেশ ছিন্ন এবং মস্তক হইতে রাজমুকুট দূরে নিক্ষেপ করিয়া লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক তথা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং দুই জন কামিনীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় তাহাদিগের সহিত নৃত্য গীত করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা দেখিয়া মহীপাল আর হাস্যসংবরণ করিতে না পারিয়া দ্বার উদ্ঘাটনপূর্ব্বক বলিলেন, "ওহে আবুল হাসন! ক্ষান্ত হও, তোমার কাণ্ড দেখিয়া আমি আর হাস্য করিতে পারি না, হাস্য করিতে করিতে আমার প্রাণবিয়োগ হইবার উপক্রম হইয়াছে।"

ধরণীপতির কণ্ঠরব শ্রবণমাত্র রমণীগণ নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মানা হইলে, আবুল হাসন দেখিলেন বোগ্দাদাধিপতি, যিনি মোসলদেশীয় বণিকের বেশে তাঁহার বাটীতে অতিথি হইয়াছিলেন তিনিই তাঁহাকে সম্বোধন করিতেছেন। ইহাতে তাঁহার মনের ভ্রান্তি তিরোহিত হইল। অতএব তিনি রাজসমীপে গিয়া তাঁহাকে পরিহাসপূর্ব্বক বলিতে

লাগিলেন, "হে মোসল দেশীয় বণিক্! তুমি বলিতেছ আমার রঙ্গ দেখিয়া হাসিতে হাসিতে তোমার প্রাণ বিয়োগের সম্ভাবনা হইয়াছে, কিন্তু তোমার জন্যই আমি আমার জননীকে প্রহার করিলাম, তোমার জন্যই আমি কারাগারে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিলাম এবং তুমিই আমার সমস্ত ক্লেশের মূলীভূত কারণ,অথচ তোমার কোন দোষ না হইয়া সমস্ত দোষই আমার হইল?" তখন ভূপতি হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, "আবুল হাসন!তোমার কথাই সত্য, আমিই যথার্থ দোষী বটে, অতএব পরমেশ্বরের নিকট শপথপূর্ব্বক বলিতেছি আমার সেই দোষ ক্ষালনার্থ তুমি আমাকে যাহা করিতে বলিবে আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।" ইহা বলিয়া নরেন্দ্র ভৃত্যগণ দ্বারা আবুল হাসনকে অত্যুত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "আবুল হাসন!অদ্যাবধি তুমি আমার ভ্রাতা হইলে; এক্ষণে তোমার কি মনোবাঞ্ছা আছে প্রকাশ করিয়া বল, আমি তাহা এখনি পূর্ণ করিব।" আবুল হাসন কহিলেন, "হে ধর্ম্মাবতার! আপনি আমাকে কি প্রকারে এবং কি অভিপ্রায়ে এরূপ ভ্রান্তমতি করিয়াছিলেন তাহা আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া বলুন, তাহা হইলেই আমার সকল মনোভিলাষ পূর্ণ হয়।"

এই কথা শুনিয়া বোগদাদাধিপতি আবুল হাসনের সন্তোষ সম্পাদনার্থ গত মাসের প্রথম দিবসে নগরস্থ লোকদিগের আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি দর্শনার্থ ছদ্মবেশে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে যে প্রকারে তাঁহার গৃহে আতিথ্য স্বীকারপূর্ব্বক এক দিবসের জন্য তাঁহার রাজা হইবার অভিপ্রায় অবগত হইয়াছিলেন, এবং যে প্রকারে তাঁহার অজ্ঞাতসারে মদ্যের সহিত এক প্রকার চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তাঁহাকে অজ্ঞানাভিভূত করত রাজবাটীতে আনয়ন করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় আদ্যোপান্ত বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিয়া বলিলেন, "তৎপরে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তদ্বিবরণ তুমি নিজ মুখেই ব্যক্ত করিবাছ। আমার জন্য যে তোমাকে এতাদৃশ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। এক্ষণে তৎপরিহারার্থ আমাকে তোমার কি করিতে হইবে তাহা প্রকাশ করিয়া বল।"

আবুল হাসন কহিলেন, "মহারাজ! আপনি যে আমার সমস্ত দুঃখের কথা অবগত হইয়াছেন তাহাতেই আমার সকল কষ্ট দূর হইয়াছে। এক্ষণে আমার অভিলাষ এই যে, আমি সর্ব্বদা আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিতে পারি, তদ্বিষয়ে কেহই প্রতিবন্ধকতাচরণ না করে এই বিষয়ে আপনকার অনুমতি থাকিলেই চরিতার্থ হই।"

আবুল হাসনের এবম্প্রকার নিস্পৃহাকাঙ্ক্ষ বাক্য শ্রবণে ভূপতি তৎপ্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আবুল হাসন! তোমার যখনই ইচ্ছা হইবে তখনই নির্ব্বিঘ্নে রাজবাটীতে প্রবেশপূর্ব্বক আমার সহিত

সাক্ষাৎ করিও তদ্বিষয়ে কেহই তোমাকে নিবারণ করিবে না।” ইহা বলিয়া রাজপ্রাসাদের মধ্যেই আবুল হাসনকে একটী স্বতন্ত্র গৃহ দিয়া তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যখন যে অর্থের প্রয়োজন হইবে তাহা দিবার জন্য কোষাধ্যক্ষকের প্রতি আদেশ করিলেন। তৎপরে তাঁহাকে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক স্বীয় গর্ভধারিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি করিলেন।

আবুল হাসন এই রূপে রাজানুগৃহীত হইয়া ভূপালকে প্রণিপাত পূর্ব্বক বাটী গমন করত আপন জননার নিকট নিজ সৌভাগ্যের বিষয় আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলে পর তিনি সাতিশয় আহ্লাদিতা হইলেন।

আবুল হাসন এই রূপে সর্ব্বদা রাজসন্নিধানে অবস্থিতি করিয়া ক্রমে তাঁহার এমনি স্নেহ পাত্র হইয়া উঠিলেন যে, রাজা কখন কখন তাঁহাকে অন্তঃপুর মধ্যে প্রধানা মহিষী জোবেদীর নিকটেও লইয়া যাইতেন। আবুল হাসন এই রূপে ভূপতির সমভিব্যাহারে যখন যখন অন্তঃপুর মধ্যে যাইতেন তখনি পূর্ণসুখা নাম্নী রাজার এক পরম সুন্দরী ক্রীত কামিনীর প্রতি কটাক্ষপাত করিতেন। জোবেদী তাহা লক্ষ্য করিয়া এক দিবস মহীপালকে বলিলেন, “মহারাজ! বোধ করি আপনি মনোযোগপূর্ব্বক লক্ষ্য করেন নাই, আবুল হাসন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেই প্রতিবারে পূর্ণসুখার প্রতি সস্পৃহ কটাক্ষপাত করেন তাহাতে ঐ তরুণী বাহ্যিক লজ্জা প্রকাশ করে বটে, কিন্তু তাহার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, সেও তৎপ্রতি অনুরাগিনী আছে, অতএব আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে ইহাদের দুই জনের শীঘ্র বিবাহ দেওয়া যায়।”

বোগদাদাধিপতি কহিলেন, “হে প্রিয়ে! তোমার এই কথা শুনিয়া আমার একটী অঙ্গীকার স্মরণ হইল। আমি ইতিপূর্ব্বে আবুল হাসনের অভিপ্রায়ানুরূপ এক যুবতীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, অতএব তোমার এই কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত তুষ্ট হইলাম। এক্ষণে উভয়েই উপস্থিত আছে, ইহারা পরস্পর মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেই, এখনি এই শুভকর্ম্ম নির্ব্বাহ করা যায়।”

ইহা শুনিয়া আবুল হাসন রাজা ও রাজ্ঞীর পদতলে পতিত হইয়া কহিলেন, “হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আপনাদের যত্নে যে আমার বিবাহ হয় ইহা আমার প্রার্থনীয় বটে, কিন্তু পূর্ণসুখা যে আমার প্রতি সদয় হইয়া আমাকে পাণিদান করিবে আমি এমন প্রত্যাশা করিতে পারি না।” ইহা শুনিয়া পূর্ণসুখা ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক ভূপতির অভিপ্রায়ানুসারে যে বিবাহ করিতে সম্মতা আছে তাহা আকার ইঙ্গিতে প্রকাশ করিল।

অনন্তর মহাসমারোহপূর্ব্বক তাহাদের শুভ বিবাহ নির্ব্বাহ হইল। এবং বহু দিবস পর্য্যন্ত রাজপুরী মধ্যে নানাবিধ নৃত্য গীত ও আমোদ

আহ্লাদ হইতে লাগিল রাজমহিষী স্বীয় পরিচারিণীর সন্তোষের জন্য তাহাকে বিস্তর মহামূল্য দ্রব্য প্রদান করিলেন, এবং ভূপতিও আবুল হাসনকে যৌতুক স্বরূপ বিপুল অর্থ প্রদান করিলেন। পরে আবুল হাসন রাজানুগ্রহে অন্তঃপুর মধ্যে যে গৃহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই গৃহেই ঐ নব বিবাহিতা কামিনী প্রেরিত হইল। এইরূপে নব বিবাহিত যুবক যুবতী পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরাগ প্রকাশপূর্ব্বক পরমসুখে রাজভবনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর স্ত্রী পুরুষে ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া এমনি আমোদ প্রমোদে কালহরণ করিতে লাগিলেন যে, অপব্যয় নিবন্ধন এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহারা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তাহাতে কি করেন, রাজা ও রাণীর নিকট হইতে যৌতুক স্বরূপ যে সমস্ত বহুমূল্য রত্নালঙ্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎসমুদায় বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হইলেন। আবুল হাসন এই প্রকারে এক বৎসরের মধ্যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন "ভূপতি আমাকে রাজবাটীতে অবস্থিতি করিতে আজ্ঞা দিয়া বলিয়াছিলেন আমার যখন যাহা প্রয়োজন হইবে, আমি ধনরক্ষকের নিকটে প্রার্থনা করিবামাত্র তখনি তাহা প্রাপ্ত হইব, কিন্তু যখন এরূপ অপব্যয় দ্বারা রাজা ও রাণীর প্রদত্ত সমস্ত অর্থ নষ্ট করিয়াছি এবং রাজকোষ হইতে মধ্যে মধ্যে যাহা গ্রহণ করিয়াছিলাম তৎসমুদায়ও অনর্থক ব্যয় করিয়াছি তখন আমার এই উপস্থিত দুরবস্থার বিষয় ভূপতির নিকট নিবেদন করিলে, তাঁহার নিকট কেবল অপব্যয়ী বলিয়া আমাকে অত্যন্ত লজ্জিত হইতে হইবে, অতএব ইহা কোন ক্রমে তাঁহার কর্ণগোচর করা হইবে না। জননীর নিকট গমন করিলেও যথেষ্ট অর্থ প্রাপ্ত হইতে পারি, কিন্তু আমি যে পুনর্ব্বার এরূপ অপব্যয় দ্বারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি তাহা তিনি জানিতে পারিলেও তাঁহার নিকট যৎপরোনাস্তি অপমানিত হইব, অতএব মাতৃসন্নিধানেও গমন করা যুক্তিসিদ্ধ নহে।"

আবুল হাসন নিস্তব্ধভাবে এইরূপ নানা প্রকার চিন্তা করণানন্তর স্বীয় বনিতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "প্রিয়ে! তোমার বাহ্যিক ভাব দৃষ্টে অনুমান হইতেছে যে, তুমিও আমার মত অর্থাভাব বশতঃ ব্যাকুলচিত্তা হইয়াছ। অতএব এক্ষণে মহীপাল ও রাজমহিষীর নিকট অর্থ যাচ্ঞা না করিয়া আমাদিগের কষ্ট নিবারণের একটী উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি তাহাতে আমাদের পরস্পরেরই সহায়তার আবশ্যক, তদ্বিষয়ে তোমার মত কি?" এই কথা শুনিয়া পূর্ণমুখা বলিলেন, "হে নাথ! আমিও অর্থাভাব জনিত সাতিশয় কষ্টভোগ করিতেছি, অতএব যথাসাধ্য আপনকার সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি, মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলুন।"

আবুল হাসন কহিলেন, "এক্ষণে আমার অভিপ্রায় এই যে, আমি কপটতাপূর্ব্বক মৃত ব্যক্তির ন্যায় শয়ন করিয়া থাকিব, তুমি এক খানি শুভ্র বস্ত্রে আমার সর্ব্ব শরীর আবৃত করিয়া মহা শোকাকুলা হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে রাজ্ঞীর নিকট গমন করত আমার মৃত্যুর সংবাদ দিবে। তাহা হইলেই তিনি আমার জন্য সাতিশয় দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক আমার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদনার্থ তোমাকে এক শত স্বর্ণমুদ্রা এবং এক প্রস্ত অত্যুত্তম সাটিন বস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক রাজবাটী হইতে বিদায় দিবেন। তুমি তৎসমুদায় গ্রহণপূর্ব্বক স্বালয়ে প্রত্যাগমন করিবামাত্র আমি গাত্রোত্থান করিব। পরে তোমাকে ঐরূপ মৃতবৎ ভূতলে শয়ন করাইয়া আমি রাজসমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে এই সংবাদ জ্ঞাত করিলে, তিনিও দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তোমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনার্থ আমাকে একশত স্বর্ণমুদ্রা ও এক প্রস্ত সাটিন বস্ত্র প্রদান করিবেন, তাহা হইলেই আমরা কিছু দিন সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারিব।"

পূর্ণসুখা এই পরামর্শ শ্রবণানন্তর সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিলে, আবুল হাসন মৃতবৎ ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার ভার্য্যা তৎক্ষণাৎ তাঁহার সর্ব্বশরীর এক খানি শ্বেত বস্ত্রে আচ্ছাদন করিয়া ছিন্ন ভিন্ন বেশা ও বিগলিত কেশা হইয়া চীৎকারশব্দে রোদন করিতে করিতে রাজ-প্রিয়া জোবেদার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। রাজপ্রেয়সী পূর্ণসুখার ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণে যৎপরো নাস্তি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া গৃহদ্বারে আগমন পূর্ব্বক পূর্ণসুখাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পূর্ণসুখে! তুমি কি জন্য এত ক্রন্দন করিতেছ?' রাজ্ঞীর প্রমুখাৎ এই কথা শুনিবামাত্র পূর্ণসুখা জোবেদার পদতলে পতিত হইয়া বক্ষে করাঘাত করত আরও উচ্চৈঃ-স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কপট দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে কহিলেন, 'ঠাকুরাণি! দুঃখের কথা আর কি বলিব, আপনার অনুগ্রহে যে বণিক্‌নন্দনকে পতিলাভ করিয়াছিলাম, সেই হতভাগ্য আবুল হাসনের মৃত্যু হই-য়াছে।" রাজ্ঞী এই কথা শুনিবামাত্র অত্যন্ত বিস্ময়াম্বিতা হইয়া পূর্ণ-সুখাকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "পূর্ণসুখে! তুই কি বলিলি, সেই বণিকনন্দনের মৃত্যু হইয়াছে? হা হতভাগ্য! এত শীঘ্র যে তোমার মৃত্যু হইবে তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না।"

তৎপরে রাজমহিষী বণিক্‌নন্দনের শোকে ক্রন্দন করিতে করিতে আপন ধনরক্ষিকাকে নিকটে ডাকাইয়া আবুল হাসনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহার্থ এক শত স্বর্ণমুদ্রা এবং একখানি সাটিন বস্ত্র আনয়ন করিতে অনুমতি করিলেন।

আজ্ঞামাত্র মুদ্রা ও বস্ত্র আনীত হইলে, রাজরাণী তৎসমুদায় পূর্ণ-সুখার হস্তে প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "তুমি এই বস্ত্র এবং মুদ্রা দ্বারা

স্বামীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করণানন্তর গৃহে গিয়া বাস করত আর দুঃখ বা খেদ করিও না এবং তোমার রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমার উপর রহিল।” এই কথা শ্রবণানন্তর পূর্ণসুখা সানন্দচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিবামাত্র আবুল হাসন উঠিয়া বসিলেন এবং উভয়েই আনন্দে হাস্য পরিহাস করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পূর্ণসুখা মৃতের ন্যায় ভূতলে শয়ন করিলে, আবুল হাসন তাঁহার সর্ব্ব শরীর বস্ত্রাবৃত করিয়া নেত্রনীরে ভাসিতে ভাসিতে রাজসমীপে গমন করত সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহীপাল যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়া আবুল হাসনের শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আবুল হাসন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে উত্তর করিলেন, “হে পুণ্যাত্মন্ প্রতিপালক! আপনি আমার সুখোন্নতির জন্য অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক যাহাকে আমার বনিতা করিয়া দিয়াছিলেন সেই পূর্ণসুখা”—ইহা বলিয়া আর কোন কথা বলিতে না পারিয়া কেবল অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। আবুল হাসন যে আপন ভার্য্যার মৃত্যু সংবাদ প্রদানার্থ রাজবাটী আগমন করিয়াছেন ধরণীশ্বর তাহা বুঝিতে পারিয়া সাতিশয় দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক পূর্ণসুখার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহার্থ ধনরক্ষকের নিকট হইতে এক শত স্বর্ণ মুদ্রা ও এক খানি সাটিন বস্ত্র আনয়ন করাইয়া আবুল হাসনের হস্তে প্রদান করিলেন। আবুল হাসন তাহা গ্রহণপূর্ব্বক রাজাকে নমস্কার করিয়া স্বভবনে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক গৃহের দ্বার মুক্ত করিবামাত্র তদীয় রমণী মৃত্যুশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করত দ্রুতগতি তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন, কার্য্য ত সিদ্ধ হইয়াছে?” বনিতার প্রমুখাৎ এই কথা শুনিবামাত্র আবুল হাসন ভূপাল প্রদত্ত সমুদায় দ্রব্য তদীয় হস্তে প্রদান করিয়া সাতিশয় আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক পরস্পর বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন।

এখানে নরেন্দ্র জানিতেন, পূর্ণসুখা রাজমহিষীর পরম প্রিয়পাত্রী ছিল, সুতরাং তাহার মৃত্যুতে রাজ্ঞী অত্যন্ত মনঃকষ্ট পাইয়া থাকিবেন, অতএব তাঁহাকে প্রবোধ দিবার জন্য খোজাধ্যক্ষকে সমভিব্যাহারে লইয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন। তথায় রাণীকে সাতিশয় শোকাকুলা দেখিয়া তন্নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, “প্রিয়ে! আর বৃথা শোক করিও না, পূর্ণসুখা বহু গুণান্বিতা ছিল বটে, কিন্তু তজ্জন্য শোক করিলে আর কি হইবে, তাহার পুনর্জ্জীবিতা হইবার কোন আশা নাই।” জোবেদী ভূপতিপ্রমুখাৎ পূর্ণসুখার মৃত্যুর কথা শুনিয়া প্রথমতঃ সাতিশয় বিস্মিতা হইয়া কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না, পরে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি কি প্রকারে আমার প্রিয়পাত্রী পূর্ণসুখার মৃত্যুর

কথা বলিতেছেন, তাহার ত মৃত্যু হয় নাই সে জীবিতা আছে। আমি আপনকার প্রিয়পাত্র আবুল হাসনের পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ পাইয়া আক্ষেপ করিতেছি, কিন্তু কি আশ্চর্য্য আপনি তাহার জন্য কিছুমাত্র শোক করিতেছেন না।"

ভূপাল আবুল হাসনকে স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, সুতরাং রাজ্ঞীর কথায় অবিশ্বাস করিয়া কহিলেন, 'প্রিয়তমে! তুমি আবুল হাসনের জন্য বৃথা অশ্রুপাত করিও না, তাহার মৃত্যু হয় নাই, সে এইমাত্র আমার নিকট হইতে তাহার বনিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহার্থ এক শত স্বর্ণ মুদ্রা এবং এক খানি সাটিন বস্ত্র লইয়া প্রস্থান করিতেছে।"রাজ্ঞী বলিলেন, "মহারাজ! এক্ষণে রহস্য করিবার সময় নহে, আমি আপনাকে নিশ্চয় বলিতেছি আবুল হাসনেরই লোকান্তর প্রাপ্তি হইয়াছে, তাহার বিধবা রমণী আমাকে ঐ সংবাদ দিয়া এই মাত্র আমার নিকট হইতে তাহার সদ্গতি সম্পাদনার্থ এক শত স্বর্ণ মুদ্রা লইয়া গমন করিতেছে, তৎকালে আমার পরিচারিণীগণ আমার নিকটে উপস্থিত ছিল, আপনি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই, সবিশেষ জানিতে পারিবেন।"

জোবেদীর এই সমস্ত বাক্য শুনিয়া নৃপতি হাস্য করিয়া কহিলেন, "দেখ আমি শপথপূর্ব্বক বলিতেছি তোমার প্রিয়সখীরই মৃত্যু হইয়াছে।"

রাজ্ঞী কহিলেন, "আমিও পরমেশ্বরের নাম গ্রহণপূর্ব্বক বলিতেছি আবুল হাসনই লোকান্তর গমন করিয়াছেন।"

এই প্রকার তর্কবিতর্কের পর, ভূপাল সাতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া আবুল হাসন এবং পূর্ণসুখা উভয়ের মধ্যে কাহার মৃত্যু হইয়াছে এ বিষয়ের সত্য সংবাদ আনয়নার্থ মসরুরকে আবুল হাসনের নির্দ্দিষ্ট গৃহে পাঠাইয়া দিলেন

এখানে আবুল হাসন গবাক্ষ দিয়া মসরুর আসিতেছে দেখিয়া, তাহাকে ভূপতি প্রেরণ করিয়াছেন নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়া পূর্ণসুখাকে পুনরায় মৃতবৎ ভূতলে শয়ন করিতে বলিয়া আপনি তাহার সর্ব্ব শরীর বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া ম্লান বদনে তৎপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তৎপরে মসরুর গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "দেখ ভাই আমার প্রিয় বনিতা প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে ইহা অপেক্ষা শোকের বিষয় আর কি আছে।" মসরুর এই কথা শুনিয়া সাতিশয় দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক আবুল হাসনকে বলিতে লাগিলেন, "দেখ আবুল হাসন! রাজা এবং রাণী তোমার ও পূর্ণসুখার মৃত্যু লইয়া বিস্তর তর্কবিতর্ক করিয়াছেন, অবশেষে তাঁহাদের বিবাদ ভঞ্জনের জন্য মহীপাল আমাকে তোমার গৃহে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমি যাহা দর্শন করিলাম তাহাই গিয়া বলিব, কিন্তু তোম

হয়, রাজ্ঞী আমার বাক্যে প্রত্যয় করিবেন না, কারণ স্ত্রীলোকগণের কেমন একটী চমৎকার স্বভাব, তাহাদের একবার একটা সংস্কার জন্মিয়া গেলে, তাহারা তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান করিয়া রাখে, তদ্বিপরীত বাক্য সত্য হইলেও তাহাতে কর্ণপাত করে না। আমি ভূপতিকে সংবাদ দিয়া এখনই আসিতেছি, তুমি আমার জন্য ক্ষণকাল অপেক্ষা করিও, আমি তোমার সহিত গোরস্থানে গমন করিব।" খোজাধ্যক্ষ এই কথা বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

পরে আবুল হাসন স্বীয় প্রেয়সীকে গাত্রোত্থান করাইয়া বলিলেন, "দেখ প্রেয়সি! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে জোবেদী মসরুরের কথায় বিশ্বাস না করিয়া অবশ্যই আমাদিগের নিকট তাঁহার কোন বিশ্বাসপাত্রী ক্রীত বন্দিনীকে পাঠাইয়া দিবেন, অতএব আমাকে আর একবার মৃতাবস্থায় ভূতলে পতিত হইতে হইল।" ইহা কহিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ শয়ন করিলে পর তদীয় রমণী তাঁহাকে বস্ত্রাবৃত করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

এদিকে মসরুর রাজা এবং রাণীর নিকটে উপনীত হইয়া পূর্ণসুধার মৃত্যু সংবাদ নিবেদন করিলে, মহীপাল হাস্য করিয়া বলিলেন, "দেখ রাজ্ঞি! আমার কথাই সত্য হইল তোমার প্রিয়তমা সঙ্গিনীই জীবিতা নাই।" জোবেদী কহিলেন, "আমি ঐ কিঙ্করের কথায় কদাচ বিশ্বাস করিতে পারি না, কারণ আমি পূর্ণসুধাকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি।"

মসরুর কহিল, "রাজ্ঞি! আমি শপথপূর্ব্বক বলিতেছি পূর্ণসুধারই মৃত্যু হইয়াছে।" ইহা শুনিয়া জোবেদী ক্রোধভরে বলিলেন, "দূর হ, মিথ্যাবাদী নিকৃষ্ট কিঙ্কর! আমি এখনি তোর বাক্য যে মিথ্যা তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছি।" ইহা বলিয়া বৃদ্ধা ধাত্রীকে নিকটে ডাকাইয়া আবুল হাসনের বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। আজ্ঞামাত্র প্রাচীনা বনিক নন্দনের ভবনে গিয়া দেখিল পূর্ণসুধা মৃত পতির পার্শ্বে উপবিষ্টা হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতেছে, "হে প্রিয় আবুল হাসন! হে প্রাণ নাথ! আমি তোমার কি করিয়াছি যে, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে।" ইহা শুনিয়া ধাত্রী বিস্তর শোক প্রকাশপূর্ব্বক আবুল হাসনের আচ্ছাদন বস্ত্র উত্তোলন করত তাঁহার বদন নিরীক্ষণ করিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং পূর্ণসুধাকে অনেক প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া দ্রুতবেগে রাজা এবং রাজমহিষীর নিকট প্রত্যাগমনপূর্ব্বক অবুল হাসনের মৃত্যু সংবাদ প্রদান করিল। জোবেদী এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ধাত্রীকে বলিলেন, "মহারাজ আমাকে নিতান্ত বোধশূন্যা বিবেচনা করিয়াছিলেন, অতএব উঁহারি নিকট আর একবার স্পষ্ট করিয়া এই সত্য সমাচার ব্যক্ত কর। ইহা শুনিয়া দুরাত্মা কুকর্ম্মা মসরুরেরও চৈতন্যোদয় হউক।" অনন্তর প্রধান নপুংসক ও

ধাত্রী উভয়ের মধ্যে মহা বিবাদ উপস্থিত হইল। মসরুর রাণীর সমক্ষে ধাত্রীর যৎপরোনাস্তি অপমান করিতে উদ্যত হইলে রাজমহিষী মহীপালকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, ' মহারাজ! আপনি খোজাধ্যক্ষের আচরণ স্বচক্ষে দেখিলেন অতএব ইহার বিচার করুন।" ইহা শ্রবণ করিয়া বোগদাদাধীশ্বর ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন,' রাজমহিষি! প্রথমতঃ আমি দ্বিতীয়তঃ তুমি তৃতীয়তঃ প্রধান নপুংসক এবং চতুর্থতঃ প্রাচীনা ধাত্রী, আমরা সকলেই পরস্পর মিথ্যাবাদী হইয়া" কেহ-কাহার কথা প্রত্যয় করিতে পারিতেছি না অতএব চল আমরা সকলেই আবুল হাসনের গৃহে গিয়া সত্যাসত্য অবগত হইয়া আসি তাহা হইলেই, আমাদের সকল সন্দেহ দূর হইবে।" ভূপতি এই কথা বলিবামাত্র চারি জনেই গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আবুল হাসনের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।
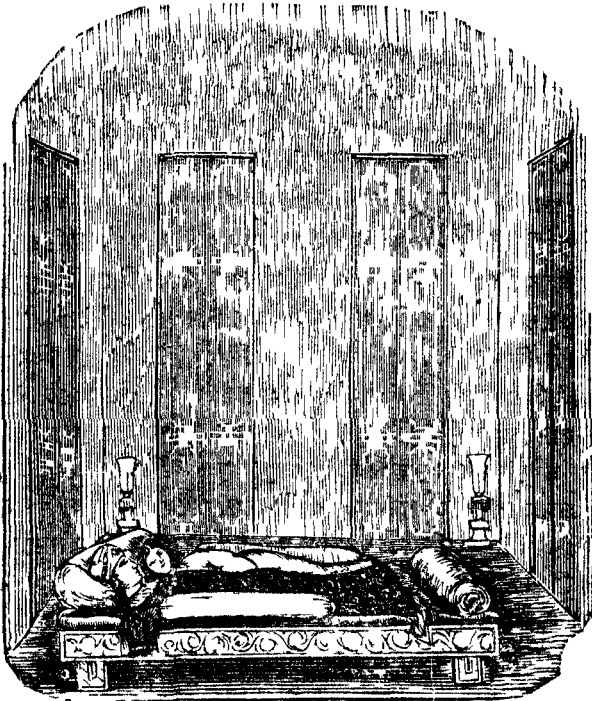
আবুল হাসন এবং পুর্ণমুখা মৃতাবস্থায় শয্যোপরি শায়িত রহিয়াছেন।

এখানে আবুল হাসন রাজবাটী হইতে কখন কে আসে সতর্কভাবে তাহাই লক্ষ্য করিতে ছিলেন, অতএব তাঁহাদিগকে গবাক্ষ দ্বার দিয়া দেখিবামাত্র আপন স্ত্রীকে পূর্ব্বরূপ মৃতশয্যার শয়ন করিতে উপদেশ দিয়া আপনিও তদবস্থায় তৎপার্শ্বে পতিত রহিলেন। রাজা রাণী

প্রভৃতি সকলেই ঐ গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক যখন দেখিলেন আবুল হাসন এবং পূর্ণমুখা উভয়েই লোকান্তর গমন করিয়াছেন, তখন আর তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

অনন্তর দেবী কহিলেন, "হে ধরণীপতে! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে আবুল হাসনেরই অগ্রে মৃত্যু হইয়াছে এবং আমার প্রিয় সহচরী পতিশোকে কাতরা হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে।"

ইহা শুনিয়া নরেন্দ্র কহিলেন, "না প্রিয়ে! ও কথা বলও না পূর্ণমুখা অগ্রে তনুত্যাগ করিয়াছে তৎপরে তাহার শোকে আবুল হাসনের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে, ইহার আর সন্দেহ নাই।" এই কথা লইয়া পুনর্ব্বার একটী নূতন বিবাদের সূত্রপাত হইল। অনন্তর স্ত্রী পুরুষে বিস্তর তর্কবিতর্ক করিবার পর, মহীপাল স্বয়ং শবদ্বয়ের সমীপবর্ত্তী হইয়া কে অগ্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে তাহা নিশ্চয়রূপে অবগত হইবার মানসে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমি পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া শপথপূর্ব্বক কহিতেছি যে যে ব্যক্তি বলিতে পারিবে ইহাদের মধ্যে কে অগ্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে আমি তাহাকে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দিব।" ভূপতির মুখ হইতে এই কথা বিনির্গত হইতে না হইতেই আবুল হাসন বস্ত্রমধ্য হইতে বলিয়া উঠিলেন "হে ধর্ম্মাবতার! আমাকেই ঐ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা অর্পণ করুন আমিই অগ্রে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলাম।" ইহা বলিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক নরেন্দ্রের চরণতলে পতিত হইলেন।

ইতিমধ্যে তাঁহার ভার্য্যাও বস্ত্র মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া রাজমহিষীর পদতলে নিপতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "রাজ্ঞি! আমাকেই ঐ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করুন আমিই অগ্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলাম।" রাজ্ঞী তাহার কথার কোন উত্তর না দিয়া প্রিয় পরিচারিণীকে পুনর্জ্জীবিতা দেখিয়া মহা তুষ্টা হইয়া কহিলেন, "পূর্ণমুখে! তোর জন্য আমি বিস্তর কষ্টভোগ করিয়াছি, কিন্তু তুই যে যথার্থ তনুত্যাগ করিস্ নাই, ইহাতে আমি যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলাম।" তদনন্তর ভূপাল আবুল হাসনকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "আবুল হাসন! তুমি কি দ্বিতীয় বার আমাকে হাসাইয়া আমার প্রাণবিয়োগ করিবার মানসে এরূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছ?" আবুল হাসন কহিলেন, "মহারাজ! আমি আপনার নিকটে কোন কথা গোপন না রাখিয়া অকপটে সমুদায় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। আমি যে প্রকার ভোজন পানে অনুরক্ত তাহা আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন এবং আমাকে যে রমণী প্রদান করিয়াছেন, সেটিও তদপেক্ষা। অতএব আপনি আমাদিগের ভরণপোষণ নির্ব্বাহার্থ যে অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন, যদিও তাহাতে অপরের সুখে সচ্ছন্দে কালাতিপাত

হইতে পারিত তথাপি আমার নিজের অপব্যয় নিবন্ধন তাহাতে আমার অনাটন নিবারণ না হওয়াতে ক্রমে ঋণগ্রস্ত হইয়া এবং ঐ ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য স্বর্ণ রৌপ্যাদি যে কিছু ছিল তৎসমুদায় বিক্রয় করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িলাম। এ বিষয় মহারাজের কর্ণগোচর করিতে সাতিশয় লজ্জা বোধ হওয়াতে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পরিশেষে অর্থ সংগ্রহার্থ এই উপায় অবলম্বন করিয়াছি, অতএব অনুগ্রহপূর্ব্ব আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

ইহা শুনিয়া নরেন্দ্র মহা তুষ্ট হইয়া আবুল হাসনকে স্বীয় অঙ্গীকারানুসারে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন এবং রাজমহিষীও স্বীয় প্রিয় পরিচারিণীকে জীবিত দেখিয়া মহা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দিলেন।

অনন্তর আবুল হাসন এবং পূর্ণমুখা উভয়েই রাজা ও রাণীর পরম স্নেহাস্পদ হইয়া সচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

আলাদিন ও আশ্চর্য্য প্রদীপের কথা।

শাহারজাদী কহিলেন, মহারাজ! চীনরাজ্যান্তর্গত কোন রাজধানীতে মস্তফা নামে এক দরজি বাস করিত। তাহার এক স্ত্রী ও একটী পুত্র ছিল। সে এমনি দরিদ্র ছিল যে, দরজির কর্ম্ম করিয়া প্রতি দিন যাহা উপার্জ্জন করিত, তদ্দ্বারা তাহার এই স্বল্প পরিবারেরও ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হইত না। ঐ দরজির পুত্রের নাম আলাদিন। আলাদিন বাল্যকালে অতি দুশ্চরিত্র এবং পিতা মাতার অবাধ্য ছিল। সে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবল সমবয়স্ক দুষ্ট বালকগণের সহিত পথে পথে খেলা করিয়া দিনপাত করিত। পরে কর্ম্ম শিক্ষার কাল উপস্থিত হইলে, দরজি তাহাকে কর্ম্মশিক্ষা করাইবার জন্য আপন দোকানে লইয়া যাইত, কিন্তু মিষ্ট বাক্য অথবা তাড়না কিছুতেই সে তদ্বিষয়ে মনোযোগ দিত না। পিতাকে এক বার অন্যমনস্ক দেখিলেই সে সমস্ত দিনের জন্য স্থানান্তরে পলায়ন করিয়া থাকিত। ইহাতে মস্তফা তাহাকে সর্ব্বদা ভর্ৎসনা করিত, কিন্তু কোন প্রকারেই তাহার সেই কুস্বভাবের পরিবর্ত্তন হইল না দেখিয়া দরজি অত্যন্ত মনোবেদনায় স্বল্পকালের মধ্যেই এরূপ পীড়িত হইয়া পড়িল যে, তাহাতেই তাহার প্রাণনাশ হইল।

দরজির মৃত্যু হইলে পর, আলাদিনের জননী, পুত্রকে কর্ম্ম কার্য্যে অত্যন্ত অমনোযোগী দেখিয়া দোকান তুলিয়া দিয়া, দোকানের বস্ত্রাদি বিক্রয় দ্বারা একটী চরকা ক্রয় করিল এবং তদ্দ্বারা সূতা প্রস্তুত করিয়া কোন প্রকারে আপনার ও পুত্রটীর ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতে

লাগিল। এক্ষণে আলাদিন পিতৃশাসনভয় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মাতার অত্যন্ত অবাধ্য হইয়া উঠিল, সে ভ্রমক্রমেও তাঁহার কোন কথা শুনিত না, এবং তাহার মাতা কর্ম্ম কার্য্যের কোন কথা উত্থাপন করিলেই সে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া সমস্ত দিন ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত।

এক দিবস আলাদিন এই প্রকারে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া কতিপয় মন্দ বালকের সহিত রাজপথে ক্রীড়া করিতেছে, এমন সময়ে আফ্রিকা দেশস্থ একজন বিখ্যাত মায়াবী আপনার কোন কার্য্য সিদ্ধির মানসে সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। সে আলাদিনকে দেখিবামাত্র ঐ স্থানে দণ্ডায়মান হইল, এবং অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যখন বুঝিল যে তাহার দ্বারাই স্বকার্য্য সাধন হইতে পারিবে, তখন সে প্রতিবাসী লোকদিগের নিকট হইতে তাহার পরিচয়াদি অবগত হইয়া আসিল। তৎপরে সে আলাদিনের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হে কুমার! তুমি কি মস্তফা দরজির পুত্র?" আলাদিন উত্তর করিল, "হাঁ মহাশয়, আমি তাঁহারই পুত্র বটে, কিন্তু বহু দিবস গত হইল তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে।"

এই কথা শুনিবামাত্র, মায়াবী আলাদিনের গলদেশ ধারণ করিয়া তাহার মুখ চুম্বনপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিল। আলাদিন তাহাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রোদন করিতে করিতে বলিল, "বাছা! আমি তোমার পিতৃব্য, তোমার পিতা আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন। আমি বহুকাল দেশ ভ্রমণের পর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রত্যাশায় স্বদেশে আগমন করিয়াছি, কিন্তু তোমার প্রমুখাৎ তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া যে কি পর্য্যন্ত সন্তাপিত হইলাম তাহা বর্ণনাতীত।" মায়াবী এইরূপ কপট শোক প্রকাশানন্তর আলাদিনকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "এক্ষণে তোমার জননী কোথায়?" তাহাতে আলাদিন আপনাদিগের বাসস্থানের পরিচয় দিল। তৎশ্রবণে মায়াবী আলাদিনের হস্তে কতিপয় স্বর্ণমুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক বলিল, "বৎস! এই কয়েটী মুদ্রা তোমার মাতার হস্তে দিয়া তাঁহাকে আমার প্রণাম জানাইও, যদি আমি অবকাশ পাই, তাহা হইলে কল্য আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।" ইহা বলিয়া মায়াবী সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

আলাদিন মুদ্রা পাইয়া সানন্দচিত্তে গৃহে গিয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা! আমার কি কোন খুড়া আছে?" তাহার জননী কহিল, "না বাছা- তোমার পিতৃব্য কিম্বা মাতুল কেহই নাই।" ইহা শুনিয়া আলাদিন বলিল, "অল্পক্ষণ হইল, এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে কহিলেন, আমি তোমার পিতৃব্য, এবং আমার জনক লোকান্তরিত হইয়া

ছেন শুনিয়া তিনি কতই ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তৎপরে আমার মুখচুম্বন করিয়া আমার হস্তে এই কয়েকটী টাকা দিয়া কল্য আসিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া চলিয়া গেলেন।" আলাদিন এই কথা বলিয়া মাতার হস্তে মুদ্রা কয়েকটী প্রদান করিলেন। তাঁহার জননী অনেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, "হাঁ বাছা! তোমার এক জন খুড়া ছিল বটে, কিন্তু বহু দিন হইল তাহার মৃত্যু হইয়াছে।" পরে তাহারা সে দিন এ কথার আর কোন উল্লেখ করিল না।

পর দিবস জাদুকর আলাদিনকে নগরের অন্য এক পল্লীতে সেই প্রকার ক্রীড়া করিতে দেখিয়া তাহাকে পূর্ব্বরূপ আলিঙ্গন করিয়া তদীয় হস্তে দুইটী স্বর্ণমুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক বলিল, "বাছা! তুমি এই দুইটী মুদ্রা তোমার মাতাকে দিয়া বলিও তিনি যেন আমাদের ভোজনার্থ যৎকিঞ্চিৎ আয়োজন করিয়া রাখেন, আমি অদ্য রাত্রিতে তোমাদের গৃহে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। এক্ষণে আমাকে তোমাদের বাটী দেখাইয়া রাখ।" তদনুসারে আলাদিন মায়াবীকে স্বীয় ভবন দেখাইয়া দিয়া সত্বর মাতার নিকট গমন করত তাঁহার হস্তে সেই দুইটী স্বর্ণমুদ্রা দিয়া খুড়ার অভিপ্রায় অবগত করিল। আলাদিনের জননী মুদ্রা প্রাপ্তে ভুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ সমুদয় খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করণানন্তর আপনাদের যে যে পাত্রাদির অভাব ছিল তাহা প্রতিবাসীদিগের বাটী হইতে চাহিয়া আনিল এবং সন্ধ্যার পর বলিল, "আলাদিন! বোধ করি তোমার খুড়া আমাদের বাটী অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই, অতএব তুমি কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া আইস।" আলাদিন যদিও তাহার কপট পিতৃব্যকে পূর্ব্বাহ্নে বাটী দেখাইয়া রাখিয়াছিল, তথাপি মাতার আজ্ঞানুসারে বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে দ্বারাঘাতের শব্দ শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ দ্বার মুক্ত করিয়া দিল। মায়াবী নানা প্রকার ফল মূল ও মদ্য সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল, তৎসমুদয় আলাদিনের হস্তে প্রদান করিয়া তাহার জননীকে নমস্কার করিয়া স্বীয় সহোদর মোস্তফা যে স্থানে উপবেশন করিতেন তাহা দেখাইয়া দিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিল। আলাদিনের মাতা সেই স্থান দেখাইয়া দিলে, জাদুকর শাতিত-জানু হইয়া ঐ স্থানটী কয়েকবার চুম্বন করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিলাপ করিতে করিতে কহিল, "হে প্রিয় সহোদর! আমার কি দুর্ভাগ্য, যে তোমার মরণকালে আমি একবার তদীয় শ্রীচরণ দর্শন করিতে পারিলাম না।"

অনন্তর আলাদিনের মাতা মায়াবীকে তাহার ভ্রাতার আসনে বসিতে অনুরোধ করিলে সে বলিল, "এই আসনে যখন আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উপবেশন করিতেন তখন তাঁহার আসনে উপবেশন করা আমার

কর্ত্তব্য নহে, অতএব আমি এমন স্থানে উপবেশন করিয়াছি যথা হইতে অনায়াসেই তাঁহার আসন দেখিতে পাওয়া যায়।" ইহা শুনিয়া আলাদিনের মাতা ঐ বিষয়ে আর কোন কথা কহিল না, তাহাতে সে আপনি উপবেশনের স্থান মনোনীত করিয়া লইল।

পরে মায়াবী আলাদিনের মাতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল, "ভ্রাতৃপত্নি! তুমি আমাকে কখন দেখ নাই। প্রায় চল্লিশ বৎসর অতীত হইল আমি স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভারতবর্ষ, পারস্য, আরব্য ও মিসর প্রভৃতি নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে জন্মভূমি দর্শন এবং সহোদর প্রভৃতি আত্মীয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে এই স্থানে পুনরাগমন করিবামাত্র প্রিয় সহোদরের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে যৎপরোনাস্তি মনস্তাপ পাইয়াছিলাম, কিন্তু তৎপরে আলাদিনের মুখাবলোকন করিয়া আমার শোকের অনেক হ্রাস হইয়াছে।" এই সকল কথা শুনিবামাত্র আলাদিনের জননী স্বামীকে স্মরণ করিয়া সাতিশয় বিলাপ করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে জাদুকর আর সে কথার উত্থাপন না করিয়া আলাদিনের কর্ম্ম কার্য্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, আলাদিনের মাতা তাহার কুরীতি ও কুসংসর্গের কথা এবং তাহার পিতা বিস্তর চেষ্টা করিয়াও যে তাহাকে স্বীয় ব্যবসায়ের কিছুই শিখাইতে পারেন নাই তৎসমুদায় বলিতে লাগিলেন। তৎশ্রবণে মায়াবী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "আলাদিন! ইহা বড় নিন্দার কথা. এক্ষণে তোমাকে জীবিকা নির্ব্বাহের চিন্তা করিতেই হইবে। তবে যদি তোমার পৈতৃক ব্যবসায় মনোনীত না হয়, তাহাতে কোন হানি নাই. আমি তোমাকে এক খানি রেশমি বস্ত্রের দোকান করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি, উহার দ্বারা অনায়াসেই তোমাদের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ হইতে পারিবে, তদ্বিষয়ে তোমার মত কি বল?" আলাদিন এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলে, মায়াবী পুনর্ব্বার কহিল, "আমি কল্য তোমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া এক প্রস্থ পোশাক ক্রয় করিয়া দিব, পরে দোকানের বিষয় বিবেচনা করা যাইবে।" আলাদিনের মাতা এ পর্য্যন্ত বিশ্বাস করেন নাই যে, মায়াবী তাঁহার স্বামীর সহোদর, কিন্তু তাহার এবম্প্রকার স্নেহবাক্য শ্রবণে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রহিল না। অনন্তর আলাদিনকে সর্ব্বদা কপট খুড়ার অনুগত থাকিতে পরামর্শ প্রদান পূর্ব্বক জাদুকরের সহিত একত্র ভোজন করিলেন। ভোজনান্তে মায়াবী বিদায় লইয়া প্রস্থান করিল।

পর দিন জাদুকর পুনরায় আগমনপূর্ব্বক আলাদিনকে বাজারে লইয়া গিয়া তাহার মনোনীত এক বস্ত্র প্রস্থ ক্রয় করিয়া দিল। ইহাতে আলাদিন মহাসন্তুষ্ট হইয়া পিতৃব্যকে যথোচিত ধন্যবাদ প্রদান করিল। তৎপরে মায়াবী আলাদিনকে সমভিব্যাহারে লইয়া নগরস্থ নানা স্থানে

পরিভ্রমণ করণানন্তর অবশেষে তাহাকে আপনার বাসায় আনয়ন করিল। তৎপরে স্বীয় পরিচিত কতকগুলি ব্যবসায়ীকে আহ্বান করিয়া তাহাদের সহিত আপন কৃত্রিম ভ্রাতুষ্পুত্রের আলাপ করাইয়া দিল। পরে রাত্রি হইলে আলাদিন স্বালয়ে প্রত্যাগমনার্থ বিদায় প্রার্থনা করিলে, মায়াবী তাহাকে একাকী যাইতে না দিয়া আপনি তাহাকে সঙ্গে করিয়া তাহার মাতার নিকট আনিয়া দিল। আলাদিনের জননী পুত্রের নূতন উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ দর্শনে মহানন্দিতা হইয়া জাদুকরকে বিস্তর আশীর্ব্বাদ প্রদানপূর্ব্বক বলিল, " হে সদাত্মীয়! আমার পুত্রের প্রতি তুমি এতাদৃশ অনুগ্রহ প্রদর্শন করাতে আমি যৎপরোনাস্তি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি, এক্ষণে তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া সদুপদেশ দ্বারা উহার চরিত্র সংশোধন কর, ইহাই আমার প্রার্থনা।"

মায়াবী কহিল, "আলাদিন নির্ব্বোধ নহে, উহার বুদ্ধি শক্তি বিলক্ষণ আছে, সুতরাং উত্তমরূপে কর্ম্ম চালাইতে পারিবে, আমি যে বলিয়াছি উহাকে একখানি দোকান করিয়া দিব, তাহা কল্য হইবে না, যেহেতু কল্য শুক্রবার, সকল দোকান বন্ধ থাকিবে, শনিবারে উহা করা যাইবে। কল্য আসিয়া উহাকে নগর, উদ্যান এবং অন্যান্য নানা প্রকার আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখাইবার জন্য লইয়া যাইব।" ইহা বলিয়া মায়াবী সে দিবস চলিয়া গেল।

পর দিন প্রাতঃকালে আলাদিন উদ্যান দর্শনে ব্যগ্র হইয়া বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া পিতৃব্যের আগমন প্রতীক্ষায় বাটীর দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিল। পরে জাদুকর আসিবামাত্র সে মাতার নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক তৎসমভিব্যাহারে গমন করিল। মায়াবী আলাদিনকে সঙ্গে লইয়া নগর হইতে বহির্গত হইল এবং নানা প্রকার সুরম্য হর্ম্ম্য ও উদ্যান দেখাইতে দেখাইতে তাহাকে অনেক দূরে লইয়া গেল। পরে বিশ্রাম করণার্থ পথিমধ্যে এক স্থানে উপবিষ্ট হইয়া বস্ত্রমধ্য হইতে ফল ও মিষ্টান্ন বাহির করিয়া উভয়ে আহার করিল। তদনন্তর তথা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাহাকে লইয়া পুনর্ব্বার গমন করিতে আরম্ভ করিল। আলাদিন পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া বারম্বার বলিতে লাগিল, " খুড়া! আমি আর চলিতে পারি না, আপনি সমস্ত উদ্যান অতিক্রম করিয়া আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছেন? আর অধিক দূর গমন করিলে, আমি কোন মতেই পথ চিনিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারিব না।" মায়াবী তাহাকে সাহস দিয়া বলিল, "আলাদিন! তুমি ভয় করিও না, আমার সহিত আর কিয়দ্দূর গমন করিলেই একটী সুন্দর উদ্যান দেখিতে পাইবে।" মায়াবী এইরূপে প্রবোধ দিয়া নানা প্রকার গল্প করিতে করিতে আলাদিনকে লইয়া দুইটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। মায়াবী আফ্রিকা হইতে যে উদ্দেশে চীনদেশে আগমন

করিয়াছিল তাহা সুসিদ্ধ হইবার এই স্থান। তথায় উপনীত হইয়া সে আলাদিনকে কহিল, "আমাদিগকে আর যাইতে হইবে না, এই খানেই তোমাকে এমনি এক অদ্ভুত সামগ্রী দেখাইব যে, সে প্রকার সামগ্রী কেহ কখন চক্ষে দেখে নাই। কিন্তু প্রথমে অগ্নি জ্বালিবার প্রয়োজন আছে অতএব তুমি অগ্রে কতকগুলা তৃণ ও শুষ্ককাষ্ঠ একত্র কর।" আজ্ঞামাত্র আলাদিন কাষ্ঠাদি আনয়ন করিলে মায়াবী তৎক্ষণাৎ চকমকিতে অগ্নি বাহির করিয়া তৎসমুদায় জ্বালিয়া দিল। তৎপরে উহাতে ধুনা নিক্ষেপ করিলে মেঘবৎ বিপরীত ধূম উত্থিত হইতে লাগিল। পরে জাদুকর নানাবিধ মায়ামন্ত্র উচ্চারণ করিলে ঐ স্থানের মধ্যে চতুর্দ্দিকে এক হস্ত পরিমিত একখানি প্রস্তর দৃষ্ট হইল।

তদ্দর্শনে আলাদিন মহাভীত হইয়া সেই স্থান হইতে পলায়ন করিতে উদ্যত হইলে, মায়াবী তাহার হস্ত ধারণ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহার কর্ণমূলে এক মুষ্টাঘাত করিয়া বলিতে লাগিল, "আমি তোমার পিতৃতুল্য খুড়া, কদাচ আমার কথার অবাধ্য হইও না, দেখিলে আমার মন্ত্রবলে কি হইল। এই প্রস্তরের নিম্নভাগে যে প্রচুর অর্থ লুক্কায়িত আছে সেই অর্থ তোমার ভাগ্যেই আছে, তাহা প্রাপ্ত হইলে এই অবনীর অতি ধনাঢ্য ভূপতিও তোমার তুল্য হইতে পারিবে না। তুমি ব্যতীত এই প্রস্তর স্পর্শ করিবার আর কাহারও অধিকার নাই। অতএব অগ্রে এই প্রস্তর খানি উত্তোলন কর, তৎপরে যাহা যাহা করিতে হইবে তাহা বলিয়া দিতেছি।"

আলাদিন বিপুল অর্থের প্রত্যাশায় মায়াবীর বাক্যানুসারে প্রস্তর খান উত্তোলন করিবামাত্র দেখিতে পাইল, তাহার নিম্নভাগে এক ক্ষুদ্র সুড়ঙ্গ রহিয়াছে, তন্মধ্যে গমনাগমনের নিমিত্ত এক সোপান এবং তৎপরে এক ক্ষুদ্র দ্বার মুক্ত রহিয়াছে। মায়াবী আলাদিনকে কহিল, "দেখ বাপু! এক্ষণে তোমাকে যাহা করিতে হইবে তাহা বলিতেছি মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। এই সুড়ঙ্গ মধ্যে তুমি নির্ভয়ে প্রবেশপূর্ব্বক ঐ সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেলে একটী দ্বার দেখিতে পাইবে, ঐ দ্বারের মধ্য দিয়া একটী বৃহৎ খিলান করা দালানে গিয়া উপস্থিত হইবে, ঐ দালানের মধ্যে তিনটা বড় বড় ঘর দেখিতে পাইবে তাহার প্রত্যেক গৃহের মধ্যে স্বর্ণ রৌপ্য পরিপূর্ণ চারিখানা বৃহৎ পিত্তলের পাত্র আছে, তাহা দেখিয়া তোমার লোভ হইবে, কিন্তু লোভ সম্বরণপূর্ব্বক কোন মতে তাহা স্পর্শও করিও না। প্রথম ঘরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে পরিধেয় বস্ত্র ভালরূপে জড়াইয়া রাখিবে যেন উড়িয়া কিছুতে না লাগে। এইরূপে প্রথম ঘর দিয়া দ্বিতীয় গৃহে, দ্বিতীয় ঘর দিয়া তৃতীয় গৃহে যাইবে, কিন্তু সাবধান যেন কোন স্থানে দাঁড়াইও না এবং ভিত্তি স্পর্শ করিও না যেহেতু তাহা হইলেই বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা।
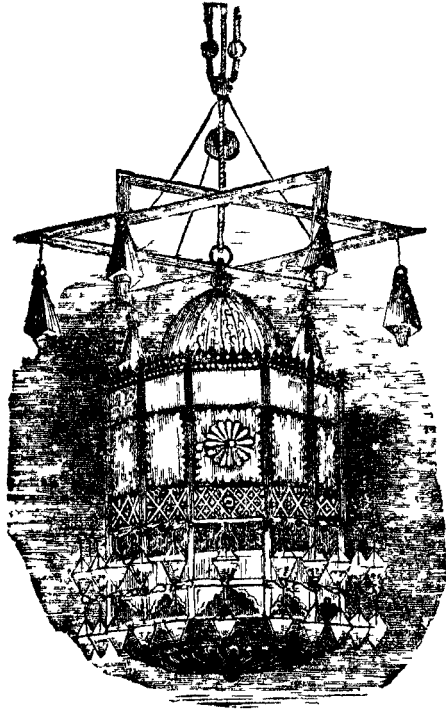
প্রাচীরের কুলঙ্গীমধ্যে একটী অত্যুৎকৃষ্ট লণ্ঠনের ভিতর আশ্চর্য্য প্রদীপ জ্বলিতেছে।

তৃতীয় আগারে উত্তীর্ণ হইয়া একটী দ্বার দেখিতে পাইবে তন্মধ্য দিয়া ফল পুষ্পে পরিপূর্ণ এক উদ্যানে যাওয়া যায়। ঐ উদ্যানের মধ্য একটী পথ আছে। ঐ পথ দিয়া ক্রমাগত চলিয়া গেলে পাঁচটা সোপানের নিকটে উপনীত হইবে। পরে সোপান দিয়া এক ছাদে উঠিয়া দেখিবে তথায় এক প্রাচীরের কুলঙ্গীতে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে। ঐ প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া উহার তৈল ও সলিতা ফেলিয়া দিয়া উহা তোমার বক্ষঃস্থলের বস্ত্র মধ্যে পূরিয়া আমার নিকটে লইয়া আসিবে। এমন আশঙ্কা করিও না যে, ঐ তৈল দ্বারা তোমার বস্ত্র নষ্ট হইবে, যেহেতু উহা তৈল নহে, এক প্রকার দ্রব দ্রব্য, উহা নিক্ষেপ করিলেই প্রদীপ শুষ্ক হইয়া যাইবে। যদি ঐ উদ্যানের ফল দেখিয়া তোমার লইতে বাঞ্ছা হয় তবে প্রত্যাগমন কালে যত ইচ্ছা লইয়া আইস।" এই কথা বলিয়া মায়াবী আপন অঙ্গুলি হইতে একটা অঙ্গুরীয় খুলিয়া আলাদিনের অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিয়া বলিল, "বাপু সাহসপূর্ব্বক ভিতরে প্রবেশ কর, কোন ভয় নাই প্রদীপ আনিতে পারিলেই অতুল ধনের অধিকারী হইবে।"

মায়াবীর এই সকল উপদেশ শুনিয়া আলাদিন লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিয়া দেখিল কপট পিতৃব্যের বাক্যানুযায়ী তিনটী গৃহ আছে, অতএব সতর্কভাবে ঐ তিন ঘর অতিক্রম করিয়া উদ্যানের মধ্য দিয়া গমন করত কুলঙ্গী হইতে প্রদীপ লইয়া তাহার সলিতা ও তৈল নিক্ষেপপূর্ব্বক বক্ষঃস্থলের জামার মধ্যে রাখিল। তৎপরে প্রত্যাগমন কালে যত ইচ্ছা উদ্যান হইতে নানা বর্ণের ফল সংগ্রহপূর্ব্বক জামার জেব পরিপূর্ণ করিয়া লইল। ঐ সমস্ত ফল বাস্তবিক ফল নহে, হীরক মানিক্য প্রবাল প্রভৃতি বহুমূল্য রত্ন। আলাদিন যদিও ঐ সমস্তকে বাস্তবিক রত্ন বলিয়া জানিত না, তথাপি উহাদের শোভা সন্দর্শনে মহা-তুষ্ট হইয়া যথাসাধ্য তাহা গ্রহণপূর্ব্বক সুড়ঙ্গের মুখে উপস্থিত হইয়া ছদ্মবেশী পিতৃব্যকে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "পিতৃব্য মহাশয়! আমাকে হস্ত ধারণপূর্ব্বক উপরে উত্তোলন করুন।" মায়াবী কহিল, "তুমি অগ্রে প্রদীপটা আমার হস্তে দাও, তাহা না হইলে সহজে উঠিতে পারিবে না।" আলাদিন বলিল, "আমার দুই হস্ত বদ্ধ আমি উপরে না উঠিলে আপনাকে প্রদীপ দিতে পারিব না।" মায়াবী স্বহস্তে প্রদীপ প্রাপ্ত না হইলে আলাদিনকে উপরে তুলিতে সম্মত হইল না। আলাদিনও ফলভারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিল, "আমি উপরে না উঠিলে আপনাকে প্রদীপ দিতে পারিব না।" এই প্রকারে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বাদানুবাদ হইবার পর, যখন আলাদিন কোন মতেই প্রদীপ দিতে সম্মত হইল না, তখন জাদুকর আলাদিনের প্রতি সাতি-শয় ক্রোধান্বিত হইয়া অবশিষ্ট ধুনাগুলি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া কতিপয় মায়ামন্ত্র উচ্চারণ করিবামাত্র পূর্ব্বে যে প্রস্তর দ্বারা সুড়ঙ্গের মুখ আবৃত ছিল তাহা তৎক্ষণাৎ স্বস্থানে পড়িয়া গেল, তাহাতে আর সুড়ঙ্গের কোন চিহ্ন রহিল না।

ঐ মায়াবী বাল্যকালাবধি মায়া বিদ্যা আলোচনা করিয়া তদ্দ্বারা জ্ঞাত হইয়াছিল যে, এই পৃথিবীর মধ্যে এমন একটী প্রদীপ আছে যদ্দ্বারা সসাগরা বসুন্ধরার যাবতীয় মহীপালাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী হইতে পারা যায়। পরে গণনা দ্বারা যে স্থানে ঐ প্রদীপ ছিল তাহা নিরূপণ করিয়া আফ্রিকা হইতে এই স্থানে আসিয়াছিল। কিন্তু যদিও স্থান নির্ণয় হইয়াছিল তথাপি ভূমধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ অমূল্য নিধি আপনি আনয়ন করিতে পারিবে তৎপ্রতি এরূপ আদেশ ছিল না, সুতরাং অন্যের দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ করিবার মানসে আলাদিনকে ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া গিয়া সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছিল। এবং প্রদীপ সংগ্রহীতাকে কেহ জানিতে না পারে, এই হেতু আলাদিনের হস্ত হইতে প্রদীপ গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে ভূমধ্যে রাখিয়া বিনষ্ট করিবার মানস করিয়াছিল। কিন্তু যখন দেখিল আলাদিন তাহার হস্তে প্রদীপ

প্রদান করিল না, তখন সে আশায় বঞ্চিত হইয়া তাহাকে সেই সুড়ঙ্গ মধ্যে রাখিয়া মন্ত্রবলে সুড়ঙ্গের মুখ পূর্ব্বমত বন্ধ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিল। সে যখন আলাদিনকে সঙ্গে লইয়া আইসে, তখন অনেকেই আলাদিনকে দেখিয়াছিল, সুতরাং প্রত্যাগমন কালে তাহাকে একাকী দেখিয়া যদি কেহ কিছু সন্দেহ করে, এই ভয়ে গমন কালে আর ঐ নগর মধ্যে প্রবেশ না করিয়া অন্য পথ দিয়া চলিয়া গেল।

আলাদিন মৃত্তিকা মধ্যে জীবিতাবস্থায় প্রোথিত হইয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিল, এবং পিতৃব্যকে বারম্বার ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "পিতৃব্য মহাশয়! আমি প্রদীপ দিতেছি, আপনি সুড়ঙ্গের দ্বার মুক্ত করুন।" কিন্তু তখন মায়াবী সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছিল সুতরাং আলাদিনের চীৎকার শব্দ শুনিতে পাইল না। অগত্যা তাহাকে সেই নিবিড় অন্ধকারাবৃত স্থানে থাকিতে হইল।

অনন্তর আলাদিন উদ্যানে যাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু ঘোর অন্ধকার প্রযুক্ত কোন ক্রমেই তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া দুই দিবস কাল সেই স্থানেই অনাহারে থাকিয়া তৃতীয় দিবসে পরমেশ্বরকে আত্ম সমর্পণপূর্ব্বক করপুটে বলিতে লাগিল, "হে সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বর! আমাকে রক্ষা কর, এক্ষণে তোমা ব্যতীত আমার আর কেহই নাই।" প্রার্থনাকালে করদ্বয় সংযুক্ত হওয়াতে মায়াবী তাহার অঙ্গুলীতে যে অঙ্গুরী দিয়াছিল তাহা ঘর্ষিত হইল, তাহাতে ভূগর্ভ হইতে এক বিকটাকার প্রকাণ্ড দৈত্য বহির্গত হইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া নিবেদন করিল, "প্রভু! এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন, যিনি এই অঙ্গুরীয় ধারণ করেন আমি তাঁহার আজ্ঞাকারী।" আলাদিন অন্য সময় ঐ ভয়ানক দৈত্যকে দেখিলে আতঙ্কে নিস্তব্ধ থাকিত সন্দেহ নাই, কিন্তু তৎকালে তাহার ভয় ছিল না অতএব সাহসপূর্ব্বক বলিল, "তুমি যে হও, আমাকে এই উপস্থিত বিপদ্ হইতে উদ্ধার কর।" এই কথা বলিবামাত্র ধরণী বিদীর্ণ হইল। আলাদিন দেখিল মায়াবী তাহাকে যে সুড়ঙ্গের দ্বারে আনিয়াছিল সেই স্থানেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে আলাদিন সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া পরমেশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক যে পথ দিয়া তথায় আসিয়াছিল, সেই পথ দিয়াই গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

অনন্তর গৃহে উপনীত হইয়া জননীকে দর্শন করিবামাত্র আলাদিনের অত্যন্ত আহ্লাদ জন্মিল বটে, কিন্তু তিন দিবস তাহার নিদ্রা হয় নাই, তজ্জন্য দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। তাহার মাতা বহু যত্নে পুত্রের মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিলে পর, সে কহিল, "মাতঃ! আমি তিন দিবস অনাহারে আছি, আমার অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে, অতএব কিছু খাদ্য সামগ্রী আনিয়া দাও, আমি খাইয়া জঠরানল নির্ব্বাণ

করি।” তাহার মাতা এই কথা শুনিবামাত্র গৃহে যে খাদ্য দ্রব্য ছিল তখনি আনিয়া দিয়া বলিল, “বাছা! অগ্রে আহার কর, পরে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, আমাকে বলিও।” আলাদিন আহারান্তে কিঞ্চিৎ সবল হইয়া বলিল, “মা! তুমি আমাকে যাহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলে, সে আমার খুল্লতাত নহে, সে একজন ভয়ঙ্কর প্রতারক। সে আমার প্রাণনাশের সম্পূর্ণ চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কেবল পরমায়ু আছে বলিয়া বাঁচিয়া আসিয়াছি।” ইহা বলিয়া মায়াবী তাহাকে যে স্থানে লইয়া গিয়াছিল, তৎপ্রতি যেরূপ অসদ্ব্যবহার করিয়াছিল এবং অবশেষে যে প্রকারে তাহার জীবন রক্ষা হইয়াছিল তৎসমুদায় বর্ণন করিল। তাহার জননী পুত্রের এবম্প্রকার দুর্দ্দশার কথা শ্রবণ করিয়া মায়াবীকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়া বলিল, “বাছা! মায়াবীরা পৃথিবীর কণ্টক স্বরূপ, অতএব যে জগদীশ্বরের কৃপায় তোমার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে তাঁহাকে বারম্বার ধন্যবাদ প্রদান কর।”

আলাদিন এবং তাহার জননী অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত এই বিষয় লইয়া কথোপকথন করিবার পর, আলাদিনের নিদ্রাকর্ষণ হওয়াতে তাহার মাতা তাহাকে নিদ্রা যাইতে বলিল। আলাদিন দুই তিন দিন এক বারও নেত্র মুদ্রিত করে নাই, সুতরাং শয্যাগত হইবামাত্র অচেতন হইয়া নিদ্রা গেল। পরদিন প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মাতাকে বলিল, “মাতঃ! আমার অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইয়াছে, আমাকে কিছু খাদ্য দ্রব্য আনিয়া দাও।” আলাদিনের জননী অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিল, “বাছা! ঘরে এমন কোন সামগ্রী নাই যে তোমাকে আহার করিতে দেই, যাহা ছিল কল্য ভক্ষণ করিয়াছ। এক্ষণে আমার যে অল্প সূতা আছে তাহা বিক্রয় করিয়া তোমাকে খাদ্য সামগ্রী আনিয়া দিব, কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর।” আলাদিন বলিল, “মাতঃ! তবে কল্য যে প্রদীপটা আনিয়াছি তাহা আমাকে আনিয়া দাও, আমি তাহা বিক্রয় করিয়া আসি, তাহাতে আমাদের অদ্যকার দিবারাত্রির আহারোপায় হইতে পারিবে।” এই কথা শুনিয়া আলাদিনের মাতা প্রদীপ বাহির করিয়া আনিল, কিন্তু তাহা অত্যন্ত অপরিষ্কার রহিয়াছে দেখিয়া বলিল, “বাছা! প্রদীপটা বড় অপরিষ্কার রহিয়াছে, অতএব ইহা মাজিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া দিলে কিঞ্চিৎ অধিক মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে।” এই কথা বলিয়া কিঞ্চিৎ বালুকা ও জল লইয়া প্রদীপটা ঘর্ষণ করিবামাত্র এক প্রকাণ্ডাকার ভয়ঙ্কর দৈত্য তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিল, “আমাকে কি করিতে হইবে বল, আমি এই প্রদীপ স্বামীর আজ্ঞাকারী।” আলাদিনের গর্ব্ভধারিণী দৈত্যের মূর্ত্তি দর্শনে কোন কথা বলিতে না পারিয়া একবারে ভয়ে

জ্ঞানশূন্যা হইয়া পড়িল। আলাদিন ইতিপূর্ব্বে একবার এতাদৃশ দৈত্যকে দেখিয়াছিল অতএব তাহার মাতার হস্ত হইতে প্রদীপটা লইয়া সাহসপূর্ব্বক বলিল, "আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি, অতএব তুমি আমার জন্য কিছু খাদ্যদ্রব্য আনয়ন কর।" এই কথা শুনিয়া সেই দৈত্য অন্তর্হিত হইল, এবং ক্ষণকাল পরেই এক বৃহৎ রৌপ্যময় থালের উপর বারটা বড় বড় রূপার বাটীতে নানাপ্রকার মাংসের ব্যঞ্জন এবং দুইখান রূপার রেকাবিতে ছয় খান শুভ্রবর্ণ রুটী মস্তকে করিয়া এবং দুই বোতল মদ্য এক হস্তে ও দুইটা রূপার পানপাত্র অপর হস্তে ধারণ করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং গৃহের মধ্যে একটা মেজের উপর ঐ সমস্ত বস্তু রাখিয়া প্রস্থান করিল।

আলাদিনের মাতা তৎকালে মূর্চ্ছাবস্থায় ছিল। পরে আলাদিন বারি আনিয়া মাতার মুখে সেচন করিয়া দিলে তাহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল, মাতার চৈতন্যোদয় হইলে আলাদিন কহিল, "জননি! যাহা দেখিলে তাহা আর মনে করিও না, ইহা কিছুই নহে এক্ষণে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আহার কর, আহার করিলেই তোমার দুর্ভাবনা দূর হইবে এবং আমারও জঠর যন্ত্রণ নিবৃত্তি পাইবে। আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র উঠিয়া আইস নতুবা এমন সুস্বাদু মাংসের ব্যঞ্জন শীতল হইয়া যাইবে।"

আলাদিনের মাতা রৌপ্যময় পাত্রে ঐ সমস্ত সামগ্রী অবলোকন করিয়া এবং মাংসের ব্যঞ্জনের আঘ্রাণ পাইয়া সাতিশয় বিস্ময়ান্বিতা হইয়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাছা! এ সমস্ত খাদ্যদ্রব্য কোন্ মহাত্মা প্রেরণ করিয়াছেন, আমাদের রাজেশ্বর কি আমাদের দৈন্যদশা দর্শনে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া এ প্রকার অনুগ্রহ করিয়াছেন?" আলাদিন বলিল, "না এখন ওসব কথার প্রয়োজন নাই, আইস অগ্রে আমরা আহার করি, আহারান্তে সমস্ত বিবরণ আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিব।" ইহা শুনিয়া আলাদিনের জননী ভোজনে বসিল এবং প্রচুর খাদ্যদ্রব্য পাইয়া মাতা পুত্রে উদর পূরিয়া আহার করিল। তৎপরে আলাদিনের মাতা ভোজনাবশিষ্ট খাদ্য দ্রব্যগুলি পর দিবসের জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া পর্য্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক স্বীয় তনয়কে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "আলাদিন! সত্য করিয়া বল দেখি, আমি যখন মূর্চ্ছাবস্থায় পতিতা ছিলাম, তখন তুমি দৈত্যকে লইয়া কি করিলে?" ইহা শুনিয়া আলাদিন মাতাকে তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত করাইল। তদনন্তর আলাদিনের জননী কহিল, "বাছা! তোমাকে যে দৈত্য সুড়ঙ্গ হইতে উদ্ধার করিয়াছিল, এই কি সেই দৈত্য?" আলাদিন বলিল, "মা মা, এ সে দৈত্য নহে। সে দৈত্য অঙ্গুরীয় স্বামীর আজ্ঞাকারী, কিন্তু এ দৈত্য প্রদীপাধিকারীর আজ্ঞাবহ দাস, বোধ করি তুমি মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়াছিলে বলিয়া ইহার কথা কিছুই শুনিতে পাও নাই।" তখন আলাদিনের মাতা পুনঃ

র্ব্বার বলিল, "বাছা! তবে বুঝি এই প্রদীপটাই দৈত্যাগমের মুল কারণ। যাহা হউক আমি আর কদাচ উহা স্পর্শও করিব না। এবং তুমিও যদি আমার পরামর্শ শুন, তবে এই প্রদীপ এবং তোমার অঙ্গুরীয় এখনি বিক্রয় করিয়া আইস। দৈত্যের সহিত তোমার কোন সংস্রব রাখা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু উহারা পরানিষ্টকারী উপদেবতা মাত্র।" আলাদিন জননীর এই সমস্ত কথা শুনিয়া বলিল, "মা! আমি তোমার আজ্ঞানুসারে এখনি এই প্রদীপটা বিক্রয় করিতে পারি, কিন্তু ইহার দ্বারা ভবিষ্যতে আমাদের যথেষ্ট উপকার হইবার সম্ভাবনা। বিবেচনা করিয়া দেখ, ইহার জন্যই আমার দুরাত্মা কপট পিতৃব্য আফ্রিকা হইতে বহু কষ্টে এতদ্দেশে আসিয়াছিল। সে ইহা প্রাপ্ত হইলে পৃথিবীর সমস্ত বহু মুল্য রত্নাপেক্ষা ইহার অধিক সমাদর করিত, যেহেতু সে ইহার গুণ বিলক্ষণ অবগত ছিল। যাহা হউক, সৌভাগ্যবশতঃ ঘটনাক্রমে যখন আমিও ইহার বর্ণনাতীত গুণ জানিতে পারিয়াছি তখন ইহাকে পরিত্যাগ করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। দৈত্য দর্শনে তুমি মহাভীতা হও, অতএব আমি ইহা কোন গুপ্ত স্থানে রাখিয়া দিব এবং প্রয়োজন হইলে তোমার অসাক্ষাতে ব্যবহার করিব। অঙ্গুরীয়টীও ত্যাগ করিতে অনুমতি করিও না, যেহেতু উহার দ্বারাই আমার জীবন রক্ষা হইয়াছে। যদি পুনর্ব্বার কখন কোন বিপদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, ইহা দ্বারা অনেক উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা" আলাদিনের জননী পুত্র প্রমুখাৎ এই সমস্ত যুক্তিসিদ্ধ কথা শুনিয়া তদ্বিষয়ে আর কোন কথা উত্থাপন না করিয়া কেবল এই মাত্র বলিল, "বাছা! তুমি দৈত্য লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, কিন্তু আমি উহার কোন সংস্রবে থাকিব না।"

অনন্তর তাহারা মাতা পুত্রে পর দিবস রাত্রি পর্য্যন্ত অবশিষ্ট খাদ্য দ্রব্য গুলি আহার করিল। তৎপরে আহারের কোন সংস্থান না থাকাতে তৎপরদিন প্রাতে আলাদিন একটী রূপারবাটী লইয়া তাহা বিক্রয় করণার্থ বাজারে গেল। পথিমধ্যে এক জন ইহুদী ব্যবসায়ীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তাহাকে ঐ বাটীটী দেখাইল। চতুর ইহুদী তাহা দেখিবামাত্র তাহার মূল্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, আলাদিন তাহার উপরেই তন্মূল্য নির্দ্ধারণের ভার দিল, তাহাতে আলাদিন যে এ বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ, ইহুদী তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে ঐ বাটীর মুল্য স্বরূপ একটী স্বর্ণমুদ্রামাত্র প্রদান করিল, কিন্তু উহার যথার্থ মুল্য ষাটি স্বর্ণমুদ্রার ন্যূন নহে।

আলাদিন ঐ মুদ্রা প্রাপ্তে আনন্দিত হইয়া তদ্দ্বারা কয়েক খানি রুটী এবং অন্যান্য নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া সহাস্য বদনে মাতার নিকট আগমন করিল। এই প্রকারে আলাদিন ক্রমে ক্রমে সমস্ত রূপার সামগ্রী ঐ ইহুদীকেই স্বল্প মুল্যে বিক্রয় করিয়া কিছু দিন চালাইল,

তাহার পর অনন্যোপায় হইয়া আলাদিন পুনর্ব্বার সেই প্রদীপ বাহির করিয়া বালুকাদ্বারা ঘর্ষণ করিল। তাহাতে সেই ভীষণমূর্ত্তি দানব পুনরায় তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "আমাকে কি করিতে হইবে আজ্ঞা কর।" আলাদিন কহিল, "আমি অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়াছি, অতএব আমাকে কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য আনিয়া দাও।" এই কথা শুনিয়া দৈত্য তৎক্ষণাৎ অদর্শন হইল এবং স্বল্পকালের মধ্যেই সেই প্রকার রজত থালে নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য আনয়নপূর্ব্বক মেজের উপরে রাখিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

আলাদিনের মাতা দৈত্য আসিবে জানিয়া তৎকালে একটা কর্ম্ম উপলক্ষ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিয়াছিল। পরে গৃহে আসিয়া ঐ সমস্ত খাদ্য সামগ্রী এবং রৌপ্যপাত্র অবলোকনে পূর্ব্বরূপ বিস্ময়ান্বিতা হইয়া প্রদীপের অনেক প্রশংসা করিল। তদনন্তর তনয়ের সহিত একত্র ভোজনে বসিল; আহারান্তে যাহা অবশিষ্ট রহিল তাহা তুলিয়া রাখিল, তদ্দ্বারা আরো দুই তিন দিবস অনায়াসে অতিবাহিত হইল। তদনন্তর আলাদিন পূর্ব্বরূপ পাত্র সমূহ ক্রমে ক্রমে বিক্রয় করিয়া তন্মূল্যে কিছুদিন সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ করিল। ফলতঃ যদিও আলাদিন ও তাহার মাতা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, এ প্রদীপটী অসার ধনের আকর এবং তদ্দ্বারা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারা যায় তথাপি তাহারা পরিমিতব্যয়েই পূর্ব্বমত কালযাপন করিতে লাগিল। আলাদিন কেবল পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করিতে আরম্ভ করিল এই মাত্র বিশেষ, কিন্তু তাহার জননী তাহাও না করিয়া, পূর্ব্বে যেরূপ বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া টেকো কাটিয়া কাল যাপন করিত, এক্ষণেও তদ্রূপ করিতে লাগিল। আলাদিন মধ্যে মধ্যে প্রদীপ ঘর্ষণ দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হইত, তদ্দ্বারাই সংসার নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

এইরূপে বহু দিবস অতীত হইলে, এক দিন আলাদিন নগর পরিভ্রমণ করিতে করিতে শুনিতে পাইল যে যখন রাজকন্যা বেদ্রোলবদোর স্নানার্থ গমন করিবেন, তখন নগরস্থ তাবল্লোককে আপনাপন দোকান ও বাটীর দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবেক কেহই তন্মধ্য হইতে বহির্গত হইতে পারিবে না। আলাদিন এই সুযোগে রাজকুমারীর শ্রীমুখ দর্শনে অভিলাষী হইয়া গোপন ভাবে স্নানাগারের মধ্যে গিয়া এক দ্বারের পার্শ্বে লুকায়িত হইয়া থাকিল। আলাদিন এই প্রকার গোপন ভাবে দণ্ডায়মান থাকিবার অব্যবহিত পরেই রাজনন্দিনী বহু দাস দাসী ও প্রহরী পরিবেষ্টিতা হইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি স্নানাগারে প্রবেশ করিয়াই আপনার মুখাবরণ মুক্ত করিলেন। আলাদিন এই সুযোগে কপাটের অন্তরাল হইতে বেদ্রোলবদোরের অলৌকিক রূপ লাবণ্য দৃষ্টে একেবারে বিমোহিত

হইল। কিন্তু রাজনন্দিনীকে আর পুনর্ব্বার দর্শন করিবার সম্ভাবনা না দেখিয়া অত্যন্ত নিরাশ হইয়া স্বগৃহে ফিরিয়া আসিল। গৃহে আসিয়াও তাহার চিত্ত চাঞ্চল্যের কিছু মাত্র উপশম হইল না, অনবরত কেবল নয়ন মুদ্রিত করিয়া রাজকন্যার বিষয়ই চিন্তা করিতে লাগিল। আলাদিনের জননী অকস্মাৎ পুত্রের এরূপ ভাবান্তর দৃষ্টে সাতিশয় ব্যাকুল হইল।

পর দিবস প্রাতঃকালে যখন তাহার জননী গৃহে বসিয়া চরকা কাটিতেছিল তখন আলাদিন তাহার নিকটে আসিয়া বলিল, "জননি! কল্যাবধি আমার বিমর্ষভাব দেখিয়া তুমি মনে করিয়া থাকিবে আমার কোন পীড়া হইয়াছে বস্তুতঃ তাহা নহে, রাজকুমারীর রূপলাবণ্য দর্শনেই আমার এরূপ চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটিয়াছে।" অনন্তর মাতার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া পুনরায় কহিল, "মা! সেই রাজনন্দিনীর প্রতি আমার যে কি প্রকার অনুরাগ জন্মিয়াছে তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না, অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে তাঁহাকেই বিবাহ করিব।" ইহা শুনিয়া তাহার মাতা হাস্য করিয়া কহিল, "বাছা! তুমি কি শিশু হইয়াছ? তুমি এমন দীন দুঃখী হইয়া কি সাহসে রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ? যদি নিতান্তই রাজকন্যার পাণিগ্রহণে অভিলাষী হইয়া থাক, তবে বল দেখি রাজসমীপে গিয়া সাহসপূর্ব্বক এ কথা উত্থাপন করিতে পারে এমন লোক কে আছে?" আলাদিন বলিল, "মা! তুমি ভিন্ন আমার আর কে আছে অতএব তোমাকেই যাইতে হইবে।" ইহা শুনিয়া আলাদিনের মাতা বিস্মিতা হইয়া উত্তর করিল "বাছা! আমি কি প্রকারে এমন কথা ভূপালকে গিয়া বলিব? রাজারা রাজপুত্র ব্যতীত অপর কাহাকেও কন্যা সম্প্রদান করেন না, তুমি এক জন সামান্য দরজির সন্তান। রাজা তোমার সহিত স্বীয় দুহিতার বিবাহ দিবেন, ইহা কি কখন সম্ভব হইতে পারে?" আলাদিন কহিল, "জননি! তুমি যাহা বলিতেছ তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু আমি নিশ্চিত বলিতেছি তুমি কোন প্রকারেই আমার মনকে প্রবোধ দিতে পারিবে না। এক্ষণে যদি আমার মৃত্যু দর্শনে অভিলাষ না থাকে তবে যাহাতে বেদ্রোলবদোর আমার বনিতা হয় তদ্বিষয়ে সাধ্যানুসারে চেষ্টা কর।" আলাদিনের মাতা পুত্রের এই সকল কথা শুনিয়া মহা বিপদ্‌গ্রস্ত হইল এবং বিবিধ প্রকারে পুত্রকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল কিন্তু কোন রূপেই তাহাকে শান্ত করিতে না পারিয়া অবশেষে বলিল, "বাছা! আমার ভাগ্যে যাহাই ঘটুক, আমি তোমার বাক্যানুসারে রাজ সম্মুখে গমন করিতে সম্মতা আছি, কিন্তু তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, রাজার নিকট কোন প্রার্থনা করিতে হইলে অগ্রে তাঁহাকে উপহার দিতে হয়,

তাহা তুমি জান কি না? উপহার প্রদত্ত হইলে, প্রার্থনা শুনান হয়, প্রার্থনা সিদ্ধ হওয়া না হওয়া সে পরের কথা। কিন্তু তোমার রাজাকে উপঢৌকন প্রদানার্থ কি আছে বল দেখি? এবং তুমি যে প্রার্থনা করিবার জন্য আমাকে রাজার নিকট প্রেরণ করিতেছ, তদুপযোগী উপহারও যৎসামান্য হইতে পারে না। অতএব ভালরূপ বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি যে প্রত্যাশা করিতেছ তাহা কেবল দুরাশামাত্র কি না।" আলাদিন বলিল, "মাতঃ! যখন রাজকুমারী বেদ্রোলবদোরের সহবাস সুখ ব্যতীত আমার জীবনধারণের অন্য উপায় নাই, তখন যে উপায়েই হউক আপনাকে এই কার্য্য করিতেই হইবে। ভূপতিকে উপহার দিবার উপযুক্ত আমার কোন দ্রব্যই নাই তুমি এ কথা কিরূপে বলিলে? আমি সুড়ঙ্গ হইতে যে সমস্ত দ্রব্য আনয়ন করিয়াছি, তাহা কি মহীপালকে উপহার দিবার যোগ্য নহে? আমি প্রথমতঃ ঐ সকল দ্রব্যকে মূল্য হীন বিবেচনা করিয়াছিলাম, কিন্তু পরিশেষে বণিকগণের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছি ঐ গুলি মহামূল্য প্রস্তর এবং উহা ভূপতিদিগেরই ভাণ্ডারের উপযুক্ত দ্রব্য। তুমি আমাদের সেই বড় চিনের বাসন খানা আন দেখি, তাহাতে ঐ সমস্ত প্রস্তর সাজাইলে কেমন শোভা হয়, দেখা যাউক।"

আলাদিনের জননী তৎক্ষণাৎ চিনের বাসন খান আনিয়া দিল। আলাদিন থলিয়া হইতে সমস্ত রত্ন বাহির করিয়া একে একে তদুপরি সাজাইল। আলাদিনের মাতা ঐ সমস্ত প্রস্তরের কান্তি ও দীপ্তি দর্শনে অত্যাশ্চর্য্য বোধ করিয়া এক দৃষ্টে তৎপ্রতি চাহিয়া রহিল। তখন আলাদিন বলিল, "মাতঃ! এখন আর বলিতে পারিবে না যে, উপহার দিবার উপযুক্ত দ্রব্য নাই" ইহাতেও আলাদিনের মাতা বিবিধমতে তাহাকে বুঝাইতে লাগিল, কিন্তু সে বেদ্রোলবদোরের প্রতি এমনি আসক্ত হইয়াছিল যে, কিছুতেই তাহার মন প্রবোধ মানিল না। তখন আলাদিনের মাতা কি করেন, অগত্যা স্নেহ প্রযুক্ত পুত্রের মনোমত কার্য্যে সম্মতা হইল।

পর দিন প্রাতঃকালে আলাদিনের মাতা বস্ত্রাদি পরিধানপূর্ব্বক রত্ন পূর্ণ চিনের বাসন খান উত্তম রুমালে বন্ধন করিয়া হস্তে ঝুলাইয়া রাজসভায় গমন করিল। তদ্দৃষ্টে আলাদিনের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। আলাদিনের জননী রাজসভায় গিয়া দেখিল সভারম্ভ হইয়াছে, এবং সভা লোকে এরূপ পরিপূর্ণ যে, তন্মধ্যে প্রবেশ করে কাহার সাধ্য। তথাপি সে বহুকষ্টে সেই জনতার মধ্য দিয়া যে স্থানে ভূপতি, মন্ত্রী ও সভাসদ্‌গণ পরিবেষ্টিত হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, ক্রমশঃ তথায় তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বসনাবৃত চিনের বাসন হস্তে করিয়া দণ্ডায়মানা থাকিল।
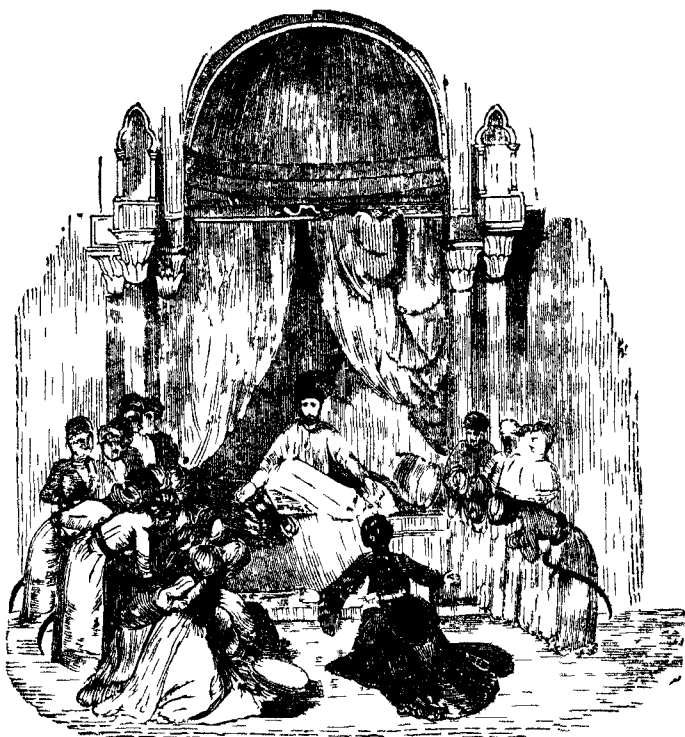
আলাদিন নবমার্তী বস্ত্রাদি পরিধানপূর্ব্বক রাজসমক্ষে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

নরেন্দ্র বিচার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন বিচার শেষ হইলেই সভা ভঙ্গ করিয়া সভ্যগণকে বিদায় দিয়া মন্ত্রী সমভিব্যাহারে অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। আলাদিনের মাতা সে দিবস গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আলাদিনকে কহিল, "বাছা! আমি অদ্য রাজসভায় গিয়া রাজাকে দর্শন করিয়াছি, এবং বোধ করি তিনিও আমাকে দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু তিনি রাজকার্য্যে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন, এবং তাহাতে ক্লান্ত হইয়া সিংহাসন হইতে হঠাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অন্তঃপুর মধ্যে প্রস্থান করিলেন, তাহাতে অনেকেই আপনাপন প্রার্থনা ব্যক্ত করিতে পারিল না, সুতরাং আমাকেও চলিয়া আসিতে হইল, কল্য পুনরায় রাজসভায় গমন করিব।" আলাদিন মাতৃবাক্যে সে দিবস ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিল।

পর দিন প্রাতে আলাদিনের মাতা রাজভবনে গিয়া দেখিল সভার দ্বার রুদ্ধ আছে, তাহাতে এক দিবস অন্তর সভার অধিবেশন হইয়া থাকে ইহা বুঝিতে পারিয়া সে দিবসও ফিরিয়া আসিল। আলাদিন এই সংবাদশ্রবণে বড়ই বিমর্ষ হইল। এই প্রকারে আলাদিনের জননী

ছয় দিবস রাজসন্নিধানে গমন করিল, কিন্তু কোন দিবসেই রাজাকে কোন কথা বলিতে পারিল না।

সপ্তম দিবসে ভূপতি সভাভঙ্গ করিয়া আপন কুঠরিতে বসিয়া মন্ত্রীকে বলিলেন, "দেখ মন্ত্রি! এক জন স্ত্রীলোক রুমালে বান্ধা কোন দ্রব্য লইয়া প্রত্যহই আমার সম্মুখে দণ্ডায়মানা থাকে, তাহার কোন কারণ বুঝিতে পারি নাই, সে পুনর্ব্বার যদি কল্য রাজসভায় আইসে তাহা হইলে অগ্রে তাহাকে আমার নিকটে আনয়ন করিও, আমি সর্ব্বাগ্রে তাহার প্রার্থনা শুনিব।" আলাদিনের মাতা পুত্রের সন্তোষার্থ পর দিন নিয়মিত সময়ে রাজসভায় গিয়া রাজসম্মুখে পূর্ব্বমত দণ্ডায়মানা হইলে, মহীপাল তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই সর্ব্বাগ্রে তাহার প্রার্থনা শুনিতে ইচ্ছুক হইয়া তাহাকে নিকটে আনয়নার্থ মন্ত্রীর প্রতি আদেশ করিলেন। মন্ত্রী রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র আলাদিনের মাতাকে রাজ সমীপে লইয়া আসিলে, আলাদিনের জননী সিংহাসনের সম্মুখে আসিয়া রাজাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। ভূপতি তাহাকে উঠিতে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, "হাঁগো প্রাচীনে! বহু দিবসাবধি তোমাকে এস্থানে যাতায়াত করিতে দেখিতেছি, এক্ষণে তোমার বাসনা কি তাহা ব্যক্ত কর।" নরেন্দ্রের এই প্রকার সকরুণ বাক্যে আলাদিনের মাতা পুনর্ব্বার প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিল, "হে রাজাধিরাজ! আমি যে প্রস্তাব করণার্থ আপনার সমক্ষে আগমন করিয়াছি তাহা এমনি অসম্ভব যে, তজ্জন্য অগ্রে ক্ষমা প্রার্থনা না করিয়া তাহা প্রকাশ করিতে কম্পিতকলেবরা হইতেছি।" ইহা শুনিয়া ভূপতি তাহাকে অভয় প্রদানানন্তর মন্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত লোককে তথা হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে আজ্ঞা দিলেন।

আলাদিনের মাতা, ভূপতি পাছে তাহার অসঙ্গত অভিপ্রায় শুনিয়া ক্রোধান্বিত হয়েন, এই আশঙ্কায় পুনর্ব্বার কহিল, "মহারাজ! আমি যাহা প্রার্থনা করিব তাহা যদি কোন অংশে আপনার অসঙ্গত বোধ হয় এজন্য পূর্ব্বেই আজ্ঞা হউক আমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, তাহা হইলে আমার অভিলাষ ব্যক্ত করিতে পারি।" মহীপাল বলিলেন, "তজ্জন্য তোমার চিন্তা নাই, তুমি সে বিষয় নির্ভয়ে আমার নিকট ব্যক্ত কর, আমি অঙ্গীকার করিতেছি তোমার দোষ মার্জ্জনা করিব।" ইহা শুনিয়া আলাদিনের জননী, তাহার পুত্র যে প্রকারে রাজনন্দিনী বেদ্রোলবদোরকে দর্শন করিয়াছিল, এবং তাঁহাকে দেখিয়া অবধি তৎপ্রেমাসক্ত হইয়া যে প্রকার চঞ্চলচিত্ত হইয়াছিল, তৎসমুদয় বিস্তারিত রূপে কহিয়া বলিল, "মহারাজ! আমি পুত্রকে এ বিষয়ে ক্ষান্ত করিবার জন্য বিধিমতে বুঝাইয়াছি, কিন্তু সে কোন মতেই প্রবোধ না মানিয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইল, সুতরাং কেবল তাহার জীবন

রক্ষার্থই আমি আপনকার সন্নিধানে আসিয়াছি। এক্ষণে কেবল আমাকে নহে, আমার অবোধ সন্তান আলাদিনকেও ক্ষমা করুন।"

মহীপাল এই কথা গুলি মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করণানন্তর তাহার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া আলাদিনের মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা! তোমার রুমালে কি বান্ধা রহিয়াছে?" তাহাতে আলাদিনের জননী তৎক্ষণাৎ চিনের বাসনের আচ্ছাদন মোচন করিয়া বহুমূল্য প্রস্তর সমেত সেই পাত্র খানি রাজ হস্তে প্রদান করিল। ভূপতি ঐ বহুমূল্য রত্ন গুলি একে একে নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্ত্রি! বল দেখি যে ব্যক্তি এ প্রকার বহুমূল্য উপহার প্রদান করিতে পারে তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করা যায় কি না?" ইতিপূর্ব্বে ভূপতি মন্ত্রীপুত্রের সহিত রাজকুমারীর বিবাহ দিবেন মনস্থ করিয়াছিলেন কিন্তু পাছে এই অসামান্য উপঢৌকন প্রাপ্তে তাঁহার মন পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, এই ভয়ে মন্ত্রী মহীপালকে কাণে কাণে বলিলেন, "মহারাজ! যে ব্যক্তি এই উপহার প্রদান করিতেছে তাহাকে অবশ্যই রাজ কন্যা সম্প্রদান করা যাইতে পারে, কিন্তু আলাদিন অতি হীনবংশোদ্ভব সামান্য লোক, আপনি তাহাকে বিশেষ জানেন না। অতএব আমার নিবেদন এই যে, আপনি তিন মাস কাল অপেক্ষা করুন, ইহার মধ্যে যদি আমার তনয় এতদপেক্ষা বহুমূল্য উপঢৌকন দিতে না পারে, তবে আপনার যাহাকে ইচ্ছা কন্যা সম্প্রদান করিবেন।" যদিও ভূপতি মনে মনে বুঝিয়াছিলেন, মন্ত্রিপুত্র কখনই এরূপ উপহার দিতে পারিবে না তথাপি বৃদ্ধমন্ত্রীর মনস্তুষ্টির জন্য তদ্বিষয়ে সম্মত হইয়া আলাদিনের মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "ওগো বাছা! তুমি গৃহে গিয়া তোমার তনয়কে বল, আমি তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত আছি, কিন্তু তিন মাস কাল অপেক্ষা করিতে হইবে। ঐ সময় অতীত হইলে, তুমি পুনরায় এস্থানে আসিও।"

আলাদিনের জননী যে প্রার্থনা নিতান্ত অসম্ভব বিবেচনা করিয়া মহাভীত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে ভূপতির প্রমুখাৎ এবম্প্রকার অনুগ্রহ বাক্য শ্রবণে মহা আনন্দিতা হইয়া স্বালয়ে প্রত্যাগমন করিল। আলাদিন মাতার প্রফুল্ল বদন নিরীক্ষণ করিয়া স্বকার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা! আমার মনোভিলাষ কি পূর্ণ হইবে?" আলাদিনের মাতা এই কথা শুনিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন পূর্ব্বক বলিল, "বাছা! কেবল উপহারের দ্বারাই তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইয়াছে নতুবা এরূপ ঘটিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। ভূপতি এখনি রাজ কন্যার সহিত তোমার বিবাহ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু মন্ত্রী তাঁহাকে বিরলে কি পরামর্শ দিলেন তাহাতেই কার্য্যসিদ্ধির কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল। যাহা হউক, রাজার কথা কখনই অন্যথা হইবার নহে।"

আলাদিন এই শুভসংবাদ শ্রবণে আপনাকে মহাভাগ্যবান্ সুখী বিবেচনা করিয়া জননীকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিল। কিন্তু রাজনন্দিনীর প্রতি তাহার অনুরাগ এমনি প্রবল হইয়াছিল যে, তিন মাস কাল তাহার পক্ষে যেন কতশত যুগ যুগান্তর বোধ হইতে লাগিল কিন্তু রাজবাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নহে ইহা বিবেচনা করিয়া কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক দিন গণনা করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর দুই মাস অতীত হইলে এক দিবস সন্ধ্যাকালে আলাদিনের মাতা তৈল ক্রয় করিতে গিয়া দেখিল যে, সমস্ত নগর মধ্যে মহা আনন্দোৎসব হইতেছে, রাজ কর্ম্মচারিগণ সুসজ্জিত হইয়া মহা সমারোহপূর্ব্বক অশ্বারোহণে রাজপথে পর্য্যটন করিতেছে। ইহা দেখিয়া আলাদিনের জননী তৈল ব্যবসায়ীকে এই সমস্ত ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, "তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? তুমি কি জ্ঞাত নহ অদ্য রাত্রিতে মন্ত্রিপুত্রের সহিত রাজকুমারী বেদ্রোলবদোরের বিবাহ হইবে?" এই কথা শুনিবামাত্র আলাদিনের মাতা ব্যস্তসমস্ত হইয়া গৃহে আগমনপূর্ব্বক বলিল "বাছা! তোমার সকল আশা ভরসা বিফল হইল, তুমি রাজার কথার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত আছ কিন্তু আমি এই মাত্র শুনিয়া আসিলাম যে, অদ্য রজনীতে মন্ত্রীতনয়ের সহিত তোমার মনোনীতা রাজনন্দিনীর বিবাহ হইবে।" ইহা বলিয়া তৈল ব্যবসায়ীর নিকটে যাহা যাহা শুনিয়া আসিয়াছিল তৎসমুদায় পুত্রকে কহিল। জননীর প্রমুখাৎ এই কথা শুনিবামাত্র আলাদিনের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। কিন্তু তাহার অন্তঃকরণমধ্যে কেমন একটা বিজাতীয় ঈর্ষ্যা জন্মিল, তাহাতে সে কিছুমাত্র দুঃখিত না হইয়া মন্ত্রিপুত্রকে ইহার সমুচিত প্রতিফল দিবার মানসে পরমোপকারী প্রদীপ ঘর্ষণ করিতে আরম্ভ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সেই বিকটাকার দৈত্য আলাদিনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিতে লাগিল, "প্রভো! আমাকে কি করিতে হইবে, এখনি আজ্ঞা করুন।" আলাদিন বলিল, "ভূপতি আমার সহিত তাঁহার কন্যা বেদ্রোলবদোরের বিবাহ দিতে স্বীকার করিয়া আমাকে তিন মাস কাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া ছিলেন, কিন্তু ঐ সময় অতীত না হইতেই তিনি আপন অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া অদ্য রাত্রিতে মন্ত্রীপুত্রকে সেই কন্যা সম্প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। অতএব আমি তোমাকে এই আদেশ করিতেছি যে, বরকন্যা একত্র শয়ন করিবামাত্র তাহাদিগকে শয্যা শুদ্ধ তুলিয়া আমার নিকটে আনয়ন করিবে। দৈত্য "যে আজ্ঞা প্রভু," বলিয়া অন্তর্হিত হইল। অনন্তর আলাদিন জননীর সহিত একত্র ভোজন করিলে পর, তাহার মাতা শয়ন করিতে গেল। আলাদিনও আপন শয়নমন্দিরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক বরকন্যা সমেত দৈত্যের আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিল।

এ দিকে রাজ ভবনে রাজদুহিতার বিবাহ উপলক্ষে রাত্রি দুইপ্রহর পর্য্যন্ত নৃত্যগীত ভোজ প্রভৃতি নানা প্রকার আনন্দোৎসব হইল। পরে মন্ত্রিনন্দন বাসর গৃহে গিয়া বাসর শয্যায় শয়ন করিল। তাহার অব্যবহিত পরেই রাজমহিষী পরিচারিণীগণ সমভিব্যাহারে রাজকুমারীকে আনিয়া বাসর শয্যায় শয়ন করাইয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন। তৎপরে একজন পরিচারিণী বাসরগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাণীর পশ্চাৎ চলিয়া গেল। কিন্তু দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে কি না এমন সময় অকস্মাৎ সেই দৈত্য আর কয়েকটা দৈত্য সমভিব্যাহারে বাসর গৃহে প্রবেশ করিয়া বর কন্যাকে আমোদ প্রমোদ করিবার অবসর না দিয়া তাহাদিগকে শয্যা সমেত তুলিয়া আলাদিনের শয়নাগারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রদীপ স্বামীর আজ্ঞাকারী দৈত্য স্বীয় অনুচরগণ সমভিব্যাহারে পালঙ্ক সহিত নবদম্পতিকে বাদশাহের দরবার মন্দির হইতে লইয়া শূন্যমার্গ দিয়া আলাদিনের নিকটে আনয়ন করিতেছে।

অনন্তর বরকন্যা আনীত হইলে, আলাদিন তাহাদিগকে পৃথক রাখিবার মানসে দৈত্যকে আদেশ করিল, "হে দৈত্যরাজ! তুমি এই নব বিবাহিত পুরুষকে বাহিরের এক কুঠরিতে বদ্ধ করিয়া রাখ এবং কল্য অরুণোদয়ের পূর্ব্বে পুনর্ব্বার আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।" আজ্ঞামাত্র দৈত্য মন্ত্রিতনয়কে শয্যা হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক আলাদিনের মনোনীত স্থানে দাঁড় করাইয়া তাহার অঙ্গে নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহাকে চলৎ শক্তি রহিত করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল।

আলাদিন যদিও রাজকন্যাকে অতিশয় ভাল বাসিত, তথাপি তাঁহার নিকটে বসিয়া কেবল এইমাত্র বলিল, "হে পূজনীয়ে রাজনন্দিনি! তোমার কোন ভয় নাই, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। যদিও তোমার রূপলাবণ্য দৃষ্টে বিমুগ্ধচিত্ত হইয়াছি, তথাপি তোমার প্রতি আমি কোন অত্যাচার করিব না। তোমার পিতা স্বীয় অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া যে কার্য্য সম্পাদনে উদ্যোগী হইয়াছেন, কেবল তন্নিবারণার্থই আমি তোমাকে এ স্থানে আনয়ন করিয়াছি।"

রাজকন্যা দৈত্য দর্শনে মহা ভীতা হইয়াছিলেন, সুতরাং আলাদিনের বাক্যগুলি কেবল শুনিলেনমাত্র তাহার কিছুই উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। আলাদিনও রাজকন্যার সহিত আর বাক্যালাপ না করিয়া তাঁহার দিকে পৃষ্ঠ ফিরাইয়া পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া থাকিল।

পর দিন প্রত্যূষে দৈত্য আলাদিনের নিকটে আসিয়া বলিল, "প্রভো! ভৃত্য উপস্থিত, এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।" আলাদিন বলিল, 'মন্ত্রিপুত্রকে আনিয়া এই শয্যায় শয়ন করাইয়া, তাহাকে ও রাজকুমারীকে শয্যাসমেত রাজান্তঃপুরে পুনরায় রাখিয়া আইস।" দৈত্য তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিপুত্র এবং রাজকুমারীকে পালঙ্ক সহিত তাহাদের বাসরগৃহে রাখিয়া অন্তর্হিত হইল।

প্রাতে ভূপতি কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য বাসর গৃহে আসিলেন। মন্ত্রিপুত্র সমস্ত রাত্রি দণ্ডায়মান থাকিয়া শীতে মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, সুতরাং রাজা দ্বার মুক্ত করিবামাত্র লজ্জায় শয্যা হইতে উঠিয়াই অন্য এক গৃহে প্রস্থান করিলেন।

মহীপাল শয্যার নিকটে গমন করিয়া দুহিতার মুখচুম্বনপূর্ব্বক হাস্য বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কন্যে! গত রজনী কি প্রকারে যাপন করিয়াছ?" রাজনন্দিনী পিতার বাক্যের কোন উত্তর প্রদান না করিয়া কেবল বিমর্ষভাব ধারণপূর্ব্বক সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন। রাজা বিবেচনা করিলেন, কন্যা লজ্জাপ্রযুক্ত কথা কহিল না, সুতরাং তথা হইতে রাণীর নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে সমস্ত বিবরণ কহিলেন। রাজ্ঞী কহিলেন, 'মহারাজ! নবোঢ়া কামিনীগণ স্বামীর সহিত প্রথম সহবাস করিয়া এইরূপভাব প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহা নূতন নহে। যাহা হউক, আমি এখনি কন্যাকে দেখিতে যাইতেছি।" ইহা বলিয়া রাজমহিষী বাসর ঘরে যাইয়া মশারি উত্তোলনপূর্ব্বক কন্যার মুখ চুম্বন করিয়া তৎপার্শ্বে উপবিষ্টা হইলেন। কিন্তু রাজনন্দিনী ম্লানবদনেই বসিয়া রহিলেন, মাতার সহিত কোন কথা কহিলেন না। তাহাতে রাণী কন্যার ঈদৃশ ভাব দৃষ্টে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "বৎসে! আমি তোমাকে আদর করিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে অভ্যর্থনা না করিয়া কেবল মৌন হইয়া রহিলে, কি আশ্চর্য্য! জননীর প্রতি কি

এরূপ ব্যবহার করা উচিত? আমি অনুমান করি, কোন গুরুতর দুর্ঘটনা প্রযুক্তই তুমি এরূপ ভাব ধারণ করিয়া থাকিবে, অতএব স্বীয় মনোবেদনা সবিশেষ প্রকাশ করিয়া বল।" তখন রাজকুমারী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "জননি! গত রজনীতে যে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার আতঙ্কে আমি এখন পর্য্যন্তও আত্ম বিস্মৃত হইয়া আছি, আমার চৈতন্য নাই বলিলেই হয়।" ইহা কহিয়া জননীর নিকটে পূর্ব্ব রাত্রির সমস্ত ব্যাপার বর্ণন করিলেন। রাজ্ঞী মনোযোগপূর্ব্বক কন্যার সমস্ত কথা শুনিয়া তাহা প্রত্যয় না করিয়া বলিলেন, "কন্যে! তুমি যে এ কথা ভূপতিকে বল নাই, ইহা উত্তম করিয়াছ। এ কথা আর কাহারও নিকটে প্রকাশ করিও না, যিনি শুনিবেন তিনিই তোমাকে ক্ষিপ্তা বোধ করিবেন।" বেদ্রোলবদোর কহিলেন, "মা! আমি যাহা বলিতেছি তাহা যথার্থ কিনা আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।" রাণী বলিলেন, "আমি কাহারও কথায় প্রত্যয় করিব না। এক্ষণে ওকথা পরিত্যাগপূর্ব্বক শয্যা হইতে গাত্রোত্থান কর।" ইহা বলিয়া যাহাতে কন্যার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হয় তদ্বিষয়ে বিস্তর চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

এ দিকে আলাদিন, পর দিবস রজনীতে মন্ত্রি পুত্রকে রাজকন্যার সহবাস সুখে বঞ্চিত করিবার জন্য প্রদীপ ঘর্ষণ দ্বারা দৈত্যকে পুনর্ব্বার আহ্বান করিয়া বলিল, "ওহে দৈত্য! অদ্য রাত্রিতেও বর কন্যাকে সেই প্রকারে রাজবাটী হইতে আমার নিকটে আনয়ন কর।" আজ্ঞা পাইয়া দৈত্য উপযুক্ত সময়ে তাহাদিগকে আলাদিনের শয়নাগারে আনিয়া দিল। আলাদিন মন্ত্রিনন্দনকে পূর্ব্বের ন্যায় বাহিরে রাখিয়া আপনি রাজকুমারীর সহিত পরমানন্দে শয়ন করিয়া রহিল। পর দিন প্রত্যূষে দৈত্য আলাদিনের আজ্ঞানুসারে বর কন্যাকে লইয়া রাজ বাটীতে রাখিয়া আসিল। নৃপতি পূর্ব্বদিবস কন্যাকে সাতিশয় ম্রিয়মাণা দেখিয়া আসিয়াছিলেন, অতএব সে দিবস কন্যা কি অবস্থায় আছেন, তাহা জানিবার জন্য বাসর গৃহে প্রবেশ করিলেন। মন্ত্রিনন্দন রাজার পদ শব্দ শুনিবামাত্র শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পার্শ্বস্থিত এক গৃহে গমন করিলেন। মহীপাল রাজনন্দিনীর মুখ চুম্বনপূর্ব্বক সমাদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তনয়ে! কহ দেখি, কল্য কিরূপে রজনী যাপন করিয়াছ?" ইহাতে রাজকুমারী কোন উত্তর না করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলেন। তদ্দৃষ্টে ভূপতি সাতিশয় দুঃখিত হইয়া কন্যাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, "তনয়ে! তোমার কি হইয়াছে আমাকে প্রকাশ করিয়া বল।" তখন রাজনন্দিনী নিশার সমস্ত বিবরণ আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া বলিলেন, "হে পিতঃ! যদি আমার বাক্যে প্রত্যয় না হয়, তবে মন্ত্রিপুত্রকে জিজ্ঞাসা করুন, তাহা হইলেই, আপনার সংশয়াপনোদন হইবে।"

এই কথা শ্রবণে মহীপাল সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া কন্যাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তনয়ে! গতকল্য তুমি আমার নিকটে এই অদ্ভুত ব্যাপার কেন গোপন করিয়াছিলে?"

পরে ভূপতি আপন গৃহে গমন করিয়া প্রধান মন্ত্রীকে নিকটে ডাকাইয়া আপন দুহিতার প্রমুখাৎ যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন তৎসমুদয় তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, "মন্ত্রি! তুমি শীঘ্র গিয়া তোমার পুত্রের নিকটে ইহার সবিশেষ বিবরণ অবগত হইয়া আমাকে আসিয়া বল।" মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ পুত্রের নিকট যাইয়া রাজার মুখে যাহা যাহা শুনিয়া ছিলেন তৎসমুদায় তাহার নিকট প্রকাশ করিয়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে তনয়! তুমি এ বিষয়ের সত্যাসত্য যাহা জান আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল।" মন্ত্রিনন্দন কহিলেন, "হে পিতঃ! রাজদুহিতা যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহার একটী কথাও মিথ্যা নহে, কিন্তু তিনি আমার দুঃখের বিষয় কিছুই অবগত নহেন।" ইহা বলিয়া গত দুই রাত্রিতে আপনি যে প্রকার দুর্দ্দশা গ্রস্ত ছিলেন তৎসমুদায় আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া সজলনয়নে পিতার নিকটে এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন, "হে জনক! আমি আপনাকে বিনতিপূর্ব্বক বলিতেছি যাহাতে আমাদের এই বিবাহ ভঙ্গ হয় তদ্বিষয়ে আপনি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করুন। রাজকন্যাও ইহাতে সম্মতা আছেন, যেহেতু তাঁহারও যন্ত্রণার পরিসীমা নাই, একপ পরিণয় অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে ভাল।"

মন্ত্রী রাজকুমারীর সহিত স্বীয় তনয়ের বিবাহ হওয়াতে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন, কিন্তু পুত্রের এইরূপ যন্ত্রণার কথা শুনিয়া অগত্যা তাহাকে ভূপতির সমীপে লইয়া গিয়া রাজাকে সমস্ত বিবরণ শুনাইলেন এবং পুত্রকে স্বালয়ে লইয়া যাইবার নিমিত্ত অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাজাও তদ্বিষয়ে সম্মত হইয়া সেই দিবস হইতেই রাজপুরীতে ও সমস্ত নগর মধ্যে বিবাহ উপলক্ষে যে আমোদ আহ্লাদ হইতেছিল, তাহা স্থগিত রাখিতে আজ্ঞা দিলেন। নগরবাসিগণ এই আকস্মিক রাজাদেশের কিছুই কারণ নির্ণয় করিতে পারিল না, কিন্তু আলাদিন তাহার হেতু বুঝিতে পারিয়া এবং বিবাহ ভঙ্গের জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা সুসিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ভূপতি এবং মন্ত্রী আলাদিনের প্রার্থনা একবারে বিস্মৃত হইয়াছিলেন, সুতরাং এই দুর্ঘটনা জন্য তৎপ্রতি তাঁহাদের কোন সন্দেহ জন্মিল না।

আলাদিন তিন মাসের পর ভূপতিকে বিবাহের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য জননীকে রাজসভায় প্রেরণ করিলেন। আলাদিনের মাতা রাজসভায় গমন করিয়া রাজসমক্ষে পূর্ব্বমত দণ্ডায়মানা হইয়া রহিল। তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত হইবামাত্র নরেন্দ্র তাহাকে চিনিতে পারিলেন

এবং যে জন্য তাহার আগমন, তাহাও তাঁহার স্মরণ হইল। তৎপরে রাজকার্য্য স্থগিত রাখিয়া মন্ত্রীকে কহিলেন, "যে স্ত্রীলোকটী কয়েক মাস অতীত হইল, বহুমূল্য উপহার আনয়ন করিয়াছিল সে পুনর্ব্বার আসিয়াছে, অতএব উহাকে আমার নিকটে লইয়া আইস।" আলাদিনের জননী রাজসন্নিধানে আনীত হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! আপনি আমার পুত্র আলাদিনের সহিত রাজকন্যা বেদ্রোলবদোরের বিবাহ দিতে সম্মত হইয়া আমাকে তিন মাসের পর আসিতে অনুমতি করিয়াছিলেন, অতএব আমি আসিয়াছি।" নরেন্দ্র এই কথায় অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত হইয়া মন্ত্রীকে এ বিষয়ের সৎপরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রী কহিলেন, "মহারাজ! যদি আলাদিনকে কন্যা সম্প্রদান করিতে সম্মত না হয়েন, তবে রাজকুমারীর সহিত বিবাহের জন্য এমন উপহার দিবার প্রস্তাব করুন যে, আলাদিন তাহা প্রদান করিতে অসমর্থ হয়। তাহা হইলে, উহারা মাতা পুত্রে এ বিষয় হইতে একেবারে নিরস্ত হইবে এবং আপনার উপরেও, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের দোষারোপ করিতে পারিবে না।"

মহীপাল মন্ত্রীর এই পরামর্শ যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিয়া আলাদিনের মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওগো বৃদ্ধে! আমি যে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম তাহা পালন করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আলাদিনকে গিয়া বল, সে যেন প্রথমে যেপ্রকার উপহার প্রেরণ করিয়াছিল চল্লিশ খান বৃহৎ কাঞ্চন থালে সেই প্রকার রত্নাদি স্থাপন করিয়া চল্লিশ জন কৃষ্ণবর্ণ ক্রীতদাসের দ্বারা ঐ সমস্ত বহন করাইয়া রাজভবনে পাঠাইয়া দেয়, এবং প্রত্যেক কৃষ্ণবর্ণ দাসের অগ্রে অগ্রে যেন এক একটী সুসজ্জিত শ্বেতবর্ণ ক্রীতদাস থাকে। তাহা হইলেই, আমি তাহার সহিত মদীয় কন্যার বিবাহ দিব।"

ভূপতির এই কথা শুনিয়া আলাদিনের মাতা তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া রাজসভা হইতে স্বগৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আলাদিনকে ডাকিয়া বলিলেন, "হে পুত্র! রাজা এই এই সামগ্রী চাহিয়াছেন, তুমি তাহা দিতে না পারিলে, রাজকন্যা বেদ্রোলবদোরের পাণিগ্রহণ করিতে পারিবে না।" আলাদিন কহিল, "মা! তজ্জন্য চিন্তা কি, ভূপতি যাহা চাহিয়াছেন তাহা অতি সামান্য বস্তু।"

অনন্তর আলাদিনের জননী খাদ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য বাজারে গেলেন। ইতিমধ্যে আলাদিন প্রদীপ ঘর্ষণ দ্বারা দৈত্যকে আনয়ন করিয়া বলিল, "ভূপতি আমার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিতে স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু আমি পূর্ব্বে তাঁহাকে যে প্রকার মণিমুক্তা ও প্রবালাদি উপঢৌকন দিয়াছিলাম, তিনি সেই প্রকার রত্নাদিতে পরিপূর্ণ আর চল্লিশ খান বড় বড় স্বর্ণপাত্র চাহিয়াছেন, অতএব আমি যে উদ্যান

হইতে প্রদীপ আনিয়াছিলাম, তুমি শীঘ্র সেই উদ্যানে গিয়া চল্লিশ খান বড় বড় স্বর্ণ থালে নানাবিধ রত্নাদি সাজাইয়া চল্লিশ জন কৃষ্ণবর্ণ ক্রীতকিঙ্করের মস্তকে দিয়া আর চল্লিশ জন উত্তম পরিচ্ছদাদি বিশিষ্ট শ্বেতবর্ণ ক্রীতদাসকে তাহাদের সমভিব্যাহারে দিয়া রাজবাটীতে প্রেরণ কর। কিন্তু সাবধান যেন কোন মতে সভাভঙ্গের সময় অতীত না হয়।"

এই কথা শুনিবামাত্র দৈত্য তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অন্তর্ধান করিল এবং আলাদিনের আদেশ মত সমস্ত দ্রব্য আনয়নপূর্ব্বক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আলাদিনের জননী বাজার হইতে আসিয়া অনেক ক্রীত দাস ও স্তূপাকার রত্ন দৃষ্টে একবারে বিস্মিত হইলেন। আলাদিন কহিলেন, "মাতঃ! তুমি এখনি এই সমস্ত দ্রব্যাদি লইয়া রাজভবনে গমন কর, কদাচ বিলম্ব করিও না, সভাভঙ্গের পূর্ব্বে উপস্থিত হইতে পারিলেই ভাল হয়।" ইহা বলিয়া স্বহস্তে বাটীর দ্বার মুক্ত করিয়া ভৃত্যগণকে উপঢৌকন লইয়া গমন করিতে আদেশ করিলেন। আজ্ঞামাত্র দাসগণ প্রত্যেকেই রত্নাদি পূর্ণ এক এক স্বর্ণথাল মস্তকে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। আলাদিনের মাতা সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে রাজপথের তাবৎ লোক তাহাদিগের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

অনন্তর ক্রীতদাসগণ রাজসভায় উপনীত হইয়া রাজাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তাঁহার দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। এমন সময়ে আলাদিনের জননী রাজসিংহাসনের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া রাজাকে অভিবাদনপূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ! আমার পুত্র আলাদিন যদিও রাজনন্দিনীর যোগ্য উপহার প্রেরণ করিতে পারে নাই, তথাপি আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহা গ্রহণ করেন, ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।"

ভূপতি যাহা কখন চক্ষে দেখেন নাই এরূপ রত্নাদিতে পরিপূর্ণ চল্লিশ খান স্বর্ণ পাত্র এবং ক্রীত কিঙ্করগণের বহুমূল্য ও অত্যাশ্চর্য্য পরিচ্ছদাদি দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া অবশেষে মন্ত্রীকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন মন্ত্রি! যে ব্যক্তি এপ্রকার উপহার দিতে সক্ষম তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করা যায় কি না?" ইহা শুনিয়া মন্ত্রী ও অন্যান্য সভাসদ্গণ যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, মহীপাল তদনুসারে আলাদিনের মাতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "তোমার পুত্রকে গিয়া বল, আমি নিশ্চয়ই তাহার সহিত রাজকুমারীর বিবাহ দিব। অতএব তুমি যত শীঘ্র পার আলাদিনকে আমার নিকটে পাঠাইয়া দাও।"

আলাদিনের মাতা এই কথা শুনিয়া সানন্দ মনে রাজবাটী হইতে বহির্গত হইলেন। ভূপতি সভাভঙ্গ করিয়া নপুংসকগণকে রাজকন্যার আগারে স্বর্ণপাত্রসমূহ লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন, এবং আপনিও

কন্যার সহিত একত্র উপবেশনপূর্ব্বক ঐ সকল রত্নাদি পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। পরে রাজকুমারীকে অশীতি জন ক্রীতকিঙ্করের অপূর্ব্ব বেশভূষা দেখাইবার জন্য তাহাদিগকেও অন্তঃপুর মধ্যে আনাইলেন। রাজনন্দিনী যবনিকার অন্তরাল হইতে দাসগণের বেশভূষা এবং রূপলাবণ্য অবলোকনে সাতিশয় বিস্ময়াম্বিতা হইলেন।

এ দিকে আলাদ্দিনের জননী সহাস্যবদনে স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, আলাদ্দিন তাঁহার বাহ্যিক ভাব দর্শনে বুঝিতে পারিলেন যে, কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। তৎপরে তাঁহার মাতা বলিলেন, "বাছা! এক্ষণে তোমার আশালতা ফলবতী হইয়াছে বলিলে বলা যায়, কারণ ভূপতি সভাসদ্‌গণের সহিত পরামর্শ করিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, তুমিই রাজবালার পাণি গ্রহণের যোগ্যপাত্র, এবং তোমাকে তিনি শীঘ্র রাজসভায় যাইতে অনুমতি করিয়াছেন, অতএব গমনের আয়োজন কর।" আলাদ্দিন এই সমস্ত কথা শুনিবামাত্র মহানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া আপনার গৃহে গমন করত প্রদীপ ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে সেই আজ্ঞাকারী দৈত্য আসিয়া উপস্থিত হইলে, আলাদ্দিন তাহাকে বলিলেন, "আমাকে প্রথমতঃ স্নান করাইতে হইবে, তৎপরে আমাকে এমন মহামূল্য অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ পরাইয়া দিবে যে, তাহা কোন রাজাধিরাজও কখন পরিধান করেন নাই।" আজ্ঞামাত্র দৈত্য তাঁহাকে লইয়া একটী অপূর্ব্ব প্রস্তর নির্ম্মিত সুরম্য স্নানাগারে গিয়া উপস্থিত হইল। তথায় নানাবিধ সুগন্ধদ্রব্য মিশ্রিত উষ্ণ জলে কে যে তদীয় গাত্রমার্জ্জন করিয়া দিয়া স্নান করাইল, আলাদ্দিন তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। স্নানান্তে আলাদ্দিন অত্যন্ত সুন্দর ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়া স্নানাগারের পার্শ্বস্থিত এক দালানে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তন্মধ্যে এক প্রস্তুত অত্যুত্তম পরিচ্ছদ রহিয়াছে, তাহার জ্যোতিতে সমস্ত গৃহ আলোকময় হইয়া আছে। দৈত্য আলাদ্দিনকে ঐ মনোহর পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া তাঁহার গৃহে লইয়া আসিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে আর কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।" আলাদ্দিন কহিলেন, ভূপতির অশ্বশালায় যে সমস্ত অশ্ব আছে তদপেক্ষা একটী উৎকৃষ্ট তুরঙ্গম আমাকে আনিয়া দাও, তাহার লাগাম ও জিন সুবর্ণখচিত ও অতি উত্তম হইবে। তদ্ভিন্ন আমার অগ্র পশ্চাতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যাইতে পারে এমন চল্লিশ জন সুসজ্জিত ক্রীতদাস আনিয়া দাও। ইহা ভিন্ন রাজকুমারীর পরিচারিণীর যোগ্য উত্তম বেশভূষায় বিভূষিতা ছয় জন ক্রীতকামিনী আমাকে আনিয়া দাও, তাহাদের প্রত্যেকের হস্তে রাজনন্দিনীর যোগ্য এক এক প্রস্তুত বস্ত্র থাকিবে। আর দশটী থলিয়াতে দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা চাহি। তুমি এই সমস্ত সত্বর আনিয়া দাও।"

দৈত্য আজ্ঞামাত্র অন্তর্হিত হইল এবং কিয়ৎকাল পরেই আলাদিনের অভিপ্রায়ানুরূপ সমস্ত দ্রব্য আনিয়া উপস্থিত করিল। আলাদিন তন্মধ্য হইতে চারি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা লইয়া আপনাদের নিত্য ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মাতার হস্তে প্রদান করিলেন এবং আর ছয় সহস্র মুদ্রা ক্রীতদাসগণের হস্তে দিয়া আজ্ঞা করিলেন, "যখন আমি রাজবাটী গমন করিব তখন তোমরা এই সমস্ত মুদ্রা মুষ্টি মুষ্টি করিয়া পথে ছড়াইয়া যাইবে।"

তদনন্তর আলাদিন অশ্বারোহণপূর্ব্বক মহা সমারোহ করিয়া রাজনিকেতনে যাত্রা করিলেন। রাজপথে অত্যন্ত লোকারণ্য হইল। তাহারা সকলেই আলাদিনের এতাদৃশ বদান্যতা দৃষ্টে মহা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। অনন্তর আলাদিন রাজনিকেতনে উপনীত হইলে ভূপতি তাঁহার বেশভূষা দর্শনে যত না চমৎকৃত হইলেন, তাঁহার রূপলাবণ্য দৃষ্টে ততোধিক সন্তুষ্ট হইলেন। আলাদিনের মাতার পূর্ব্বকার যৎসামান্য বেশ দেখিয়া রাজা কখন মনে করেন নাই যে, তাঁহার পুত্রের এতাদৃশ সুন্দর মূর্ত্তি এবং এরূপ বেশভূষা হইবে। আলাদিন রাজ সমীপাগত হইবামাত্র ভূপতি তাঁহাকে মহা সমাদরপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া সিংহাসনোপরি আপন পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া তাঁহার সহিত নানাবিধ বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে নরেন্দ্র বাদ্যকরগণকে বাদ্য বাদনের অনুমতি দিয়া আলাদিনকে লইয়া অন্য একটী সুসজ্জিত গৃহে প্রবেশ করিলেন। তথায় বিবিধ উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত ছিল। রাজা আলাদিনের সঙ্গে একত্র উপবেশনপূর্ব্বক আহার করিতে লাগিলেন। প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য সভাসদ্গণ আপন আপন পদানুসারে চতুর্দ্দিক দাঁড়াইয়া রহিল। ভোজনান্তে মহীপাল সেই দিনেই আলাদিনের সহিত রাজনন্দিনীর বিবাহ দিতে উদ্যত হইলে, আলাদিন বিনয়পূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ! যদিও আমি রাজবালার পাণিগ্রহণার্থ সাতিশয় অধৈর্য্য হইয়াছি, তথাপি এ পর্য্যন্ত তাঁহার উপযুক্ত বাসস্থান প্রস্তুত করি নাই অতএব আমার অভিলাষ এই যে, যে পর্য্যন্ত রাজকুমারীর বাসোপযুক্ত উত্তম অট্টালিকা প্রস্তুত না হয়, সে পর্য্যন্ত আমাদিগের বিবাহ স্থগিত রাখিয়া রাজবাটীর সন্নিকটেই আমাকে এমন একটী স্থান দান করিতে আজ্ঞা হয়, যথায় আমি গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়া প্রত্যহ আপনকার শ্রীচরণ দর্শন করিতে পারি।" ভূপতি এই কথা শুনিবামাত্র স্বীয় পুরীর সম্মুখে আলাদিনের মনোমত স্থান প্রদান করিলেন।

অনন্তর আলাদিন ভূপতির নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক স্বালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহাকে দেখিবার জন্য পূর্ব্বরূপ জনতা হইল এবং তাবল্লোকেই হৃষ্টচিত্তে তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিল

আলাদিন বাটী আসিয়াই নিজ গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রদীপ ঘর্ষণ দ্বারা দৈত্যকে আহ্বান করিবামাত্র দৈত্য তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "প্রভো! এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।" আলাদিন বলিলেন, "দৈত্য। আমি যখন যাহা চাহিয়াছি তুমি তখনই তাহা আনিয়া দিয়াছ। কিন্তু এক্ষণে রাজকন্যা বেদ্রোলবদোরের বাসোপযোগী একটী অপূর্ব্ব অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দাও। পুরীটী এরূপ চমৎকৃত হইবে যেন কোন স্থানে কিছু ত্রুটি না থাকে। বাটীর সর্ব্বোপরিভাগে একটী গোলাকার নাট্যশালা নির্ম্মাণ করিতে হইবে তাহার চতুর্দ্দিকে যেন এক প্রকারই বারাণ্ডা থাকে। তাহার ভিত্তি ইষ্টকের পরিবর্ত্তে সুবর্ণ ও রজতে নির্ম্মিত হইবে এবং প্রত্যেক বারাণ্ডায় ছয় ছয়টী করিয়া মহামূল্য রত্ন খচিত গবাক্ষ থাকিবে। ফলতঃ প্রাসাদটী এমনি করিয়া নির্ম্মাণ করিবে যেন, তাহা ভূমণ্ডলের মধ্যে অদ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত হয়।"

আলাদিন সন্ধ্যার সময়ে দৈত্যকে এই সমস্ত আজ্ঞা প্রদানপূর্ব্বক তথা হইতে বিদায় করিয়া দিয়া আপনি শয়ন করিবার জন্য গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু রাজকন্যা বেদ্রোলবদোরের প্রতি তাঁহার মন এমনি আসক্ত হইয়াছিল যে সমস্ত রজনীর মধ্যে এক বারও নেত্র নিমীলন করিতে পারিলেন না। পর দিন প্রত্যূষে আলাদিন শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবামাত্র দৈত্য তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "মহাশয়! অট্টালিকা প্রস্তুত হইয়াছে।" আলাদিন তদ্দর্শনে সাতিশয় ইচ্ছুক হইলে, দৈত্য তদ্দণ্ডেই তাঁহাকে তথায় লইয়া গেল। আলাদিন বাটীর অপূর্ব্ব শোভা দর্শনে এমনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন যে, কিপ্রকারে তাহার প্রশংসা করিবেন তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। দৈত্য তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া একে একে সমস্ত স্থান দেখাইল। আলাদিন দেখিলেন, কোন স্থানে কোন ত্রুটি হয় নাই, যেখানে যে সাজ শোভা পায় সেখানে সেই সাজ প্রদত্ত হইয়াছে, এবং যেখানে যে দ্রব্যের আবশ্যক সেখানে তৎ দ্রব্যই সজ্জিত রহিয়াছে। দ্বারী, প্রহরী এবং ভৃত্যগণ স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োজিত আছে। অশ্বশালায় উত্তম২ অশ্ব রহিয়াছে। ধনাগার ধনেএবং খাদ্যভাণ্ডার নানাবিধ খাদ্যসামগ্রীতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, আলাদিন এই সমস্ত বিশেষতঃ সর্ব্বোপরিভাগে অপূর্ব্ব নাট্যশালাটী দর্শন করিয়া সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক দৈত্যকে কহিলেন, "হে দৈত্যরাজ! তোমার প্রতি আমি যে প্রকার সন্তুষ্ট হইয়াছি, তাহা বর্ণনাতীত। কিন্তু আমি এক কথা বলিতে বিস্মৃত হইয়াছি, যে স্থানে রাজকুমারী থাকিবেন তথা হইতে রাজবাটী পর্য্যন্ত এক খানি বৃহৎ গালিচা বিস্তীর্ণ করিয়া দিতে হইবে, রাজকুমারী তাহার উপর দিয়া পদব্রজে রাজবাটী হইতে আমার নিকটে আগমন করিবেন।" আজ্ঞা মাত্র দৈত্য তথা

হইতে অদৃশ্য হইল, এবং ক্ষণকাল পরে পুনর্ব্বার আসিয়া এক খানি বৃহৎ গালিচা বিস্তৃত করিয়া দিল। পরে রাজবাটীর দ্বার মুক্ত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

প্রাতঃকালে রাজবাটীর দ্বারপালগণ দ্বার উদ্ঘাটন করিবামাত্র সম্মুখে একটী বৃহৎ অপূর্ব্ব অট্টালিকা দেখিয়া অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইল। প্রধান মন্ত্রীও ঐ বাটীর সৌন্দর্য্য দর্শনে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া রাজসমীপে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ। এই বাটী মায়াবিদ্যা প্রভাবে যে প্রস্তুত হইয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই।" ভূপতিও ঐ পুরী দর্শনে সাতিশয় চমৎকৃত হইয়া বলিলেন "মন্ত্রিন! আমার নিশ্চয় বোধ হই-তেছে রাজকুমারীর বাসের জন্যই আলাদিন এই পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছে। এক রাত্রির মধ্যে এই বাটী প্রস্তুত হইয়াছে ইহাতে মায়া বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু আলাদিন আমাকে যে প্রকার অদ্ভুত রত্নাদি অকা-তরে দান করিয়াছে তাহাতে যে সে ব্যক্তির দ্বারা এক রাত্রির মধ্যে এ প্রকার অট্টালিকা নির্ম্মিত হইবে, তদ্বিষয়ে আর বিচিত্রতা কি আছে?"

এ দিকে, আলাদিন গৃহে আসিয়া দৈত্যানীত বহু মূল্য পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক জননীকে দৈত্য দত্ত ছয়জন ক্রীত কিঙ্করীকে সঙ্গে দিয়া রাজকুমারীকে নূতন বাটীতে আনয়নার্থ রাজবাটীতে প্রেরণ করিলেন। আপনিও পৈতৃক বাটী পরিত্যাগপূর্ব্বক যে প্রদীপের সহায়তায় তাঁহার এতাদৃশ সৌভাগ্যোদয় হইয়াছে, বহু যত্নে সেই প্রদীপটী আপন বস্ত্র মধ্যে রাখিয়া অশ্বারোহণে মহা সমারোহপূর্ব্বক নূতন বাটীতে আসিয়া রাজনন্দিনীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিলেন।

এ দিকে, আলাদিনের মাতা রাজবাটীতে উপনীত হইবামাত্র, নপুং-সকগণ ভূপতির আদেশ ক্রমে মহাসমাদরপূর্ব্বক তাঁহাকে রাজকন্যার আগারে লইয়া গেল। রাজনন্দিনী তাঁহাকে দেখিবামাত্র সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক পর্য্যঙ্কোপরি আপন পার্শ্বে বসাইলেন। ভূপতিও রাজভবনেএবং নগরের সর্ব্বত্র নানাবিধ আনন্দোৎসব করিতে অনুমতি দিয়া কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সন্ধ্যা সমাগমে রাজদুহিতা উত্তম বেশভূষায় সুসজ্জিতা হইয়া রাজা ও রাণীর নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক আলাদিনের মাতার সহিত নূতন অট্টালিকাতে যাত্রা করিলেন। রাজনন্দিনীর বন্দিনীগণও উত্তম উত্তম বেশভূষা করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। রাজনন্দিনী সেই অভিনব প্রাসাদদ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র, আলাদিন তাঁহাকে মহা-সমাদরপূর্ব্বক বাটীর মধ্যে লইয়া আসিলেন। আলাদিনের জননী রাজকন্যাকে অপূর্ব্বাসনে উপবেশন করাইয়া অতি যত্নে নানা প্রকার সুস্বাদু দ্রব্য আহার করিতে দিলেন। আহারকালে পরম রূপবতী

কামিনীগণ নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র লইয়া গীতবাদ্য করিতে আরম্ভ করিল। রাজকুমারী আলাদিনের এতাদৃশ ঐশ্বর্য্য দর্শনে সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া স্বীকার করিলেন যে, "আমি এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার কখন চক্ষেও দেখি নাই।"

তৎপরে আলাদিন রাত্রি দুই প্রহরের সময়, চীন দেশীয় রীত্যনুসারে প্রিয়তমা রাজনন্দিনীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক মহানন্দে নৃত্য করিতে করিতে বাসর গৃহে প্রবেশ করিলেন। তদনন্তর রাজনন্দিনীর পরিচারিণীগণ গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহার বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করাইয়া দিয়া তাঁহাকে বাসরশয্যায় শয়ন করাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। আলাদিন তৎপার্শ্বে শয়ন করিয়া রহিলেন।

পর দিবস প্রাতঃকালে আলাদিন শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক উত্তম উত্তম বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া এক মনোহর অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক দাসগণকে সঙ্গে লইয়া রাজনিকেতনে গমন করিলেন। ভূপতি তাঁহাকে মহা সমাদরপূর্ব্বক আলিঙ্গন প্রদান করিয়া সিংহাসনোপরি আপন পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া ভৃত্যগণকে প্রাতর্ভোজনের আয়োজন করিতে আজ্ঞা দিলেন। আলাদিন কহিলেন,' মহারাজ! অদ্য আপনাকে অনুগ্রহ করিয়া প্রধান মন্ত্রী এবং অন্যান্য সভাসদ্গণ সমভিব্যাহারে, আমার ভবনে গিয়া আহার করিতে হইবে, আমি আপনাকে লইতে আসিয়াছি।"

মহীপাল আলাদিনের এই কথা শুনিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তখনি পারিষদ্দিগকে 'সমভিব্যাহারে লইয়া আলাদিনের সহিত পদব্রজে গমন করিলেন। ভূপতি আলাদিনের প্রাসাদের সমীপবর্ত্তী হইয়াই তাহার সৌন্দর্য্য দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। তৎপরে ভূপতি বাটী প্রবেশপূর্ব্বক আলাদিনের নাট্যশালার রমণীয় শোভা ও তত্রত্য গবাক্ষদ্বারে মণিমুক্তা প্রভৃতি নানাবিধ বহুমূল্য প্রস্তর ঝুলিতেছে দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাহার যৎপরোনাস্তি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর আলাদিন নরেন্দ্রকে একে একে বাটীর সমস্ত সৌন্দর্য্য দেখাইয়া অবশেষে তাঁহাকে রাজকন্যার গৃহে লইয়া গেলেন। রাজনন্দিনী ভূপতিকে দেখিবামাত্র অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তাহাতে রাজা বুঝিলেন যে এই বিবাহে কন্যা সুখী হইয়াছেন। অনন্তর ভৃত্যগণ দুইটী মেজে নানা প্রকার উত্তমোত্তম খাদ্য দ্রব্য সাজাইয়া দিলে রাজা, রাজকন্যা, আলাদিন এবং রাজমন্ত্রী একটী মেজের এবং অপরাপর রাজকর্ম্মচারিগণ অপর মেজের নিকটে উপবেশনপূর্ব্বক আহার করিতে লাগিলেন। ভূপতি নানাবিধ উপাদেয় দ্রব্যাহারে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়া বলিলেন, "মন্ত্রিন্! আমি এতাদৃশ উৎকৃষ্ট সামগ্রী ভোজন করা দূরে থাকু কখন চক্ষেও দেখি নাই।"

আহারান্তে মহীপাল স্বালয়ে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক রাজমন্ত্রীর সহিত আলাদিনের অপূর্ব্ব অট্টালিকা সম্বন্ধে নানা প্রকার কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরে ভূপতি প্রতি দিন প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই অগ্রে গবাক্ষ মধ্য দিয়া আলাদিনের অট্টালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন। বিবাহের পর আলাদিন কেবল বাটীতে বদ্ধ থাকিয়া কালহরণ না করিয়া কখন বা দেবালয় দর্শন, কখন বা মন্ত্রী প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিতেন। বাটী হইতে বহির্গত হইলেই তাঁহার দুই পার্শ্বে দুই জন ভৃত্য মুষ্টি মুষ্টি করিয়া অর্থ ছড়াইতে২ গমন করিত। সুতরাং আলাদিনকে দর্শন করিলেই তৎসন্নিধানে বহুসংখ্যক লোকের সমাগম হইত। তদ্ভিন্ন আলাদিনের নিকটে যখন যে, যে অর্থ যাচ্ঞা করিত, তখন সে সেই অর্থ প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া মহা সন্তুষ্ট হইত। এইরূপে আলাদিন স্বীয় দানশক্তি-প্রভাবে ক্রমে ক্রমে সকল লোকের প্রিয়পাত্র হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে, আফ্রিকা দেশীয় মায়াবী, সুড়ঙ্গ মধ্যেই আলাদিনের মৃত্যু হইয়াছে নিশ্চয় করিয়া, বহুদেশ ভ্রমণপূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিল। এবং কয়েক বৎসর অতীত হইলে, আলাদিনের বাস্তবিক মৃত্যু হইয়াছে কি না, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য মায়াবী সাতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া এক দিন গণনা করিয়া দেখিল যে, আলাদিনের মৃত্যু হয় নাই। সে, গহ্বর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, সেই প্রদীপের সহায়তায় মহৈশ্বর্য্যশালী হইয়া চীনদেশের রাজনন্দিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া, পরমসুখে কালযাপন করিতেছে। ইহা অবগত হইয়া মায়াবী মহা ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া বলিল, "হায় হায়! আমি মনে করিয়াছিলাম আলাদিনের মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু তাহা না হইয়া সেই ছোঁড়াই প্রদীপের গুণ জ্ঞাত হইয়া আমার বিদ্যা ও পরিশ্রমের ফল ভোগ করিতেছে। ভাল ভাল, শীঘ্রই ইহার প্রতীকার করিতে হইয়াছে, ইহাতে যদি আমার প্রাণবিয়োগ হয়, সেও স্বীকার।"

মায়াবী, এইরূপ পণ করিয়া পর দিবস প্রাতে একটা অশ্বে আরোহণ করিয়া চীন দেশাভিমুখে যাত্রা করিল। পথিমধ্যে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, অল্পকালের মধ্যেই চীন দেশের রাজধানীতে গিয়া উপনীত হইল। প্রথম দিবস এক পান্থশালায় বাসা করিয়া পথশ্রান্তি দূর করণানন্তর পর দিবস প্রাতে আলাদিনের ভবনান্বেষণে বহির্গত হইয়া নগর ভ্রমণ করিতে২ এক স্থানে কয়েক জন ভদ্রলোক একত্র উপবেশনপূর্ব্বক পানাদি করিতেছে দেখিয়া, মায়াবী তথায় গিয়া উপস্থিত হইল। তাহাতে তন্মধ্য হইতে এক জন তাহাকে এক পাত্র মদ্য পান করিতে দিল। মায়াবী, যখন ঐ মদ্য পান করিবার উপক্রম করিতেছে, তখন

তন্মধ্যে কোন লোক আলাদিনের বাটীর কথা উত্থাপন করিয়া তাহার বিস্তর প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল।

মায়াবী, ঐ কথা শুনিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোন্ অট্টালিকার এত প্রশংসা করিতেছ?" সে বলিল, "তুমি বুঝি বিদেশীয় হইবে? আমরা আলাদিনের প্রসিদ্ধ অট্টালিকার কথা বলিতেছি, তেমন আশ্চর্য্য অট্টালিকা পৃথিবীর মধ্যে আর নাই। তোমার তাহা দর্শন করা কর্ত্তব্য।" মায়াবী কহিল, "আমি দূরদেশ হইতে আসিয়াছি, আলাদিনের অট্টালিকায় যাইবার পথ জানি না, অতএব আপনি যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ বাটীর পথ দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে আমি আপনার নিকট চিরবাধিত হই।" মায়াবীর এই কথা শুনিয়া ঐ ব্যক্তি তাহাকে আলাদিনের বাটীর পথ দেখাইয়া দিলে, মায়াবী তথা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আলাদিনের বাটীর উদ্দেশে গমন করিল।

অনন্তর মায়াবী আলাদিনের বাটীর সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহার চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণপূর্ব্বক মনে মনে নিশ্চয় বুঝিতে পারিল যে, এই অট্টালিকা আশ্চর্য্য প্রদীপের সহায়তা ব্যতীত আর কিছুতেই নির্ম্মিত হয় নাই। কিন্তু ঐ প্রদীপ আলাদিনের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে, অথবা সে অন্য কোন স্থানে রাখিয়া যায়, তাহা জানিবার জন্য বাসায় গিয়া গণনা করিতে আরম্ভ করিল, এবং ঐ গণনায় প্রদীপ যে অট্টালিকা মধ্যেই আছে ইহা জানিতে পারিয়া তাহার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না।

অনন্তর এক দিন মায়াবী পান্থশালাধ্যক্ষের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে তৎপ্রমুখাৎ আলাদিন যে সেই সময়ে অষ্টাহের জন্য মৃগয়ার্থ গমন করিয়াছিলেন এই সংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়া মনে২ কহিতে লাগিল, "আমার কার্য্য সিদ্ধির এইমাত্র উত্তম সুযোগ ঘটিয়াছে, এই সময়ে যে কোন প্রকারে হউক প্রদীপটা হস্তগত করিতেই হইবে।" ইহা ভাবিয়া মায়াবী স্বকার্য্য সিদ্ধির মানসে এক প্রদীপবিক্রেতার নিকটে গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই! আমাকে দ্বাদশটী তামার প্রদীপ দিতে পার?" প্রদীপ বিক্রেতা কহিল "এক্ষণে আমার নিকটে এত প্রদীপ প্রস্তুত নাই, যদি প্রয়োজন থাকে তবে কল্য আসিও, যত ইচ্ছা ততই দিতে পারিব।" মায়াবী বলিল, "আচ্ছা ভাই! তুমি প্রদীপগুলি প্রস্তুত করিয়া রাখ, আমি কল্য আসিয়াই লইয়া যাইব, কিন্তু দেখিও প্রদীপগুলি যেন সুন্দর ও পরিষ্কার হয়। প্রদীপ উত্তম হইলে, মূল্য অধিক দিব, তজ্জন্য কিছু চিন্তা করিও না।" ইহা বলিয়া মায়াবী সে দিবস বাসায় আসিল। পর দিন প্রদীপ-বিক্রেতার নিকট হইতে দ্বাদশটী উত্তম প্রদীপ ক্রয় করিয়া একখানি চাঙ্গারিতে ঐ সমস্ত সাজাইয়া তাহা স্কন্ধোপরি লইয়া আলাদিনের অট্টালিকাভিমুখে গমন করিল। ঐ বাটীর নিকটে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে

বারম্বার এই কথা বলিতে লাগিল, "কেহ পুরাতন প্রদীপ বদল দিয়া নূতন প্রদীপ লইবে?" এই কথা শুনিয়া যত বালক ও পান্থগণ তাহাকে উন্মত্ত বোধ করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করত করতালি দিতে লাগিল ও তাহার সহিত হাস্য পরিহাস করিতে আরম্ভ করিল।

মায়াবী, তাহাতে কর্ণপাতও না করিয়া বারম্বার উচ্চৈঃস্বরে সেই কথাই বলিতে থাকিল। ক্রমে রাজকুমারী অট্টালিকার মধ্য হইতে ঐ কোলাহল শব্দ শুনিয়া একজন পরিচারিণীকে ডাকিয়া তাহার কারণ জানিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। পরিচারিণী বাহিরে আসিয়া মায়াবীর প্রদীপ বদলের কথা শুনিয়া হাস্য করিতে করিতে রাজনন্দিনীর নিকটে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক কহিল, "ঠাকুরাণি! একজন কতকগুলি নূতন প্রদীপ বিক্রয় করিতে আসিয়াছে সে কেবল বলিতেছে কেহ পুরাতন প্রদীপ বদল দিয়া নূতন প্রদীপ লইবে?" এই কথা শুনিয়া পথের তাবল্লোক তাহাকে উন্মত্ত জ্ঞান করিয়া তাহার চতুষ্পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার সহিত হাস্য পরিহাস করিতেছে এই জন্যই এত গোল হইতেছে।" ইহা শুনিয়া রাজকন্যার অন্য এক জন পরিচারিণী কহিল, "ঠাকুরাণি! আপনি লক্ষ্য করিয়াছেন কিনা বলিতে পারি না, এই গৃহের কারনিশের উপর একটা পুরাতন প্রদীপ আছে, তৎপরিবর্ত্তে একটী নূতন প্রদীপ লইয়া রাখিলে ক্ষতি কি?"

ক্রীত দাসী যে প্রদীপের কথা কহিল, তাহা আলাদিনের সেই আশ্চর্য্য প্রদীপ। পাছে কেহ ঐ প্রদীপ গ্রহণ করে সেই ভয়ে আলাদিন উহা অতি সাবধানে কারনিশের উপর রাখিয়া মৃগয়ার্থ গমন করিয়াছিলেন। রাজনন্দিনী ঐ প্রদীপের আশ্চর্য্য গুণ কিছুই অবগত ছিলেন না, সুতরাং অনায়াসেই এক জন নপুংসককে অনুমতি করিলেন, "তুমি ঐ প্রদীপটা বদল দিয়া উহার পরিবর্ত্তে একটা নূতন প্রদীপ আনিয়া রাখ।" ভৃত্য আজ্ঞামাত্র বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া মায়াবীকে ডাকিয়া বলিল, "তুমি এই প্রদীপটার পরিবর্ত্তে আমাকে একটা নূতন প্রদীপ দাও।" জাদুকর ঐ প্রদীপটীকে আশ্চর্য্য প্রদীপ নিশ্চয় করিয়া তাহা গ্রহণপূর্ব্বক আপন বক্ষঃস্থলের বস্ত্র মধ্যে রাখিয়া দিল, এবং চাঙ্গারি হইতে একটী নূতন প্রদীপ তাহাকে প্রদান করিল।

প্রদীপ হস্তগত হইবামাত্র মায়াবী তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক চাঙ্গারি শুদ্ধ অপর প্রদীপগুলা এক নির্জ্জন স্থানে নিক্ষেপ করিয়া গুপ্তভাবে নগর হইতে বহির্গত হইয়া লোকালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক এক নিভৃত স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল। পরে সেই স্থানে দিবাবসান হইলে, মায়াবী আপনার বক্ষঃস্থলের বস্ত্র হইতে প্রদীপটা বাহির করিয়া ঘর্ষণ করিবামাত্র সেই বিকটাকার দৈত্য তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিল, "আমাকে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন, আমি এই প্রদীপস্বামীর

আজ্ঞাকারী।" মায়াবী কহিল, "শুন আমি তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি, তুমি এবং এই প্রদীপের আজ্ঞাকারী অন্যান্য দৈত্যগণ মিলিত হইয়া চীন রাজধানীতে যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছ, এক্ষণে তোমরা একত্র হইয়া সেই অট্টালিকা ও তন্মধ্যে যাহা যাহা আছে সর্ব্ব সমেত আমাকে আফ্রিকা দেশের অমুক স্থানে রাখিয়া আইস।" এই কথা শুনিয়া দৈত্যগণ তৎক্ষণাৎ আলাদিনের অট্টালিকা এবং মায়াবীকে আফ্রিকা দেশে লইয়া গেল।

আফ্রিকা দেশীয় মায়াবীর সিংহাসন।

পর দিন প্রাতঃকালে মহীপাল গাত্রোত্থানপূর্ব্বক গবাক্ষে মুখ দিয়া দেখিলেন, আলাদিনের বাটী যে স্থানে ছিল, তথায় গৃহের কিছুই চিহ্ন মাত্র নাই, কেবল পূর্ব্বরূপ শূন্য ভূমি পড়িয়া আছে। তদ্দৃষ্টে তিনি সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "আমি গত কল্য আলাদিনের বাটী ঐ স্থানে স্বচক্ষে দৃষ্টি করিয়াছি, কিন্তু অদ্য তাহার কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, ইহারই বা কারণ কি? যদি ভূকম্প অথবা অন্য কোন নৈসর্গিক ঘটনা দ্বারা এরূপ ঘটিত, তাহা হইলে, অবশ্যই বাটীর কোন না কোন চিহ্ন থাকিত। অতএব আমি কি ভ্রম বশতঃ এরূপ প্রলাপ বলিতেছি? না, না, প্রলাপই বা কিপ্রকারে হইবে? আমি দিব্য জ্ঞানের সহিত অবলোকন করিতেছি যে, ঐ স্থানে অট্টালিকার চিহ্ন মাত্রও নাই। এবং পূর্ব্বে যে ঐ স্থানে সুবিস্তীর্ণ অট্টালিকা ছিল, তদ্বিষয়েও ত কোন সংশয় হইতেছে না।" এইরূপ নানাপ্রকার

চিন্তা করিয়া অবশেষে ভূপতি একবারে হতবুদ্ধি হইয়া কি করিবেন ও কি বলিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, মন্ত্রীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

মন্ত্রী আসিবামাত্র রাজা তাঁহাকে বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্ত্রিন্! তুমি বল দেখি আলাদিনের অট্টালিকা কোথায় গেল?" মন্ত্রী এই কথা শুনিয়া গবাক্ষে গিয়া দেখিলেন আলাদিনের অট্টালিকার কোন চিহ্ন নাই কেবল শূন্যভূমি পড়িয়া আছে। তাহাতে সাতিশয় চমৎকৃত হইয়া ভূপতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আমি ত আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে এতাদৃশ অদ্ভুত প্রাসাদ কেবল মায়াবিদ্যা প্রভাবেই নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু তৎকালে আপনি আমার বাক্যে মনোযোগ প্রদান করেন নাই।" তখন ভূপতি আলাদিনের প্রতি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন, "সে দুরাত্মা প্রতারক কোথায়? আমি এখনি তাহার মস্তকচ্ছেদন করিব।" মন্ত্রী বলিলেন, "দুই তিন দিবস গত হইল, সে আপনকার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক মৃগয়ার্থ গমন করিয়াছে।" নরেন্দ্র কহিলেন, "মন্ত্রিন্! তুমি এখনি কতিপয় অশ্বারোহীকে প্রেরণপূর্ব্বক সেই পাপিষ্ঠকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া আমার সম্মুখে আনয়ন কর।" মন্ত্রী "যে আজ্ঞা" বলিয়া তৎক্ষণাৎ ত্রিশ জন অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সেনাগণ নগর হইতে প্রায় পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরে গমন করিয়া আলাদিনকে দেখিতে পাইল। কিন্তু তৎকালে তাঁহাকে কোন কথা না বলিয়া কেবল এইমাত্র বলিল, "যুবরাজ! ভূপতি আপনাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছেন, তজ্জন্য আমরা আপনাকে লইতে আসিয়াছি।"

আলাদিন তাহাদিগের নিগূঢ় ভাব বুঝিতে না পারিয়া স্বচ্ছন্দ মনে শিকার করিতে করিতে গৃহাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। যখন রাজবাটীতে উপনীত হইবার অর্দ্ধ ক্রোশ মাত্র পথ অবশিষ্ট আছে তখন প্রধান সেনাপতি আলাদিনকে রাজাজ্ঞা জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে লৌহ শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া রাজসমীপে আনয়ন করিল। রাজা তৎক্ষণাৎ ঘাতক পুরুষকে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু আলাদিন স্বীয় বদান্যতা গুণে সর্ব্ব সাধারণের এমনি প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন যে, তৎপ্রতি ভূপতির এবম্প্রকার নিষ্ঠুরতাচরণ দৃষ্টে সমস্ত প্রজা রাজবিদ্রোহী হইয়া বলপূর্ব্বক প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া রাজবাটীতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। তখন প্রধান মন্ত্রী দ্রুতগতি রাজসমীপে আসিয়া এই সংবাদ নিবেদন করিলে, রাজা তৎকালে আলাদিনের প্রাণ দণ্ড স্থগিত রাখিলেন।

পরে আলাদিন বিনয় পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! আমি আপনকার নিকট এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে, তজ্জন্য

আপনি আমার প্রাণদণ্ড করিবেন ?" ইহা শুনিয়া ভূপাল ক্রোধভরে বলিলেন, "অরে বিশ্বাসঘাতক ! তোর দোষ কি ? তা কি তুই জানিস্ না ? তোর সেই অট্টালিকা এখন কোথায় ? এবং আমার প্রাণাধিকা কন্যাইবা কোথায় ? তাহাকে এখনি আনিয়া দিতে না পারিলে আমি এই মুহূর্ত্তেই তোর মস্তকচ্ছেদন করাইব।" তখন আলাদিন সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "হে পূজনীয় মহীপাল ! রাজনন্দিনীর যে কি হইয়াছে আমি তাহার কিছুই জানি না কিন্তু যদি আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে চল্লিশ দিবসের জন্য ক্ষমা করেন, তাহা হইলে, আমি তত্তদ্দেশে গমন করি। এবং এই সময়ের মধ্যে যদি তাঁহার কোন অনুসন্ধান করিতে না পারি তাহা হইলে আমার প্রাণদণ্ড করিবেন।" ভূপতি কি করেন অগত্যা আলাদিনের প্রার্থনাতেই সম্মত হইলেন।

অনন্তর আলাদিন বিষমভাবে রাজবাটী হইতে বহির্গত হইয়া "তোমরা কেহ বলিতে পার আমার অট্টালিক এবং রাজনন্দিনী কোথায় গেল ?" উন্মত্তের ন্যায় যাহাকে তাহাকে কেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তিন দিবস কাল অনাহারে এবং অনিদ্রায় সমস্ত নগর পরিভ্রমণ করিলেন কিন্তু কোথাও কোন সমাচার না পাইয়া অবশেষে নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক গ্রামাভিমুখে যাইতে যাইতে এক নদীকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ কালে তাঁহার মানসিক যন্ত্রণা এমন অসহ্য হইয়াছিল যে, জলে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। কিন্তু আত্মবিনাশের পূর্ব্বে একবার পরমেশ্বরের আরাধনা করা কর্ত্তব্য বিবেচনায় হস্ত মুখ প্রক্ষালনার্থে যেমন নদীতে অবতরণ করিবেন অমনি এক খানি প্রস্তরে পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেলেন। যে অঙ্গুরীয় দ্বারা সুড়ঙ্গ মধ্যে তাঁহার জীবন রক্ষা হইয়াছিল এতাবৎ কাল সেই অঙ্গুরীয় তাঁহার অঙ্গুলিতেই ছিল। সৌভাগ্যক্রমে আলাদিন ভূতলে পতিত হইবামাত্র তাঁহার অঙ্গুলিস্থ অঙ্গুরীয় প্রস্তরে ঘর্ষণ পাইল তাহাতে যে দৈত্য গহ্বর মধ্যে তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, সেই দৈত্য হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, 'মহাশয় ! আমাকে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন, আমি এই অঙ্গুরীয় স্বামীর আজ্ঞাকারী।" আলাদিন দৈত্য প্রমুখাৎ এই কথা শুনিয়া মহানন্দিত হইয়া তাহাকে বলিলেন, "হে দৈত্য ! যদি তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমার অট্টালিকা পূর্ব্বে যে স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল সেই স্থানে আনিয়া দাও তাহা হইলেই আমার জীবন রক্ষা হয়।" দৈত্য কহিল, "মহাশয় ! আপনি যে আজ্ঞা করিতেছেন তাহা সম্পন্ন করা প্রদীপের আজ্ঞাকারী দৈত্যগণ ব্যতীত আর কাহারও সাধ্য নাই।" আলাদিন এই কথা শুনিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, "যদি তুমি তাহা না পার তবে পৃথিবীর যে স্থলে সেই অট্টালিকা আছে, তথায় আমাকে লইয়া চল এবং রাজনন্দিনী" বেদ্রোলবদোরের

গৃহের [illegible] স্থানে রাখিয়া আইস।" এই কথা শুনিবা-মাত্র দৈত্য তৎক্ষণাৎ আলাদিনকে স্কন্ধে করিয়া আফ্রিকা দেশে লইয়া গিয়া রাজকুমারীর গৃহের পার্শ্বে রাখিয়া দিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইল।

তৎকালে যদিও রাত্রি প্রযুক্ত চাবিদিক অন্ধকারাবৃত হইয়াছিল, তথাপি আলাদিন ঐ অট্টালিকার চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া আপনার বাটী ও তন্মধ্যস্থিত রাজকন্যার গৃহ চিনিতে পারিলেন। কেবল রজনী [illegible] হইয়াছিল বলিয়া তিনি বাটীতে প্রবেশ করিতে না পারিয়া এক [illegible] তলে বসিয়া রহিলেন। সাতিশয় দুর্ভাবনা প্রযুক্ত আলাদিন কয়েক দিবস নিদ্রা যাইতে পারেন নাই, এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ সুস্থির হইয়া সেই বৃক্ষ মূলেই শয়ন করিয়া নিশা যাপন করিলেন। পর দিন প্রাতে পক্ষিগণের কলরবে আলাদিন জাগরিত হইয়া ঐ অট্টালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবমাত্র তাঁহার মনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দোদয় হইল। এবং ঐ অট্টালিকা ও রাজনন্দিনীকে পুনঃপ্রাপ্ত হইবার প্রত্যাশাও মনোমধ্যে বলবতী হইয়া উঠিল।

পরে তথা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে "সেই প্রদীপটই আমার যাবতীয় দুর্ঘটনার মূলীভূত কারণ, প্রদীপটী কাছ ছাড়া না করিলে আমাকে কখনই এতাদৃশ দুর্দ্দশা গ্রস্ত হইতে হইত না।" মনে মনে এই প্রকার নানা বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে রাজকুমারীর একজন পরিচারিণী অতি প্রত্যুষে রাজনন্দিনীর বেশ বিন্যাস করিতে করিতে গবাক্ষ দিয়া আলাদিনকে অবলোকন করিয়া রাজকন্যার নিকটে সবিশেষ নিবেদন করিল। রাজকুমারী এই কথা শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ গবাক্ষের নিকটে আগমনপূর্ব্বক প্রিয়তমা স্বামীকে দর্শন করিয়া একবারে আনন্দসাগরে নিমগ্না হইলেন। পরে তাঁহাকে অট্টালিকা মধ্যে আনয়নার্থ দাসীগণকে আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞামাত্র পরিচারিণীগণ গুপ্ত দ্বার উদ্ঘাটনপূর্ব্বক তাঁহাকে রাজকুমারীর গৃহে লইয়া গেল। আলাদিন ও রাজদুহিতা কখনই মনে করেন নাই যে তাঁহাদের পুনর্ম্মিলন হইবে, কিন্তু এক্ষণে পরস্পর পরস্পরকে সন্দর্শন করাতে তাঁহাদের মনে যে কিরূপ আনন্দোদয় হইল, তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহারা উভয়েই প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে পরস্পর আলিঙ্গনাদি করিলে পর, আলাদিন কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক বলিলেন, "প্রিয়ে! তুমি সত্য করিয়া বল দেখি আমি মৃগয়ার্থ গমন করিবার পূর্ব্বে ঘরের কারনিশের উপর যে একটী পুরাতন প্রদীপ রাখিয়া ছিলাম তাহা কি হইল?" রাজবালা কহিলেন, "হে প্রাণনাথ! এক্ষণে স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছি যে, সেই প্রদীপ হইতেই আমাদিগের এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, এবং আমিই এই অনর্থের মূল।"

আলাদিন এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে! ইহাতে তোমার দোষ কি তুমি প্রদীপের গুণ কিছুমাত্র অবগত ছিলে না, সুতরাং আমার দোষেই যে সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।"

অনন্তর রাজদুহিতা যে প্রকারে পুরাতন প্রদীপ বদল দিয়া নূতন প্রদীপ লইয়াছিলেন আদ্যোপান্ত তদ্বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। আলাদিন বলিলেন, "হে ভূপালতনয়ে! যে বিশ্বাসঘাতক প্রতারণা করিয়া তোমাকে এখানে আনয়ন করিয়াছে তাহার অসদ্ব্যবহারের কথা কি বলিব। তুমি বলিতে পার যে ঐ প্রদীপ কোথায় রাখিয়াছে?" ভূপাল দুহিতা কহিলেন, "আমি নিশ্চয় জানি যে ঐ প্রদীপ তাহার বক্ষঃস্থলের বস্ত্রের মধ্যে রাখিয়াছে, যেহেতু একবার তাহার বস্ত্র হইতে আমাকে ঐ প্রদীপ দেখাইয়াছিল।" পরে আলাদিন রাজকন্যাকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয়ে! এক্ষণে বল দেখি ঐ দুরাত্মা প্রতি দিন তোমার প্রতি কিরূপ আচরণ করিয়া থাকে?" রাজনন্দিনী কহিলেন, "হে নাথ! সে দুঃখের কথা আর কি বলিব। ঐ দুরাত্মা প্রতিদিন এক একবার এখানে আসিয়া থাকে, এবং আমাকে এই বলিয়া বুঝায় যে, তোমার পিতা কর্তৃক তোমার স্বামীর শিরশ্ছেদন হইয়াছে, অতএব তাহার সহিত তোমার পুনর্ম্মিলনের আর কোন আশা নাই, অতএব তুমি আমার মনোভিলাষ পূর্ণ কর। আমি ক্রমশঃ উপস্থিত মনোদুঃখ শান্তি করিয়া অবশেষে তৎপ্রেমাসক্ত হইব, সে এই প্রত্যাশায় একাল পর্য্যন্ত আমার প্রতি কোন অত্যাচারের চেষ্টা করে নাই, কিন্তু এই ভাবে আর কিছু দিন থাকিলে যে সে বলপূর্ব্বক আমার সতীত্বনাশের চেষ্টা পাইত তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এক্ষণে তোমার সমাগমে আমার সমস্ত আশঙ্কা দূরীভূত হইয়াছে।" আলাদিন কহিলেন, "প্রেয়সি! এক্ষণে তোমার উদ্ধার করিবার এক যুক্তি স্থির করিয়াছি, অতএব একবার আমাকে বাহিরে যাইতে হইবে, অতি শীঘ্র প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তোমাকে যাহা যাহা করিতে হইবে তাহা বলিয়া দিব।" ইহা বলিয়া আলাদিন তৎক্ষণাৎ নগরে প্রবেশপূর্ব্বক এক দোকানে গিয়া এক প্রকার চূর্ণ দ্রব্য ক্রয় করিলেন, তৎপরে অট্টালিকা মধ্যে পুনরাগমন করিয়া রাজকুমারীকে বলিলেন, "হে নরেন্দ্রসুতে! অদ্য তোমাকে আমার পরামর্শানুসারে একটী কার্য্য করিতে হইবে। তুমি উত্তমরূপ বেশবিন্যাস করিয়া গৃহ মধ্যে বসিয়া থাকিবে, পরে ঐ প্রতারক বাটী প্রবেশ করিবামাত্র তৎপ্রতি এমনি ভাব প্রদর্শন করিবে যেন সে অনায়াসে বুঝিতে পারে তুমি আমাকে একবারে বিস্মৃত হইয়াছ। তৎপরে তাহার সহিত একত্র উপবেশনপূর্ব্বক ভোজন পান করিতে২ তাহার অজ্ঞাতসারে মদ্যের সহিত এই গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া দিয়া তাহাকে পান করিতে দিবে, তাহা হইলেই আমাদিগের মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে।" মহীপালসুতা

তদ্বিষয়ে সম্মতা হইলে, আলাদিন তাঁহার হস্তে ঐ গুঁড়া প্রদানপূর্ব্বক একটী গুপ্তস্থানে গিয়া লুক্কায়িত থাকিলেন।

রাজকুমারী, মায়াবী কর্ত্তৃক আফ্রিকা দেশে আনীত হইয়া অবধি প্রিয়তম পতি এবং স্নেহময় জনকের বিচ্ছেদে সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া আপন বেশ বিন্যাসের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য রাখেন নাই, অদ্য উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদাদি পরিধানপূর্ব্বক মণিমুক্তায় বিভূষিতা হইয়া অলৌকিক রূপ ধারণ করিয়া দুরাত্মার আগমন প্রতীক্ষায় দালানে বসিয়া থাকিলেন। নিয়মিত সময়ে মায়াবী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলে, রাজনন্দিনী মহা সমাদরপূর্ব্বক তাহাকে আপন পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া বলিতে লাগিলেন, "অদ্য তুমি আমার একপ ভাবান্তর দৃষ্টে আশ্চর্য্য বোধ করিয়া থাকিবে। কয়েক দিবস আমি সাতিশয় মনঃকষ্টে ছিলাম, অতএব তোমার সহিত কোন বাক্যালাপ করি নাই, কিন্তু এক্ষণে মনে মনে নানা বিষয় আন্দোলন করিয়া স্থির করিয়াছি আমার পতি আলাদিন চীনেশ্বরের কোপে পতিত হইয়া অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন অতএব পতির জন্য পত্নীর যেরূপ শোক করা উচিত তাহা করা হইয়াছে। সুতরাং আর বৃথা শোক করিয়া কি হইবে তাঁহাকে ত পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিবনা, এক্ষণে আপনার সুখচিন্তা করা কর্ত্তব্য। মনোমধ্যে এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া পতিশোক বিস্মরণপূর্ব্বক তোমার সহিত একত্র ভোজনাদি করিবার জন্য সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছি। আমার নিকটে চীন দেশীয় মদ্য ব্যতীত অন্য কোন মদ্যই নাই, কিন্তু আমার একান্ত বাসনা যে আফ্রিকা দেশের মদ্য পান করি, অতএব তুমি আমাকে এতদ্দেশীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট মদ্য আনাইয়া দিতে পার?" এই কথা শুনিবামাত্র মায়াবী একবারে আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া কহিল, "আমার ঘরে একপাত্র মদ্য আছে তাহা অতি পুরাতন ও সুপক্ব, তেমন উত্তম সুরা বোধ হয় পৃথিবীতে আর নাই, আমি তাহা এখনি আনিয়া দিতেছি।" ইহা বলিয়া মায়াবী তথা হইতে পবনবেগে গমন করিল।

ইত্যবসরে রাজনন্দিনী আলাদিন প্রদত্ত গুঁড়া এক পাত্র মদ্যে মিশ্রিত করণানন্তর স্বতন্ত্র রাখিলেন। পরে মায়াবী মদ্য লইয়া আসিলে, রাজকন্যা তাহার সহিত একত্র ভোজনে বসিলেন। ক্ষণকাল আহার করিবার পর এক পাত্রে কিঞ্চিৎ মদ্য ঢালিয়া আপনি পান করিলেন এবং ঐ মদ্যে পূর্ণ আর একটী পাত্র পানার্থ তাহাকে দিয়া বলিলেন, "এই মদ্য অতি উৎকৃষ্ট, আমি এমন মদ্য কখন পান করি নাই।" মায়াবী কহিল, "হে চিত্তহারিণি! তোমার শ্রীমুখের প্রশংসা বাক্যে এ মদ্য আরো উত্তম হইল।" এই বলিয়া পাত্রস্থ সমস্ত মদ্য পান করিল। এই প্রকারে দুই তিন পাত্র মদ্য পান করিবার পর যখন রাজদুহিতা দেখিলেন যে, তাঁহার আচার ব্যবহার ও মিষ্টালাপে মায়াবী একবারে মুগ্ধ

হইয়াছে, তখন দাসীকে ইঙ্গিত দ্বারা বিষাক্ত মদ্যপাত্র প্রদান করিতে আজ্ঞা করিলেন। আজ্ঞা মাত্র পরিচারিণী ঐ মদ্যপাত্র রাজকন্যার হস্তে আনিয়া দিল। রাজকুমারী ঐ পাত্র হস্তে ধারণ করিয়া অন্য এক পাত্র মায়াবীর হস্তে দিয়া বলিলেন, "আমাদের চীনদেশে এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে যে, পরস্পর প্রণয় প্রকাশার্থ পুরুষ আপন পাত্র রমণীকে এবং রমণী স্বীয় পাত্র পুরুষকে প্রদান করিয়া, উভয়ে উভয়ের মঙ্গলাচরণ করে।" এই কথা বলিয়া স্বীয় হস্তস্থিত বিষাক্ত পাত্র মায়াবীকে প্রদান-পূর্ব্বক তাহার করস্থিত পান পাত্র গ্রহণ করিবার জন্য আপন হস্ত প্রসারিত করিলেন। ইহাতে রাজকন্যা তাহার প্রেমাসক্তা হইয়াছেন বিবেচনা করিয়া মায়াবী অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে পাত্র পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক তাহা স্বহস্তে ধারণ করিয়া মদ্য পান করিবার পূর্ব্বে কহিল, "হে প্রেমময়ি! তোমার নিকট হইতে আমি প্রেমশিক্ষা পাইলাম।" ইহা বলিয়া মায়াবী তৎক্ষণাৎ মদ্য পান করিয়া পাত্রশূন্য করিল। পানের অব্যবহিত পরেই তাহার মস্তক নত হইয়া পড়িল এবং চক্ষুদ্বয় ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। কিঞ্চিৎ পরেই তাহার প্রাণবিয়োগ হইল। এই প্রকারে মায়াবীর মৃত্যু হইলে, দাসীগণ রাজকন্যার আদেশে আলাদিনকে তথায় আনয়ন করিল। আলাদিন আসিয়া দেখিলেন মায়াবী গতাসু হইয়া পর্য্যঙ্কে পড়িয়া আছে। তৎপরে আলাদিন রাজকন্যা এবং পরিচারিণীগণকে গৃহা-ন্তরে যাইতে বলিয়া মায়াবীর বক্ষঃস্থলের বস্ত্র মধ্য হইতে সেই প্রদীপটী বাহির করিয়া ঘর্ষণ করিলেন। তাহাতে সেই ভীষণ মূর্ত্তি দৈত্য আলা-দিনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "আমাকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।" আলাদিন কহিলেন, "এই অট্টালিকা তুমি চীনদেশের যে স্থান হইতে আনয়ন করিয়াছিলে, ইহা সেই স্থানে লইয়া যাইতে হইবে এই জন্য তোমাকে আহ্বান করিয়াছি।" দৈত্য তৎক্ষণাৎ অন্ত-র্হিত হইল। পরক্ষণেই প্রাসাদ চীনদেশে চালিত হইল। অট্টালিকা চীনদেশে পুনঃ সংস্থাপিত হইলে, আলাদিন রাজকন্যাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলিলেন, "প্রিয়ে! আগামী কল্য আমাদের মহানন্দের দিন হইবে, যেহেতু নিশাবসানে আমরা আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণের দর্শন লাভ করিব।" তৎশ্রবণে রাজনন্দিনীর আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। অনন্তর উভয়ে আহারাদি করিয়া একত্র নিদ্রা গেলেন।

এ দিকে, চীনাধিপতি কন্যারশোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া নিদ্রাহারপরি ত্যাগপূর্ব্বক দিবানিশি কেবল "হা বেদ্রোলবদোর-হা বেদ্রোলবদোর" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করত যে স্থানে আলাদিনের বাটী সংস্থাপিত ছিল প্রত্যহ সেই স্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন। যে রজনীতে আলা-দিনের অট্টালিকা পুনরায় পূর্ব্ব স্থানে স্থাপিত হইল, তৎপরদিন প্রত্যুষে মহীপাল গবাক্ষ দিয়া আলাদিনের প্রাসাদ যে স্থানে ছিল সেই স্থানেই

রহিয়াছে দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণ পূর্ব্বক দ্রুতগমনে ঐভবনাভিমুখে চলিলেন। আলাদিন পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে প্রাতে রাজার আগমন হইবে তজ্জন্য তিনি দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন, সুতরাং ভূপতি আসিবামাত্র তাঁহাকে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক বাটীর মধ্যে লইয়া গেলেন। ধরণীনাথ আলাদিনকে দর্শন করিবামাত্র কহিলেন, "আলাদিন! তুমি অগ্রে আমাকে বেদ্রোলবদোরের নিকটে লইয়া চল, তৎপরে তোমাকে বিস্তারিত বিবরণ জিজ্ঞাসা করিব।" অনন্তর আলাদিন নরেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া রাজনন্দিনীর গৃহে প্রবেশ করিলে, ভূপতি স্বীয় তনয়াকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ কেবল আনন্দাশ্রু নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাজকুমারীও পিতার শ্রীচরণ দর্শনে সাতিশয় পুলকিত হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভূপতি কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক বলিলেন, "কন্যা! তুমি আমাকে দেখিয়া এমনি প্রফুল্লবদনা হইয়াছ যে, দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন তোমার কোন বিপদ্ ঘটে নাই, কিন্তু তোমার কি হইয়াছিল? আমাকে বল।" রাজনন্দিনী কহিলেন, "হে পিতঃ! যে দুরাত্মা কর্ত্তৃক আমি অপহৃত হইয়াছিলাম, সে আমার প্রতি কোন অত্যাচার করে নাই সত্য বটে, কিন্তু পাছে আপনি ক্রোধবশতঃ আমার নির্দ্দোষী প্রিয়তম পতির প্রাণদণ্ড করেন, সেই আশঙ্কাতেই আমি অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্তা ছিলাম। পরে গত কল্য প্রাতে যখন আমি স্বামীকে দর্শন করিলাম তখন যেন মৃতদেহে প্রাণ পাইলাম।" ইহা বলিয়া মায়াবী যে প্রকারে তাঁহার নিকট হইতে প্রদীপ গ্রহণ করে, যে প্রকারে বাটী সমেত তাঁহাকে আফ্রিকাদেশে লইয়া যায় এবং যে প্রকারে ঐ জাদুকরকে হত্যা করা হয়, সেই সমস্ত বিবরণ আদ্যোপান্ত বর্ণন করণানন্তর কহিলেন, "ইহা ব্যতীত আর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমুদায় আমার স্বামীর শ্রীমুখাৎ শুনিতে পাইবেন।"

তদনন্তর আলাদিন বলিলেন, "মহারাজ! আমি এই অট্টালিকার এক নিভৃত স্থানে কিয়ৎকাল লুক্কায়িত থাকিয়া তৎপরে রাজদুহিতার গৃহে গিয়া দেখিলাম সেই মায়াবীর মৃত শরীর পর্য্যঙ্কে পতিত রহিয়াছে। তখন রাজনন্দিনীকে আর সে স্থানে রাখা অকর্ত্তব্য বিবেচনায় যে প্রদীপের জন্য আমাকে এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল সেই আশ্চর্য্য প্রদীপের সহায়তাতেই এই অট্টালিকা এই স্থলে আনয়ন করিয়াছি। যদি আমার বাক্যে বিশ্বাস না হয়, তবে বৈঠকখানায় গিয়া দেখুন মায়াবীর কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।" এই কথা শুনিবামাত্র মহীপাল বৈঠকখানায় গিয়া দেখিলেন যে, সেই প্রতারক মায়াবীর মৃত শরীর পড়িয়া আছে এবং বিষে জর্জ্জরিত হওয়াতে তাহার মুখ নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তদ্দৃষ্টে রাজা চমৎকৃত হইয়া আলাদিনকে স্নেহভরে আলিঙ্গন প্রদান-

পূর্ব্বক কহিলেন, "হে বৎস! আমি কন্যার প্রতি সাতিশয় স্নেহ প্রযুক্ত তোমার সহিত যে সমস্ত অসদ্ব্যবহার করিয়াছি, তজ্জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত না হইয়া তোমাকে সন্তুষ্টচিত্তে আমার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিতে হইবে।" ইহা শুনিয়া আলাদিন কহিলেন, "মহারাজ! আপনকার যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিয়াছিলেন, অতএব আপনি কোন মতেই দোষী নহেন। পাপিষ্ঠ মায়াবীই আমার সমস্ত দুর্দ্দশার মূল। আমার প্রতি তাহার নিষ্ঠুরতাচরণের বিবরণ সময়ান্তরে নিবেদন করিব।" ভূপতি কহিলেন, "তাহাই হইবে।" ইহা বলিয়া মায়াবীর মৃতদেহ শ্মশানভূমিতে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা দিলেন। অনন্তর রাজ আজ্ঞানুসারে রাজকন্যা এবং আলাদিনের শুভ প্রত্যাগমন উপলক্ষে ক্রমাগত দশ দিন কাল সর্ব্বত্র আনন্দোৎসব হইল।

এই প্রকারে আলাদিন দুইবার অবধারিত মৃত্যুর মুখ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াও একেবারে নিরাপদ হইতে পারিলেন না, তাঁহাকে পুনর্ব্বার মহা বিপদগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। আফ্রিকা দেশীয় মায়াবীর এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল। সেও অগ্রজের ন্যায় মায়াবিদ্যা জানিত। তাহারা দুই ভ্রাতা কখনই একত্র বাস করিত না। এক জন এক দেশে, আর এক জন অন্য দেশে থাকিত। বৎসরান্তে কেবল একবার মায়াবিদ্যা দ্বারা উভয়ে উভয়ের সংবাদ লইত। কনিষ্ঠ মায়াবী এক বৎসর পর্য্যন্ত জ্যেষ্ঠ সহোদরের কোন সমাচার না পাওয়াতে সাতিশয় উদবেগান্বিত হইয়া একণে অগ্রজ কিরূপ অবস্থায় আছেন তাহা অবগত হইবার জন্য গণনা করিতে আরম্ভ করিল। গণনা দ্বারা জানিতে পারিল যে, তাহার অগ্রজ জীবিত নাই। চীনরাজ্যের এক জন সামান্য ব্যক্তি বিষপান করাইয়া তাহাকে নষ্ট করিয়াছে, এবং সহোদরের পরিশ্রমের গুণে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে। অনুজ মায়াবী গণনা দ্বারা এই সমস্ত অবগত হইয়া ভ্রাতৃহিংসাকারীকে সমুচিত প্রতিফল দিবার মানসে চীনরাজ্যে যাত্রা করিল। পথিমধ্যে বহু কষ্ট ভোগ করণানন্তর অবশেষে চীনরাজ্যে আসিয়া উপনীত হইল। এবং কি উপায়ে স্বাভীষ্ট সিদ্ধ করিবে, তাহা চিন্তা করিতে সে প্রতি দিন নগরভ্রমণে বহির্গত হইত। এক দিবস নগর পর্য্যটন করিতে করিতে লোকমুখে ফাতেমা নাম্নী এক ধার্ম্মিকা রমণীর সুখ্যাতিবাদ শুনিতে পাইল। তৎশ্রবণে এক ব্যক্তিকে ঐ নারীর সবিশেষ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, "তুমি কি ফাতেমাকে দর্শন কর নাই? তিনি এই নগরের মধ্যে মহা পুণ্যবতী, কেবল পরমেশ্বরের আরাধনায় জীবন যাপন করেন। তিনি সপ্তাহের মধ্যে দুই দিন আপন ধ্যান কুটীর হইতে বাহির হইয়া আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ক্রিয়া দ্বারা লোকের মহোপকার করিয়া থাকেন। কেবল হস্ত স্পর্শ দ্বারা অসংখ্য ব্যক্তির শিরঃপীড়া শান্ত করিয়াছেন।

অনন্তর মায়াবী অনুসন্ধানদ্বারা ঐ পুণ্যবতীর বাসস্থান দিবসে নির্ণয় করিয়া রাখিল। পরে সন্ধ্যার সময় স্বীয় বাসস্থান হইতে বহির্গত হইয়া নগরের ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে রাত্রি দুই প্রহরের সময় ফাতেমার কুটীরে নিঃশব্দে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিল ঐ ধার্ম্মিকা নিদ্রা যাইতেছেন। পরে মায়াবী একখানি খড়্গ হস্তে ধারণপূর্ব্বক তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া বলিল, "তুমি চীৎকার করিও না তাহা হইলে এখনই তোমার শিরশ্ছেদন করিব, তোমার কোন ভয় নাই তুমি আমার পরিধেয় বস্ত্র লইয়া তোমার বস্ত্র খানি আমাকে দাও, এবং তোমার মুখে যে, রঙ্ আছে আমার মুখে ঐ রঙ এমনি ভাবে মাখাইয়া দিবে যেন আমাকে ঠিক তোমার মত দেখায়।"

মায়াবীর এই কথা শুনিয়া ফাতেমা, মহাভীতা হইয়া আপনার বস্ত্রাদি দ্বারা তাহাকে উত্তমরূপ সাজাইয়া দিল। এই প্রকারে মায়াবী অবিকল ফাতেমার রূপ ধারণ করিয়া যখন দেখিল যে, আপনার কার্য্যোদ্ধারের উপায় হইয়াছে, তখন শ্বাস রোধ করিয়া ঐ ধার্ম্মিকা নারীকে সংহার করিল। এবং ঐ কুটীরের পার্শ্ববর্ত্তী এক পুষ্করিণীতে তাঁহার মৃত শরীর নিক্ষেপ করিয়া তথায় অবশিষ্ট রজনী কাটাইল। পর দিবস প্রাতে ফাতেমা কুটীর হইতে যেভাবে বাহিরে যাইতেন, সেও সেই ভাবে বহির্গত হইল। তাহাকে দৃষ্টি করিয়া কাহারও মনে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইল না, সকলেই তাহাকে ফাতেমা বলিয়া সমাদর করিতে লাগিল। মায়াবী পূর্ব্বাহ্নে আলাদিনের অট্টালিকা নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছিল, এক্ষণে ফাতেমার বেশে তদভিমুখে গমন করিল। আলাদিনের ভবনের সমীপবর্ত্তী হইলে তথায় বহুলোক আসিয়া তাহাকে বেষ্টন করিল এবং জনতা নিবন্ধন একটা মহা কোলাহল শব্দ উত্থিত হইল। রাজদুহিতা বেদ্রোলবদোর ঐ লোকারণ্যের হেতু জানিবার জন্য এক জন পরিচারিণীকে গবাক্ষে মুখ দিয়া দেখিতে আজ্ঞা দিলেন। দাসী দৃষ্টিমাত্র কহিল, "ঠাকুরাণি! ফাতেমা নাম্নী পুণ্যবতী রমণী আসিয়াছেন, তাঁহার হস্ত স্পর্শে মস্তক বেদনা আরোগ্য হইয়া থাকে, অতএব শিরঃপীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে একত্রিত হইয়াছে।"

রাজকন্যা বহু দিনাবধি ঐ ধার্ম্মিকার গুণাবলি শ্রবণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কখন তাঁহাকে নেত্রগোচর করেন নাই, সুতরাং তাঁহাকে দেখিবেন এবং তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিবেন এই মানসে তাঁহাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য এক জন নপুংসককে অনুমতি করিলেন। আজ্ঞামাত্র খোজা ঐ ছদ্মবেশা ফাতেমাকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে রাজনন্দিনীর সমীপে আনয়ন করিল। মায়াবী তথায় উপস্থিত হইয়া রাজকন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিল এবং তাঁহার পরম প্রিয়পাত্র হইবার মানসে কাল্পনিক ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিল। ভূপালদুহিতা তাহাকে

সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "জননি! আপনাকে আমার একটী অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে, আপনাকে কিয়দ্দিবস আমার নিকট অবস্থিতি করিয়া আমাকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে হইবে, তাহা হইলে, আমি আপনার দৃষ্টান্ত অনুকরণপূর্ব্বক জগদীশ্বরের উপাসনা করিতে সমর্থা হইব।" ইহা শুনিয়া মায়াবী অনেক তর্ক বিতর্কের পর রাজকন্যার প্রার্থনায় সম্মত হইল, যেহেতু সে মনে মনে বিবেচনা করিল যে, ঐ বাটীতে থাকিতে পারিলেই অনায়াসে স্বকার্য্য সিদ্ধ হইতে পারিবে।

অনন্তর রাজদুহিতা তাহাকে একটী নির্জ্জন গৃহে লইয়া গিয়া বলিলেন "তুমি এই স্থানে বসিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিবে।" পরে নরেন্দ্রসুতা তাহার সহিত একত্র ভোজন করিবার মানস প্রকাশ করিলে, মায়াবী ধৃত হইবার আশঙ্কায় তাহাতে অসম্মত হইয়া কহিল, "আমি শুদ্ধ প্রাণ রক্ষার্থ যথাকালে যৎসামান্য আহার করিয়া থাকি আমার রাজভোগে কিছুমাত্র প্রয়াস নাই।" অনন্তর উভয়ে পৃথক হইয়া ভোজন করিল। আহারান্তে উভয়ে পুনর্ব্বার একত্রিত হইলে, রাজকন্যা ছদ্মবেশা ফাতেমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জননি! বল দেখি আমার এ গৃহের কি প্রকার শোভা হইয়াছে?" এই কথা শুনিয়া মায়াবী গৃহের মধ্যে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "এই গৃহ যে অত্যন্ত সুসজ্জিত হইয়াছে ইহা পৃথিবীর সমস্ত লোকই স্বীকার করিবে, কিন্তু একটী দ্রব্যের অসদ্ভাব আছে।" রাজকন্যা কহিলেন, "মা! সে সামগ্রীটী কি ব্যক্ত করুন।" মায়াবী বলিল, "এই গোলাকার বৈঠকখানার অভ্যন্তরে ঠিক মধ্যস্থলে যদি রুকনামক পক্ষীর একটী ডিম্ব দোলায়মান থাকিত, তাহা হইলে, এই অট্টালিকা যে সসাগরা বসুন্ধরার মধ্যে অদ্বিতীয় ও অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।" রাজকুমারী কহিলেন, "সে অণ্ড কোথায় পাওয়া যাইতে পারে?" মায়াবী বলিল, "যে বিহঙ্গমের ডিম্বের কথা বলিলাম, সে বিহঙ্গম ককেসস নামক শৈলোপরি বাস করে। যে এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছে সে অনায়াসেই ঐ অণ্ড আনিয়া দিতে পারে।" ইহা বলিয়া ফাতেমারূপী মায়াবী তাহার নির্দ্দিষ্ট গৃহে গিয়া বসিয়া রহিল। ইতিমধ্যে আলাদিন মৃগয়া হইতে প্রত্যাগত হইয়াই রাজকন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন এবং তাঁহাকে বিষণ্ণবদনা দৃষ্টি করিয়া তাঁহার শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজকুমারী তদুত্তর প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "হে নাথ! আমি এতকাল পর্য্যন্ত জানিতাম যে, আমাদের এই অট্টালিকা পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয়, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত ইহাতে একটী দ্রব্যের সম্পূর্ণ অসদ্ভাব রহিয়াছে। এই গোলাকার গৃহের উপরিভাগের ঠিক মধ্যস্থলে রুক পক্ষীর একটী ডিম্ব ঝুলান থাকিলে ইহার যে শোভা হইত তাহা বর্ণনাতীত।" আলাদিন কহিলেন, "প্রেয়সি! তোমার সন্তোষ বিধানার্থ আমি কি

না করিতে পারে? তুমি অবিলম্বেই দেখিতে পাইবে তোমার অভিলষিত দ্রব্য আনীত হইয়াছে।" ইহা বলিয়া একটী নির্জ্জন গৃহে গিয়া নিজ বক্ষঃস্থলের বস্ত্র মধ্য হইতে সেই প্রদীপটী বাহির করিয়া ঘর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে তৎক্ষণাৎ সেই ভীষণ মূর্ত্তি দৈত্য আসিয়া উপস্থিত হইল। আলাদিন দৈত্যকে দেখিবামাত্র বলিলেন, 'দৈত্য! তোমাকে একটী রকনামক পক্ষীর ডিম্ব আনয়ন করিয়া আমার এই গোলাকার বৈঠকখানার ঠিক মধ্যস্থলে ঝুলাইয়া দিতে হইবে?" আলাদিনের প্রমুখাৎ এই কথা শুনিবামাত্র দৈত্য এমনি একটী ভয়ঙ্কর হুঙ্কার শব্দ করিল যে, তাহাতে সমস্ত অট্টালিকা কম্পমান হইল। তখন আলাদিন নিস্তব্ধ ভাবে দণ্ডায়মান থাকিলেন কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

অনন্তর দৈত্য গম্ভীর স্বরে বলিল, "রে পাপিষ্ঠ! আমি এবং আমার সঙ্গিগণ তোর জন্য কি না করিয়াছি, কিন্তু তুই এমনি অকৃতজ্ঞ যে, আমার প্রভুকে এখানে আনিয়া ঝুলাইয়া রাখিতে বলিতেছিস্? তোর এই আস্পর্দ্ধার জন্য এই দণ্ডেই তোকে ও তোর স্ত্রীকে অট্টালিকা সমেত ভস্মীভূত করিতাম, কিন্তু তুই আত্ম বুদ্ধিতে এ প্রস্তাব করিস্ নাই, এজন্য তোকে এবার ক্ষমা করিলাম। তুই তোর যে পরম শত্রু মায়াবীকে সংহার করিয়াছিস্ তাহার কনিষ্ঠ সহোদর পুণ্যবতী ফাতেমার বেশধারণপূর্ব্বক এই ভবনে অবস্থিতি করিতেছে, সেই দুরাত্মাই তোকে হত্যা করিবার মানসে তোর ভার্য্যাকে এই কুমন্ত্রণা প্রদান করিয়াছে, অতএব তুই সাবধানে থাকিবি।" এই বলিয়া দৈত্য অন্তর্হিত হইল।

আলাদিন ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন যে, ঐ ধার্ম্মিকা শিরঃপীড়া নিবারণ করিতে পারেন, অতএব দৈত্য বাক্যে বিশ্বাস করিয়া রাজকন্যার গৃহে আসিলেন এবং তাঁহাকে কোন কথা না বলিয়া কেবল কাল্পনিক মস্তক বেদনা প্রযুক্ত কাতরতা প্রদর্শন করিলেন। তাহাতে রাজনন্দিনী পতির রোগ শান্তির জন্য ছদ্মবেশা ফাতেমাকে সেই স্থানে ডাকাইয়া আনিলেন।

মায়াবী আসিবামাত্র আলাদিন বলিলেন, "জননি! আমি শিরঃপীড়ায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছি, অতএব এ সময়ে যে আপনার দর্শন পাইলাম, ইহা পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবেক। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার এই যন্ত্রণার উপশম করিয়া দিউন।" ইহা শুনিয়া মায়াবী আপন বস্ত্র মধ্যে গুপ্তভাবে যে খড়্গ রাখিয়াছিল তাহা ধারণপূর্ব্বক আলাদিনের নিকটবর্ত্তী হইবার উপক্রম করিতেছে এমন সময়ে আলাদিন তদীয় হস্ত ধারণপূর্ব্বক আপন ছুরিকা দ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করাতে সে তৎক্ষণাৎ ভূতলশায়ী হইল।

রাজনন্দিনী কহিলেন, "হে নাথ! তুমি কি করিলে? পুণ্যবতী নারী হত্যা করিলে।" আলাদিন কহিলেন, "প্রিয়ে! আমি ফাতে-

মাকে সংহার করি নাই, দুরাত্মা মায়াবীকে নষ্ট করিলাম।" ইহা বলিয়া তাহার বস্ত্র উত্তোলনপূর্ব্বক অস্ত্র দেখাইয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, "এ পাপিষ্ঠ সেই মায়াবীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আমাকে সংহার করিবার মানসে ফাতেমার বেশ ধারণ করিয়া এস্থলে আসিয়াছিল।"

তৎপরে আলাদিন যে প্রকারে এই সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইয়াছিলেন আদ্যোপান্ত তদ্বিবরণ বর্ণনপূর্ব্বক মায়াবীর মৃতদেহ বাহিরে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা দিলেন। এই প্রকারে আলাদিন মায়াবীদ্বয়ের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া স্ত্রী পুরুষে সুখ স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিছু কালের পর চীনেশ্বরের মৃত্যু হইল। ভূপতির আর সন্তান সন্ততি না থাকাতে রাজকন্যা বেদ্রোলবদোরই তাঁহার উত্তরাধিকারিণী হইলেন। পরে রাজনন্দিনী আত্ম ক্ষমতা প্রিয়পতি আলাদিনের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক উভয়ে একত্র রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া পরমসুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদেরই বংশাবলি পর্য্যায়ক্রমে চীনরাজ্যে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

আলাদিন সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন।

শাহারজাদী এই অদ্ভুত উপাখ্যান সমাপন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! পুনঃ পুনঃ গল্প শ্রবণে বোধ করি আপনি বিরক্ত হইয়া থাকিবেন।" রাজা বলিলেন "তোমার কথিত কাহিনী সমস্ত এমত আশ্চর্য্য যে, তৎশ্রবণে বিরক্ত হওয়া দূরে থাক্ বরং আমি সাতিশয় আনন্দানুভবই করিতেছি, অতএব তুমি আর যত গল্প অবগত আছ, তৎসমুদায় একে একে বর্ণন কর।" ইহা শুনিয়া শাহারজাদী পুনর্ব্বার উপন্যাস বলিতে আরম্ভ করিলেন।

বোগদাদাধীশ্বর হারুণ অলরশীদ ভূপতির

ছদ্মবেশে নগর ভ্রমণ।

শাহারজাদী কহিলেন, মহারাজ! মানবগণের অন্তঃকরণে কখন কখন এরূপ বিমর্ষ ভাবের আবির্ভাব হয় যে, তদ্বিষয়ে অপরে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার উত্তর দেওয়া দূরে থাক্ তাহারা আপনারাই তাহার কোন কারণ নির্ণয় করিতে পারে না।

এক দিবস হারুণ অলরশীদ ভূপতি ঐ প্রকার বিষণ্ণ হইয়া ম্লান বদনে একাকী উপবিষ্ট আছেন এমন সময়ে তাঁহার প্রিয় মন্ত্রী জাফর তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন। কিন্তু ভূপাল তৎকালে এমত বিমর্ষ ভাবে ছিলেন যে, মন্ত্রীর প্রতি একবারমাত্র দৃষ্টিপাত করিয়াই পুনর্ব্বার পূর্ব্ব ভাবাপন্ন হইয়া বসিয়া থাকিলেন, তাঁহার সহিত কথাও কহিলেন না। এতদবলোকনে মন্ত্রী সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া কহিলেন, "ধর্ম্মাবতার। আপনার এরূপ বিষণ্ণবদন কেন? আপনার ত একপ ভাব কখন দেখি নাই।" নরেন্দ্র কহিলেন, 'মন্ত্রিবর! আমি বাস্তবিকই অন্যমনস্ক আছি বটে, কিন্তু কি জন্য যে অন্যমনস্ক আছি তাহার কারণ কিছুই বলিতে পারি না। এক্ষণে যাহাতে আমার মনের প্রফুল্লতা জন্মে, তাহার কোন উপায় বলিতে পার?' মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ! আপনকার সংস্থাপিত নিয়মাবলী যে কি প্রকারে রাজ্যমধ্যে প্রতিপালিত হইতেছে তাহা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য আপনি ছদ্মবেশে নগর ভ্রমণে গমন করিবার নিমিত্ত যে দিন অবধারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন অদ্যই সেই দিন, অতএব চলুন নগর পর্য্যটনে গমন করা যাউক যদ্দ্বারা আপনার এই বিমর্ষভাবেরও অনেক উপশম হইবার সম্ভাবনা।" ভূপাল কহিলেন, "আমি ইহা বিস্মৃত হইয়াছিলাম, এক্ষণে স্মরণ করাইয়া দিলে, ভাল হইল. যাও শীঘ্র তোমার বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আইস, আমিও বণিকের পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছি।"

অনন্তর রাজা এবং মন্ত্রী উভয়েই বিদেশীয় ব্যবসায়ীর বেশে গুপ্ত দ্বার দিয়া রাজভবন হইতে বহির্গত হইলেন এবং নগরের বহির্ভাগ প্রদক্ষিণপূর্ব্বক ইউফ্রেটিস্ নদীর ধারে ধারে কিয়দ্দূর গমন করিলেন। কিন্তু কোন স্থানেই কোন অনিয়ম দৃষ্টিগোচর হইল না। পরে তাঁহারা এক খানি তরণী আরোহণে নদী পার হইয়া সহর প্রদক্ষিণপূর্ব্বক নদী পারাপারের জন্য যে সেতু ছিল তাহার উপর দিয়া পুনর্ব্বার নগরে প্রবেশ করিতেছেন, ইতিমধ্যে ঐ সেতুর সন্নিকটে এক প্রাচীন অন্ধ ব্যক্তি তাঁহার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করাতে, ভূপতি তাহার হস্তে একটী স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিলেন। অন্ধ স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্তে তৎক্ষণাৎ রাজার হস্ত ধারণপূর্ব্বক বলিল. "হে দানশীল পুরুষ! তুমি যে হও না কেন, তোমার

নিকট আমার প্রার্থনা এই যে, তুমি আমার কর্ণমূলে একটী মুষ্ট্যাঘাত কর।" ইহা কহিয়া ভূপতি তাঁহাকে মুষ্ট্যাঘাত করিবেন বলিয়া তাঁহার হস্ত ত্যাগ করিল, কিন্তু পাছে তিনি তাহার প্রার্থনানুসারে কার্য্য না করিয়া চলিয়া যান, এই আশঙ্কায় দৃঢ়রূপে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ধরিয়া থাকিল। মহীপাল ইহাতে বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, "হে অন্ধ! আমি তোমার প্রার্থনানুসারে কার্য্য করিতে পারি না, যেহেতু তাহা হইলে আমার দানের কোন ফল দর্শিবে না।" এই কথা বলিয়া তিনি গমনোদ্যত হইলে অন্ধ আরও দৃঢ়রূপে তাঁহার বস্ত্র ধারণপূর্ব্বক কহিল, "মহাশয়! আমি বিনতি করিতেছি আমাকে মুষ্ট্যাঘাত করুন, নতুবা আপনার দান ফিরাইয়া লউন। আমি পরমেশ্বরের নাম গ্রহণপূর্ব্বক শপথ করিয়াছি, বিনা প্রহারে কাহার দান গ্রহণ করিব না।" তখন নরেন্দ্র কি করেন অগত্যা তাহাকে একটী সামান্য মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। অন্ধও তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ছাড়িয়া দিল।

রাজা কিয়দ্দূর চলিয়া গিয়া মন্ত্রীকে কহিলেন, "মন্ত্রিবর! এই অন্ধ যে বিনা প্রহারে দান গ্রহণ করে না অবশ্য ইহার কোন বিশেষ কারণ আছে। অতএব তুমি গিয়া উহাকে আমার পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক বল, ও ব্যক্তি যেন কল্য অপরাহ্নে রাজসভায় আগমন করে, আমি উহার সবিশেষ বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করি।" ইহা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রী ঐ ভিক্ষুকের নিকট প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তাহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দান করিয়া তাহার কর্ণমূলে এক মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। তৎপরে তাহাকে রাজাজ্ঞা অবগত করাইয়া ভূপতির নিকট চলিয়া গেলেন।

পরে রাজা ও মন্ত্রী নগরে পুনঃ প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, এক স্থানে লোকারণ্য হইয়াছে এবং তথায় এক জন যুবা পুরুষ একটী ঘোটকীকে এমনি নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতেছে যে, তাহার শরীর হইতে অবিশ্রান্ত শোণিত ধারা নির্গত হইতেছে। ভূপতি এই নিষ্ঠুরতাচরণ দৃষ্টে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া সকল লোককেই ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু কেহই তাহার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিল না। কেবল "ঐ যুবা যে প্রতি দিন ঐ স্থানে আসিয়া উহাকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিয়া থাকে" সকলেই এইমাত্র বলিল। পরে রাজা মন্ত্রীকে বলিলেন, "মন্ত্রিবর! অন্ধকে কল্য যে সময়ে রাজসভায় যাইতে অনুমতি দেওয়া গিয়াছে ঐ যুবাকেও ঠিক সেই সময়ে রাজসভায় উপস্থিত হইতে বলিয়া আইস।" মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ সেই যুবা ব্যক্তির নিকটে গিয়া রাজাজ্ঞা জ্ঞাপন করিলেন।

অনন্তর ভূপতি, মন্ত্রী সমভিব্যাহারে যাইতে যাইতে রাস্তার ধারে নবনির্ম্মিত এক বৃহৎ অট্টালিকা দৃষ্টি করিয়া মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্ত্রিবর! তুমি কি বলিতে পার এ বাটী কাহার?" মন্ত্রী ও তৎপূর্ব্বে ঐ

অট্টালিকা কখন দেখেন নাই; সুতরাং রাজার কথার কোন প্রত্যুত্তর দিতে পারিলেন না। তখন ভূপতি তৎপল্লীস্থ এক ব্যক্তিকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে সে বলিল, "মহাশয়! এই অট্টালিকা স্বামীর নাম খাজা হোসেন হোব্বাল, সে দড়ি প্রস্তুত করিত বলিয়া তাহার হোব্বাল এই উপাধি হইয়াছে। পূর্ব্বে খাজা হোসেন অত্যন্ত দরিদ্র ছিল এবং দড়ি বিক্রয় করিয়া জীবনধারণ করিত, কিন্তু কি প্রকারে যে, হঠাৎ অতুল ধনের অধিকারী হইয়া এই বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না।" ইহা শুনিয়া ধরণীপাল মন্ত্রীকে বলিলেন, "মন্ত্রিবর! খাজা হোসেন হোব্বালকেও কল্য অপরাহ্ণ সময়ে রাজসভায় উপস্থিত হইতে বলিয়া আইস।" মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ রাজাদেশ পালন করিলেন।

পর দিবস অপরাহ্ণ সময়ে ভূপতি বৈকালিক উপাসনাদি সমাপন করিয়া স্বগৃহে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে মন্ত্রী পূর্ব্বোক্ত তিন ব্যক্তিকে রাজসমক্ষে উপস্থিত করিলেন। ঐ ব্যক্তিত্রয় রাজাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণিপাত করণানন্তর দণ্ডায়মান হইলে, ধরণীনাথ প্রথমতঃ অন্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অন্ধ! তোমার নাম কি?" অন্ধ বলিল, "আমার নাম বাবা আবদুল্লা।" তখন মহীপাল কহিলেন, "বাবা আবদুল্লা! গতকল্য, তোমার ভিক্ষার নিয়মে আমি অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছি। আমি তোমার কথা শুনিয়া কখনই প্রহার করিতাম না, কেবল তোমার ঐরূপ প্রার্থনা করিবার কোন বিশেষ কারণ থাকিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে তাহাতে সম্মত হইয়াছিলাম। তুমি যে পথের মধ্যে ভদ্রলোকদিগকে এই প্রকারে বিরক্ত কর, ইহা ভাল নহে, অতএব তোমাকে সর্ব্বতোভাবে শাসন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কি জন্য তুমি এইরূপ প্রহারাকাঙ্ক্ষা কর অগ্রে তাহার কারণ অবগত হওয়া উচিত, অতএব কোন কথা গোপন না করিয়া আমাকে সমস্ত বিবরণ বল, দেখিও যেন সত্য বই মিথ্যা কহিও না, তাহা হইলে দণ্ডভোগ করিতে হইবে।"

বাবা আবদুল্লা, ভূপতির বাক্যে সাতিশয় ভীত হইয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিল, "হে ধর্ম্মাবতার! আমি কল্য আপনকার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছি তাহাতে আমার অত্যন্ত অপরাধ হইয়াছে। অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমার কার্য্য দৃষ্টে সকলেই আশ্চর্য্য বোধ করিয়া থাকেন, কিন্তু আমি যেরূপ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি তাহাতে এই পৃথিবীর তাবৎ লোক আমাকে মুষ্ট্যাঘাত করিলেও আমার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। মহাশয়! আপনার আজ্ঞানুসারে আমার কুকর্ম্মের বিস্তারিত বিবরণ বর্ণন করিতেছি, তাহাতে আমার সেই কার্য্য সঙ্গত কি অসঙ্গত ইহা বিবেচনা করিতে পারিবেন।"

বাবা আবদুল্লার আত্ম বিবরণ।

বাবা আবদুল্লা কহিল, "মহারাজ! আমি বোগ্দাদ নগরে জন্ম গ্রহণ করি। আমার পিতা মাতা পরলোকগমনকালে আমাকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিয়া যান। যৌবনাবস্থায় ধন প্রাপ্ত হইলে, সচরাচর লোকে যে প্রকার অপব্যয় করিয়া থাকে, আমি তাহা না করিয়া বহু যত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা ক্রমশঃ ঐ ধন বৃদ্ধি করিয়া তদ্দ্বারা অশীতি উষ্ট্র ক্রয় করিলাম। এবং বণিক্‌গণকে ঐ উষ্ট্র সকল ভাড়া দিয়া যথেষ্ট ধনোপার্জ্জন করিতে লাগিলাম। এই প্রকারে কিয়ৎকাল গত হইলে, এক দিন ব্যবসায়ীদিগের বাণিজ্য দ্রব্যাদি বালশোরা নগরে পঁহুছাইয়া দিয়া আপন উষ্ট্র সমূহ লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেং পথিমধ্যে এক তৃণাচ্ছন্ন মাঠে ঐ উষ্ট্রগণকে চরণার্থ ছাড়িয়া দিয়া এক বৃক্ষমূলে বসিয়া আছি, এমন সময়ে, এক সন্ন্যাসী শ্রান্তিযুক্ত হইয়া বিশ্রাম করণার্থ আমার পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিলেন। অনন্তর পরস্পর আলাপ পরিচয়াদি করিবার পর উভয়ে স্ব স্ব খাদ্য দ্রব্য বাহির করিয়া একত্র আহার করিলাম। তৎপরে নানা বিষয়ক কথোপকথন করিতে করিতে সন্ন্যাসী বলিল, "ভাই! এই স্থানের অনতিদূরে এক স্থানে এত অর্থ আছে যে তোমার অশীতি উষ্ট্রে দ্বারা কেবল স্বর্ণ ও মহামূল্য রত্নাদি বহন করাইয়া আনিলেও, এমন বোধ হইবে না যে, তাহার কিছুমাত্র হ্রাস হইয়াছে।" এই সুসংবাদ শ্রবণে আমি যেমন বিস্ময়ান্বিত হইলাম, ধনলোভে মুগ্ধ হইয়া তেমনি মহানন্দ বোধ করিলাম এবং সন্ন্যাসীর বাক্যে অবিশ্বাস না করিয়া কহিলাম, "হে যোগিবর! তোমরা এই পার্থিব অর্থকে অতি সামান্য জ্ঞান করিয়া থাক, অতএব যদি আমাকে ঐ স্থান দেখাইয়া দাও, তাহা হইলে, আমার সমস্ত উষ্ট্র রত্নে বোঝাই করিয়া আনি এবং কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ তোমাকেও তন্মধ্য হইতে এক উষ্ট্র প্রদান করি।" ফলতঃ তৎকালে আমার অন্তঃকরণ মধ্যে ধনলোভ এমনি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, ঊনআশি উষ্ট্র ধন পাইয়াও যে এক উষ্ট্র অর্থ তাহাকে দিতে হইবে, তজ্জন্য আমার সাতিশয় কষ্টবোধ হইতে লাগিল। যাহা হউক, উদাসীন আমার এই অসঙ্গত প্রস্তাবে বিরক্ত না হইয়া কেবল এই মাত্র বলিল, "ভাই! আমি তোমাকে এত অর্থ দেখাইয়া দিব তুমি আমাকে কেবল একটী উষ্ট্র ধন দিবে ইহা কি সঙ্গত? আমি এ কথা কাহার নিকট ব্যক্ত না করিয়া ঐ মুদায় অর্থ আপনিই লইতে পারিতাম। কিন্তু তোমার উপকার করিবার জন্য আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে। অতএব তোমাকে ধন স্থান দেখাইতে প্রস্তুত আছি। এক্ষণে আমি যাহা বলি তাহা শুন। তোমার অশীতিটা উষ্ট্র আছে, চল উভয়ে গিয়া সমস্ত উষ্ট্রে বোঝাই করি; তৎপরে ইহাদিগের মধ্য হইতে চল্লিশটা আমাকে দিও এবং অবশিষ্ট

চল্লিশটা তোমার থাকিবে, তাহা হইলে, কখনই অন্যায় হইবে না। যে হেতু তোমাকে যেমন চল্লিশটা উষ্ট্র দিতে হইতেছে তেমনি তৎপরিবর্ত্তে তুমি যে অর্থ লাভ করিবে তদ্দ্বারা সহস্র সহস্র উষ্ট্র ক্রয় করিতে পারিবে।"

আমি তখন ভাবিলাম, "সন্ন্যাসী যাহা বলিতেছে তাহা অসঙ্গত নহে, কিন্তু তাহাকে চল্লিশটা উষ্ট্র দিতে অঙ্গীকার করাও সুকঠিন। আবার উষ্ট্রের মায়া ত্যাগ না করিলেও বিপুল অর্থলাভে বঞ্চিত হইতে হয়।" মনে মনে এই সমস্ত আন্দোলন করিয়া অগত্যা যোগীর বাক্যেই সম্মত হইয়া উষ্ট্র সমূহ লইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। কিয়দ্দূর গমনের পর আমরা দুই উচ্চ শৈলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে গিয়া উপনীত হইলাম। ঐ স্থানের প্রবেশ পথ এমনি সঙ্কীর্ণ যে, দুইটী উষ্ট্র এককালে তন্মধ্য দিয়া যাইতে পারিল না। সুতরাং একে একে উষ্ট্র গুলাকে তন্মধ্যে প্রবেশ করাইতে হইল। পরে ঐ পর্ব্বত দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রশস্ত স্থানে উপস্থিত হইলে, উদাসীন বলিল, "এই খানেই ধন আছে," অতএব উষ্ট্র গুলাকে এই স্থানেই বসাও, কেন না তাহা হইলে বোঝাই করিবার বিলক্ষণ সুবিধা হইবে।" এই কথা বলিয়া চকমকি হইতে অগ্নি বাহির করিয়া কতকগুলা শুষ্ক কাষ্ঠ একত্রিত করিয়া জ্বালিয়া দিল। তৎপরে সে ঐ প্রজ্বলিত অনলে কতকগুলা ধূনা নিক্ষেপপূর্ব্বক কতিপয় অশ্রুতপূর্ব্ব মন্ত্র উচ্চারণ করিলে, তথা হইতে ধূম নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিল। তাহার অব্যবহিত পরেই দেখা গেল, যে স্থানে পূর্ব্বে কিছুই ছিল না সেই স্থানে কপাট যুক্ত এক দ্বার রহিয়াছে। পরে ঐ দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে, তন্মধ্য দিয়া স্বর্ণ ও নানা রত্নে পরিপূর্ণ একটী বৃহৎ অট্টালিকা দৃষ্ট হইল। আমি ঐ পুরীর সৌন্দর্য্যের প্রতি লক্ষ্য বা এই সমস্ত ধন কোথা হইতে আসিল তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া লোভবশতঃ কেবল স্বর্ণরাশি হইতে স্বর্ণ লইয়া আপন থলিয়া পূর্ণ করিতে লাগিলাম। উদাসীনও ঐরূপ করিতে থাকিল, কিন্তু সে স্বর্ণ না লইয়া কেবল বহুমূল্য রত্নাদি লইতে লাগিল দেখিয়া আমিও স্বর্ণত্যাগ করিয়া রত্নাদি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলাম।

এই প্রকারে আমাদের সমস্ত থলিয়া পরিপূর্ণ হইলে পর, আমি উষ্ট্র গুলা বোঝাই করিয়া গমন করিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে উদাসীন পুনর্ব্বার ঐ রত্নাগারে প্রবেশপূর্ব্বক একটী অত্যুত্তম কাষ্ঠ নির্ম্মিত কৌটা আনয়ন করিল। এবং তন্মধ্যে যে এক প্রকার স্নেহ দ্রব্য ছিল, তাহা আমাকে দেখাইয়া ঐ কৌটাটী স্বীয় বক্ষঃস্থলের বস্ত্র মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। পরে যে প্রকরণ দ্বারা ঐ রত্ন ভাণ্ডারের দ্বার মুক্ত করিয়াছিল দ্বার রুদ্ধ করণার্থ সেইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করাতে ঐ পর্ব্বত পূর্ব্বে যেরূপ দ্বারহীন ছিল সেইরূপ দৃষ্ট হইল, ধনস্থানের আর কিছুমাত্র

চিহ্ন রহিল না। অনন্তর আমরা উষ্ট্র গুলা দুই অংশে বিভক্ত করিয়া আপন আপন উষ্ট্র লইয়া কিয়দ্দুর একত্র আসিতে লাগিলাম। পরে যে স্থান হইতে আমি বোগদাদে আগমন করিব, এবং সন্ন্যাসী বালশোরায় যাত্রা করিবে সেই স্থানে উপনীত হইবামাত্র আমি যোগীকে প্রিয় সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "ভাই! তোমার কৃপাতেই এই অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলাম, অতএব আমি যাবজ্জীবন তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিলাম।" এই প্রকারে তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া সানন্দ মনে তথা হইতে বিদায় হইলাম।

কিয়দ্দুর যাইতে না যাইতেই আমার অন্তঃকরণ মধ্যে এমনি হিংসার উদয় হইল যে, চল্লিশ উষ্ট্র ধন যোগীকে দিতে হইয়াছে বলিয়া, অত্যন্ত খেদান্বিত হইয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলাম, "সন্ন্যাসী আমাকে যে ধন ভাণ্ডার দেখাইয়া আনিল তাহা উহার বলিলেই হয়, সে যখন মনে করিলেই ঐ রত্নাগারের সমস্ত ধন আত্মসাৎ করিতে পারে, তখন উহাকে এত অর্থ লইয়া যাইতে দেওয়া ভাল হয় নাই।" ইহা ভাবিয়া আমি স্বীয় উষ্ট্র গুলাকে থামাইয়া উদাসীনকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিলাম, "ওহে ভাই! একবার দাঁড়াও, আমার কোন বিশেষ কথা আছে।" সন্ন্যাসী আমার বাক্য শ্রবণে গমনে ক্ষান্ত দিয়া দণ্ডায়মান হইলে, আমি তাহার সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলাম, "হে ভ্রাতঃ! আমার একটা কথা স্মরণ হইল, তাহা তোমাকে বলিতে আসিলাম। তুমি উদাসীন, কেবল পরমেশ্বরের আরাধনায় জীবন যাপন করাই তোমার প্রধান কর্ম্ম তুমি এত অর্থ লইয়া কি করিবে? বিশেষতঃ এতগুলা উষ্ট্র তাড়াইয়া যাওয়া বড় সহজ নহে অতএব আমার পরামর্শ এই যে, দশটী উষ্ট্র আমাকে দিয়া তুমি অবশিষ্ট ত্রিশটী লইয়া গমন কর।" ইহা শুনিয়া উদাসীন কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণমনা না হইয়া কহিল, "ভাল কথাই বলিয়াছ, আমিও ঐ বিষয় মনোমধ্যে চিন্তা করিতে ছিলাম, অতএব তোমার যে দশটী লইতে ইচ্ছা হয় লও। এক্ষণে জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।" এই কথায় আমি দশটী উষ্ট্র লইয়া তাহা স্বীয় উষ্ট্র দলে মিলাইয়া দিয়া বোগদাদাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

উদাসীন যে আমাকে এত সহজে দশটী উষ্ট্র প্রদান করিবে আমি ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই, কিন্তু এক্ষণে তাহার সদাশয়তা দর্শনে আমার লোভ এতাদৃশ প্রবল হইয়া উঠিল যে, পুনর্ব্বার তাহার নিকটে গিয়া বলিলাম, "ভাই! তোমার উষ্ট্র চালান কখন অভ্যাস নাই, তজ্জন্য আমার ভাবনা হইতেছে তুমি কি প্রকারে ত্রিশটা উষ্ট্র লইয়া যাইবে। অতএব কেবল তোমার কষ্ট নিবারণের জন্য বলিতেছি আমাকে আরও

দশটা উষ্ট্র প্রদান কর।" যোগী তৎক্ষণাৎ আমার প্রার্থনায় অম্লান বদনে সম্মত হইয়া আমাকে আরো দশটী উষ্ট্র প্রদান করিল, তাহাতে আমার ষাইটটী হইল এবং তাহার বিংশতিটী মাত্র রহিল। ঐ ষাইটটী উষ্ট্রে এত অর্থ ছিল যে, রাজাধিরাজগণও তাহা কখন চক্ষে দেখেন নাই। কিন্তু তখন আমার ধনতৃষ্ণা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং আমি যতই ধন প্রাপ্ত হই না কেন, কিছুতেই তাহার নিবৃত্তি হইল না। অতএব আমি আর দশটী উষ্ট্র পাইবার মানসে সাধ্যানুসারে সন্ন্যাসীর স্তব স্তুতি করিতে লাগিলাম। তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ আমার প্রার্থনায় সম্মত হইল। তখন যোগীর দশটী মাত্র উষ্ট্র অবশিষ্ট রহিল। আমি এ দশটী উষ্ট্রও লইবার মানসে তাহাকে আলিঙ্গন প্রদানপূর্ব্বক বহুবিধ স্তব স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলাম। তাহাতে যোগী পুনরায় আমার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া কহিল, "ভাল ভাই! তুমি ইহাও লইয়া যাও. কিন্তু জগদীশ্বর যেমন অর্থ প্রদান করেন তেমনি তিনি পুনরায় তাহা লইতেও পারেন, সর্ব্বদা এই বাক্যটী স্মরণপূর্ব্বক ধনের সদ্ব্যবহার করিও।"

সন্ন্যাসী এই কথা বলিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল। কিন্তু আমি এমনি পাপিষ্ঠ যে, সন্ন্যাসীর এবম্প্রকার সৎপরামর্শেও আমার চৈতন্যোদয় হইল না। আমি অশীতি উষ্ট্রের পৃষ্ঠে স্থাপিত বিপুল ধনের একাধিপতি হইয়াও সন্তুষ্টচিত্ত না হইয়া সন্ন্যাসী আমাকে যে তৈলাক্ত দ্রব্যে পরিপূর্ণ কৌটাটী দেখাইয়া বহু যত্নে বস্ত্র মধ্যে রাখিয়াছিল,সেই কৌটাটীকে সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য জ্ঞান করিয়া তাহাও আত্মসাৎ করণাভিলাষে তাহার নিকটে গিয়া বলিলাম, "ওহে যোগিবর! আমার স্মরণ হইল তুমি গহ্বর হইতে একটী ক্ষুদ্র কাষ্ঠের কৌটা আনিয়াছিলে, তাহাতে এক প্রকার তৈলাক্ত দ্রব্য আছে। বোধ করি তাহা কোন ঔষধ হইবে. তুমি যখন পৃথিবীর সমস্ত ভোগসুখ পরিত্যাগ করিয়াছ তখন তাহাতে তোমার প্রয়োজন কি? অতএব যদি ঐ কৌটাটী আমাকে দাও তাহা হইলে আমি তোমার নিকটে চির বাধিত হই।" সন্ন্যাসী যদিও প্রথমতঃ ঐ কৌটাটী প্রদান করিতে সম্মত ছিলনা, তথাপি আমার সাতিশয় আগ্রহ দৃষ্টে সে অগত্যা বক্ষঃস্থলের বস্ত্র মধ্য হইতে ঐ কৌটাটী বাহির করিয়া আমাকে দিল। আমি ঐ কৌটা হস্তে ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে বিনীতভাবে কহিলাম, "হে যোগীন্দ্র! যদি আমার প্রতি এত অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে তবে এই তৈলাক্ত দ্রব্যের কি গুণ তাহাও আমাকে বলিয়া দাও।" উদাসীন বলিল, "ইহার গুণ অত্যাশ্চর্য্য, যদি বামচক্ষুর চতুর্দ্দিকে ইহা লাগাইয়া দাও, তাহা হইলে পৃথিবীর যাবতীয় অর্থ দেখিতে পাইবে, কিন্তু দক্ষিণ চক্ষে দিলেই অন্ধ হইবে।"

আমি ঐ দ্রব্যের অত্যাশ্চর্য্য গুণের কথা শুনিয়া তাহা পরীক্ষাকরণার্থ সন্ন্যাসীকে কহিলাম, "ভাই! তুমি এই দ্রব্য আমার বাম চক্ষে মাখাইয়া দাও তাহা হইলে এই পৃথিবীর সমস্ত ধন দেখিতে পাওয়া যায় কি না দেখা যাউক।" ইহা বলিয়া আমি বাম চক্ষু মুদ্রিত করিলে, যোগী ঐ তৈলাক্ত দ্রব্য তাহার চতুর্দ্দিক লেপন করিয়া দিল। তখন আমি দক্ষিণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বাম চক্ষু উন্মীলন করিবামাত্র এই পৃথিবীর তাবৎ মণি মাণিক্য অবলোকন করিতে লাগিলাম। কিন্তু অনবরত এক চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখা সাতিশয় ক্লেশকর বিবেচনায় পুনর্ব্বার সন্ন্যাসীকে বলিলাম, 'ভাই! তুমি ঐ দ্রব্য আমার দক্ষিণ চক্ষেও কিঞ্চিৎ লেপন করিয়া দাও।" উদাসীন কহিল, "আমি তাহা দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতেছি তাহা হইলে তুমি একবারে অন্ধ হইয়া যাইবে।" আমি সন্ন্যাসীর বাক্যে বিশেষ মনোযোগ না করিয়া ভাবিলাম. ঐ দ্রব্যের বুঝি অন্য কোন বিশেষ গুণ আছে সন্ন্যাসী তাহা গোপন রাখিবার জন্য এরূপ বলিতেছে। ইহা ভাবিয়া আমি ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক বলিলাম, "ভাই! আমাকে কেন প্রতারণা কর? এক দ্রব্যের এমত বিপরীত গুণ কদাচ সম্ভবে না।' ইহা শুনিয়া যোগী কহিল, "আমি পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি ইহার যথার্থই এই প্রকার গুণ, তুমি কদাচ আমার বাক্যে অবিশ্বাস করিও না।" কিন্তু তাঁহার কথায় আমার কোন মতেই বিশ্বাস হইল না। কেবল মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, "যখন ঐ স্নেহ পদার্থ বাম চক্ষে লেপন করাতে পৃথিবীস্থ তাবৎ ধন দেখিতে পাইলাম তখন দক্ষিণ নেত্রে দিলে বুঝি ঐ সমস্ত ধন আত্মসাৎ করিবার ক্ষমতা জন্মিবে।" ইহা চিন্তা করিয়া যোগিবরকে ঐ দ্রব্য আমার দক্ষিণ লোচনে লেপন করণার্থ বিস্তর অনুরোধ করিলাম। সন্ন্যাসী কহিল, "ভাই! আমি তোমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছি. এক্ষণে যদি এই কার্য্য করি, তাহা হইলে, আমার সকল কর্ম্ম বিফল হইবে। কেন না তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ,চক্ষু রত্নে বঞ্চিত হওয়া অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি আছে।" আমি কহিলাম, "ভ্রাতঃ! তোমার নিকটে আমি যখন যাহা প্রার্থনা করিয়াছি তুমি তখনি তাহা প্রদান করিয়াছ. এক্ষণে কেন সামান্য বিষয়ের জন্য আমাকে অসন্তুষ্ট কর। ইহাতে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তাহার জন্য তোমাকে দোষী হইতে হইবে না, আমি আপনার উপরেই সমস্ত দোষারোপ করিব।" সন্ন্যাসী কি করে অগত্যা আমার বাক্যে সম্মত হইয়া আমার দক্ষিণ চক্ষে ঐ দ্রব্য লাগাইয়া দিল। পরে আমি নেত্রোন্মীলন করিয়া আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না, কেবল চতুর্দ্দিক নিবিড় অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলাম। তখন সাতিশয় বিলাপ করিতে করিতে কহিলাম, "হে যোগিবর! তুমি যাহা বলিয়াছিলে তাহাই যথার্থ

হইল। রে ধন লোভ! রে দুরাশা! তোরাই আমাকে এতাদৃশ দুঃখে নিক্ষেপ করিলি।"

এইরূপে অনেক বিলাপ করিয়া যোগীকে পুনর্ব্বার সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলাম, "হে প্রিয় ভ্রাতা! তোমার অনেক আশ্চর্য্য গুণ আছে, যদি তন্মধ্যে এমন কোন গুণ থাকে যদ্দ্বারা আমাকে পুনঃ চক্ষুদান করিতে পার তবে তাহার প্রয়োগ কর।" তখন সন্ন্যাসী কহিল, রে হতভাগ্য পাপিষ্ঠ! তুই যদি অগ্রে আমার পরামর্শ শুনিতিস্ তাহা হইলে তোর এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিবে কেন, তুই যে প্রকারের লোক তার উপযুক্ত প্রতিফল পাইয়াছিস্। এক্ষণে জগদীশ্বরকে স্মরণ কর তিনি যদি চক্ষুদান করেন তবেই চক্ষুঃ পাইবি নতুবা আমার কোন সাধ্য নাই। তিনি তোকে যথেষ্ট ধন অর্পণ করিয়াছিলেন কিন্তু তুই নিতান্ত অপাত্র, এজন্য তোর হস্ত হইতে তাহা পুনঃ গ্রহণপূর্ব্বক যাহারা তোর সদৃশ অকৃতজ্ঞ নহে তাহাদিগকে প্রদানার্থ আমার হস্তে সমর্পণ করিলেন।" ইহা বলিয়া সন্ন্যাসী আমার সেই অশীতি উষ্ট্র লইয়া বাল্‌শোরাভিমুখে যাত্রা করিল। আমি শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া সন্নিহিত কোন পান্থ নিবাসে আমাকে পহুঁছাইয়া দিবার জন্য তাহার নিকটে বিস্তর কাকুতি বিনতি করিলাম, কিন্তু সে তাহাতে কর্ণপাতও না করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল।

আমি এই প্রকারে অন্ধ ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সেই স্থানে বসিয়া রোদন করিতেছি, এমন সময়ে বাল্‌শোরা হইতে এক দল যাত্রী বোগদাদাভিমুখে আসিতেছিল, তাহারাই অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এই স্থানে রাখিয়া গেল। তদবধি আমি ভিক্ষা দ্বারা উদর পোষণ করিয়া থাকি। কিন্তু আমার সেই মহা পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আমি এই নিয়ম অবলম্বন করিয়াছি যে, বিনা প্রহারে কাহার দান গ্রহণ করিব না। এই হেতু গতকল্য আপনকার প্রতি যে অসদ্ব্যবহার আচরণ করিয়াছি তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করুন।

অন্ধের কাহিনী শ্রবণ করিয়া বোগদাদাধিপতি কহিলেন, "বাবা আবদুল্লা! তোমার পাপ অত্যন্ত গুরুতর বটে, কিন্তু তুমি যখন উহা দুষ্কর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতেছ তখন জগদীশ্বর তোমাকে মার্জ্জনা করিবেন। অতএব তাঁহার নিকট দিবানিশি ক্ষমা প্রার্থনা কর। তোমাকে আর ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইবে না। তুমি প্রত্যহ রাজসংসার হইতে চারিটী করিয়া স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইবে।" এই কথা শুনিয়া বাবা আবদুল্লা ভূপতিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

অনন্তর বোগদাদাধিপতি যে যুবাকে ঘোটকীর প্রতি সাতিশয় নিষ্ঠুরাচরণ করিতে দেখিয়াছিলেন তাহাকে সম্মুখে ডাকাইয়া তাহার নাম

জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, "আমার নাম সিদি নোমান।" তখন ভূপতি কহিলেন, "সিদি নোমান! তুমি গতকল্য তোমার ঘোটকীর প্রতি যেরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছিলে তাহা আমি স্ব চক্ষে দেখিয়াছি। এবং আমি লোকমুখে শুনিয়াছি যে, তুমি প্রত্যহই ঐ ঘোটকীর প্রতি ঐরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিয়া থাক, অতএব ইহার কারণ কি আমার নিকট অকপটে প্রকাশ করিয়া বল।" এই কথা শুনিয়া সিদি নোমান ভূপতিকে প্রণিপাতপূর্ব্বক করপুটে বলিল, "হে পুণ্য শ্লোক! আমি ঘোটকীর প্রতি ঐ প্রকার নির্দ্দয় ব্যবহার করাতে আপনি অবশ্যই অসন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন, কিন্তু ইহার কোন বিশেষ কারণ আছে, তদ্বিবরণ বলিতেছি শ্রবণ করুন।"

সিদি নোমানের কথিত কাহিনী।

মহারাজ। আমি যদিও কোন বিখ্যাত বংশে জন্ম পরিগ্রহ করি নাই, তথাপি পিতা মাতার পরলোক গমন পরে আমি যে ধনসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম তদ্দ্বারাই এক প্রকার ভদ্রলোকের ন্যায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতাম। কিন্তু সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিবার মানসে দেশীয় রীত্যনুসারে আমিনা নাম্নী এক রূপবতী কামিনীর পাণিগ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে গৃহে আনিলাম। বিবাহের পর দিবস ভোজনের আয়োজন হইলে নববিবাহিতা রমণীর সহিত একত্র আহার করিতে বসিলাম। আমি রীতিমত অন্নাশন করিতে লাগিলাম, কিন্তু আমার বনিতা তাহা না করিয়া আপন জেব হইতে একটা কানখুস্কী বাহির করিয়া তদ্দ্বারা এক একটী করিয়া অন্ন মুখে তুলিতে আরম্ভ করিল। তদ্দৃষ্টে আমি সাতিশয় বিস্মিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আমিনা! তুমি পিত্রালয়েও কি এই প্রকারে ভোজন করিতে, না আমার খুসার করিবার মানসে এত অল্প আহার করিতেছ? আমার যথেষ্ট ধন আছে, অতএব এ প্রকারে আমার খুসারে প্রয়োজন নাই, আমি যেরূপ আহার করিতেছি তুমিও তদ্রূপ কর।" সে আমার কথার কোন প্রত্যুত্তর দিল না কেবল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। আমি যদিও তৎকালে মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলাম তথাপি সে লজ্জা প্রযুক্ত ঐরূপ ব্যবহার করিল, ইহা ভাবিয়া আর কোন কথা বলিলাম না। এবং অসন্তোষের কোন চিহ্নও প্রকাশ করিলাম না।

সে প্রত্যহই ঐ প্রকার স্বল্পাহার করিতে লাগিল। তাহাতে আমি বিবেচনা করিলাম, "অনাহারে জীবনধারণ করা কখনই সম্ভবে না, অতএব ইহার কোন নিগূঢ় মর্ম্ম থাকিবে।" ইহা ভাবিয়া আন্তরিক ভাব গোপন রাখিয়া সর্ব্বদা ঐ তত্ত্বে থাকিলাম। এক দিন রজনীতে

উভয়ে একত্র শয়ন করিয়া আছি, ইতিমধ্যে আমার বনিতা আমাকে নিদ্রিত বিবেচনা করিয়া নিঃশব্দপদসঞ্চারে শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক গৃহের বাহিরে গেল এবং তৎপরেই অঙ্গন পার হইয়া বাটীর বহির্ভাগে প্রস্থান করিল। আমিও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া গুপ্তভাবে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম। আমার বাটীর অনতিদূরে যে একটী গোরস্থান ছিল ঐ কামিনী তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক একটা পিশাচের সহিত মিলিত হইয়া কবর হইতে একটা শব বাহির করিয়া আহার করিতে আরম্ভ করিল। ভোজনান্তে যাহা অবশিষ্ট রহিল তাহা পুনরায় মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিল। আমি প্রাচীরের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া চন্দ্রের আলোকে এই সমস্ত অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত এবং ভয়ে কম্পিতকলেবর হইলাম। তদনন্তর আমি দ্রুতগমনে স্বালয়ে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক কাল্পনিক নিদ্রাবলম্বনে পূর্ব্বমত শয়ন করিয়া থাকিলাম। তাহার অব্যবহিত পরেই আমিনা গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া পুনর্ব্বার আমার পার্শ্বে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল।

পর দিন প্রত্যূষে আমি শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রাতঃকালীন উপাসনাদি সমাপন করিয়া ক্ষণকাল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিবার পর বাটীতে আসিয়া ভোজনে বসিলাম। আমার ভার্য্যাও আমার সহিত ভোজনে বসিয়া পূর্ব্বমত আহার করিতে লাগিল। তাহাতে আমি সাতিশয় কোপাবিষ্ট হইয়া কহিলাম, "দেখ আমিনা, বিবাহের পর দিবস হইতে তোমার আহারের পদ্ধতি দৃষ্টে আমি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি এক দিনও উত্তমোত্তম মাংস ভোজন কর নাই। ইহাতে আমি এ পর্য্যন্ত তোমাকে কিছুই বলি নাই, কিন্তু এক্ষণে এক কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্য করিয়া বল দেখি, শব মাংস অপেক্ষা কি এ সমস্ত মাংস উৎকৃষ্ট নহে?" আমার মুখে এই কথা শুনিবামাত্র আমি যে রজনীর সমস্ত ব্যাপার অবলোকন করিয়াছি তাহা বুঝিতে পারিয়া আমিনা মহা কোপান্বিত হইয়া সম্মুখস্থিত পাত্র হইতে কিঞ্চিৎ বারি গ্রহণ করিয়া বলিল, "রে দুরাত্মন্ তুই কুক্কুরের বেশ ধারণ করিয়া কৌতুক দর্শনের ফল ভোগ কর্।" এই বাক্য উচ্চারণ করিবামাত্র আমি তৎক্ষণাৎ কুক্কুর হইলাম। আমাকে এই ভয়ানক দণ্ড প্রদান করিয়াও তাহার রাগের শান্তি হইল না। তৎপরে প্রত্যহই আমাকে এমনি সাংঘাতিকরূপে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল যে তাহাতে আমার কেন যে মৃত্যু হইল না ইহাই আশ্চর্য্য। আমাকে হত্যা করে, তাহার এমনি অভিসন্ধি ছিল, কিন্তু পরমায়ু থাকাতেই পলায়ন পরায়ণ হইয়া আত্মরক্ষা করিলাম।

অবশেষে আমি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া চীৎকার করিতে করিতে রাজপথে বহির্গত হইবামাত্র কতকগুলা কুক্কুর ঘেউ ঘেউ করিয়া আমার

পশ্চাৎ ধাবমান হইল, আমি প্রাণভয়ে দৌড়াইয়া এক মাংস বিক্রেতার দোকানে প্রবেশ করিয়া তাহার এক কোণে লুকায়িত থাকিলাম। মাংস বিক্রেতা আমাকে দূরীভূত করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। আমি সে রাত্রি অনাহারে সেই স্থানে পড়িয়া রহিলাম।

পর দিন প্রভাতে মাংসবিক্রেতা দোকান খুলিলে, আমি আহারান্বেষণে বহির্গত হইলাম। মাংস ব্যবসায়ী আমাকে যৎকিঞ্চিৎ খাদ্য সামগ্রী প্রদান করিল, কিন্তু দোকানে আর পুনঃ প্রবেশ করিতে দিল না। অনন্তর আমি তথা হইতে বিদায় হইয়া সন্নিকটস্থ রুটীবিক্রেতার দোকানের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ঐ রুটীবিক্রেতা তৎকালে ভোজনে বসিয়াছিল, আমাকে দেখিবামাত্র এক খণ্ড রুটী ফেলিয়া দিল, তাহাতে আমি লাঙ্গুল নাড়িয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাতে সে আমার প্রতি অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া আমার থাকিবার জন্য একটা স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া আমাকে অত্যন্ত যত্ন করিতে লাগিল। আমিও তাহার বিলক্ষণ অনুগত হইলাম। কোন স্থানে যাইতে হইলে সে আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইত।

এই প্রকারে ঐ রুটীবিক্রেতার সহবাসে কিছু দিন গত হইলে পর, এক দিবস একটী স্ত্রীলোক কয়েক খানি রুটী ক্রয় করিয়া আমার প্রভুকে একটা কৃত্রিম মুদ্রা প্রদান করিল। রুটী বিক্রেতা তাহা ফিরাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে আর একটী মুদ্রা প্রার্থনা করিলে, ঐ রমণী কহিল, "আমার মুদ্রা মন্দ নহে।" ইহা শুনিয়া আমার প্রভু ঐ কামিনীকে কহিল, "তোমার মুদ্রা ভাল কি মন্দ, আমার কুক্কুর তাহা অনায়াসেই পরীক্ষা করিয়া দিতে পারিবে।" ইহা বলিয়া আর কয়েকটী মুদ্রার সহিত ঐ মুদ্রাটী মিশ্রিত করিয়া সমস্ত মুদ্রা আমার সম্মুখে নিক্ষেপ করিল। আমি তন্মধ্য হইতে যেটী কৃত্রিম, তাহা বাছিয়া দিলাম। ইহাতে ঐ রমণী আর কোন উত্তর করিতে না পারিয়া কৃত্রিম মুদ্রাটীর পরিবর্ত্তে আর একটী ভালমুদ্রা দিয়া প্রস্থান করিল।

তৎপর দিন আমার প্রভু স্বীয় প্রতিবেশিগণকে ডাকিয়া তাহাদের সাক্ষাতে আমার এই অদ্ভুত গুণের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। কুক্কুর হইয়া আমি যে মুদ্রা পরীক্ষা করিয়া দিতে পারি, আমার এই সুখ্যাতিবাদ ক্রমশঃ নগরের সর্ব্বত্র প্রচার হইলে, অনেকেই কৌতুকদর্শনার্থ প্রতিদিন এক একটী কৃত্রিম মুদ্রা লইয়া আমার নিকটে আসিতে লাগিল। এইরূপে কয়েক দিবস গত হইলে, এক দিন একটী স্ত্রীলোক আমার প্রভুর দোকানে রুটী ক্রয় করিতে আসিয়া আমার এই অদ্ভুত গুণ পরীক্ষা করিবার জন্য কয়েকটী উত্তম মুদ্রার সহিত একটী কৃত্রিম মুদ্রা মিশ্রিত করিয়া আমার সম্মুখে ধরিল। আমি অনায়াসেই তন্মধ্য

হইতে সেই কৃত্রিম মুদ্রাগুলী বাহির করিয়া দিলে, ঐ স্ত্রীলোকটী আমার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া প্রস্থানকালে ইঙ্গিত দ্বারা আমাকে ডাকিয়া গেল।

আমার প্রভু তৎকালে কোন বিশেষ কার্য্যে ব্যস্ত ছিল। আমি এই সুযোগ পাইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলাম। ক্ষণকালের পর ঐ রমণী আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া আপন বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইল। তৎপরে সে স্বীয় তনয়াকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, "বৎসে! আমরা রুটী বিক্রেতার যে কুকুরের সুখ্যাতিবাদ শ্রবণ করিয়াছিলাম তাহাকে আনয়ন করিয়াছি, বোধ করি এ কুকুর নহে অবশ্য কোন মনুষ্য হইবে।" কন্যা বলিল, "মাতঃ! আপনার কথাই যথার্থ, আমি এখনি ইহাকে পূর্ব্বাকৃতি প্রদান করিতেছি।" ইহা কহিয়া সে তৎক্ষণাৎ এক গণ্ডুষ জল আনয়নপূর্ব্বক কয়েকটী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ঐ জল আমার গাত্রে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "যদি কোন কুহকিনী কর্ত্তৃক তোমার এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে তবে এই জলের গুণে এখনই পূর্ব্বাকার ধারণ কর।" তাহার মুখ হইতে এই সমস্ত কথা বহির্গত হইতে না হইতেই আমি পূর্ব্বরূপ মানবাকার ধারণ করিলাম, এবং আমার মুক্তিদায়িনীর পদতলে পতিত হইয়া কহিলাম, "হে নিস্তার কারিণি! আমার প্রতি তোমার এতাদৃশ দয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ আমাকে কি করিতে হইবে আজ্ঞা কর।" পরে আমার আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিলাম।

অনন্তর ঐ দয়াবতী যুবতী বলিল, "তোমাকে কিছুই করিতে হইবে না, আমি যে তোমার উপকার করিতে পারিলাম, ইহাতেই যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই আমি সেই আমিনাকে বিলক্ষণ অবগত আছি। আমরা উভয়েই এক শিক্ষাদাত্রীর নিকটে মায়াবিদ্যা শিক্ষা করি, কিন্তু আমার সহিত মতভেদ হওয়াতে আমি তৎসঙ্গে বাক্যালাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বতন্ত্র বাস করিতেছি। এক্ষণে যাহাতে তুমি আমিনার এই দুষ্ক্রিয়ার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিতে পার তাহার উপায় বলিয়া দিতেছি।" ইহা বলিয়া সেই মহোপকারিণী স্বীয় গুপ্তাগারে প্রবেশ করিল।

ইত্যবসরে তাহার জননী আমার নিকটে আসিয়া তাহার কন্যা যে কেবল পরোপকার সম্পাদনের জন্যই মায়াবিদ্যা ব্যবহার করিয়া থাকে তদ্বিষয়ক বিস্তর দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণের পর ঐ গুণবতী কামিনী আমার নিকটে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আমার হস্তে এক পাত্র বারি প্রদান করিয়া কহিল, "তুমি বাটীতে গিয়া দেখিবে আমিনা এক্ষণে তথায় নাই বাহিরে গমন করিয়াছে,

অতএব তাহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিবে। অনন্তর সে গৃহে আসিবামাত্র তাহার অঙ্গে এই পাত্রস্থিত জল নিক্ষেপপূর্ব্বক এই কথা বলিবে, "রে পাপিয়সি! তোর পাপের উপযুক্ত দণ্ড ভোগ কর। কিন্তু সে তোমাকে ভয়প্রদর্শন বা অনুনয় করিলে, তুমি স্বকার্য্য সিদ্ধির কোন মতেই অন্যথা করিও না।"

সেই রমণীর প্রমুখাৎ এই কথা শুনিয়া পরমাহ্লাদে ঐ জল পাত্র হস্তে ধারণ করিয়া ঐ উপকারিণী রমণীদ্বয়ের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক স্বালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া বসিয়া থাকিলাম। আমিনা কার্য্যান্তরে বাহিরে গিয়াছিল, কিয়ৎক্ষণ পরে গৃহে আসিবামাত্র আমাকে দেখিয়া প্রথমতঃ কোপ পরে আমার হস্তে সেই বারিপাত্র দেখিয়া বিস্তর অনুনয় করাতে আমি তদঙ্গে বারি নিক্ষেপ করিয়া উপকারিণী মায়াবিনীর শিক্ষিত বাক্যগুলি উচ্চারণ করিতে লাগিলাম। তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ ঘোটকীর রূপ ধারণ করিল।

মহারাজ! আমি তাহাকেই প্রত্যহ প্রহার করিয়া থাকি। ইহা শুনিয়া ভূপতি বলিলেন, "তোমার রমণীর যেমন কর্ম্ম তেমনি প্রতি ফল হইয়াছে, তজ্জন্য তোমার প্রতি কিছুমাত্র দোষারোপ করিতে পারি না।"

তদনন্তর ভূপাল খাজা হোসেনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "খাজা হোসেন! গত কল্য আমি তোমার বাটী দেখিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছি, কিন্তু তুমি যে যৎসামান্য ব্যবসায় করিয়া থাক, তাহাতে উদরান্নেরও সংস্থান হওয়া কঠিন, অতএব তুমি কি প্রকারে এত অর্থ প্রাপ্ত হইলে, যদ্দ্বারা অনায়াসে ঐ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইয়াছ তদ্বিবরণ বিস্তারিতরূপে বর্ণন কর, আমার শুনিতে নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছে।"

খাজা হোসেন তৎক্ষণাৎ ভূপতিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিল, "মহারাজ! আমার কাহিনী শ্রবণ করুন।" ইহা বলিয়া আত্ম বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিল।

খাজা হোসেন হোব্বালের কথিত কাহিনী।

মহারাজ! এই বোগদাদ নগরে দুই জন বন্ধু বাস করিতেন, তাঁহারাই আমার এই উপস্থিত সৌভাগ্যের মূল। ঐ বন্ধুদ্বয়ের পরস্পর অত্যন্ত প্রণয় ছিল। তাঁহাদের এক জনের নাম সাদী অপরের নাম সাদ। সাদী অত্যন্ত ধনবান্ ছিলেন, এবং তাঁহার এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, অপর্য্যাপ্ত অর্থ ব্যতীত এই পৃথিবীতে কেহই সুখী হইতে পারে না। সাদ ধনবান্ ছিলেন না, এবং তাঁহার বিবেচনায় জীবন যাত্রা

নির্ব্বাহার্থ অর্থ প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু ধর্ম্ম ও সদ্গুণ ব্যতীত সুখী হইবার উপায়ান্তর নাই।

এক দিবস তাঁহাদের এই বিষয় লইয়া বাদানুবাদ উপস্থিত হইলে, সাদী, কহিলেন, "প্রথমতঃ দরিদ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ দ্বিতীয়তঃ ধনবন্ত হইয়া অপব্যয় দ্বারা অর্থ নাশ এই দুই কারণেই মনুষ্যের দুঃখোৎপত্তি হয়। কিন্তু দরিদ্র ব্যক্তিগণ যদি একবার কিঞ্চিৎ ধন প্রাপ্ত হয় এবং তাহা অসদ্ব্যয় না করে, তাহা হইলে, তাহারা অনায়াসেই ক্রমশঃ মহাধনী হইতে পারে।" সাদ বলিলেন, "বন্ধো! ধন দান দ্বারা দরিদ্রকে ঐশ্বর্য্যশালী করিবার যে প্রস্তাব করিলেন তাহা যদিও অমূলক নহে; তথাপি আমি এমন অনেক উদাহরণ দর্শাইতে পারি, যাহাতে বিনা ধনে দরিদ্র ধনবন্ত হইয়াছে। এমন কি বিপুল অর্থদ্বারা রীতিমত ব্যবসায় করিয়াও লোকে যাহা সংগ্রহ করিতে পারে নাই তাহারা অতি দীন ব্যক্তি হইয়াও অন্য উপায় দ্বারা তাহার সহস্র গুণ অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে।" ইহা শুনিয়া সাদী বলিলেন, "বন্ধো! আমি যাহা কহিয়াছি তাহা বাদানুবাদে মীমাংসা হইবার নহে, পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিব। যে ব্যক্তি পুরুষানুক্রমে অতি দরিদ্র এবং দৈনিক উপার্জ্জনেও যাহার দিনপাত হওয়া কঠিন আমি এমন এক মনুষ্যকে অর্থদান করিব। ইহাতে যদি কৃতকার্য্য না হই, তবে তুমি যে উপায়ের কথা বলিতেছ তাহারও পরীক্ষা করা যাইবে।"

এই প্রকার তর্কবিতর্কের কিয়দ্দিবস পরে এক দিন ঐ বন্ধুদ্বয় আমার কার্য্যালয়ের নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন। তৎকালে আমাদের পুরুষানুক্রমে যে রজ্জু ব্যবসায় ছিল আমি তাহাই করিতাম, কিন্তু তদ্দ্বারা অতি সামান্য রূপেও স্ত্রী পুত্র পরিবারের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ হইত না। সাদ আমার অতি দৈন্যদশা দর্শনে সাদীকে তাঁহার পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলেন," বন্ধো! তুমি সে দিবস যে প্রস্তাব করিয়াছিলে, এই ব্যক্তির দ্বারাই তাহার পরীক্ষা হইতে পারিবে। আমি বহুকালাবধি ইহাকে দড়ির ব্যবসায় করিতে দেখিয়া আসিতেছি, কিন্তু ইহার যেমন দৈন্যদশা তেমনিই আছে।" সাদী কহিলেন, "বন্ধো! আমি সেই দিবসাবধিই কতিপয় মুদ্রা আমার সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া থাকি, কিন্তু তুমি সমভিব্যাহারে না থাকায় কাহাকেও প্রদান করিতে পারি নাই। চল উহার নিকটে গিয়া ঐ ব্যক্তি যথার্থ দরিদ্র কি না তাহার অনুসন্ধান করা যাউক।"

ইহা বলিয়া ঐ দুই বন্ধু আমার সমীপবর্ত্তী হইয়া আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্মান করিয়া কহিলাম, "আমার নাম হোসেন, আমি রজ্জুর ব্যবসায় করি বলিয়া লোকে আমাকে "হোসেন হোব্বাল" এই উপাধি প্রদান করিয়াছে।" সাদী কহিলেন,

হোসেন ! বোধ করি এ ব্যবসায় দ্বারা সচ্ছন্দে তোমার পরিবারের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হয়, কিন্তু তুমি এতকাল ব্যবসায় করিতেছ, এমন কিছু কি সঞ্চয় করিতে পার নাই, যদ্দারা তোমার কার্য্য বিস্তীর্ণরূপে চলিতে পারে ?” আমি প্রত্যুত্তর করিলাম, “মহাশয় ! আমি যে ব্যবসায় করি তাহাতে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া যাহা উপার্জ্জন করি, তাহাতে আপনার দিনপাত হওয়াই দুষ্কর, তাহাতে আবার আমার এক স্ত্রী এবং পাঁচ সন্তান। ঐ সন্তানেরা এমনি অপোগণ্ড যে তাহাদের মধ্যে একটীও আমার কিছুমাত্র সাহায্য করিতে পারে না। সুতরাং যে রূপেই হউক, আমাকে তাহাদের সকলের ভরণ পোষণ করিতে হয়। অতএব কিরূপে সঞ্চয় করিব, কিন্তু জগদীশ্বরের কৃপায় যে ভিক্ষা করিতে হয় নাই, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য।”

ইহা শুনিয়া সাদী কহিলেন, “হোসেন !, আমি যদি তোমাকে দুই শত স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করি, তাহা হইলে কি উত্তমরূপে ব্যবসায় চালাইয়া অতি শীঘ্র তোমার সমব্যবসায়ীদিগের ন্যায় ধনী হইতে পার না ?” আমি বলিলাম, “মহাশয় ! আপনি ভদ্র লোক, যাহা বলিলেন অবশ্যই সত্য হইবে। কিন্তু আপনি যে অর্থের কথা বলিলেন যদি তাহার কিয়দংশও প্রাপ্ত হই তাহা হইলেও যে কেবল সমব্যবসায়ীদিগের তুল্য ধনী হইব এমন নহে, কালক্রমে এই বিস্তীর্ণ বোগদাদ নগরে যে সমস্ত মহাজন আছেন তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা ধনবন্ত হইতেও পারি।” এই কথা শুনিবামাত্র সাদী আপন বক্ষঃস্থলের বস্ত্র মধ্য হইতে দুই শত স্বর্ণ মুদ্রার এক থলিয়া বাহির করিয়া আমার হস্তে দিয়া বলিলেন, “পরমেশ্বর করুন ইহা দ্বারা তোমার ব্যবসায় ক্রমশঃ উন্নত হউক এবং তুমি সৌভাগ্যশালী হইয়া পরমসুখে কালযাপন কর।”

মহারাজ ! আমি ঐ অর্থ প্রাপ্ত হইয়া এতাদৃশ আহ্লাদিত হইলাম যে কথা কহিতে অক্ষম হইয়া দাতার পরিধেয় বসনের নিম্নভাগ চুম্বন করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম। তৎপরে তিনি ও তাঁহার বন্ধু উভয়েই তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

তাঁহারা প্রস্থান করিলে পর, আমি ভাবিতে লাগিলাম, “ঐ স্বর্ণমুদ্রা গুলি কোথায় রাখি, বাটীতে সিন্দুক অথবা পেটরা কিছুমাত্র নাই যে তন্মধ্যে রাখি, অথচ এ বিষয় কাহার নিকট প্রকাশ করা হইবে না।” ইত্যাকার নানাবিধ চিন্তা করিয়া কর্ম্মস্থান হইতে গৃহে আসিলাম এবং স্ত্রী ও পুত্রগণের অগোচরে তৎকালীন আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ঐ থলিয়া হইতে দশটী স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া লইয়া অবশিষ্ট মুদ্রা গুলি পাগড়ীর মধ্যে লুকাইয়া রাখিলাম। তৎপরে ঐ দশ মুদ্রার কতকগুলা শণ ক্রয় করিয়া আনিলাম। অনন্তর বহু দিবসাবধি মাংসাহার করা হয় নাই বলিয়া, রাত্রি ভোজনের জন্য বাজারে গিয়া কিঞ্চিৎ মাংস

ক্রয় করিলাম তদনন্তর মাংস হস্তে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছি এমন সময়ে একটা চিল ছোঁ মারিতে আসিল, আমি যেমন হস্ত সরাইয়া মাংস রক্ষার্থ অত্যন্ত যত্নশীল হইলাম, অমনি ব্যস্ততা প্রযুক্ত আমার পাগড়ীটা ভূতলে পতিত হইল। চিল হঠাৎ ঐ পাগড়ী মুখে করিয়া উড়িয়া গেল। তখন আমি এমনি চীৎকার করিয়া উঠিলাম যে, নিকটবর্ত্তী আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং নানাপ্রকার শব্দ দ্বারা ঐ পক্ষীকে ভয় দেখাইতে লাগিল। কিন্তু চিল পাগড়ী লইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া গেল এবং ক্ষণ কালের মধ্যেই অদৃশ্য হইল। তখন আমি পাগড়ী ও স্বর্ণ মুদ্রা পুনঃ প্রাপ্তির আশায় জলাঞ্জলি দিয়া বিষণ্ণ বদনে গৃহে আসিলাম। এবং শণ ক্রয় করিবার পর, ঐ দশ মুদ্রার মধ্য হইতে যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহাতে পুনর্ব্বার শণ ক্রয় করিয়া ব্যবসায় চালাইতে লাগিলাম। কিন্তু ধনী হইবার যে আশা করিয়াছিলাম তাহা একবারে উন্মূলিত হইল। অধিকন্তু তৎকালে এই ভাবনাই প্রবল হইল যে, যে ব্যক্তি আমাকে মুদ্রা দান করিয়াছেন তাঁহাকে এ কথা কি প্রকারে বলিব এবং বলিলেই বা তিনি বিশ্বাস করিবেন কেন? যাহা হউক, যৎসামান্য মুদ্রা যাহা ছিল, তদ্দ্বারাই দিন কতক কার্য্য চালাইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বরূপ দরিদ্র হইলাম। কিন্তু ইহাতে কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট না হইয়া "জগদীশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইয়াছে, তিনিই আমার পরীক্ষার্থ ঐ মুদ্রা দিয়াছিলেন, আবার কি বুঝিয়া কাড়িয়া লইলেন।" এইরূপ চিন্তা করিয়া মনকে সান্ত্বনা করিলাম।

এই দুর্ঘটনার ছয় মাস পরে সাদ ও সাদী দুই বন্ধু পুনর্ব্বার আমার কার্য্য স্থানের নিকট দিয়া যাইতে ছিলেন, আমায় স্মরণ হওয়াতে আমার অবস্থা কি পর্য্যন্ত উন্নত হইয়াছে তাহা অবগত হইবার জন্য তাঁহারা আমার কার্য্যালয়ে আসিতে উদ্যত হইলেন। সাদ দূর হইতে আমাকে অবলোকন করিবামাত্র স্বীয় বন্ধুকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "দেখ বন্ধো! হোসেনের পূর্ব্বাপেক্ষা সুখের দশা ঘটে নাই, যেহেতু উহার যে প্রকার দরিদ্র বেশ দেখিয়া গিয়াছিলাম এক্ষণে সেই রূপই দৃষ্ট হইতেছে। আমার চক্ষের ভ্রম হইলেও হইতে পারে, অতএব তুমি আপনি গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ।" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা উভয়েই আমার দোকানের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাদ আমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন হোসেন! দুই শত স্বর্ণ মুদ্রা প্রাপ্তে এক্ষণে তোমার ব্যবসায় উত্তম রূপে চলিতেছে ত?" আমি কহিলাম, "মহাশয় ধনার্পণ করিয়া যে প্রত্যাশা করিয়াছিলেন তাহা কোন দুর্দ্দৈব বশতঃ নিষ্ফল হইয়াছে, তজ্জন্য আমি যে কি পর্য্যন্ত মনস্তাপ পাইয়াছি, তাহা ব্যক্যাতীত।" ইহা কহিয়া যে প্রকারে আমার মুদ্রা নষ্ট হইয়াছিল আনুপূর্ব্বিক তাহার সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিলাম।

সাদী আমার বাক্য কোন মতেই প্রত্যয় না করিয়া কহিলেন, হোসেন! তুমি কি আমার সহিত রহস্য করিতেছ? চিলগণ ক্ষুধা নিবারণার্থ কেবল আহারান্বেষণ করিয়া থাকে, তাহাদের পাগড়ীতে কি প্রয়োজন? কতকগুলি মনুষ্য এরূপ আছে যে, কোন রূপে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ প্রাপ্ত হইলেই আর পরিশ্রম করিতে চাহে না কেবল অনর্থক আমোদ আহ্লাদে কালহরণ করে, সুতরাং কস্মিন্ কালেও তাহাদের সেই দৈন্যদশা তিরোহিত হয় না। তুমিও যে এক জন ঐ শ্রেণীর লোক তাহার আর সন্দেহ নাই, অতএব তোমার দৈন্যদশা কে নিবারণ করিতে পারিবে?" আমি বলিলাম, "মহাশয়! আপনি আমাকে যতই ভৎর্সনা করুন না কেন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি ইহাতে আমার কিছুমাত্র দোষ নাই। আপনি প্রতিবেশিগণের নিকট এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিলেই অনায়াসে জানিতে পারিবেন আমি আপনাকে প্রতারণা করিতেছি কি না।" অনন্তর সাদ আমার বাক্যের অনেক পোষকতা করিয়া সাদীকে বিস্তর বুঝাইলেন। তখন সাদী পুনরায় আপন বক্ষঃস্থলের বস্ত্র মধ্য হইতে দুই শত স্বর্ণ মুদ্রা বাহির করিয়া আমাকে প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "হোসেন! এ মুদ্রা গুলি অতি সাবধানে রাখিও, দেখিও যেন পুনর্ব্বার ইহাতে বঞ্চিত হইও না।

আমি একবার দুই শত মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া এমন প্রত্যাশা করি নাই যে, তিনি পুনর্ব্বার আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন, অতএব এই দুই শত মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার প্রতি আরো অধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম। অনন্তর তাঁহারা কথোপকথন করিতে করিতে তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

তাঁহারা প্রস্থান করিলে পর, আমি গৃহে গিয়া দেখিলাম, আমার ভার্য্যা ও পুত্রগণ স্থানান্তরে গিয়াছে কেহই বাটীতে নাই অতএব দশটী মুদ্রা বাহিরে রাখিয়া, অবশিষ্ট মুদ্রা গুলি একখানা বস্ত্রে জড়াইয়া ঘরে যে একটা ভুষিপূর্ণ বড় জালা ছিল তন্মধ্যে লুকাইয়া রাখিলাম। তাহার অব্যবহিত পরেই আমার স্ত্রী গৃহে আসিলে, তাহাকে এ বিষয়ের কোন কথা না জানাইয়া শণ ক্রয়ার্থ বাজারে গেলাম।

আমি বাটী হইতে বহির্গত হইলে এক জন সাজিমাটী বিক্রেতা সাজিমাটী বিক্রয় করিতে করিতে আমাদের বাটীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল। আমার স্ত্রী তাহাকে ডাকিয়া মূল্যাভাব প্রযুক্ত সাজিমাটীর বিনিময়ে ভুষি দিতে চাহিল। তাহাতে ঐ ব্যক্তি সম্মত হইলে আমার বনিতা সাজিমাটী লইয়া তাহাকে জালাশুদ্ধ ভুষি প্রদান করিল। সাজিমাটী ওয়ালা তাহা গ্রহণপূর্ব্বক চলিয়া গেল।

অতঃপর আমি শণ ক্রয় করিয়া কতকগুলি আপনি এবং অবশিষ্ট গুলি পাঁচ জন বাহকের মস্তকে দিয়া গৃহে আনিলাম। পরে বাহক

দিগকে বিদায় করিয়া বিশ্রামার্থ উপবিষ্ট হইলে, যেখানে জালা ছিল সেই খানে দৃষ্টি পড়িল, তাঁহাতে জালা দেখিতে না পাইয়া সাতিশয় চমৎকৃত হইয়া ভার্য্যাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভুষির জালা কি হইল?" সে বলিল, "আমি জালা সমেত ভুষির বিনিময়ে সাজিমাটী ক্রয় করিয়াছি।" আমি কহিলাম, "ওরে হতভাগা রমণী! তুই কি করিয়াছিস্! অদ্য সাদী এবং তাঁহার বন্ধু আসিয়া আমাকে পুনর্ব্বার দুই শত স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্য হইতে কেবল দশটী বাহিরে রাখিয়া অবশিষ্ট গুলি জালার ভিতরে রাখিয়াছিলাম। তুই সমস্ত স্বর্ণ মুদ্রা সাজিমাটী বিক্রেতাকে দিয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্।" আমার স্ত্রী এই কথা শুনিবামাত্র উন্মাদিনী প্রায় হইয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে করিতে কহিল, "হায়! আমি কি হতভাগিনী! আমি স্বর্ণ দিয়া মৃত্তিকা লইলাম, আমার মরণই মঙ্গল। আমি সে সাজিমাটী বিক্রেতাকে চিনি না, অতএব কোথায় তাহার অনুসন্ধান করিব।" তৎপরে আমাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "হে স্বামিন্! তুমি কেন আমাকে এ কথা বল নাই? যদি তুমি একবার ইহা আমাকে জ্ঞাত করিয়া রাখিতে, তাহা হইলে, কখনই এ দুর্ঘটনা ঘটিত না।" এই প্রকার নানা মতে বিলাপ করিতে লাগিল।

তখন আমি কহিলাম, "অরে এক্ষণে আর খেদ করিলে কি হইবে? প্রতিবেশিগণ আমাদের এই কথা শুনিলে আমাদের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ না করিয়া কেবল উপহাসই করিবে। সকলই পরমেশ্বরের ইচ্ছা, তিনিই আমাদিগকে দুইশত স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন, আবার তিনিই তাহা পুনর্ব্বার গ্রহণ করিলেন, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তন্মধ্য হইতে দশটী বাহিরে রাখিয়াছিলাম, তাহাতেই আমাদের যথেষ্ট উপকার হইবে, অতএব তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান কর।" এই প্রকারে আপন মনকে প্রবোধ দিয়া মুদ্রাশোক পরিত্যাগপূর্ব্বক পূর্ব্বমত প্রফুল্লান্তঃকরণে স্বীয় ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু এই একটী মহা দুর্ভাবনা রহিল যে, যখন সেই বন্ধুদ্বয় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, "তাঁহাদের প্রদত্ত মুদ্রা দ্বারা আমার ব্যবসায়ের কি উন্নতি হইয়াছে?" তখন তাঁহাদিগকে কি প্রত্যুত্তর দিব।

সেবারে বন্ধুদ্বয় আমার নিকটে আসিতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিলম্ব করিলেন। সাদ আসিবার কথা উত্থাপন করিলেই সাদী বলিতেন, "কালবিলম্ব করিয়া গেলেই হোসেনকে একবারে অধিক ধনবান্ দেখিব।" সাদ উত্তর করিতেন, "তুমি এমন মনে করিও না যে, হোসেন তোমাকে সুসংবাদ দিবে।" সাদী বলিতেন, "এবার সে অত্যন্ত সতর্ক থাকিবে, চিলগণ প্রত্যহ পাগড়ী কি লইয়া যায়?" সাদ কহিতেন, "ঐ প্রকার না হউক, অন্য রূপ দুর্ঘটনা ঘটিলেও ঘটিতে পারে, অতএব হোসেনের

সৌভাগ্যদর্শন বিষয়ে পূর্ব্বাক্লে এতাদৃশ ঔৎসুক্য প্রকাশ করা উচিত নহে। তোমার অভিপ্রায় যে সিদ্ধ হইবে আমার এমত বিবেচনা হইতেছে না, কিন্তু অর্থাপেক্ষা অন্যান্য উপায়ে যে দরিদ্র লোক অতি শীঘ্র ধনবান হইতে পারে, আমি অনায়াসেই তাহা প্রতিপন্ন করিয়া দিব।" এই প্রকার বাদানুবাদের পর এক দিবস ঐ দুই বন্ধু আমার কর্ম্মস্থানাভিমুখে আসিতে লাগিলেন। আমি দূর হইতে তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া লজ্জায় লুক্কায়িত হইতে ইচ্ছা করিলাম, কিন্তু কার্য্যবশতঃ তাহা না করিয়া এমনি ভাবে নতমস্তক হইয়া বসিয়া থাকিলাম যেন তাঁহাদিগকে দেখিতে পাই নাই। পরে তাঁহারা যখন নিকটে আসিয়া আমাকে সম্ভাষণ করিলেন, তখন আর কি করি, অগত্যা নমস্কার করিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলাম। তাহার পর অধোমুখে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করণানন্তর কহিলাম, "আপনারা বলিতে পারেন, আমি ঐ মুদ্রা ভুষির জালায় না রাখিয়া অন্য স্থানে কেন রাখি নাই, ঐ জালা বহুদিবসাবধি এক স্থলে ছিল, তাহা কখনই স্থানান্তরিত করা হয় নাই অতএব আমি কি প্রকারে জানিব যে, সেই দিনই আমার বনিতা অর্থাভাব প্রযুক্ত তাহার বিনিময়ে সাজিমাটী ক্রয় করিবে। আপনারা ইহাও বলিতে পারেন, আমি স্ত্রীকে কেন মুদ্রার কথা অগ্রে বলি নাই, আপনারা বিজ্ঞ হইয়া স্ত্রীলোককে যে এ কথা বলিতে পরামর্শ দিবেন ইহা কখনই সম্ভবে না।" অনন্তর সাদীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলাম, "মহাশয়! আপনার এত যত্নেও যখন আমি ধনবান হইতে পারিলাম না তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, তোমার ধনে আমার সুখী হওয়া পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে। সে যাহা হউক, আপনার দানের ফল কোথাও যাইবে না, আমার অদৃষ্টে ধন নাই, আপনি কি করিবেন।"

আমি এই কথা বলিয়া নীরব হইলে সাদী কহিলেন, "হোসেন! তুমি যে সকল কথা বলিলে তাহা যথার্থ হইলেও স্বীয় অভিপ্রেত বিষয়ের পরীক্ষা করিবার জন্য তোমাকে ধনদান করিয়া এ প্রকারে অর্থ ক্ষয় করা উচিত নহে। আমার চারি শত স্বর্ণমুদ্রা গিয়াছে তজ্জন্য কিছুমাত্র অনুতাপিত নহি, যে হেতু প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা না রাখিয়া কেবল পরমেশ্বরের প্রীত্যর্থে এবং তোমার মঙ্গল উদ্দেশেই তাহা দান করিয়াছি। তবে কি না অপাত্রে দান করা হইয়াছে বলিয়া এক এক বার খেদ জন্মিতে পারে।"

তৎপরে সাদী স্বীয় বন্ধু সাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "এক্ষণে তুমি এমন বিবেচনা করিও না যে, আমি আমার পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিলাম। কিন্তু অর্থ ব্যতীত যে দরিদ্রের ধন হইতে পারে এক্ষণে তোমাকে তৎপ্রমাণ দেখাইতে হইবে। চারিশত স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াও যখন হোসেন যে দরিদ্র সেই দরিদ্র থাকিল, স্বীয় অবস্থার কিছু

মাত্র পরিবর্ত্তন করিতে পারিল না, তখন এই ব্যক্তি দ্বারাই ঐ পরীক্ষা করিলে ভাল হয়।"

এই কথায় সাদ সাদীকে এক খান সীসা দেখাইয়া বলিলেন, "তুমি আমাকে এই সীসা খান কুড়াইয়া পাইতে দেখিয়াছ। আমি এই সীসা খান হোসেনকে প্রদান করিতেছি, তুমি দেখিও ইহা দ্বারাই উহার অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ হইবে।" সাদী হাস্য করিয়া কহিলেন, "ইহার মূল্য কিছুই নহে, বড় অধিক হয় দুই পয়সামাত্র হইবে। ভাল ইহার দ্বারা হোসেন কি করিতে পারে দেখা যাউক।" তখন সাদ ঐ সীসা খান আমার হস্তে দিয়া বলিলেন, "হোসেন! সাদী হাস্য করেন করুন তাহাতে ক্ষতি নাই, তুমি ইহা অগ্রাহ্য করিও না, সময় ক্রমে ইহার দ্বারাই তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইবে।"

আমি যদিও বিবেচনা করিলাম, সাদ পরিহাস করিতেছেন, তথাপি সীসাখান তাঁহার হস্ত হইতে লইয়া আপন পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যে রাখিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম।

তদনন্তর দুই বন্ধু প্রস্থান করিলে, আমি পুনরায় আপন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলাম, সীসার কথা মনেও রহিল না। কিন্তু রাত্রিতে শয়ন কালে উহা বস্ত্রমধ্য হইতে শয্যোপরি পতিত হওয়াতে তাহা তুলিয়া নিকটবর্ত্তী এক স্থানে ফেলিয়া রাখিলাম।

দৈব ঘটনায় সেই নিশাতেই এক প্রতিবাসী ধীবর তাহার জালের সজ্জা করিতে গিয়া দেখিল যে, তাহাতে এক খান সীসা নাই, এবং তাহা না থাকিলে মৎস্য ধরা হইবে না। তখন দোকান বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং সীসা ক্রয় করিবারও উপায় নাই, কিন্তু সেই রাত্রিতে মৎস্য ধরা না হইলে, পর দিবস সপরিবারকে উপবাসী থাকিতে হইবে, এই বিবেচনায় ধীবর তাহার স্ত্রীকে কহিল, "কোন প্রতিবাসীর গৃহে এক খান সীসা পাওয়া যায় কি না দেখ।" ধীবর-রমণী তৎক্ষণাৎ একে একে সমস্ত প্রতিবাসীর নিকটে সীসার অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোথাও না পাইয়া রিক্ত হস্তে গৃহে ফিরিয়া আসিল। তখন ধীবর ভার্য্যাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি হোসেন হোব্বালের বাটীতে গিয়াছিলে কি না?" ধীবরজায়া কহিল, "সে অতি দরিদ্র, তাহার গৃহে কিছুই থাকে না, অতএব সেথায় যাই নাই।" ধীবর বলিল, "সে কথা কিছু নয়, তুমি একবার তাহার গৃহে যাও।" এই কথায় ধীবর-রমণী আসিয়া আমার বাটীর দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। তাহাতে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কি চাহ?" সে বলিল, "জাল সৌষ্ঠব করিবার জন্য আমার স্বামীর এক খান সীসার প্রয়োজন হইয়াছে, অতএব যদি তোমার থাকে তবে আমাকে দাও।" আমি বলিলাম, আমার একখান, সীসা আছে, ক্ষণকাল বিলম্ব করিলে আমার

স্ত্রী তাহা দিতে পারে।” আমার ভার্য্যা তখন জাগিয়াছিল, অতএব নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে সীসা খান বাহির করিয়া ধীবররমণীর হস্তে প্রদান করিল। ধীবর বনিতা সীসা খান পাইবামাত্র মহা সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, “হে প্রতিবেশিনি! আমি অঙ্গীকার করিয়া যাইতেছি, আমার স্বামী প্রথম বার জাল নিক্ষেপ করিয়া যতগুলি মৎস্য ধরিবেন, সে সমস্তই তোমাদিগকে দিয়া যাইব।” পরে স্বামীর নিকটে গিয়া তাহাকে সীসা দিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞার কথা বলিল। ধীবর সীসা প্রাপ্তে মহা তুষ্ট হইয়া জাল প্রস্তুত করিয়া রাখিল, এবং নিশাবসান হইবার দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে স্বীয় নিয়মানুসারে মৎস্য ধরিতে গিয়া জাল নিক্ষেপ করিল। তাহাতে প্রথম বারেই প্রায় এক হস্ত পরিমাণ একটী মৎস্য পড়িল। তাহার পর আর আর অনেক মৎস্য ধরিল, কিন্তু ঐ মৎস্যটাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অতএব উহাই আমাকে দিতে মনস্থ করিল।

মৎস্য ধরা শেষ হইলে, ধীবর স্বালয়ে প্রত্যাগমন করিয়াই আমাকে মৎস্য দিতে আসিল। আমি তখন কার্য্যালয়ে ছিলাম। মৎস্যজীবী আমার সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিল, “ওহে প্রতিবাসিন্! গত রাত্রিতে আমার ভার্য্যা যখন তোমার নিকট হইতে এক খান সীসা লইয়া যায়, তখন সে স্বীকার করিয়াছিল প্রথম ক্ষেপে যে মৎস্য জালে পড়িবে তাহা তোমার বনিতাকে দিবে, অতএব প্রথম বারে এই মৎস্যটা পাইয়াছি গ্রহণ কর।” আমি কহিলাম “প্রতিবেশিগণের পরস্পর সাহায্য করা কর্ত্তব্য। আমি তোমাকে কেবল এক খান সীসা দিয়াছি মাত্র তজ্জন্য প্রত্যুপকার গ্রহণ করা উচিত নহে।” আমার এই কথা শুনিয়া ধীবর সাতিশয় অনুরোধ করায় আমি অগত্যা তাহার সন্তোষার্থ ঐ মৎস্যটা গ্রহণ করিলাম।

তদনন্তর সেই মৎস্য লইয়া বাটীতে আগমনপূর্ব্বক বনিতার হস্তে দিয়া কহিলাম, “গত রাত্রে প্রতিবাসী ধীবরকে যে সীসা খান দিয়াছিলে তজ্জন্য সে তোমাকে এই মৎস্যটী দিয়াছে।” আমি আরো বলিলাম, “সাদ আমাকে ঐ সীসা খান প্রদানপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, “উহাতে আমার অতুল ঐশ্বর্য্য হইবে। এই মৎস্য তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিলেও বলা যায়।” অনন্তর আমার ভার্য্যা ঐ মৎস্যটী কুটিতে আরম্ভ করিল। কুটিতে কুটিতে মৎস্যের উদর হইতে এক বৃহৎ হীরক খণ্ড বহির্গত হইল। কিন্তু হীরক যে কি বস্তু তাহা আমার গৃহিণী জানিত না, সুতরাং সে উহাকে কাচ বিবেচনা করিয়া ক্রীড়া করিবার জন্য আমার কনিষ্ঠ পুত্রের হস্তে প্রদান করিল। তৎপরে আমার অন্যান্য পুত্র ও কন্যাগণ উহা লইয়া খেলা করিতে লাগিল। সকলেই তাহার জ্যোতিঃ ও শোভা দৃষ্টে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। বিশেষতঃ রাত্রিতে তাহার জ্যোতিঃ এমনি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে, প্রদীপ না

জ্বালিয়া উহালোকে রাত্রির সমস্ত কার্য্যই নির্ব্বাহ করিতে পারিলাম। অনন্তর ঐ হীরক খণ্ড এক উচ্চস্থানে তুলিয়া রাখিলাম, সুতরাং বালক বালিকাগণ তাহা আর স্পর্শ করিতে না পারিয়া চীৎকারস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। আমি এবং আমার স্ত্রী বহু যত্নে তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া ঘুম পাড়াইলাম।

আমাদের বাটীর পার্শ্বে এক জন ধনবান্ ইহুদী রত্নবণিক্ বাস করিতেন। পর দিন প্রাতঃকালে আমি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আপন কর্ম্মস্থানে গমন করিলে তাঁহার স্ত্রী আমাদের বাটীতে আসিয়া আমার গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গত রাত্রিতে আমরা নিদ্রা যাইতে পারি নাই, বালকেরা এত চীৎকার করিয়াছিল কেন?" তাহাতে আমার ভার্য্যা ইহুদী রমণীকে গৃহ মধ্যে লইয়া গিয়া হীরক খান তাঁহার হস্তে দিয়া কহিল, "এই পরকলা খানার জন্য বালকেরা এত চীৎকার করিয়াছিল।"

বণিকরমণী রত্নাদি চিনিতে পারিতেন, অতএব ঐ হীরক খানি হস্তে পড়িবামাত্র বুঝিতে পারিলেন যে, উহা বহুমূল্য প্রস্তর। কিন্তু তাহা প্রকাশ না করিয়া ঐ হীরক খান প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন, "ইহা অত্যুত্তম পরকলাই বটে, আমার বাটীতেও এইরূপ আর এক খানা আছে, তুমি যদি ইহা বিক্রয় কর, তাহা হইলে, আমি ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি।" এই কথা বলিয়া বণিকরমণী তৎক্ষণাৎ আপন স্বামীর দোকানে গিয়া তাঁহাকে সমস্ত বিবরণ অবগত করিলেন। তাহাতে ইহুদী বণিক্ তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন "তুমি এখনি গিয়া তাহা ক্রয় কর, কিন্তু একবারে অধিক মূল্য দিতে স্বীকার করিও না।" বণিক্-জায়া দ্রুতগমনে পুনর্ব্বার আমার বনিতার নিকট আসিয়া কহিলেন, "আমি পরকলা খানার মূল্য বিংশতি স্বর্ণমুদ্রা দিতে পারি, অতএব উহা আমাকে বিক্রয় কর।" আমার বনিতা যদিও এক খানা সামান্য কাচের মূল্য বিংশতি স্বর্ণমুদ্রা অধিক জ্ঞান করিল, তথাপি তাহার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া কেবল এইমাত্র বলিল, "স্বামার অনুমতি ব্যতীত ইহা বিক্রয় করিতে পারিব না।

ইতিমধ্যে আহারার্থ আমি গৃহে গিয়া উপস্থিত হইবামাত্র আমার বনিতা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "মৎস্যের উদরে যে পরকলা খানা পাওয়া গিয়াছে তাহা বিংশতি স্বর্ণমুদ্রায় কি বিক্রয় করিবে?" সাদ বলিয়াছিলেন তাঁহার প্রদত্ত সীসাতেই আমার অতুল ধন হইবে তাহা স্মরণ হওয়াতে কিয়ৎকাল আমি মৌনভাবে থাকিলাম।

বিংশতি মুদ্রা অতি অল্প জ্ঞানে আমি কোন কথা কহিলাম না, ইহা বিবেচনা করিয়া বণিকপত্নী পুনর্ব্বার বলিলেন, "হে প্রতিবাসি! আমি পঞ্চাশ স্বর্ণমুদ্রা দিতে প্রস্তুত আছি, ইহাতে বিক্রয় করিতে

সম্মত আছ কি না?" বিংশতির পর একবারে পঞ্চাশ স্বর্ণ মুদ্রা দিতে স্বীকার করাতে আমি বিবেচনা করিলাম, ইহা সামান্য কাচ নহে অবশ্য কোন বহু মূল্য প্রস্তর হইবে। অতএব তাঁহাকে কহিলাম, "তুমি যাহা দিতে চাহিতেছ তাহা অতি সামান্য।" বণিক্‌জায়া কহিলেন, "তবে এক শত স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিতেছি, ইহাতেও কি বিক্রয় করিবে না?" আমি কহিলাম, "এই প্রস্তরের মূল্য লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রারও অধিক, কিন্তু তোমরা প্রতিবেশী বলিয়া তোমাদের অনুরোধে ইহা লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রায় বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি, ইহাতে যদি সম্মত না হও, তাহা হইলে আমি অপর রত্নবণিকের নিকটে লইয়া গেলে অধিক মূল্য প্রাপ্ত হইব

ইহুদী-পত্নী আমার কথা শুনিয়া ক্রমে ক্রমে পঞ্চাশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পর্য্যন্ত দিতে চাহিলেন, কিন্তু আমি তাহাতেও স্বীকৃত হইলাম না দেখিয়া বণিকরমণী কহিলেন, "আমার স্বামীর বিনা অনুমতিতে ইহার অধিক দিতে পারি না কিন্তু যে পর্য্যন্ত না তিনি দোকান হইতে গৃহে আসেন সে পর্য্যন্ত এই হীরক খান অন্য কোন রত্ন বণিক্‌কে দেখাইও না।" আমি তাহাতেই সম্মত হইলাম। সন্ধ্যার পর রত্নবণিক্ স্বালয়ে আসিয়া তাঁহার ভার্য্যার প্রমুখাৎ সমস্ত অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ আমার ভবনে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভ্রাতঃ হোসেন! তোমার হীরক খণ্ড আমাকে একবার দেখাও দেখি।" আমি তাঁহাকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গিয়া হীরক খান দেখাইলাম। তৎকালে রাত্রি হইয়াছিল, এবং গৃহে আলো জ্বালা হয় নাই, সুতরাং হীরকের জ্যোতিঃ উত্তমরূপে দৃষ্ট হইল।

তদনন্তর ইহুদী ঐ জ্যোতির্ম্ময় হীরক খান আমার হস্ত হইতে লইয়া কিয়ৎক্ষণ এক দৃষ্টিতে তৎপ্রতি যাহিয়া বলিলেন, "আমার স্ত্রী পঞ্চাশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দিতে চাহিয়াছিলেন আমি তাহার উপরে আর বিংশতি সহস্র দিতেছি প্রস্তর খান আমাকে দাও।" আমি কহিলাম, "বোধ করি, আপনার স্ত্রী বলিয়া থাকিবেন যে আমি এক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রার ন্যূনে হীরক খান বিক্রয় করিব না।" রত্নবণিক্ মূল্য ন্যূন করিবার জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন কিছুতেই মূল্য ন্যূন হইবে না তখন এক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা দিতে সম্মত হইয়া দুই সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা তৎক্ষণাৎ বায়না স্বরূপ প্রদান করিলেন। তৎপর দিবস অবশিষ্ট মুদ্রা গুলি আনিয়া উপস্থিত করিলে, আমি তাঁহাকে হীরক খান প্রদান করিলাম।

আমি ঐ হীরক বিক্রয় দ্বারা আশাতীত ধন লাভ করিয়া পরম কারুণিক-পরমেশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। তদনন্তর কিপ্রকারে ঐ অর্থের সদ্ব্যবহার করিব তদ্বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। রাজার বলিত, নিজের এবং সন্তানাদির জন্য উত্তম বসন ভূষণ

সুসজ্জিত বাটী ক্রয়ার্থ আমাকে অনুরোধ করিলে আমি তাহাকে কহিলাম, “হে বনিতে! অর্থ যদিও ব্যয়ের জন্যই হইয়াছে, তথাপি যত দিন পর্য্যন্ত না একটী স্থায়ী মূল ধন সঞ্চিত হইতেছে তত দিন পর্য্যন্ত ঐ প্রকার ব্যয়ে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। যেহেতু মূল ধন হইতে ব্যয় করিলে, তাহা শীঘ্রই নিঃশেষিত হইতে পারে অতএব অগ্রে আয়ের একটা উপায় করা যাউক তৎপশ্চাৎ তোমার অভিলষিত বস্ত্রালঙ্কারাদি ক্রয় করিয়া দিব।”

ইহা বলিয়া তাহাকে প্রবোধ দিয়া নানা প্রকার উত্তমোত্তম রজ্জু প্রস্তুত করণার্থ নগর মধ্যে যে যে রজ্জু ব্যবসায়ী এবং কারিকর ছিল তাহাদের প্রত্যেককেই কিঞ্চিৎ২ মুদ্রা অগ্রে দিয়া আমার কার্য্যে নিয়োজিত করিলাম। এবং প্রতিদিন যে যেমন রজ্জু প্রস্তুত করিতে লাগিল তাহাকে সেইরূপ টাকা দিয়া রজ্জু ক্রয় করিতে লাগিলাম। এইরূপে অল্প দিনের মধ্যেই নগরস্থ সমস্ত কারিকর কেবল আমার কার্য্যেই নিযুক্ত থাকিল। পরে প্রস্তুত দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য স্থানে স্থানে গৃহ ভাড়া লইলাম। এবং প্রত্যেক গৃহে এক এক জন সরকার নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে ক্রয় বিক্রয়ের হিসাব রাখিতে অনুমতি দিলাম।

এই প্রকারে কিছু দিন বাণিজ্য ব্যবসায় উত্তমরূপে চলিলে, আমার বিলক্ষণ লাভ হইতে লাগিল এবং ভার্য্যারও যে মনোভিলাষ ছিল তাহা পূর্ণ করিয়া দিলাম। অনন্তর সমস্ত বাণিজ্য দ্রব্য এক স্থানে থাকিলে কর্ম্মের অনেক সুবিধা হয়, ইহা বিবেচনা করিয়া নগর মধ্যে একটী বৃহৎ পুরাতন বাটী ক্রয় করিলাম। এবং উহার সমস্ত ভগ্ন করাইয়া গত কল্য মহারাজ যে প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহা নির্ম্মাণ করাইয়াছি। ঐ বৃহদ্বাটীতে আমার সমস্ত দ্রব্যাদি রাখিবার এবং সপরিবারে বাস করিবার বিলক্ষণ স্থান আছে।

নব ভবনে গমন করিবার কিয়দ্দিবস পরে সাদ ও সাদী দুই বন্ধুতে একত্র হইয়া এক দিন আমার পূর্ব্ব কর্ম্ম স্থানের নিকট দিয়া যাইতে যাইতে আমাকে তথায় দেখিতে না পাইয়া সাতিশয় চমৎকৃত হইয়া তৎপল্লীস্থ কোন লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হোসেন নামে যে এক ব্যক্তি এই স্থানে বাস করিত সে এক্ষণে জীবিত আছে না পর লোক গমন করিয়াছে?” তাহাতে সে বলিল, “আপনারা যে ব্যক্তির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এক্ষণে তিনি এই নগর মধ্যে এক জন বিখ্যাত ব্যবসায়ী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন এবং পূর্ব্বে তাঁহার নাম কেবল হোসেন ছিল, কিন্তু সম্প্রতি লোকে তাঁহাকে খাজা হোসেন হোব্বাল অর্থাৎ সওদাগর হোসেন দড়িওয়ালা বলিয়া থাকেন। তিনি এক্ষণে রাজভবন সদৃশ এক বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।” ইহা বলিয়া আমার বাটীর স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল।

বন্ধুদ্বয় আমার নিকেতনাভিমুখে আসিতে আসিতে পথিমধ্যে নানা প্রকার বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন। সাদ বলিলেন, "আমার প্রদত্ত সীসাতেই হোসেনের অতুল ঐশ্বর্য্য হইয়াছে।" সাদী কহিলেন, "তাহা কখনই নহে, আমি যে চারি শত স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছিলাম, তাহাতেই তাহার এ প্রকার ধন সম্পত্তি হইয়াছে, কিন্তু সে মিথ্যা কথা বলিয়া বড় অন্যায় কার্য্য করিয়াছে।"

তাঁহারা এই প্রকার কথোপকথন করিতে করিতে আমার অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু বাটী দৃষ্টে তাঁহাদের কখনই প্রত্যয় হইল না যে ঐ বাটী আমার। তাহাতে দৌবারিককে জিজ্ঞাসা করিলেন "খাজা হোসেন হোব্বালের কি এই বাটী?" দ্বারী কহিল, "হাঁ মহাশয়! এই বাটী তাঁহার তিনি বৈঠকখানায় আছেন, আপনারা ভিতরে যাউন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।"

অনন্তর আমার এক জন দাস তাঁহাদিগের আগমনের সংবাদ দিলে, আমি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহাদিগের যথোচিত অভ্যর্থনা করিলাম, এমন কি তাঁহাদের চরণ স্পর্শ করিতেও উদ্যত হইলাম, কিন্তু তাঁহারা চরণ ধরিতে না দিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। তৎপরে তাঁহাদিগকে বৈঠকখানায় আনিয়া এক খানি উত্তমাসনে উপবেশন করাইয়া কহিলাম, "আপনারা আমার পরম বন্ধু শুদ্ধ আপনাদের কৃপাতেই আমার এই সমস্ত বিভব হইয়াছে।" অনন্তর সাদী আমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "খাজা হোসেন! আমি তোমাকে চারি শত স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়া তোমার যে প্রকার ঐশ্বর্য্য কামনা করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহাই হইয়াছে দেখিয়া আমি যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি তাহা বাক্যাতীত, কিন্তু দৈব ঘটনায় মুদ্রা ক্ষতির উল্লেখ করিয়া আমার নিকট কি জন্য যে বারদ্বয় মিথ্যা বলিয়াছিলে তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, আমার মনস্কামনা যে পূর্ণ হইয়াছে ইহাই যথেষ্ট।"

এই কথা শুনিয়া সাদ আমাকে কোন কথা বলিতে না দিয়া আপনি কহিলেন, "বন্ধো! আমি তোমার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, তুমি এখনও মনে করিতেছ যে, খাজা হোসেন আমাদের সমক্ষে মিথ্যা বলিয়াছিল। আমি নিশ্চয় বলিতেছি উহার একটী কথাও অলীক নহে, সত্য সত্যই কোন দুর্ঘটনা প্রযুক্ত চারি শত মুদ্রা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।" তৎপরে আমি কহিলাম, "মহাশয়! আমার জন্য পাছে আপনাদের চির কালের বন্ধুত্ব নষ্ট হয় সেই ভয়ে এ পর্য্যন্ত কোন কথা বলি নাই, এক্ষণে তর্ক বিতর্ক পরিত্যাগপূর্ব্বক যে প্রকারে আমার এতাদৃশ ঐশ্বর্য্য হইয়াছে তদ্বিবরণ বলিতেছি শ্রবণ করুন।" ইহা বলিয়া মহারাজকে এই মাত্র যে সকল কথা কহিলাম তাঁহাদের নিকটে অবিকল তৎসমুদয় বর্ণন করিলাম।

অনন্তর বন্ধুদ্বয় গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে যাইবার উপক্রম করিলে, আমি সবিনয়ে বলিলাম, "অনুগ্রহ করিয়া আপনাদিগকে আমার একটী অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে। আমার একান্ত মানস যে আপনারা অদ্য রাত্রিতে ভোজন পান করণানন্তর এখানে রাত্রি যাপন করেন, এবং নগরের বহির্ভাগে আমি যে এক খানি ক্ষুদ্র বাটী ক্রয় করিয়াছি, কল্য প্রাতে জাহাজ আরোহণে আপনাদিগকে তথায় লইয়া যাই, মধ্যাহ্ন সময়ে তথায় আহারাদি হয়, এবং দিবাবসানে অশ্বারোহণে আপনাদিগকে এখানে লইয়া আসি।"

আমার প্রার্থনায় তাঁহারা সম্মত হইলে, আমি এক জন ক্রীত দাসকে ডাকিয়া আহারাদির আয়োজন করিতে আজ্ঞা দিলাম। যৎকালে ভোজনের আয়োজন হইতে লাগিল সেই সময়ে আমি মদীয় বন্ধুদ্বয়কে লইয়া আমার সমুদয় অট্টালিকা এবং তন্মধ্যস্থিত কারখানা দেখাইতে লাগিলাম। এক্ষণে আমি উভয়কেই আমার মহোপকারী বলিয়া স্বীকার করি যেহেতু সাদী না থাকিলে সাদ আমাকে সীসা খান দিতেন না, এবং সাদের সহিত বাদানুবাদ না ঘটিলেও সাদী আমাকে চারি শত স্বর্ণমুদ্রা দান করিতেন না। অতএব তাঁহাদের উভয়কেই আমার তুল্য উপকারী বোধ করা উচিত। সে যাহা হউক, খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইলে তাঁহাদিগকে লইয়া ভোজনে বসিলাম। আহার কালে তাঁহাদের সন্তোষার্থ নানাবিধ গীত বাদ্য হইতে লাগিল। এইরূপ বহুবিধ আমোদ প্রমোদে নিশা যাপন করিলাম।
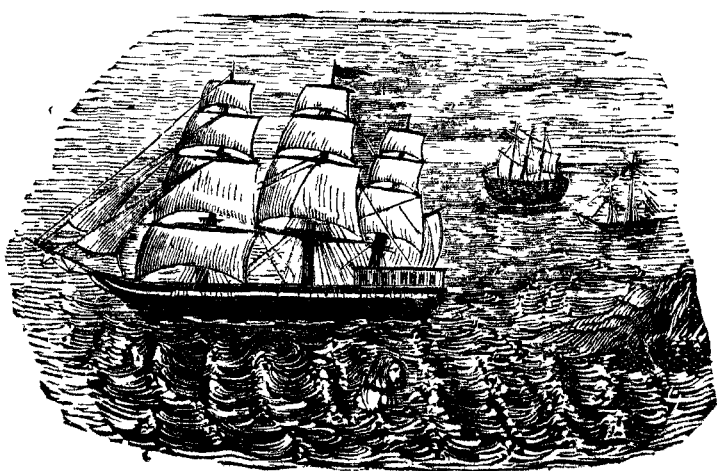
খাজা হোসেন স্বীয় বন্ধুদ্বয়কে এক খানি উৎকৃষ্ট জাহাজ আরোহণ করাইয়া আপন রম্যভবনে লইয়া যাইতেছেন।

পর দিন প্রত্যূষে একখানি উৎকৃষ্ট জাহাজে আরোহণ করাইয়া ঐ বন্ধুদ্বয়কে আমার রম্য ভবনে লইয়া গেলাম। বাটীটী ঠিক নদীর ধারে অবস্থিত ছিল, এবং উহার চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত উদ্যান থাকাতে বাটীটীর অত্যাশ্চর্য্য শোভা হইয়াছিল। বন্ধুদ্বয় উদ্যানে প্রবেশ করিয়া তত্রস্থ বৃক্ষ শ্রেণীর সৌন্দর্য্য দর্শনে এবং নানা জাতীয় মধুরালাপী বিহঙ্গমের সুমধুর স্বর শ্রবণে বিমোহিত হইলেন। পরিশেষে গ্রীষ্মকালে শীতল বায়ু সেবনার্থ কুঞ্জবন বেষ্টিত যে গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলাম, তাঁহাদিগকে তন্মধ্যে লইয়া গিয়া বহুমূল্য বস্ত্রাবৃত একখানি পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইয়া নানাবিধ কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিলাম।

আমরা ঐ স্থানে বসিয়া পরস্পর বাক্যালাপ করিতেছি, ইতিমধ্যে আমার দুই পুত্র বায়ু সেবনার্থ একজন ভৃত্যের সহিত উদ্যানে আসিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক বৃক্ষোপরি একটী পক্ষীর বাসা দেখিয়া ভৃত্যকে তাহা পাড়িয়াদিতে বলিল। ভৃত্য তরুশাখায় উঠিয়া নীড়ের নিকটে গিয়া দেখিল, পক্ষীএকটা পাগড়ীর উপর বাসা নির্ম্মাণ করিয়াছে। তদ্দৃষ্টে সে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া পাগড়ীর সহিত বাসা নামাইয়া আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের হস্তে দিয়া বলিল, "ইহা লইয়া তোমার পিতাকে দেখাও, তিনি এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন।" ভৃত্য প্রমুখাৎ এই কথা শুনিবামাত্র আমার জ্যেষ্ঠ তনয় ঐ পাগড়ী শুদ্ধ বাসা লইয়া দ্রুত গমনে আমার নিকটে আসিয়া বলিল, "পিতঃ! দেখ দেখি আমরা কেমন পাগড়ী সমেত পাখীর বাসা প্রাপ্ত হইয়াছি।" তদ্দর্শনে আমি যেরূপ চমৎকৃত হইলাম আমার বন্ধুদ্বয়ও তদ্রূপ হইলেন। আমি পাগড়ী দর্শনে বিলক্ষণ রূপে চিনিতে পারিলাম চিল কর্ত্তৃক আমার যে পাগড়ী নীত হইয়াছিল, উহা সেই পাগড়ী তৎপরে বন্ধুদ্বয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলাম, "আপনাদের স্মরণ থাকিতে পারে আপনারা প্রথম যে দিবস আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আইসেন সে দিন আমার মাথায় এই পাগড়ী ছিল কি না।" সাদ কহিলেন, "আমাদের তা বড় স্মরণ নাই, কিন্তু উহাতে যদি এক শত নবতি স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া যায়, তবে আমি ও আমার বন্ধু তোমার বাক্য প্রত্যয় করিতে পারি।" ইহা শুনিবামাত্র, আমি পাগড়ী হইতে মুদ্রা পূর্ণ থলিয়াটী বাহির করিয়া বলিলাম, "আপনারা থলিয়া স্থিত মুদ্রা গুলি গণনা করিয়া দেখুন, তাহা হইলে, বুঝিতে পারিবেন, আমি আপনাদিগকে প্রতারণা করিয়াছিলাম কি না।"

আমার কথায় সাদ তখনি মুদ্রা গুলি গণিয়া দেখিলেন ঐ থলিয়া মধ্যে এক শত নবতি সুবর্ণমুদ্রা রহিয়াছে। তাহাতে সাদী বলিলেন, "খাজা হোসেন! এক্ষণে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তুমি এই মুদ্রা ব্যবহার দ্বারা ধনবন্ত হও নাই, কিন্তু আর যে এক শত নবতি মুদ্রা

ভূষির জালায় রাখিয়াছিলে তদ্দ্বারাই তোমার ধনবৃদ্ধি হইয়া থাকিবে।” আমি কহিলাম, “মহাশয়! আমি মিথ্যা বলি নাই, বাস্তবিক যাহা ঘটিয়াছে তাহাই বলিয়াছি।” সাদ কহিলেন, “খাজা হোসেন! সাদী যাহা বলেন বলুন, উনি বড় অধিক মনে করিতে পারেন যে তোমার অর্দ্ধেক ঐশ্বর্য্য তাঁহার দুই শত স্বর্ণমুদ্রা হইতে হইয়াছে, কিন্তু তুমি যে মৎস্যের উদরে হীরা পাইয়াছ তজ্জন্য আমার সীসা হইতেই তোমার যে অর্দ্ধেক ধনোৎপত্তি হইয়াছে তাহা উঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে।” সাদী বলিলেন, ‘সাদ! আমি ঐ কথা স্বীকার করিব, কিন্তু ধন ব্যতীত যে ধনোৎপত্তি হয় না, ইহাও তোমাকে মানিতে হইয়াছে।”

অনন্তর তাঁহারা পরস্পর বাদানুবাদে নিরস্ত হইলে, তাঁহাদিগকে আহারাদি করাইয়া রৌদ্রের সময় ক্ষণকাল বিশ্রাম করিতে বলিলাম। অপরাহ্ণ সময়ে তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার সঙ্গে লইয়া উদ্যান মধ্যে কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণ করিলাম। তাহার পর অশ্বশালা হইতে তিন অশ্ব আনাইয়া সন্ধ্যার পর চন্দ্রোদয় হইলে আমরা তিন জনে তিন অশ্বে আরোহণ করিয়া বোগদাদে ফিরিয়া আসিলাম। ঘটনা ক্রমে সেই দিন অশ্বের দানা ফুরাইয়া গিয়াছিল এবং ভৃত্যগণ মনোযোগপূর্ব্বক পূর্ব্বাহ্ণে তাহা আনিয়া রাখে নাই। আমরা যখন আসিয়া উপস্থিত হইলাম তখন শস্যের গোলা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল সুতরাং এক জন ভৃত্যকে শস্যান্বেষণে প্রেরণ করিলাম। কিন্তু সে কোথাও শস্য না পাইয়া অবশেষে এক জন প্রতিবাসীর দোকানে এক জালা ভূষি পাইয়া তাহাই ক্রয় করিয়া “কল্য ঐ জালা ফেরত দিব।” বলিয়া ভূষি সমেত জালাটী বাটীতে আনিল। পরে ঐ জালা হইতে ভূষি গুলি বাহির করিবার সময় তন্মধ্যে বস্ত্র বাঁধা কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা দেখিতে পাইয়া ভৃত্য তৎক্ষণাৎ আমার সম্মুখে দৌড়াইয়া আসিয়া ঐ মুদ্রা গুলি আমাকে দেখাইল। তদ্দৃষ্টে আমি সাতিশয় পুলকিত হইয়া সাদীর প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বলিলাম, “এক্ষণে পরমেশ্বর আমার মান রক্ষা করিয়াছেন, আমাকে যে মুদ্রা দিয়াছিলেন তন্মধ্যে যে আমি এক শত নবতি মুদ্রা জালার ভিতর রাখিয়াছিলাম তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছি।” ইহা বলিয়া ঐ মুদ্রা গুলি গণিয়া তাঁহাদের সম্মুখে রাখিলাম। তখন সাদী আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া সাদকে বলিলেন, “আমি যে মনে করিয়াছিলাম অর্থ ব্যতীত ধনোপার্জ্জন হয় না এক্ষণে আমার সে ভ্রম দূর হইল এবং আমি নিশ্চয় বুঝিতে পারিলাম যে, কেবল ধনে ধনোৎপত্তি হয় এমত নহে। অন্য উপায়েও হইতে পারে।”

তদনন্তর আমি সাদীকে বলিলাম, “মহাশয়! আপনি আমাকে যে অর্থ দান করিয়াছিলেন তাহা ফিরাইয়া দেওয়া ভাল হয় না যেহেতু আপনি পুনঃ প্রাপ্ত হইবার আশায় দান করেন নাই, এবং

পরমেশ্বরের ইচ্ছায় আমারও যথেষ্ট ধন হইয়াছে,অতএব আপনি যদি অনুমতি করেন তবে এই ধন দীন দুঃখীদিগকে বিতরণ করি।" অনন্তর দুই বন্ধু সে রাত্রি আমার বাটীতে অবস্থিতি করিয়া, পর দিবস প্রাতে আমাকে আলিঙ্গন প্রদানপূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আমিও তাঁহাদের সম্মানার্থ তাঁহাদের সদনে গমন করিয়াছিলাম, এবং এখন পর্য্যন্তও মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকি, এবং তাঁহারাও আমার প্রতি যথেষ্ট প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

হারুণ অলরশীদ ভূপতি অত্যন্ত মনোযোগপূর্ব্বক এই কাহিনী শ্রবণ করণানন্তর বলিলেন, "খাজা হোসেন! আমি বহু কালাবধি এমন আশ্চর্য্য বিবরণ শুনি নাই। পরমেশ্বর তোমাকে যে বিপুল অর্থ প্রদান করিয়াছেন তাহার সদ্ব্যবহার দ্বারা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।' পরন্তু তুমি মৎস্যের উদরে যে বহু মুল্য রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলে এবং যদ্দ্বারা তোমার এই অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়াছে তাহা আমি ক্রয় করিয়া আমার রত্ন ভাণ্ডারে রাখিয়াছি।"

অনন্তর ভূপতি খাজা হোসেনের মুখ হইতে যাহা যাহা শুনিলেন তৎসমুদায় লিপিবদ্ধ করিয়া ঐ মণির সহিত একত্র রাখিয়া দিলেন।

অনন্তর বাবা আবদুল্লা, সিদী নোমান এবং খাজা হোসেন একে একে সকলেই ভূপতিকে প্রণিপাতপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল।

আলীবাবা এবং এক ক্রীতদাসী কর্ত্তৃক চল্লিশ জন দস্যু বিনাশের বিবরণ।

শাহারজাদী কহিলেন, মহারাজ! পারস্য দেশের অন্তর্গত এক নগরে দুই সহোদর বাস করিতেন। জ্যেষ্ঠের নাম কাশিম এবং কনিষ্ঠের নাম আলীবাবা। তাঁহাদের পিতা পরলোক গমন কালে যে কিঞ্চিৎ বিষয় রাখিয়া যান তাহা তাঁহারা সমান অংশে বিভাগ করিয়া লয়েন। অনন্তর কাশিম যে রমণীর পাণিগ্রহণ করিলেন বিবাহের অব্যবহিত পরেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়াতে তিনি একটী বৃহৎ ভূসম্পত্তি এবং বহু মূল্য পণ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ এক খানি উৎকৃষ্ট দোকান ও একটী সুবিস্তীর্ণ গোলাবাটীর উত্তরাধিকারী হইয়া নগর মধ্যে এক জন ধনবান্ বণিক্ বলিয়া পরিগণিত হইয়া স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

আলীবাবাও বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠের ন্যায় সৌভাগ্যশালী হইতে পারেন নাই। তিনি একটী সামান্য বাটীতে বাস করিতেন, এবং প্রত্যহ অদূরবর্ত্তী এক অরণ্যে গিয়া স্বহস্তে কাষ্ঠ ছেদন করত তিনটী গর্দ্দভের পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া নগরে আনয়নপূর্ব্বক তাহা বিক্রয়

করিয়া যাহা কিছু পাইতেন তদ্দারাই অতি কষ্টে স্ত্রী পুত্র.
পোষণ নির্ব্বাহ করিতেন।

এক দিবস আলীবাবা বনে গিয়া কাষ্ঠ চ্ছেদনপূর্ব্বক গর্দ্দভের পৃষ্ঠে বোঝাই দিতেছেন, এমন সময়ে সম্মুখ দিক হইতে অনবরত ধূলিরাশি উড্‌ডীয়মান হইয়া আসিতেছে দেখিয়া তৎপ্রতি মনোযোগপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করাতে স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন একদল অশ্বারোহী অতি বেগে তদভিমুখে আসিতেছে। আলীবাবা ঐ অশ্বারূঢ় ব্যক্তিগণকে দস্যু বিবেচনায় আত্মরক্ষার্থ যত্নশীল হইয়া, তিনটী গর্দ্দভের যে কি হইবে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া, অবিলম্বে এক ঘন পল্লবযুক্ত বৃক্ষের শাখায় আরোহণ করিয়া লুক্কায়িত থাকিলেন। ঐ বৃক্ষটী অতি বৃহৎ এবং এক উচ্চ পাহাড়ের উপরিভাগে জন্মিয়াছিল বলিয়া কেহই সহজে তদুপরি উঠিতে পারিত না। আলীবাবা ঐ বৃক্ষোপরি থাকিয়া সমস্ত ব্যাপার অবলোকন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহই দেখিতে পাইল না।

অনন্তর ঐ অস্ত্রধারী অশ্বারোহী পুরুষগণ পাহাড়ের নিম্নভাগে আসিয়া একে একে অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। আলীবাবা গণনা করিয়া দেখিলেন তাহারা সর্ব্বশুদ্ধ চল্লিশ জন এবং তাহাদিগের সাজ সজ্জা দেখিয়া তাঁহার নিশ্চয় বোধ হইল যে, তাহারা দস্যু না হইয়া যায় না। ঐ দস্যুগণ প্রতিবাসীদিগের উপর কোন অত্যাচার না করিয়া দূরস্থিত ব্যক্তিগণের সর্ব্বস্বাপহরণ করত ঐ স্থানে আসিয়া একত্রিত হইত। অনন্তর দস্যুগণ আপন আপন ঘোটক তরুমূলে বন্ধনপূর্ব্বক প্রত্যেকেই স্বর্ণ ও রৌপ্যে পরিপূর্ণ এক একটী থলিয়া স্কন্ধে করিয়া লইল। তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি প্রধান ছিল। সে আলীবাবা যে তরুতে আরূঢ় ছিলেন, তাহার মূলের পার্শ্ব দিয়া নিবিড় বন মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বলিল, "সিসেম দ্বার খোল।" আলীবাবা ঐ বাক্য গুলি স্পষ্টরূপে শুনিতে পাইলেন। দস্যুপতি ঐ কথা উচ্চারণ করিবামাত্র, একটী দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। দস্যুগণ একে একে তন্মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল।

আলীবাবা পাছে হত হয়েন এই আশঙ্কায় বৃক্ষোপরিই থাকিলেন, কোন মতেই তাহার নামিতে সাহস হইল না। অনেক ক্ষণের পর পুনর্ব্বার ঐ গহ্বরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, এবং একে একে দস্যুগণ তন্মধ্য হইতে বহির্গত হইলে প্রধান দস্যু কহিল, 'সিসেম! দ্বার রুদ্ধ কর।" এ কথাও আলীবাবার কর্ণগোচর হইল। তদনন্তর চল্লিশ জন দস্যু, আপন আপন অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক যে পথে আসিয়াছিল সেই পথ দিয়াই চলিয়া গেল। এই প্রকারে দস্যুগণ একবারে দৃষ্টির অগোচর হইলে পর, আলীবাবা বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং দ্বার মুক্ত ও রুদ্ধ

করিবার বাক্য গুলি স্মরণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা আপনি কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য ঐ বন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে আলীবাবা দ্বারের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া দস্যুর দ্বারোদ্ঘাটন মন্ত্র উচ্চারণ করিল। তাহাতে ঐ দ্বার তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইয়া গেল। তখন আলীবাবা তন্মধ্যে একটী গহ্বর দেখিয়া মনে করিলেন ঐ গহ্বরটী অত্যন্ত অন্ধকারময় হইবে. কিন্তু তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, তথা হইতে পর্ব্বতের চূড়া পর্য্যন্ত এমন একটী ফুকর খনিত রহিয়াছে, যদ্দ্বারা তন্মধ্যে যথেষ্ট আলো আসিতেছে। তিনি আরো দেখিলেন তন্মধ্যে আহারীয় সামগ্রী এবং রাশি রাশি রজত ও কাঞ্চন সাজান রহিয়াছে এবং রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রার তোড়া যে কত আছে তাহা সংখ্যা করা দুষ্কর। আলীবাবা এতদবলোকনে সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া আর কাল ব্যাজ না করিয়া, তিনটী গর্দ্দভের বহনোপযোগী কেবল স্বর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ কয়েকটী তোড়া ক্রমে ক্রমে বাহিরে আনিলেন, রজতাদিতে হস্তক্ষেপও করিলেন না। পরে ঐ সমস্ত তোড়ায় আপন থলিয়া পূর্ণ করিয়া গর্দ্দভ ত্রয়ের পৃষ্ঠে তুলিয়া দিলেন, এবং উহাতে কাহারও দৃষ্টিপাত না হয়, এই অভিপ্রায়ে সর্ব্বোপরি কাষ্ঠাচ্ছাদন করিয়া দিলেন। তদনন্তর দ্বাররোধ মন্ত্র গুলি উচ্চারণ দ্বারা গহ্বরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তিনটী গর্দ্দভ লইয়া স্বালয়ে চলিয়া আসিলেন। আলীবাবা বাটী আসিয়াই গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিলেন এবং থলিয়ার উপরিস্থ কাষ্ঠগুলা দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক যে গৃহে তাঁহার বনিতা এক খান পর্য্যঙ্কে উপবিষ্টা ছিল, তন্মধ্যে সমস্ত স্বর্ণ মুদ্রার তোড়া লইয়া তাহার সম্মুখে সাজাইয়া রাখিলেন। তাঁহার স্ত্রী ঐ সমস্ত মুদ্রা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া তাহার স্বামী যে, চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক উহা আনয়ন করিয়াছেন মনোমধ্যে এই সন্দেহ করিয়া কহিল, "হে স্বামিন্! তোমার কি নীচ প্রবৃত্তি যে, তুমি চুরি,—" আলীবাবা তাঁহার বনিতার মুখ হইতে এই কয়েকটী কথা বহির্গত হইতে না হইতেই বলিলেন, "প্রেয়সি! চুপ কর, ভীতা হইও না, আমি চোর নহি, কিন্তু চোরের ধন আনয়ন করিয়াছিমাত্র।" ইহা বলিয়া থলিয়া হইতে সমস্ত স্বর্ণ মুদ্রা বাহির করিয়া তাঁহার বনিতাকে বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাত করাইলেন।

তজ্জায়া রাশীকৃত মোহর দৃষ্টে চমৎকৃতা ও আহ্লাদিতা হইয়া তাহা এক একটী করিয়া গণিতে লাগিলেন। তখন আলীবাবা কহিলেন, "এত মুদ্রা গণনা করা বড় সহজ ব্যাপার নহে, অতএব তুমি উহা হইতে ক্ষান্ত হও। আমি একটী গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে এই সমস্ত মুদ্রা পুঁতিয়া রাখি, আর কাল বিলম্ব করিতে পারি না।" ইহছিত তাঁহার রমণী উত্তর করিল, "হে নাথ! তুমি সদ্যুক্তি করিয়াছ বটে, কিন্তু আমাদের কত মুদ্রা থাকিল, তাহার একটা সংখ্যা করিয়া রাখা

কর্ত্তব্য, অতএব আমি কোন প্রতিবাসীর নিকট হইতে একটা দাঁড়ি আনিতেছি, মুদ্রা গুলি তৌলাইয়া রাখিতে হইবে, ইত্যবসরে তুমি গর্ত্ত খনন করিয়া রাখ।" আলীবাবা বলিলেন, "তাহা করিতে চাহ কর। কিন্তু সাবধান, যেন এ কথা কাহার নিকট প্রকাশ না হয়।"

এই কথা শুনিবামাত্র তদ্বনিতা দ্রুত গমনে কাশিমের ভবনে গেল, এবং তথা হইতে এক গাছি দাঁড়ি আনয়নপূর্ব্বক সমস্ত স্বর্ণ মুদ্রা ওজন করিয়া দিল। তৎপরে আলীবাবা গর্ত্ত খনন করত তন্মধ্যে ঐ সমস্ত মুদ্রা পুঁতিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার স্ত্রী দাঁড়ি লইয়া কাশিমের বাটীতে ফিরাইয়া দিয়া আসিল। কিন্তু দাঁড়ির অধোভাগে যে একটী মুদ্রা সংলগ্ন ছিল, তাহা সে দেখিতে পায় নাই। আলীবাবার ভার্য্যার প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পরেই কাশিমের কামিনী দেখিল যে, দাঁড়ির অধোভাগে একটী স্বর্ণ মুদ্রা সংলগ্ন রহিয়াছে, তদ্দৃষ্টে সাতিশয় ঈর্ষান্বিত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "কি আলীবাবার এত মুদ্রা হইয়াছে যে, সে গণিতে অশক্ত হইয় দাঁড়িতে ওজন করে? সে এত টাকা কোথায় পাইল?" অনন্তর সন্ধ্যাকালে কাশিম গৃহে আসিবামাত্র তজ্জায়া সাতিশয় খেদ প্রকাশ করতঃ কহিল, "হে স্বামিন্! তুমি যে আপনাকে বড় ধনী জ্ঞান কর, সে কেবল তোমার ভ্রান্তি মাত্র। আলীবাবা এ প্রকার ধনী হইয়াছে যে, সে তাহার মুদ্রা গণনা করিতে না পারিয়া তাহা দাঁড়িতে তৌলায়।" কাশিম এ কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কেমন?" তদ্বনিতা তাঁহাকে সমুদয় বিবরণ অবগত করিয়া পশ্চাৎ যে স্বর্ণ মুদ্রা দাঁড়ির নিম্নভাগে পাইয়াছিল তাহা তাঁহাকে দেখাইল। কাশিমও তদ্দৃষ্টে যৎপরোনাস্তি ঈর্ষা পরবশ হইয়া দুর্ভাবনা প্রযুক্ত সমস্ত রাত্রির মধ্যে নেত্র নিমীলন করিতে পারিলেন না। পর দিবস অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই কাশিম ভ্রাতার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আলীবাবা! ইদানীং তুমি এমনি কি ধনী হইয়াছ যে, মুদ্রা গণনা করিতে পার না, তবে কি নিমিত্ত এরূপ কষ্টে কাল যাপন করিয়া থাক?" আলীবাবা বলিলেন, "ভ্রাতঃ! তুমি যে কি বলিতেছ তাহার কিছুই ভাব বুঝিতে পারিতেছি না।" তখন কাশিম আপন ভার্য্যার নিকট হইতে যে স্বর্ণ মুদ্রাটী আনয়ন করিয়াছিলেন তাহা আলীবাবার হস্তে দিয়া কহিলেন, "তুমি কল্য আমার বাটী হইতে যে দাঁড়ি আনয়ন করিয়াছিলে তাহার নিম্নভাগে এই মুদ্রাটী লাগিয়াছিল। অতএব সত্য করিয়া বল দেখি এরূপ মুদ্রা তোমার কত গুলি আছে?" ইহা শুনিয়া আলীবাবা ভাবিলেন তাঁহার স্ত্রীর নির্ব্বুদ্ধিতা প্রযুক্তই কাশিম এবং তজ্জায়া সমস্ত গুপ্ত ব্যাপার অবগত হইয়াছেন, অতএব আর গোপন না করিয়া যে প্রকারে অর্থলাভ করিয়াছিলেন, অগত্যা তদ্বিবরণ তাঁহার নিকটে প্রকাশ করণানন্তর

কহিলেন, "হে ভ্রাতঃ! আমি তোমাকে মদীয় অর্থের কিয়দংশ প্রদান করিতেছি তুমি এ কথা কাহার নিকট প্রকাশ করিও না।" তৎশ্রবণে কাশিম গর্ব্বিত ভাবে কহিলেন, "তুমি যে স্থান হইতে অর্থ আনয়ন করিয়াছ তাহা আমাকে দেখাইতে হইবে। যদি তুমি না দেখাও তবে আমি এই সংবাদ নগরের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া দিব, তাহা হইলে তোমার পুনর্ব্বার ঐ স্থান হইতে ধন আনয়ন করা দূরে থাকুক, তোমার যাহা কিছু আছে তাহাতেও বঞ্চিত হইয়া তোমাকে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতে হইবে।"

আলীবাবা স্বীয় সৎস্বভাব প্রযুক্ত ভ্রাতাকে যে কেবল ধন স্থানের নিদর্শন বলিয়া দিলেন এমত নহে, যে মন্ত্র দ্বারা দ্বার মুক্ত ও রুদ্ধ করা যায় তাহাও শিখাইয়া দিলেন। কাশিম আলীবাবার প্রমুখাৎ সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া গহ্বরস্থ সমুদায় ধন আত্মসাৎ করিবার মানসে পর দিবস সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই দশটী অশ্বতরী ও কতকগুলি থলিয়া লইয়া একাকী ঐ নির্দ্দিষ্ট বনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এবং তথায় উপস্থিত হইয়া অনুসন্ধান দ্বারা গহ্বরদ্বার অবলোকন করিবামাত্র কহিলেন, "সিসেম! দ্বার খোল।" ইহাতে দ্বার মুক্ত হইল, পরে কাশিম গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র পুনরায় দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল।

কাশিম গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যস্থিত অপর্য্যাপ্ত স্বর্ণ রৌপ্যাদি দর্শনে সাতিশয় পুলকিত হইলেন। পরে দশটা অশ্বতরীর বহনোপযোগী নানাবিধ বহুমূল্য দ্রব্যাদিতে থলিয়া সকল পরিপূর্ণ করিয়া দ্বারোদ্ঘাটন করিবার মানসে তন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু মহানন্দ প্রযুক্ত দ্বারোদ্ঘাটনের মন্ত্রটী ভুলিয়া গেলেন। ঐ মন্ত্রের পরিবর্ত্তে কত বার কত প্রকার বাক্য উচ্চারণ করিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন কিছুতেই দ্বার মুক্ত হইল না, তখন নিরুপায় হইয়া দ্বারের নিকটে বসিয়া কেবল রোদন করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর মধ্যাহ্ন সময়ে দস্যুগণ প্রত্যাগত হইয়া গহ্বরের কিয়দ্দূরে কাশিমের অশ্বতরী গুলাকে অবলোকন করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিল, বুঝি কোন ব্যক্তি তাহাদের অর্থ অপহরণ করিতে আসিয়াছে। তদনন্তর মন্ত্র দ্বারা গহ্বর দ্বার উদ্ঘাটন করিবামাত্র কাশিম তন্মধ্য হইতে পলায়ন করিবার উপক্রম করিল কিন্তু দস্যুগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার মস্তক ছেদন করিল। তৎপরে গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল মুদ্রা পূর্ণ অনেক থলিয়া দ্বারের নিকটে রহিয়াছে তাহাতে তাহারা বিবেচনা করিল এ ব্যক্তি পর্ব্বতোপরিস্থ ফুকর দিয়া গহ্বর মধ্যে অবতরণ করিয়াছে কিন্তু দ্বার রুদ্ধ থাকাতে উহার সকল আকিঞ্চন নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। ইহা চিন্তা করিয়া দস্যুগণ ঐ মুদ্রা গুলি পূর্ব্বমত সাজাইয়া রাখিল এবং ভবিষ্যতে তাহাদের অর্থ গ্রহণে যে ব্যক্তি যত্নশীল হইবে, তাহাকে ভয়

প্রদর্শনার্থ কাশিমের মৃত দেহ চারি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, দ্বারের উভয় পার্শ্বে ঝুলাইয়া রাখিল। তদনন্তর সকলেই গহ্বরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া অশ্বারোহণে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

এখানে কাশিমের বনিতা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত স্বামীর প্রত্যাগমনের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া যখন দেখিল, তিনি আসিলেন না তখন অত্যন্ত ব্যাকুল-চিত্ত হইয়া আলীবাবার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভ্রাতঃ! অদ্য অতি প্রত্যূষেই আমার স্বামী বনে গমন করিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত প্রত্যাগত হইলেন না, অতএব তাঁহার কি হইয়াছে বলিতে পার?" ইহা শুনিয়া আলীবাবা অপর কোন কথার উল্লেখ না করিয়া কেবল এইমাত্র কহিলেন, "আমার ভ্রাতা অতি বিজ্ঞ, নির্ব্বোধ নহেন বোধ করি দিবসে ধন আনিলে কেহ দেখিতে পাইবে এই আশঙ্কায় তিনি রাত্রি যোগে আগমন করিবেন মনস্থ করিয়াছেন, তজ্জন্য এত বিলম্ব হইতেছে।" কাশিমের বনিতা এই কথায় মন স্থির করিয়া গৃহে ফিরিয়া গিয়া স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল, কিন্তু সমস্ত রজনীর মধ্যে তিনি আসিলেন না দেখিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইয়া পর দিন প্রাতঃকালে পুনর্ব্বার আলীবাবার বাটীতে গিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

আলীবাবা তাঁহার ভ্রাতৃবনিতার আগমনের পূর্ব্বেই তিনটী গর্দ্দভ লইয়া ঐ বনাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু গহ্বরের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহার বহির্ভাগের স্থানে স্থানে শোণিত চিহ্ন অবলোকন করিয়া এবং পথি মধ্যে কাশিম কিম্বা তাঁহার অশ্বতরীর কোন চিহ্ন দেখিতে না পাইয়া মনে মনে ভাবিলেন, অবশ্যই তাঁহার কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে। অনন্তর পূর্ব্বরূপ মন্ত্র দ্বারা সত্বর দ্বার মুক্ত করণ মানসে তাহার নিকটে যাইয়া দুই পার্শ্বে আপন ভ্রাতার মৃত শরীর চারি খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ঝুলান রহিয়াছে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি শোকাকুল হইলেন। আলীবাবা তখন আর কি করিবেন, ভ্রাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহার্থ ঐ শবের চতুর্খণ্ড একত্রিত করিয়া একটা গর্দ্দভের পৃষ্ঠে তুলিয়া দিয়া তদুপরি কতকগুলা কাষ্ঠাচ্ছাদন করিয়া দিলেন। তৎপরে আর দুইটা গর্দ্দভে স্বর্ণ মুদ্রা বোঝাই করিয়া গহ্বরের দ্বার রুদ্ধ করণানন্তর তিনটা গর্দ্দভ লইয়া সন্ধ্যার পর স্বালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং আপন ভার্য্যাকে স্বর্ণ মুদ্রা গুলি গ্রহণ করিতে বলিয়া, শব বহনকারী গর্দ্দভটী তাড়াইয়া কাশিমের পত্নীর নিকটে গমন করিলেন।

আলীবাবা দ্বারাঘাত করিবামাত্র মারজিয়ানা নাম্নী কাশিমের এক সুচতুরা ও বুদ্ধিমতী ক্রীতদাসী আসিয়া দ্বার মুক্ত করণানন্তর তাঁহাকে কাশিমের বনিতার সন্নিধানে লইয়া গেল। কাশিমের নারী তাঁহাকে দেখিবামাত্র কহিল, "ভ্রাতঃ! আমার স্বামীর সংবাদ কি বল? তোমার

বিষণ্ণ বদন দেখিয়া আমার সাতিশয় ভয় হইতেছে।” আলীবাবা কহি-লেন, “হে ভগিনি! আমি তোমার নিকটে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ কহিতেছি, কিন্তু সাবধান এ কথা যেন কাহার নিকট প্রকাশ করিও না।” কাশিমের বনিতা তদ্বিষয়ে সম্মতা হইলে, আলীবাবা আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিয়া কহিলেন, “হে ভগিনি! এই দুর্ঘটনায় তুমি যে সাতিশয় মনস্তাপ পাইয়াছ তাহার আর সন্দেহ নাই, কিন্তু কি করিবে বল ইহারত আর কোন উপায় নাই। এক্ষণে তোমার সন্তোষার্থ আমি তোমাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছি, ইহাতে তোমার মত কি? তোমাকে বিবাহ করিলে আমার ভার্য্যা তোমার প্রতি ঈর্ষ্যা প্রদর্শন না করিয়া বরং তোমাকে স্বীয় ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করিবে।” ইহা শুনিয়া কাশিমের বনিতা ভাবিলেন, “আমার স্বামী অপেক্ষা আলী-বাবা অধিক ধনবান্, এবং গহ্বর হইতে ক্রমশঃ অর্থ আনয়নপূর্ব্বক ইহার আরো ঐশ্বর্য্যশালী হইবার সম্ভাবনা, অতএব ইহাকে বিবাহ করা কর্ত্তব্য।” মনে মনে এই স্থির করিয়া কাশিমের ভার্য্যা নেত্রনীর নিবারণপূর্ব্বক আলীবাবার প্রস্তাবে সম্মতা হইল। অনন্তর আলিবাবা ক্রীতদাসী মারজিয়ানাকে কাশিমের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে বলিয়া স্বালয়ে প্রস্থান করিলেন।

তখন সুচতুরা মারজিয়ানা নিকটস্থ এক বৈদ্যের বাটীতে গিয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদানপূর্ব্বক সাংঘাতিক পীড়া নিবারণের কিছু ঔষধ চাহিল। কবিরাজ মূল্যের উপযুক্ত ঔষধ দিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমাদের বাটীর কাহার পীড়া হইয়াছে?” মারজিয়ানা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিল, “মহাশয়! আমার প্রতিপালক কাশিমেরই পীড়া হইয়াছে। তাঁহার রোগ বড় সহজ নহে তিনি দুই তিন দিন যাবৎ কিছুই আহার করিতে পারেন না।” মারজিয়ানা এই কথা বলিয়া তখনি ঔষধ লইয়া বাটীতে আসিল, এবং পর দিবস প্রত্যূষে পুনর্ব্বার ঐ বৈদ্যের নিকট হইতে আর একটা শক্ত ঔষধ আনয়ন করিল।

এ দিকে প্রতিবাসীগণ আলীবাবা এবং তাঁহার বনিতাকে অতি বিমর্ষ ভাবে সমস্ত দিন বারম্বার কাশিমের বাটীতে গমনাগমন করিতে দেখিয়াছিল, কিন্তু কি জন্য যে তাঁহারা গমনাগমন করিতে ছিলেন তাহার কোন কারণ বুঝিতে পারে নাই। পরে যখন সন্ধ্যার সময়ে কাশিমের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে বলিয়া কাশিমের স্ত্রী এবং মারজি-য়ানা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল তখন আর তাহাদিগের মনে অন্য কোন সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারিল না। সে যাহা হউক, পর দিন প্রত্যূষে মারজিয়ানা বাবা মস্তফা নামক এক বৃদ্ধ চর্ম্মকারের দোকানে গিয়া তাহার হস্তে একটী স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিল। বাবা

মস্তফা ঐ স্বর্ণ মুদ্রা গ্রহণপূর্ব্বক কহিল, "আমাকে কি করিতে হইবে বল।" মারজিয়ানা বলিল, "তোমাকে এক স্থানে লইয়া যাইব, তথায় কোন দ্রব্য সিলাই করিতে হইবে, কিন্তু তথায় যাইবার পূর্ব্বে তোমার চক্ষুর্দ্বয় বন্ধন করিয়া রাখিব।" তাহাতে মস্তফা বলিল, "তুমি বুঝি আমার দ্বারা কোন অপকৃষ্ট কর্ম্ম করাইয়া লইবে?" মারজিয়ানা তাহার হস্তে আর একটী স্বর্ণ মুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক কহিল, "তোমাকে অপমান জনক কোন কার্য্য করিতে হইবে না, সে বিষয়ে কোন চিন্তা নাই, তুমি আমার সঙ্গে চল।" ইহা শুনিয়া মস্তফা তাহার সহিত গমন করিল।

মারজিয়ানা কিয়দ্দূর গিয়া এক খান রুমালে মস্তফার চক্ষুঃ বন্ধন করতঃ কাশিমের ভবন মধ্যে যে ঘরে শব ছিল তাহাকে তথায় লইয়া তাহার নেত্রাচ্ছাদন মুক্ত করিয়া কহিল, "বাবা মস্তফা! তুমি অতি শীঘ্র এই খণ্ডীকৃত মৃত দেহ সেলাই কর, তাহা হইলে তোমাকে আর একটী স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিব।" ইহা শুনিয়া ঐ চর্ম্মকার সেলাই করিতে আরম্ভ করিল। শব সেলাই শেষ হইলে পর মারজিয়ানা পুনর্ব্বার তাহার চক্ষুঃ বন্ধন করিয়া যে স্থানে পূর্ব্বে তাহার নেত্রাচ্ছাদন করিয়াছিল, সেই স্থানে তাহাকে লইয়া গিয়া তাহার চক্ষুঃ খুলিয়া দিয়া তাহাকে আর একটী স্বর্ণ মুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক, সে এ কথা কাহারো নিকট প্রকাশ না করে, ইহা বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিদায় করিল। তৎপরে আপনি ও গৃহে ফিরিয়া আসিল।

মারজিয়ানা গৃহে আসিয়াই উষ্ণ বারি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কাশিমের মৃত দেহ ধৌত করিল। তদনন্তর আলীবাবা নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য আনয়ন করিলে মারজিয়ানা তৎসমুদায় কাশিমের গাত্রে লেপন করিল। তৎপরে একটা সিন্দুক আনয়নপূর্ব্বক এক খানি নূতন বস্ত্রে কাশিমের শব আচ্ছাদন করত ঐ সিন্দুক মধ্যে তাহা পূরিয়া ফেলিল। পশ্চাৎ মসীদে গিয়া ধর্ম্মাধ্যক্ষকে সংবাদ দিল। মসীদাধ্যক্ষ এই সংবাদ পাইবামাত্র অন্যান্য কয়েক জন ধর্ম্মযাজক সমভিব্যাহারে লইয়া কাশিমের আলয়ে আগমন করিলেন। অনন্তর চারি জন প্রতিবাসী সিন্দুক সমেত কাশিমের মৃত দেহ স্কন্ধে লইয়া গোরস্থানাভিমুখে যাইতে লাগিল, ধর্ম্মযাজকেরা ঈশ্বরোপাসনা করিতে করিতে তৎ সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন মারজিয়ানা ক্রন্দন করিতে করিতে তৎ পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। আলীবাবাও কতকগুলি প্রতিবাসীকে সমভিব্যাহারে লইয়া ধর্ম্মযাজকদিগের সঙ্গে২ চলিলেন। কাশিমের ভার্য্যা গৃহে থাকিয়া প্রতিবাসিনী কামিনীগণের সহিত চীৎকার স্বরে রোদন করিতে লাগিল। এই প্রকারে কাশিমের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা হইল। কিন্তু আলীবাবা ও তাঁহার কামিনী এবং কাশিমের বিধবা নারী ও মারজিয়ানা এই চারিজন ব্যতীত আর কেহই তাঁহার মৃত্যুর সঠিক বিবরণ জানিতে পারিল না।

অনন্তর কয়েক দিবস অতীত হইলে, আলীবাবা এক দিন রাত্রি যোগে আপনার সমস্ত ধন সম্পত্তি কাশিমের ঘরে লইয়া গেলেন। তৎপরে তাহার বনিতার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অপর আলীবাবার এক পুত্র ছিল, সে বহু দিবসাবধি এক জন সম্ভ্রান্ত বণিকের নিকটে কার্য্য শিক্ষা করিত। আলীবাবাপুত্রের সুখ্যাতিবাদ শ্রবণ করিয়া তাহার হস্তেই কাশিমের দোকানের সমস্ত তত্ত্বাবধারণের ভার দিলেন।

এ দিকে দস্যুগণ নিয়মিত সময়ে আপনাদের গহ্বরে প্রত্যাগত হইলে, দস্যুপতি কাশিমের মৃত দেহ তথায় নাই এবং তাহাদের সঞ্চিত অর্থেরও অনেক হ্রাস হইয়াছে দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময় প্রকাশপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "হায়! আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত, এক্ষণে সতর্ক না হইলে আমাদিগকে চির সংগৃহীত সমস্ত অর্থ হইতেই অতি শীঘ্র বঞ্চিত হইতে হইবে। আমরা যে দিবস যে তস্করকে বিনাশ করিয়াছিলাম তাহার মৃত দেহ কোথায় গেল? অবশ্যই তাহার এক জন সহযোগী আছে, আমাদের অনুপস্থিতি সময়ে সে এই স্থানে আসিয়া ঐ মৃত শরীর এবং তৎসঙ্গে আমাদের ধন লইয়া গিয়াছে। অতএব তাহার প্রাণ সংহার না করিলে আমাদের আর ভদ্রস্থতা নাই।" তৎপরে কহিল, "হে দস্যুগণ! আমি এই পরামর্শ স্থির করিয়াছি, আমাদের মধ্য হইতে এক জন সাহসী ও সুচতুর ব্যক্তি বিদেশীয় পান্থের বেশ ধারণপূর্ব্বক নগরে প্রবেশ করুক, এবং আমরা যাহাকে হত্যা করিয়াছি, নগরবাসিগণ তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে কে কি বলিতেছে তচ্ছ্রবণে আমাদের ধনাপহারীর নাম ও ধাম নির্ণয় করিয়া আইস। কিন্তু তোমাদের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ আমি ইহাও বলিয়া রাখিতেছি যে, যে ব্যক্তি সাহসপূর্ব্বক এই গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবে, সে যদি কোন সংবাদ না লইয়া ফিরিয়া আইসে, তাহা হইলে তাহার প্রাণ বধ করা যাইবে।" এই কথা শুনিয়া একজন দস্যু সাহসপূর্ব্বক সেই রাত্রিতেই পথিকের বেশ ধারণ করিয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিল এবং সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল কেবলএক খানি মাত্র চর্ম্মকারের দোকানখোলা আছে। ঐ দোকান বাবা মস্তফার। অনন্তরঐ দস্যু বাবা মস্তফার নিকটে গিয়া কহিল, "হে বৃদ্ধ! এখনও অল্প অল্প অন্ধকার রহিয়াছে, তুমি কি প্রকারে এত প্রত্যূষে কার্য্য করিবে? তুমি কি এখন দেখিতে পাইতেছ?" এইকথা শ্রবণে বাবা মস্তফা কহিল, "আমি বৃদ্ধ হইয়াছি বটে, কিন্তু আমার চক্ষুর জ্যোতি এমন আছে যে, সে দিবস ইহা অপেক্ষা অন্ধকার সময়েও অনায়াসে একটা শব সেলাই করিয়া আসিলাম।" দস্যু এই কথা শুনিয়া কহিল, "তুমি মৃত দেহ সেলাই করিয়াছ সে কি প্রকার? আমি বোধ করি তুমি মৃত দেহের আচ্ছাদন বস্ত্র সেলাই করিয়া

থাকিবে।" বাবা মস্তফা বলিল, "সে বড় গোপনীয় কথা, তদ্বিষয়ে আমি ইহা অপেক্ষা আর অধিক বলিতে পারি না, যাহা হউক, আমি যাহা বলিলাম তাহা মিথ্যা নহে।"

অনন্তর দস্যু বাবা মস্তফার দ্বারা সমস্ত অনুসন্ধান পাইবার প্রত্যাশায় তাহার হস্তে একটী স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া বলিল, "আমি তোমার গুপ্ত কথা শুনিতে চাহি না, কিন্তু তুমি যে বাটীতে শব সেলাই করিয়া আসিয়াছ তাহা আমাকে দেখাইতে হইবে।" বাবা মস্তফা স্বর্ণ মুদ্রা গ্রহণ পূর্ব্বক কহিল, "তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ করি ইহা আমার একান্ত ইচ্ছা, কিন্তু কি করি তাহা আমার সাধ্যাতীত।" ইহা বলিয়া তাহাকে যেরূপে বহু দূর হইতে চক্ষুর্দ্বয় বন্ধন করিয়া শব সেলাই করিবার জন্য লইয়া গিয়াছিল আদ্যোপান্ত তদ্বিবরণ বর্ণন করিল। দস্যু বলিল, "হে বৃদ্ধ! তথায় গমন কালে যে স্থানে তোমার নয়ন দ্বয় আচ্ছাদিত করিয়াছিল আইস আমিও সেই স্থানে তোমার চক্ষুর্দ্বয় বন্ধন করিব, তাহা হইলে বোধ করি তুমি যে পথ দিয়া গিয়াছিলে, অনুমান দ্বারা সেই পথাবলম্বনে নির্দ্দিষ্ট ভবনে গিয়া উপস্থিত হইতে পারিবে।" এই কথা বলিয়া স্বীয় বস্ত্র মধ্য হইতে আর একটী স্বর্ণ মুদ্রা বাহির করিয়া তাহাকে দিল।

বাবা মস্তফা দুইটী স্বর্ণ মুদ্রা প্রাপ্তে এতাদৃশ লোভাক্রান্ত হইয়াছিল যে, দোকানের দ্বার রুদ্ধ না করিয়াই তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া ঐ বাটীর উদ্দেশে গমন করিল।

অনন্তর কিয়দ্দূর গিয়াই বলিল, "এই স্থান হইতেই আমার চক্ষুর্দ্বয় বন্ধন করিয়া লইয়া গিয়াছিল।" ইহা শুনিয়া দস্যু তৎক্ষণাৎ স্বীয় রুমাল দ্বারা তাহার নয়নদ্বয় আচ্ছাদিত করিল। তৎপরে বাবা মস্তফা ধীরে ধীরে কিয়দ্দূর গিয়া বলিল, "তোমাকে আর যাইতে হইবে না, বোধ করি আমি এই পর্য্যন্তই আসিয়াছিলাম।" ইহা বলিয়া সেই স্থানেই দণ্ডায়মান হইল। দস্যু তৎক্ষণাৎ তাহার নয়নদ্বয় খুলিয়া দিয়া তাহাকে তথা হইতে বিদায় করিল। তদনন্তর ঐ স্থানের সন্নিকটেই একটী বৃহৎ বাটী দেখিয়া মনে মনে এইটীই মৃত ব্যক্তির বাটী হইবে ইহা স্থির করিয়া স্বীয় বস্ত্র হইতে এক খানি ফুলখড়ি বাহির করিয়া ঐ বাটীর দ্বারদেশে এক প্রকার চিহ্ন দিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল। তৎকালে মারজিয়ানা কোন কার্য্যোপলক্ষে বাহিরে গিয়াছিল, প্রত্যাগমন কালে দ্বারদেশে চিহ্ন দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিল, বুঝি কোন দুষ্ট লোক আমার প্রভুর অনিষ্ট করিবার মানসে দ্বারদেশে ঐরূপ চিহ্ন দিয়া থাকিবে, অতএব তন্নিবারণার্থ তৎপল্লিস্থ সমস্ত বাটীর দ্বারে ঐ প্রকার খড়ির চিহ্ন দিয়া রাখিল।

ইতিমধ্যে তস্কর গহ্বরমধ্যে ফিরিয়া আসিয়া স্বীয় অনুচর গণের

নিকটে সমস্ত ব্যাপার বর্ণন করিল। তৎশ্রবণে দস্যুপতি তাহার বিস্তর প্রশংসাবাদ করিয়া তৎসমভিব্যাহারে ছদ্মবেশে আলীবাবার আবাস স্থান দর্শনার্থ গমন করিল। তৎপরে আলীবাবার ভবনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তৎ পল্লীস্থ সকল বাটীর দ্বারেই এক প্রকার খড়ির চিহ্ন দেখিয়া তাঁহার যে কোন বাটী তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া হতাশ হইয়া বনমধ্যে ফিরিয়া আসিল।

অনন্তর দস্যুপতি নিজ সঙ্গিগণের নিকটে সমস্ত বিবরণ কহিয়া তাহাদের সম্মতি গ্রহণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ মিথ্যাবাদীর মস্তক ছেদনের অনুমতি দিল। অনন্তর আর এক জন দস্যু ঐরূপ অনুসন্ধান দ্বারা আলীবাবার ভবনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, দ্বারের এমন স্থানে একটা লাল চিহ্ন দিয়া আসিল যে, হঠাৎ কেহই তাহা দেখিতে না পায়। কিন্তু মারজিয়ানার কৌশলে সেও দস্যুপতিকে ঐ বাটী দেখাইতে পারিল না। ইহাতে দস্যুপতি সাতিশয় কুপিত হইয়া তাহারও প্রাণ সংহার করিল।

এই প্রকারে দুই জন দস্যু নিহত হইলে, তস্করাধ্যক্ষ আর কাহাকেও না পাঠাইয়া আপনিই ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিল। তৎপরে বাবা মস্তফার নিকট হইতে আলীবাবার বাটীর সন্ধান লইয়া তাহার দ্বারদেশে আর কোন চিহ্ন না দিয়া ঐ বাটী চিনিয়া রাখিবার জন্য তাহার সম্মুখ দিয়া কয়েকবার গমনাগমন করিল। পরে বনমধ্যে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক দস্যুগণকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "হে বন্ধুগণ! আমি স্বয়ং অনেক অনুসন্ধান দ্বারা সেই পাপিষ্ঠের আলয় নির্ণয় করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে তোমরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা উনিশটী অশ্বতরী এবং আটত্রিশটী কুপো ক্রয় করিয়া আনয়ন কর, তন্মধ্যে কেবল একটী মাত্র তৈল পূর্ণ এবং অবশিষ্ট গুলি শূন্য থাকিবে।" ইহা শুনিয়া দস্যুগণ দুই তিন দিবসের মধ্যে অশ্বতরী ও কুপো ক্রয় করিয়া আনিল। পরে দস্যুপতি সাঁইত্রিশটা কুপোর মধ্যে অস্ত্র সহিত সাঁইত্রিশ জন দস্যুকে প্রবেশ করাইয়া কুপোর মুখ উত্তমরূপে বন্ধ করিল, কেবল তাহাদের নিশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য কয়েক স্থানে কয়েকটী ছিদ্র রাখিয়া দিল। তৎপরে প্রত্যেক কুপোর গায়ে এমনি ভাবে তৈল মাখাইয়া দিল যে লোকে দেখিলেই বুঝিতে পারে ঐ সমস্ত কুপো তৈলে পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

তৎপরে প্রতি অশ্বতরীর পৃষ্ঠে দুই দুইটা কুপো তুলিয়া দিয়া আপনি তৈল ব্যবসায়ীর বেশ ধারণপূর্ব্বক ঐ উনিশটী অশ্বতরী লইয়া সন্ধ্যার সময় আলীবাবাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, "আমি বহু দূর হইতে তৈল বিক্রয়ার্থ আসিয়াছি, কিন্তু কোথাও থাকিবার স্থান প্রাপ্ত হইলাম না, অতএব আপনি যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক অদ্য রাত্রির জন্য আপনার বাটীতে স্থান দান করেন, তাহা হইলে, আমি পরম উপকৃত হই।"

ইহা শুনিয়া আলীবাবা এক জন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি এই অশ্বতরী গুলাকে অশ্বশালায় রাখিয়া আইস, এবং এই তৈল ব্যবসায়ীকে অদ্য রাত্রির জন্য একটী উত্তম স্থানে থাকিতে দাও। তৎপরে মারজিয়ানাকে ডাকিয়া এক জন বিদেশীয় ব্যবসায়ীর নিমিত্ত কিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে এবং ভোজনান্তে ইহাকে উত্তম শয্যা দিতে বলিয়া আইস।"

পরে আহারাদি প্রস্তুত হইলে আলীবাবা ছদ্মবেশী তৈল ব্যবসায়ীকে বিলক্ষণ রূপ ভোজন করাইয়া, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার সহিত কথোপকথন করিলেন। তৎপরে মারজিয়ানাকে ডাকিয়া ঐ আগন্তুক ব্যক্তির যখন যাহা আবশ্যক হইবে তাহা দিতে বলিয়া আপনি শয়নার্থ গমন করিলেন। দস্যু দলাধ্যক্ষও অশ্বশালায় গিয়া শয়ন করিয়া থাকিল।

আলীবাবার শয়নের ক্ষণকাল পরেই দস্যু দলাধিপতি ধীরে ধীরে অশ্বশালা হইতে আসিয়া প্রত্যেক কুপোর নিকটে গিয়া একে একে সকল দস্যুকে কহিল, "যখনি এখানে কয়েকটা প্রস্তর নিক্ষেপ করিব, তখনি তোমরা স্ব স্ব অস্ত্রধারণপূর্ব্বক কুপো হইতে বহির্গত হইবে, এবং আমিও তৎক্ষণাৎ তোমাদের সহিত আসিয়া মিলিত হইব।" ইহা বলিয়া দস্যুপতি পুনর্ব্বার অশ্বশালায় গিয়া শয়ন করিয়া রহিল।

মারজিয়ানা তখন রন্ধনশালায় কার্য্য করিতেছিল, ইতিমধ্যে প্রদীপের তৈল নিঃশেষিত হওয়াতে সে আবদুল্লা নামক ক্রীত দাসকে ডাকিয়া কহিল, "এক্ষণে প্রদীপে কিছুমাত্র তৈল নাই ইহার উপায় কি বল দেখি?" আবদুল্লা বলিল, "তৈলের জন্য এত চিন্তা করিতেছ কেন, তৈল ব্যবসায়ীর এত কুপো রহিয়াছে তুমি এখনি গিয়া তন্মধ্য হইতে কিঞ্চিৎ তৈল লইয়া আইস।" মারজিয়ানা আবদুল্লার এই কথা শুনিয়া তাহাকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক একটা তৈলের পাত্র হস্তে লইয়া তৈলাগারে প্রবেশ করিল।

তদনন্তর মারজিয়ানা প্রথম কুপোর সমীপে যাইবামাত্র তন্মধ্যস্থিত দস্যু ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "সময় হইয়াছে কি?" মারজিয়ানা কুপোর মধ্যে মনুষ্যের স্বর শুনিয়া সাতিশয় বিস্ময়ান্বিতা হইল, কিন্তু তৎকালে চীৎকার শব্দ না করিয়া মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "না এখন নহে, ক্ষণ কাল বিলম্ব আছে।" এই কথা বলিয়া সে একে একে প্রত্যেক কুপোর নিকটে গেল। ঐ সকল কুপোর দস্যুরাও তাহাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিল, মারজিয়ানা তাহাদিগকেও সেইরূপ উত্তর প্রদান করিল। পরিশেষে যে কুপোতে তৈল ছিল তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া তন্মধ্য হইতে কিঞ্চিৎ তৈল গ্রহণপূর্ব্বক, "আমার প্রভু তৈল ব্যবসায়ী বিবেচনায় দস্যুকেই বাসা দিয়াছেন," মনে মনে ইহা চিন্তা করিতে করিতে

রন্ধনশালায় গিয়া প্রদীপ জ্বালিল। তদনন্তর আর একটা বৃহৎ পাত্র আনিয়া ক্রমে ক্রমে ঐ কুপো হইতে সমুদায় তৈল লইয়া গিয়া তাহা অগ্নি দ্বারা বিলক্ষণ রূপে উষ্ণ করিল, তৎপরে তাড়াতাড়ি করিয়া ঐ তপ্ত তৈল উপযুক্ত পরিমাণে প্রত্যেক কুপোতে ঢালিয়া দিল, তাহাতে তন্মধ্যস্থিত সকল দস্যুই এক কালে নিধন প্রাপ্ত হইল।

তদনন্তর মারজিয়ানা রন্ধনশালার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া প্রদীপ নির্ব্বাণ করত শয়ন করিতে না গিয়া, ছদ্মবেশী দস্যুপতি আসিয়া কি করে, তাহা দেখিবার জন্য রন্ধনাগারের গবাক্ষে মুখ দিয়া বসিয়া থাকিল। তাহার অব্যবহিত পরেই দস্যুপতি জাগরিত হইয়া গবাক্ষদ্বার মুক্ত করিয়া বারম্বার প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু কোন ব্যক্তি বহির্গত হইল না দেখিয়া ধীরে ধীরে প্রত্যেক কুপোর নিকটে গিয়া, "দস্যুগণ বুঝি নিদ্রিত হইয়াছে" মনে মনে ইহা বিবেচনা করিয়া অতি মৃদুস্বরে তাহাদিগকে ডাকিতে লাগিল কিন্তু তাহাতেও যখন কোন উত্তর পাইল না তখন স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে, তাহাদের প্রত্যেকেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তদ্দর্শনে দস্যুপতি সাতিশয় ভীত হইয়া আত্ম প্রাণরক্ষার্থ উদ্যানের প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অবিলম্বে সে স্থান হইতে পলায়ন করিল।

এই প্রকারে তস্করাধিপতি পলায়ন করিলে পর মারজিয়ানা দস্যু হস্ত হইতে আপন প্রভুকে রক্ষা করিল ভাবিয়া সানন্দ মনে বাটীর দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপন শয়নাগারে গমন করিল। কিন্তু সে রাত্রিতে আলীবাবাকে জাগরিত করিয়া ঐ সমস্ত ব্যাপারের কিছুই বলিল না।

পরদিন অতি প্রত্যুষে আলীবাবা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই স্নানার্থ গমন করিলেন, এবং স্নানাগার হইতে প্রত্যাগমন কালে গত রাত্রিতে বণিক্ যে সমস্ত তৈলের কুপো এবং অশ্বতরী লইয়া আসিয়াছিল তৎসমুদায়ই বাটীর মধ্যে রহিয়াছে দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইয়া মারজিয়ানাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মারজিয়ানা এই কথা শুনিয়া আলীবাবাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল, "প্রভো! জগদীশ্বর যে কল্য আপনাকে এবং আপনার পরিবারবর্গকে অবধারিত মৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন তজ্জন্য অগ্রে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করুন, তৎপরে আপনি আমার সহিত আসুন, আমি আপনাকে সমস্ত ব্যাপার প্রদর্শন করিতেছি।" ইহা কহিয়া মারজিয়ানা আলীবাবাকে সঙ্গে লইয়া একে একে কুপোর মধ্যস্থিত সমস্ত মৃতদেহ বাহির করিয়া তাঁহাকে দেখাইল। তদ্দর্শনে আলীবাবা সাতিশয় ভীত হইয়াছেন দেখিয়া মারজিয়ানা পুনর্ব্বার বলিল, "মহাশয়! গোল করিবেন না, তাহা হইলে, হিতে বিপরীত ঘটিবার সম্ভাবনা।" তখন আলীবাবা আর কোন কথা না কহিয়া কেবল এই মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "মারজি-

য়ানা ! তৈলব্যবসায়ীর কি হইল ?" মারজিয়ানা কহিল, "মহাশয় ! তাহার যে কি হইয়াছে এবং সে যে কে, তদ্বিবরণ আপনাকে বলিতেছি শ্রবণ করুন।" ইহা বলিয়া মারজিয়ানা আলীবাবাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিয়া কহিল, "মহাশয় ! এইরূপ একটা দুর্ঘটনা যে উপস্থিত হইবে, আমি তাহা পূর্ব্বাহ্ণেই জানিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু তৎকালে উহা আপনাকে অবগত করিলে, কোন ফলোদয় হইবে না বিবেচনায় আপনাকে তদ্বিষয়ের কিছুই বলি নাই। এক দিবস আমি বাটী হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলাম দ্বারের উপরিভাগে একটা ফুলখড়ির চিহ্ন রহিয়াছে, তাহাতে আমার মনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে আমি প্রতিবাসীদিগের সমস্ত বাটীর দ্বারের ঠিক সেই স্থানে ঐ প্রকার ফুলখড়ির চিহ্ন দিয়া আসিলাম তৎপর দিন পুনর্ব্বার বাটী হইতে বাহিরে যাইবার সময়ে দেখিলাম যে দ্বারের এক গুপ্তস্থানে এক প্রকার লোহিত চিহ্ন রহিয়াছে, তাহাতে আমি সে দিবসেও প্রতিবাসীদিগের সমস্ত বাটীর দ্বারের ঠিক সেই স্থানে ঐ প্রকার লাল চিহ্ন দিয়া আসিলাম। তাহাতেই আপনকার বিপক্ষগণের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হইতে পারে নাই। আপনি অরণ্য মধ্য হইতে যে দস্যুগণের অর্থ লইয়া আসিয়াছেন বোধ করি তাহারাই আপনার জীবননাশের কল্পনায় নানাপ্রকার উপায় করিতেছে. অতএব আপনার সর্ব্বদা সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য, কেন না এখন পর্য্যন্ত তন্মধ্যে কেহ কেহ বাঁচিয়া আছে।"

আলীবাবা মারজিয়ানার মুখে এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "মারজিয়ানা ! তোমার কৌশলেই আমার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে, অতএব আমি স্বীয় কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ সম্প্রতি তোমাকে স্বাধীনতা প্রদান করিলাম, পরে বিপুল অর্থ পুরস্কার দিয়া তোমাকে সন্তুষ্ট করিব। এক্ষণে এই দস্যুগণের মৃত শরীর গুপ্তভাবে পুতিয়া ফেলা আবশ্যক। কেন না তাহা হইলে কোন ব্যক্তিই এই ব্যাপারটীর কিছুমাত্র জানিতে পারিবে না।" ইহা বলিয়া আলীবাবা আবদুল্লা নামক ক্রীতদাসকে ডাকিয়া, তাহা দ্বারা উদ্যানের প্রান্তভাগে একটা বৃহৎ গর্ত্ত খনন করাইয়া, তন্মধ্যে দস্যুগণের শব সকল প্রোথিত করিলেন। তৎপরে দস্যুগণের কুপো ও অস্ত্রাদি সমস্ত লুকাইয়া রাখিলেন এবং সময় ক্রমে তাহাদের অশ্বতরী সকল বাজারে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিয়া আসিলেন।

এদিকে দস্যুদলাধিপতি বনে প্রত্যাগমন করত স্বীয় অনুচরগণের শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া বিস্তর বিলাপ করিতে লাগিল। তদনন্তর একাকীই আলীবাবার জীবন সংহার করিব ইহা মনস্থ করিয়া সঙ্গিগণের শোক সম্বরণ করত সে রাত্রি কথঞ্চিৎ নিদ্রা গেল।

তৎপর দিবস অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া নগরে প্রবেশপূর্ব্বক আলীবাবার বাটীর নিকটস্থ এক পান্থশালায় গিয়া বাসা

করিল। দস্যুপতি ভাবিয়াছিল যে, তৎসঙ্গিগণের মৃত্যু সংবাদ সমস্ত নগর মধ্যে প্রচার হইয়াছে, অতএব বারম্বার পান্থশালাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "তুমি কি বলিতে পার, কি নিমিত্ত আলীবাবার বাটীর দ্বার সর্ব্বদা রুদ্ধ থাকে?" কিন্তু পান্থশালাধ্যক্ষ তাহার এই কথার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া অন্য বিষয়ের কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিল দেখিয়া, দস্যুপতি সাতিশয় বিরক্ত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। পরে আপন দুষ্টাভিপ্রায় সিদ্ধির মানসে বারম্বার বনে গমন করত ক্রমে ক্রমে তথা হইতে কতকগুলা রেশমি ও পশমি বস্ত্রাদি আনয়ন করিল। তৎপরে ঐ সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করণার্থ আলীবাবার পুত্রের দোকানের ঠিক সম্মুখে এক খানি দোকান ভাড়া লইয়া আপনার নাম খাজা হোসেন বলিয়া সকলের নিকট পরিচয় দিয়া ঐ সমস্ত বস্ত্রাদি বিক্রয় করিতে লাগিল, এবং তন্নিকটবর্ত্তী দোকানি ও ক্রেতাগণের সহিত এরূপ ভদ্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল যে, তদ্দর্শনে সকলেই মহা সন্তুষ্ট হইল। বিশেষতঃ আলীবাবার পুত্রের সহিত তাহার এমনি প্রণয় জন্মিল যে, মধ্যে মধ্যে তাহাকে উপহার দিতে এবং নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইতে আরম্ভ করিল।

আলীবাবার তনয়ও ঐ ছদ্মবেশী দস্যুপতির প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া এক দিন তাহাকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য আপন পিতার নিকট সমস্ত কথা বলিলেন। তাহাতে আলীবাবা মহা সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, 'হে পুত্র! এজন্য চিন্তা কি, তুমি অদ্যই তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আইস, আমি মারজিয়ানাকে বলিয়া আহারাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছি।" এই কথা শুনিয়া আলীবাবার পুত্র সেই দিনেই সায়ংকালে খাজা হোসেনকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপন বাটীতে লইয়া আসিলেন। আলীবাবা তাহাকে যথেষ্ট সমাদরপূর্ব্বক আপন পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া স্বীয় পুত্রের প্রতি তাহার সদ্ব্যবহারের জন্য তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। খাজা হোসেনও আলীবাবাকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক তদীয় পুত্রের বিস্তর সুখ্যাতিবাদ করিল। এই প্রকার কথোপকথনের পর, আলীবাবা, খাজা হোসেনকে আহার করিতে অনুরোধ করিলেন। তাহাতে খাজা হোসেন কহিলেন, "মহাশয়! আমি কোন বিশেষ কারণ বশতঃ অন্যত্র আহার করি না, তজ্জন্য আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।" আলীবাবা এই কথা শুনিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি প্রতিবন্ধক আছে আমার নিকটে ব্যক্ত করুন।" দস্যুপতি বলিল, "মহাশয়! আমি লবণ সংযুক্ত কোন ব্যঞ্জন আহার করি না।" ইহা শুনিয়া আলীবাবা কহিলেন, "এই সামান্য কারণের জন্য আপনি ভোজন করিতে চাহিতেছেন না, অতএব যাহাতে কোন ব্যঞ্জনে লবণ দেওয়া না হয় তাহার উপায় করিতেছি।

ইহা বলিয়া আলীবাবা তৎক্ষণাৎ রন্ধনাগারে গিয়া মারজিয়ানাকে ব্যঞ্জনে লবণ প্রদান করিতে নিষেধ করিলেন। মারজিয়ানা এই কথা শুনিয়া সাতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিল,"কোন্ ব্যক্তির জন্য ব্যঞ্জনে লবণ না দিয়া আপনার সমস্ত খাদ্য দ্রব্য নষ্ট করিব?"আলীবাবা কহিলেন, "মারজিয়ানা! যে ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছি, তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইও না তিনি অতি ভদ্র লোক,অতএব আমি যাহা বলি তাহাই কর।" অনন্তর খাদ্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইলে পর, মারজিয়ানা তৎসমুদায় লইয়া পরিবেশন করিতে আসিল এবং খাজা হোসেনের প্রতি তাহার, দৃষ্টিপাত হইবামাত্র তাহাকে সেই দস্যুদলাধিপতি বলিয়া চিনিতে পারিল। তৎপরে বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিল যে, তাহার বস্ত্রের মধ্যে একখান অস্ত্র রহিয়াছে।তখন সে মনে মনে বলিতে লাগিল, "এই দুরাত্মা আমার প্রভুর পরম শত্রু, এবং ইহার বস্ত্র মধ্যে এক খান অস্ত্রও রহিয়াছে, অতএব এই পাপিষ্ঠ যে, অদ্য তাঁহার প্রাণসংহার করিতে আসিয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই। অতএব যাহাতে এব্যক্তি নিজ মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে না পারে, তাহার উপায় করিতে হইয়াছে।"অনন্তর ভোজনাদির পর মারজিয়ানা মদ্য ও ফল আনিয়া দিল। আলীবাবা ও তাঁহার পুত্র ছদ্মবেশী দস্যুপতির সহিত একত্র মদ্যপান করিতে আরম্ভ করিলেন। তস্করাধ্যক্ষ মনে মনে ভাবিতে লাগিল, 'আলীবাবা ও তৎপুত্র মদ্যপানে মত্ত হইলে পর, ইহাদিগকে বিনাশ করিয়া উদ্যানের প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক পলায়ন করিব।" কিন্তু মারজিয়ানা দস্যুপতির অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া যাহাতে তাহার দুরভিসন্ধি সুসিদ্ধ না হয় তন্নিবারণার্থে নর্ত্তকীর বেশ ধারণপূর্ব্বক তাহাদের সম্মুখে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎকাল নৃত্য করিবার পর বস্ত্র মধ্য হইতে এক খান তীক্ষ্ণ ধার অসি বাহির করিয়া ভাঁজিতে লাগিল এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে নৃত্যও করিতে লাগিল।

মারজিয়ানার এই প্রকার নৃত্যদর্শনে আলীবাবা ও খাজা হোসেন তাহার বিস্তর প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে আলীবাবা মারজিয়ানাকে একটী স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন।তদ্দৃষ্টে খাজা হোসেনও তাহাকে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দিবার মানসে যেমন বক্ষঃস্থলের বস্ত্র মধ্য হইতে একটী মুদ্রা বাহির করিবে, অমনি মারজিয়ানা তাহার বক্ষঃ স্থলে এতাদৃশ বলপূর্ব্বক তরবারি আঘাত করিল যে, একাঘাতেই তাহার প্রাণবিয়োগ হইল।

আলীবাবা ও তৎপুত্র এই ব্যাপার দর্শনে সাতিশয় চমৎকৃত হইয়া ক্রোধভরে বলিলেন, "ওরে পাপীয়সি! তুই কি করিলি, আমাদের সর্ব্বনাশ করিলি!" মারজিয়ানা কহিল, "আমি যাহা করিলাম তাহা আপনাদের মঙ্গলের জন্যই জানিবেন।" ইহা বলিয়া দস্যুপতির বস্ত্র

মধ্য হইতে ছুরিকা খান বাহির করিয়া তাঁহাদিগকে দেখাইয়া বলিল, "এই দুরাত্মাই সেই দস্যুদলাধিপতি, আপনারা ইহাকে চিনিতে পারেন নাই, এই নরাধম অদ্য আপনাদের জীবন সংহার করিবার মানসেই ছুরিকা লইয়া এই স্থানে আসিয়াছিল। এ ব্যক্তি লবণ ভক্ষণে অসম্মত হওয়াতেই আমার অন্তঃকরণে সম্পূর্ণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। এক্ষণে আমি আপনাদের শত্রু নিপাত করিয়া পরম উপকারই করিয়াছি, অতএব আমার প্রতি রুষ্ট হইবার কারণ কি আছে?" ইহা শুনিয়া আলীবাবা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক মারজিয়ানাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মারজিয়ানা! আমি পূর্ব্বেই তোমার দাসীত্ব মোচন করিয়াছি, এক্ষণে তোমাকে আপন পুত্রবধূ করিব ইহাতে তোমার মত কি?" এই কথা বলিয়া আলীবাবা স্বীয় পুত্রের নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিলেন। তাঁহার পুত্র পিতার প্রমুখাৎ এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া মারজিয়ানার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলে, আলীবাবা দস্যুপতির মৃত দেহ মাটীতে পুঁতিয়া ফেলিতে অনুমতি দিয়া মারজিয়ানার সহিত স্বীয় তনয়ের বিবাহ দিলেন। এবং আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের নিকটে মারজিয়ানার যৎপরোনাস্তি গুণানুবাদ করিলেন। এই প্রকারে বিবাহ কার্য্য সমাধা হইলে পর, আলীবাবা বনে গমন করত দস্যুগণের গহ্বর হইতে ক্রমশঃ তাহাদের চির সঞ্চিত সমস্ত অর্থ আনয়ন করত মহা ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া পুত্র পৌত্রাদি লইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

এই গল্প শেষ হইলে পর, শাহারজাদী দেখিলেন যে তখনও নিশাবসান হয় নাই, অতএব আর একটী উপন্যাস বলিতে আরম্ভ করিলেন।

বোগদাদ নিবাসী আলী খাজা বণিকের কথা।

শাহারজাদী কহিলেন মহারাজ! হারুণ অলরশীদ ভূপতির রাজত্ব সময়ে বোগদাদ নগরে আলী খাজা নামে এক বণিক্ বাস করিত। ঐ ব্যক্তি অবিবাহিতাবস্থায় থাকিয়া স্বাধীন ভাবে বাণিজ্যাদি করিয়া জীবন যাপন করিত। আলী খাজা উপর্য্যুপরি তিন রজনীতে এইরূপ স্বপ্ন দেখিল, যেন এক বৃদ্ধ তাহার নিকটে আসিয়া তাহাকে নানা প্রকার ভৎসনা করিয়া বলিতেছেন, "তুমি কেন মক্কা তীর্থে গমন কর নাই?"

আলী খাজা যদিও মুসলমানদিগের পক্ষে মক্কা তীর্থ দর্শন করা অতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া জানিত, তথাপি স্বীয় বাণিজ্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক এতাবৎ কাল স্বাভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারে নাই। এই স্বপ্ন দর্শনা-

বধি তাহার মনে কেমন এক প্রকার বৈরাগ্যোদয় হইল যে,সে আপনার সমস্ত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া স্বীয় বসত বাটীটী পর্য্যন্ত ভাড়া দিল।

তৎপরে আলী খাজা দ্রব্যাদি বিক্রয় দ্বারা যে অর্থ সংগ্রহ করিল, তন্মধ্য হইতে পাথেয় ও তীর্থের ব্যয়োপযোগী কিঞ্চিৎ অর্থ এবং তথাকার বিক্রয়োপযোগী কতক গুলি সামগ্রী ক্রয় করত আপনার সঙ্গে রাখিয়া অবশিষ্ট যে এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা থাকিল তাহা কলসের মধ্যে পূরিয়া তদুপরি কতক গুলা জলপাই চাপা দিয়া ঐ কলসের মুখ বন্ধ করণানন্তর তাহা আপন এক প্রিয়বন্ধু বণিকের নিকটে লইয়া গিয়া বলিল, “হে বন্ধো! আমি মক্কা তীর্থে যাত্রা করিব, অতএব তোমার নিকট আমার এই জলপাইর কলসটী গচ্ছিত রাখিয়া যাইতেছি,আমি তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ইহা পুনরায় গ্রহণ করিব।” ইহা শুনিয়া বণিক্ তাহার হস্তেই ভাণ্ডারের চাবি দিয়া বলিল, “বন্ধো! তুমি স্বয়ং ভাণ্ডারের দ্বার মুক্ত করিয়া তন্মধ্যে একটী স্থান মনোনীত করিয়া তোমার কলসটী রাখিয়া যাও,তোমার অনুপস্থিতি সময়ে কেহই তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে না।” আলী খাজা বন্ধুর প্রমুখাৎ এই কথা শুনিয়া মহা আনন্দিত হইয়া স্ব হস্তেই ভাণ্ডারের চাবি খুলিয়া কলসটী রাখিয়া পুনরায় তালা বন্ধ করণানন্তর বণিকের হস্তে ঐ চাবিটী প্রত্যর্পণ করিল।

অনন্তর আলী খাজা আপনার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া উষ্ট্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করত কয়েক জন মক্কা যাত্রির সহিত একত্র হইয়া মক্কাভিমুখে যাত্রা করিল। কিছু দিনেরপর তথায় উপস্থিত হইয়া দেবালয় দর্শন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিল। তদনন্তর আপন বাণিজ্য দ্রব্যাদি বিক্রয় করিবার মানসে কেরো,ডামস্কস্, জেরুজেলাম, আলিপো, মোসল প্রভৃতি নানা নগরে গমন করত আপন দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে লাগিল। এই প্রকারে সাত বৎসর কাল দেশ ভ্রমণের পর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল।

আলী খাজা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াই আপন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া কিয়দ্দিবস তথায় বাস করিতেছে, ইতিমধ্যে এক দিবস বণিক্ আপন ভার্য্যার সহিত একত্র উপবেশনপূর্ব্বক ভোজন করিতেছে, এমন সময়ে তাহার বনিতা আহার করিতে করিতে কিঞ্চিৎ জলপাই ভক্ষণ করিতে চাহিলে, বণিক বলিল, “প্রায় সাত বৎসর অতীত হইল,আলী খাজা আমার নিকটে যেএক কলসী জলপাই রাখিয়া মক্কা তীর্থে গমন করিয়াছে এ পর্য্যন্ত তাহারত কোন সংবাদ পাওয়া গেল না, বোধ করি তাহার মৃত্যু হইয়াছে, অতএব তাহার সেই কলস হইতেই তোমাকে কয়েকটী জলপাই আনিয়া দেই।” বণিক্পত্নী স্বামীর প্রমুখাৎ এই কথা শুনিবামাত্র সাতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিল, স্বামিন্! সে ব্যক্তি যখন বিশ্বাস করিয়া আপনার নিকটে জলপাই

রাখিয়া গিয়াছে তখন তাহাতে হস্তক্ষেপ করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। সে ব্যক্তি যখন আসিয়া জলপাইর কলসটী চাহিবে তখনি বা তাহাকে কি বলিবেন। এবং বহু দিবস অতীত হইল ঐ জলপাই আপনার নিকটে রহিয়াছে বোধ হয় উহার সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অতএব উহাতে হস্তক্ষেপও করিবেন না কলসটী যেরূপ আছে তদ্রূপই থাকুক।” বণিক ভার্য্যার কথায় কর্ণপাত না করিয়া তৎক্ষণাৎ আপন ভাণ্ডার মুক্ত করিল, এবং তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ঐ কলসের মুখবন্ধ মোচন করিয়া নীচে ভাল জলপাই আছে এই বিবেচনায় উপরের কতক গুলা জলপাই বাহির করিতে গিয়া দেখিল, তাহার নিম্নভাগে কেবল স্বর্ণ মুদ্রা রহিয়াছে। তাহাতে বণিক ধনলোভে মুগ্ধ হইয়া তাবৎ স্বর্ণ মুদ্রাগুলি বাহির করিয়া লইয়া, তৎপরিবর্ত্তে কতক গুলা নূতন জলপাই আনিয়া ঐ কলসটী পরিপূর্ণ করিয়া রাখিল, কিন্তু এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিল না।

এই ঘটনার কিয়দ্দিবস পরে আলী খাজা ঐ বণিক্ বান্ধবের ভবনে আগমন করিল। বণিক্ তাহাকে দেখিবামাত্র মহা সমাদরপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, “বন্ধো! তোমার প্রত্যাগমনে যে আমি কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইলাম তাহা বর্ননাতীত।”

তদনন্তর আলী খাজা আপন জলপাইর কলসটী চাহিবামাত্র বণিক্ বলিল, “ভ্রাতঃ! তোমার কলসটী তৈজসাগারের যে স্থানে রাখিয়া গিয়াছ সেই স্থানেই আছে তুমি এখনি স্বচ্ছন্দে লইয়া যাও।” ইহা কহিয়া ভাণ্ডারের চাবিটী তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্রদান করিল। আলী খাজা ভাণ্ডারের দ্বার মুক্ত করিয়া তন্মধ্য হইতে জলপাইর কলসটী লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। পরে বাটীতে আসিয়া ঐ কলস মধ্যে একটীও স্বর্ণমুদ্রা দেখিতে না পাইয়া একবারে বিস্মিত হইয়া মহা আক্ষেপ করিতে লাগিল। এবং তৎপর দিন অতি প্রত্যূষে অত্যন্ত বিমর্ষ ভাব ধারণপূর্ব্বক বণিকের নিকটে গিয়া কহিল, “বন্ধো! আমার জলপাইর কলসের মধ্যে যে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ছিল, তাহা কোথায় গেল? বোধ করি তোমার অর্থের প্রয়োজন হইয়াছিল এই জন্য তাহা লইয়া স্বীয় ব্যবসায়ে নিয়োজিত করিয়াছ যদি তাহাই করিয়া থাক তাহাতে ক্ষতি কি এক্ষণে আমাকে এক খানি অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দাও, পরে তোমার সুবিধা ক্রমে ক্রমশঃ আমাকে ঐ সমস্ত মুদ্রা প্রদান করিও।”

বণিক্ কহিল, “হে বন্ধো! তুমি কি আশ্চর্য্য কথা বলিতেছ, তুমি স্বয়ং তৈজসাগারের দ্বার মুক্ত করিয়া কলসটী রাখিয়া গিয়াছিলে এবং আপনিই তাহা লইয়া গিয়াছ, আমি উহা স্পর্শও করি নাই। এবং যখন কলসটী রাখিয়া যাও তখন বলিয়াছিলে উহার মধ্যে জলপাই রহিল, তৎসঙ্গে স্বর্ণমুদ্রা থাকিলে অবশ্যই সে কথার উল্লেখ করিয়া

যাইতে।” বন্ধুর প্রমুখাৎ এই সকল কথা শুনিয়া আলী খাজা সবিনয় বাক্যে বলিতে লাগিল, “ভ্রাতঃ! আমি তোমার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে চাহি না, এ বিষয় লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে লোকে তোমারই নিন্দা করিবে। যদি মিষ্ট বাক্যে না হয় তবে অগত্যা আমাকে তোমার বিরুদ্ধে বিচারালয়ে অভিযোগ করিয়া এ বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে হইবে, এক্ষণে যদি ভাল চাহ তবে স্বর্ণ মুদ্রা গুলি প্রদান কর।” বণিক্ কহিল, “ওহে আলী খাজা! তুমি আমার নিকট যাহা রাখিয়া গিয়াছিলে তাহাই লইয়া গিয়াছ তৎসঙ্গে কি ছিল তাহা তুমিই জান। এক্ষণে তুমি যে জলপাই রাখিয়া তৎপরিবর্ত্তে মাণিক মুক্তা না চাহিয়া কেবল স্বর্ণমুদ্রা চাহিতেছ ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে। যাও এ স্থান হইতে দূর হও, অনর্থক বাক্যব্যয় আর ভাল লাগে না।”

যখন আলী খাজার সহিত বণিকের এইরূপ বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন তথায় লোকারণ্য হইয়াছিল, কিন্তু কেহই এ বিষয়ের সত্যাসত্য অবধারণ করিতে পারিল না। আলী খাজা পুনর্ব্বার বলিল, “হে বণিক! তুমি যেমন আমাকে প্রতারণা করিতেছ জগদীশ্বর তেমনি ইহার বিচার করিবেন। এক্ষণে আইস উভয়ে কাজির নিকটে গমন করি, দেখি তিনি এ বিষয়ের কি মীমাংসা করিয়া দেন।”

এই কথা বলিয়া উভয়েই বিচারপতির নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। আলী খাজা বলিল, “হে ধর্ম্মাবতার! এ ব্যক্তি প্রতারণা করিয়া আমার জলপাইর কলস হইতে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা আত্মসাৎ করিয়াছে।” তাহাতে কাজি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ বিষয়ে তোমার কোন সাক্ষী আছে?” আলী খাজা বলিল, “মহাশয়! পূর্ব্বে আমি ইঁহাকে আমার পরম বন্ধু বিবেচনা করিয়া কাহাকে কোন কথা না বলিয়া স্বর্ণ মুদ্রা পূর্ণ কলসটী ইঁহার নিকটে গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম।” বণিক্ শপথপূর্ব্বক কহিল, “উহার কলস মধ্যে যে কি ছিল, আমি তদ্বিষয়ের কিছুই জানি না, যেমন কলসটী আমার নিকটে রাখিয়া গিয়াছিল তেমনি সেটী লইয়া গিয়াছে।” বিচারপতি এই সমস্ত কথা শ্রবণানন্তর বণিক্‌কে নির্দ্দোষী ভাবিয়া অভিযোগ হইতে নিষ্কৃতি দিলেন। তখন আলী খাজা মহা দুঃখিত হইয়া বলিল, “আমার প্রতি অবিচার হইল, আমি মহারাজ হারুণ অলরশীদের নিকট পুনর্ব্বার অভিযোগ করিব।” যাহা হউক, তখন বণিক্ জয় লাভে মহানন্দিত হইয়া স্বালয়ে গমন করিল।

এ দিকে আলী খাজা গৃহে আসিয়া একখান আবেদন পত্র লিখিয়া তাহা হস্তে করিয়া রাজসভায় গিয়া দণ্ডায়মান রহিল। আবেদন পত্র গ্রহণার্থ যে এক জন কিঙ্কর সর্ব্বদা রাজার নিকটে উপস্থিত থাকিত সে আলী খাজার হস্ত হইতে আবেদন পত্র খানি লইয়া ভূপতিকে প্রদান করিল, এবং ক্ষণকাল পরে পুনর্ব্বার রাজার নিকট হইতে আসিয়া

তাহাকে কহিল, "মহারাজ কল্য তোমার আবেদন পত্র শ্রবণ করি৷ অতএব তুমি কল্য রাজসভায় উপস্থিত থাকিও।"

সেই দিবস সন্ধ্যার সময়ে ভূপতি আপনার প্রধান মন্ত্রীকে সমভিব্যাহারে লইয়া ছদ্ম-বেশে নগর ভ্রমণ করিতে করিতে কিয়দ্দূর গি৷ দেখিলেন, পথিমধ্যে কয়েকটী বালক ক্রীড়া করিতেছে। রাজা তদ্দর্শনাৎ সাতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া এক স্থানে উপবেশন করিলেন। তিনি দেখিলেন তন্মধ্য হইতে একজন বালক তাহার সঙ্গিগণকে বলিল "আইস ভাই! আজ বিচারপতির কার্য্য করা যাউক আমি কাজি হইলাম, তোমরা যে বণিক্ আলী খাজার স্বর্ণমুদ্রা অপহরণ করিয়াছে একজন বালককে সেই বণিক সাজাইয়া আমার নিকটে আনয়ন কর, আমি তাহার বিচার করিব।" এই কথা শুনিবামাত্র ভূপতির আলী খাজার আবেদনপত্র স্মরণ হইল, অতএব তিনি এই ক্রীড়া দর্শনে বিশেষ যত্নশীল হইলেন।

যে বালক বিচারপতি হইয়া বসিয়াছিল তৎসম্মুখে এক বালক আলী খাজা এবং অপর আর এক বালক বণিক হইয়া উপস্থিত হইল। ঐ দুই বালক সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, বিচারপতি বালক আলী খাজা স্বরূপ বালককে কহিল, "বণিকের বিরুদ্ধে তোমার কি অভিযোগ আছে ব্যক্ত কর।" ইহা শুনিয়া আলীখাজাবেশী বালক কহিল, "আমি একটী কলস মধ্যে এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা রাখিয়া তদুপরি কতকগুলি জলপাই আচ্ছাদন দিয়া ঐ কলসটী এই বণিকের স্থানে গচ্ছিত করিয়াছিলাম, কিন্তু বণিক আমার স্বর্ণমুদ্রা গুলি অপহরণ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে তন্মধ্যে আর কতক গুলা জলপাই পূরিয়া ঐ কলসটী আমাকে প্রদান করিয়াছে। "এক্ষণে সুবিচার প[illegible]
গুলি প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহা করুন।" বিচারপতির বেশধারী বালক এই কথা শুনিয়া বণিক বেশধারী বালককে জিজ্ঞাসা করিল, "আলী খাজা তোমার নিকটে যে স্বর্ণ মুদ্রা গুলি রাখিয়াছিল তুমি কি নিমিত্ত তাহা প্রত্যর্পণ কর নাই?" বণিকরূপী বালক শপথপূর্ব্বক বলিল, "আমি স্বর্ণমুদ্রার কিছুই জানি না, ও ব্যক্তি আমার নিকটে এক কলস জলপাই রাখিয়াছিল আমি তাহা প্রত্যর্পণ করিয়াছি।" তখন বিচারপতি বালক বলিল, "আমি জলপাইর কলস দেখিতে চাহি শীঘ্র আনয়ন কর।" এই কথা শুনিবামাত্র যে বালক আলী খাজার বেশ ধারণ করিয়াছিল, সে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে স্থানান্তরে গমন করিল, এবং একটা কলস আনয়নপূর্ব্বক বিচারপতি বালকের সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "হে ধর্ম্মাবতার! আমি এই কলসমধ্যেই স্বর্ণমুদ্রা এবং জলপাই পূরিয়া বণিকের নিকটে রাখিয়া গিয়াছিলাম।" তদনন্তর বিচারপতি বালক বণিক বালককে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আলী খাজা কি তোমার নিকট এই কলস রাখিয়া গিয়াছিল?" তাহাতে বণিক্রূপী বালক

"হাঁ ধর্ম্মাবতার।" তখন বিচারপতি বেশধারী বালক কলসীর হইতে একটী জলপাই লইয়া তদাস্বাদন গ্রহণপূর্ব্বক বলিল, "সাত বৎসরের জলপাই কখনই এরূপ সুস্বাদু হইতে পারে না, অতএব ব্যবসায়ীদিগকে আনাইয়া ইহার পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।" এই কথা শুনিবামাত্র আর দুই জন বালক তৎক্ষণাৎ জলপাই ব্যবসায়ীর বেশধারণপূর্ব্বক আসিয়া উপস্থিত হইলে, বিচারপতি তাহাদিগকে বলিল, "তোমরা সর্ব্বদা জলপাই ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাক, অতএব বল দেখি, এ জলপাই গুলি কত দিনের হইতে পারে?" তখন ঐ বালকদ্বয় জলপাইর স্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক কহিল, "এই জলপাই গুলি যে এই বৎসরের তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।" ইহা শুনিয়া বিচারপতি বালক কহিল, "এ বণিক্ বড় প্রতারক, অতএব ইহাকে ফাঁসী দাও।" এই আজ্ঞা শুনিবামাত্র আর আর সমস্ত বালক বণিকবেশী বালকের হস্ত ধারণপূর্ব্বক তথা হইতে লইয়া গেল।

ভূপতি বালকগণের এই অদ্ভুত ক্রীড়া দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হই মন্ত্রীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "মন্ত্রিবর! তুমি এই বাটীর নিদ করিয়া রাখ, কল্য ঐ বিচারপতি বালকটীকে রাজসভায় লইয়া যাই হইবে।" এই কথা বলিয়া মহীপাল স্বালয়ে গমন করিলেন।

পর দিন নিরূপিত সময়ে মন্ত্রী ঐ বালকটীকে সঙ্গে লইয়া র ভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভূপতি ঐ বালকটীকে সিংহাস পরি আপন পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া আলী খাজা এবং ব আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। তাহারা রাজসভায় উপস্থিত সিংহাসনের সম্মুখে

ইয়া

দণ্ডায়মান হইলে,

[illegible] প্রাণপাত [illegible] বিচার করিবে, অতএব তোমাদের যাহা যাহা বক্তব্য আছে ইহার নিকটে ব্যক্ত কর।" ইহা শুনিয়া আলী খাজা এবং বণিক্ আপন আপন সমস্ত কথা জানাইয়া পরস্পর বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইল দেখিয়া, ঐ বালক কহিল, "তোমাদের আর বিবাদে প্রয়োজন নাই, জলপাইর কলসটী এখানে আনয়ন কর, তাহা হইলেই, সকল বিষয়ের মীমাংসা হইবে।" এই কথা শুনিবামাত্র আলী খাজা তৎক্ষণাৎ সেই জলপাইর কলসটী আনিয়া উপস্থিত করিল। বালক পূর্ব্বের ন্যায় কলস হইতে একটা জলপাই মুখে ফেলিয়া দিয়া তাহার স্বাদ গ্রহণকরণানন্তর জলপাই ব্যবসায়ীদিগকে ডাকিতে বলিল। তাহারাও রাজসভায় আগমনপূর্ব্বক জলপাইগুলি পরীক্ষা করিয়া বলিল, "এই জলপাই এই বৎসরের বটে।" তাহাতে বণিকের অপরাধ স্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হইল। তখন ঐ বালকটী ভূপতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "মহারাজ! গত রাত্রিতে আমি যদিও ক্রীড়াচ্ছলে অপরাধীর প্রতি দণ্ড বিধান করিয়াছিলাম, তথাপি এক্ষণে দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারি না, যে

।, "হাঁ ধর্ম্মাবতার।" তখন বিচারপতি বেশধারী বালক কলসীর হইতে একটী জলপাই লইয়া তদাস্বাদন গ্রহণপূর্ব্বক বলিল, "সাত সরের জলপাই কখনই এরূপ সুস্বাদু হইতে পারে না, অতএব ব্যবসায়ীদিগকে আনাইয়া ইহার পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।" এই কথা শুনিবা মাত্র আর দুই জন বালক তৎক্ষণাৎ জলপাই ব্যবসায়ীর বেশধারণপূর্ব্বক আসিয়া উপস্থিত হইলে, বিচারপতি তাহাদিগকে বলিল, "তোমরা সর্ব্বদা জলপাই ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাক, অতএব বল দেখি, এ জলপাই গুলি কত দিনের হইতে পারে?" তখন ঐ বালকদ্বয় জলপাইর স্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক কহিল, "এই জলপাই গুলি যে এই বৎসরের তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।" ইহা শুনিয়া বিচারপতি বালক কহিল, "এ বণিক্ বড় প্রতারক, অতএব ইহাকে ফাঁসী দাও।" এই আজ্ঞা শুনিবামাত্র আর আর সমস্ত বালক বণিকবেশী বালকের হস্ত ধারণপূর্ব্বক তথা হইতে লইয়া গেল।

ভূপতি বালকগণের এই অদ্ভুত ক্রীড়া দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হই মন্ত্রীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "মন্ত্রিবর! তুমি এই বাটীর নিদ করিয়া রাখ, কল্য ঐ বিচারপতি বালকটীকে রাজসভায় লইয়া যা হইবে।" এই কথা বলিয়া মহীপাল স্বালয়ে গমন করিলেন।

পর দিন নিরূপিত সময়ে মন্ত্রী ঐ বালকটীকে সঙ্গে লইয়া র ভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভূপতি ঐ বালকটীকে সিংহা পরি আপন পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া আলী খাজা এবং ব আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। তাহারা রাজসভায় উপস্থিত হইয়া ... সিংহাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, ... কই প্রাণিপাত ... বিচার করিবে, অতএব তোমাদের যাহা যাহা বক্তব্য আছে ইহার নিকটে ব্যক্ত কর।" ইহা শুনিয়া আলী খাজা এবং বণিক্ আপন আপন সমস্ত কথা জানাইয়া পরস্পর বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইল দেখিয়া, ঐ বালক কহিল, "তোমাদের আর বিবাদে প্রয়োজন নাই, জলপাইর কলসটী এখানে আনয়ন কর, তাহা হইলেই সকল বিষয়ের মীমাংসা হইবে।" এই কথা শুনিবামাত্র আলী খাজা তৎক্ষণাৎ সেই জলপাইর কলসটী আনিয়া উপস্থিত করিল। বালক পূর্ব্বের ন্যায় কলস হইতে একটী জলপাই মুখে ফেলিয়া দিয়া তাহার স্বাদ গ্রহণকরণানন্তর জলপাই ব্যবসায়ীদিগকে ডাকিতে বলিল। তাহারাও রাজসভায় আগমনপূর্ব্বক জলপাইগুলি পরীক্ষা করিয়া বলিল, "এই জলপাই এই বৎসরের বটে।" তাহাতে বণিকের অপরাধ স্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হইল। তখন ঐ বালকটী ভূপতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "মহারাজ! গত রাত্রিতে আমি যদিও ক্রীড়াচ্ছলে অপরাধীর প্রতি দণ্ড বিধান করিয়াছিলাম, তথাপি এক্ষণে দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারি না, যে

হেতু আপনিই দণ্ড বিধানের কর্ত্তা।" মহীপাল এইরূপে বণিকের অপরাধের স্পষ্ট প্রমাণ পাইয়া তখনি তাহাকে ফাঁসী দিতে আজ্ঞা করিলেন, এবং আলী খাজাকে তাহার অপহৃত সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করাইলেন। তৎপরে ঐ বালকের প্রতি মহা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে এক শত স্বর্ণ মুদ্রা পারিতোষিক দিয়া তথা হইতে বিদায় করিলেন।

কলের ময়ূর ঘোটক প্রভৃতি।

অত্যাশ্চর্য্য ঘোটকের কথা।

পূর্ব্বকালে নব বর্ষোপলক্ষে পারস্থ দেশের সর্ব্বত্র মহা আনন্দোৎসবের প্রথা প্রচলিত ছিল। তৎকালে সিরাজ নগর পারস্থ দেশের রাজধানী ছিল। প্রতি বর্ষের প্রথম দিবসে সিরাজ রাজধানীতে আমোদ প্রমোদের সীমা থাকিত না। ঐ দিবসে পারস্থাধীশ্বর শিল্প বিদ্যার উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ যে ব্যক্তি কোন নূতন বিষয় রচনা করিয়া রাজসভায় আনয়ন করিত, তাহাকে তদুপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিতেন। সুতরাং

সেই বিষয়ে নানা দেশীয় শিল্পকরগণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইত, এবং কৌতুক দর্শনার্থ রাজসভায় লোকে লোকারণ্য হইত।

এক বৎসর ঐ পর্ব্ব উপলক্ষে বহু সংখ্যক লোক কলের ময়ূর, করিণ এবং অশ্বপ্রভৃতি নানাবিধ জন্তু আনয়নপূর্ব্বক ভূপতির মনোরঞ্জন করিয়া যথোচিত পুরস্কার গ্রহণপূর্ব্বক রাজবাটী হইতে বিদায় হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে এক জন ভারতবর্ষবাসী শিল্পকর এক কৃত্রিম অশ্ব লইয়া রাজসমক্ষে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিল "মহারাজ! অদ্য আপনি যে সমস্ত আশ্চর্য্য২ব্যাপার দর্শন করিয়াছেন একবার আমার এই অশ্বটীর যে অদ্ভুত গুণ আছে তাহা দেখিলে তৎসমুদায় আপনকার নিকটে অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীতি হইবে।" ইহা শুনিয়া, মহীপাল সেই অশ্বটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "কৈ আমিত এই কৃত্রিম ঘোটকের এমন কোন গুণ দেখিতে পাইতেছি না যাহার জন্য ইহার প্রশংসা করা যাইতে পারে।" ভারতবর্ষীয় শিল্পী কহিল, "মহারাজ! এই ঘোটকটীর বাহ্যাকৃতি দেখিলে ইহার যে কোন গুণ আছে তাহা বুঝিতে পারা যায় না সত্য বটে, কিন্তু এই অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া এই পৃথিবীর যে স্থানে যাইতে ইচ্ছা করিবেন, অতি অল্প ক্ষণের মধ্যেই শূন্য দিয়া তথায় গিয়া উপস্থিত হইবেন, অতএব ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে?" পারস্যাধিপতি এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া তাহার পরীক্ষা প্রদর্শনার্থ শিল্পকরের প্রতি আজ্ঞা করিলেন। আজ্ঞা মাত্র ঐ অশ্বস্বামী তদশ্বে আরোহণপূর্ব্বক রাজাকে কহিল "মহারাজ! কোথায় যাইতে হইবে অনুমতি করুন।" ভূপাল কহিলেন, "ঐ যে বহু দূরে একটী পর্ব্বত দৃষ্ট হইতেছে তুমি তদুপরি গমন করত তত্রত্য তালবৃক্ষের কয়েকটী পত্র লইয়া আইস।" এই আজ্ঞা প্রাপ্ত মাত্র ভারতবর্ষীয় শিল্পী ঐ কৃত্রিম ঘোটকের কর্ণ দ্বয়ের মধ্যে একটী কর্ণ মর্দ্দন করিল, তাহাতে ঐ তুরঙ্গম এমনি বেগে ঊর্দ্ধে উঠিয়া গেল যে, ক্ষণ কালের মধ্যেই সকলের অদৃশ্য হইয়া পড়িল। তদ্দর্শনে সকলেই সাতিশয় বিস্মিত হইয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যেই পুনর্ব্বার সেই ব্যক্তি তালপত্র লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাতে সাবল্লোকেই তাহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

পারস্যাধিপতি তুরঙ্গমের এই অত্যাশ্চর্য্য গুণ দর্শনে সাতিশয় বিমোহিত হইয়া ভারতবর্ষীয় শিল্পীকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি এই অশ্বটী বিক্রয় করিবে?" ভারতবর্ষীয় কহিল, "মহারাজ! আমি যে ব্যক্তির নিকট হইতে এই অশ্বটী প্রাপ্ত হইয়াছি তাঁহার নিকটে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, "আমি কস্মিন্‌কালে এই ঘোটকটী অপর কাহাকে বিক্রয় করিব না।" অতএব আমি মহারাজের নিকট মূল্য গ্রহণ

পূর্ব্বক এই অশ্বটী বিক্রয় করিতে পারিব না। তবে যদি আপনি এক-দ্বিনিময়ে আমার সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দিতে স্বীকৃত হয়েন, তাহা হইলে, আমি মহারাজের সম্মান রক্ষার্থ এই ঘোটকটী আপনাকে প্রদান করিতে পারি।" ভারতবর্ষীয়ের এই অসীমসাহসীক কথা শুনিবা-মাত্র সভাস্থ সমস্ত লোক উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল। ভূপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র ফিরোজ সাহাও তৎপ্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু মহীপাল তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিবেন কি না মনে মনে সেই বিষয় আন্দোলন করিতেছেন দেখিয়া স্পষ্টরূপে কিছু বলিতে না পারিয়া কেবল এই মাত্র বলিলেন," হে পিতঃ! যাহাতে আপনার এবং আপন বংশাবলীর গৌরব নাশ হইবার সম্ভাবনা এমন বিষয়ে কদাচ হস্তক্ষেপ করিবেন না।" ভূপতি পুত্রের প্রমুখাৎ এই কথা শুনিয়া কহিলেন, " হে তনয়! যাহাতে রাজবংশের কোন কলঙ্ক হইতে পারে এমন কার্য্য করা কোন ক্রমে কর্ত্তব্য নহে সত্য বটে, কিন্তু যদি অন্য কোন রাজা ঐ অশ্বের গুণ অবগত হইয়া অশ্ব স্বামীর সহিত স্বীয় তনয়ার বিবাহ দিয়া ঘোটকটী হস্তগত করে, তাহা হইলেও তো আমাকে তদপেক্ষা অনেক হীন হইয়া থাকিতে হইবে। সে যাহা হউক, তুমি প্রথমতঃ স্বয়ং উহার গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখ, তৎপরে অশ্ব-স্বামীকে ধনলোভ প্রদর্শনপূর্ব্বক উহা লইবার চেষ্টা করা যাইবে "

ভারতবর্ষীয় শিল্পকর বুঝিতে পারিল যে, ভূপতি তাহার প্রস্তাবে নিতান্ত অসম্মত নহেন, কেবল এক মাত্র রাজপুত্রই ইহাতে প্রতিবাদী আছেন, অতএব যে কোনপ্রকারে রাজনন্দনকে তুষ্ট করিতে পারিলেই কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারিবে, ইহা বিবেচনা করিয়া সাধ্যানুসারে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

অনন্তর যুবরাজ পিতৃবাক্য শ্রবণে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরো-হণপূর্ব্বক কি প্রকারে যে অশ্বটীকে চালাইতে হয়, কি প্রকারে যে থামাইতে হয়, এবং কি প্রকারেই বা উহাকে নীচে অবতরণ করাইতে হয়, অশ্ব স্বামীর নিকট হইতে তদ্বিষয়ের কিছু মাত্র উপদেশ গ্রহণ না করিয়া, কেবল ঊর্দ্ধে উঠিবার সময় তাহাকে ঘোটকের যে কর্ণটী মর্দ্দন করিতে দেখিয়াছিলেন, আপনিও সেই কর্ণটী মর্দ্দন করিলেন। তাহাতে ঘোটকটী তৎক্ষণাৎ রাজপুত্রকে লইয়া একবারে এত ঊর্দ্ধে উঠিয়া গেল যে, ক্ষণ কালের মধ্যেই তিনি একবারে সকলের অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন।

ভারতবর্ষীয় শিল্পকর এই ব্যাপার দৃষ্টে রাজকুমারের বিপদাশঙ্কায়-সাতিশয় ব্যাকুলচিত্ত হইয়া ভূপতির পদতলে নিপতিত হইয়া বলিল, " হে রাজন্! আপনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন রাজপুত্র অশ্বচালনার বিষয়ে কোন উপদেশ গ্রহণ না করিয়া উদ্ধত ভাবে স্বয়ং চলিয়া গেলেন। অতএব যদি তাঁহার কোন বিপদ্ ঘটে, তাহা হইলে, আমার উপর কোন

দোষারোপ করিতে পারিবেন না, যেহেতু রাজপুত্র আমার কোন উপদেশ গ্রহণ না করিয়াই চলিয়া গিয়াছেন।" পারস্যাধিপতি ভারতবর্ষীয়ের প্রমুখাৎ এই কথা শুনিবামাত্র রাজপুত্র যে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছেন মনে মনে ইহা বুঝিতে পারিয়া, সে যে শীঘ্র শীঘ্র কেন তাঁহাকে অবতরণের কোন উপায় বলিয়া দেয় নাই তজ্জন্য তাহাকে বিস্তর তিরস্কার করিতে লাগিলেন। শিল্পকর কহিল, "মহারাজ! আপনিত স্বচক্ষে দেখিলেন, যুবরাজ যে প্রকার দ্রুতগমনে চলিয়া গেলেন আমি তাঁহাকে কোন কথা বলিবার সুযোগ পাইলাম না। অতএব এ বিষয়ে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। এবং রাজপুত্র স্বীয় বুদ্ধি কৌশলে ঐ অশ্বের অপর কর্ণটী মর্দ্দন করিলেও করিতে পারেন, তাহা হইলেই তিনি অনায়াসে নীচে নামিয়া আসিতে পারিবেন, অতএব আপনি তজ্জন্য এতাদৃশ কাতর হইবেন না।" পারস্যাধিপতি বলিলেন, "এক্ষণে তোমার কোন কথাতেই আমি বিশ্বাস করিতে পারি না যদিস্যাৎ যুবরাজ তিন দিবসের মধ্যে নিরাপদে গৃহে প্রত্যাগমন না করেন অথবা তিনি যে জীবিত আছেন তাহারও কোন সঠীক সমাচার প্রাপ্ত হওয়া না যায় তাহা হইলে নিঃসন্দেহ তোমার প্রাণদণ্ড করাইব।" ইহা বলিয়া মহীপাল তৎক্ষণাৎ স্বীয় কর্ম্মচারিগণকে ডাকিয়া তাহাকে কারারুদ্ধ করিবার আজ্ঞা দিয়া আপনি দুঃখিতান্তঃকরণে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এ দিকে রাজকুমার অতি অল্প ক্ষণের মধ্যেই এতাদৃশ ঊর্দ্ধে উঠিলেন যে, ভূমণ্ডলস্থ কোনপদার্থই আর দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি ভূতলে অবতরণ করিবার মানসে অশ্বকর্ণটী বারম্বার ঘুরাইতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে তুরঙ্গম নীচে না নামিয়া আরো ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল দেখিয়া, ভূপালতনয় যদিও, "অগ্রে অবতরণের কৌশল জ্ঞাত হইয়া না আসায় কি অবিবেচনার কার্য্যই হইয়াছে।" মনে মনে ইহা চিন্তা করিয়া সাতিশয় অনুতাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন মতেই ভীত হইলেন না। পরে বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা অশ্বটীর অপর একটী কর্ণ দেখিতে পাইয়া তাহা ঘুরাইবামাত্র অশ্বটী ক্রমশঃ ধীরে ধীরে নিম্নে নামিতে লাগিল। কিন্তু তৎকালে সন্ধ্যা হইয়াছিল বলিয়া রাজপুত্র যে কোথায় যাইতেছেন তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না।

অনন্তর রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময়ে দেখিলেন যে, ঘোটকটী এক বৃহৎ অট্টালিকার ছাদের উপর অবতীর্ণ হইয়াছে। তখন তিনি একটী সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া সাহসপূর্ব্বক এক গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তথায় একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে এবং কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ নপুংসক শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। তদ্দৃষ্টে ঐ বাটী যে কোন ভূপতির হইবে, মনোমধ্যে ইহা বিলক্ষণরূপ বুঝিতে পারিয়া নিঃশব্দ-

পদসঞ্চারে ঐ গৃহটী অতিক্রমণ করিয়া তৎপার্শ্বস্থ অপর এক গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, তথায় অসংখ্য বাতি জ্বলিতেছে এবং এক খানি পর্য্যঙ্কোপরি অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্না পরম সুন্দরী এক কামিনী শয়ন করিয়া আছে এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ শয্যায় অপর অনেক রমণী সুখে নিদ্রা যাইতেছে। তদ্দৃষ্টে তিনি উঁহাদের মধ্যে যে কোন্টী রাজকন্যা এবং কোন্ গুলিই বা তাঁহার পরিচারিণী ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিলেন। তৎপরে যুবরাজ রাজনন্দিনীর শয্যার সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে একবারে বিমোহিত হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "হায়! এই চিত্তহারিণী যখন নয়ন উন্মীলন করিবেন, তখন আমাতে কি আর আমি থাকিব।"

অনন্তর রাজনন্দন নৃপনন্দিনীর পদতলের নিকটে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক আপন বক্ষঃস্থলোপরি স্থাপন করিলেন। তাহাতে রাজকুমারীর নিদ্রাভঙ্গ হইলে, তিনি যখন চক্ষুরুন্মীলনপূর্ব্বক দেখিলেন যে, তাঁহার পদতলে এক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর যুবা পুরুষ উপবিষ্ট রহিয়াছেন তখন আর তাঁহার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না।

রাজনন্দন তদ্দৃষ্টে বিনয়পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "হে পূজনীয়ে রাজকন্যে! আমাকে দেখিয়া ভীতা হইও না, আমি সামান্য লোক নহি, আমি পারস্য দেশীয় যুবরাজ. কোন অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দ্বারা অত্যল্প কাল মধ্যেই এ স্থানে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। গত কল্য প্রাতে আমি স্বীয় জনকের নিকটেই ছিলাম, এক্ষণে যে কোন্ দূর দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, তাহার কিছুই বলিতে পারি না। অতএব আপনার চরণে ধরিতেছি আমাকে আশ্রয় দিয়া আমার জীবন রক্ষা করুন।"

সেই রাজকুমারী বঙ্গদেশাধিপতির জ্যেষ্ঠা কন্যা। তাঁহার জনক তাঁহার অবস্থিতির জন্য সেই স্বতন্ত্র অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। তিনি আপন সঙ্গিনীগণ সমভিব্যাহারে তথায় বাস করিয়া থাকেন।

রাজবালা যুবরাজের এবম্প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণে তাঁহাকে আশ্রয় প্রদানপূর্ব্বক মিষ্ট বাক্যে বলিতে লাগিলেন, "হে নৃপনন্দন! তুমি কিছুমাত্র ভয় করিও না, আমাদের এই বঙ্গদেশবাসিগণের হৃদয়ে দয়া ধর্ম্মের কিছুমাত্র অসদ্ভাব নাই, আমিই যে তোমাকে আশ্রয় প্রদান করিলাম এমত নহে, তুমি এ দেশের অন্তর্গত যে স্থানে যাইবে সেই স্থানেই এতদ্রূপ আশ্রয় প্রাপ্ত হইবে তজ্জন্য বৃথা চিন্তা করিও না। এক্ষণে বল দেখি তুমি কি উপায়ে এত স্বল্প কাল মধ্যে পারস্য দেশ হইতে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে?" রাজপুত্র বলিলেন, "রাজনন্দিনি! এক্ষণে আমি অত্যন্ত ক্ষুধাতুর হইয়াছি, অতএব অগ্রে আমাকে কিঞ্চিৎ খাদ্য সামগ্রী আনিয়া দাও, তৎপরে আমার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত

বর্ণন করিব।" এই কথা শুনিবামাত্র রাজনন্দিনী কিঙ্করীগণকে ডাকিয়া কিঞ্চিৎ আহারের আয়োজন করিতে আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞামাত্র পরিচারিণীগণ যুবরাজকে অন্য এক গৃহে লইয়া গিয়া নানাবিধ সুস্বাদু দ্রব্য আহার করাইল এবং ভোজনান্তে তাঁহাকে অপর একটী সুসজ্জিত গৃহে শয়ন করাইয়া রাজনন্দিনীর নিকটে ফিরিয়া আসিল।

রাজদুহিতা যুবরাজের সৌন্দর্য্য দর্শনে এমনি অধৈর্য্য হইয়াছিলেন যে, সমস্ত রজনীর মধ্যে কোন মতেই নেত্র নিমীলন করিতে পারিলেন না। সঙ্গিনীগণ রাজনন্দিনীর এবম্প্রকার চিত্তচাঞ্চল্য দর্শনে সাতিশয় দুঃখিতা হইয়া তাঁহার নিকটে আগমনপূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "ঠাকুরাণি! আমরা বিবেচনা করি যদি বঙ্গেশ্বর এই যুবরাজের সহিত আপনার বিবাহ দেন, তাহা হইলে, পরম সুখের বিষয় হয়, যেহেতু ইঁহার ন্যায় রূপগুণসম্পন্ন রাজপুত্র এ অঞ্চলে আর নাই।" ইহা শুনিয়া রাজনন্দিনী আপন মনোগত ভাব গোপন রাখিয়া ইহার কোন প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া কেবল মৌন ভাবে বসিয়া রহিলেন।

পর দিবস অতি প্রত্যূষে রাজবালা শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যুবরাজ ফিরোজ সাহের মনোরঞ্জনার্থ উত্তমরূপ বেশ বিন্যাস করিয়া তাঁহার গৃহে গমন করত তদীয় অত্যাশ্চর্য্য বিবরণ শুনিতে চাহিলেন। ভূপালতনয় রাজকুমারীর অনুরোধে আদ্যোপান্ত সমস্ত আত্ম বিবরণ বর্ণন করত তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'রাজদুহিতে! তুমি আমার যে প্রকার উপকার করিলে তাহার প্রত্যুপকার স্বরূপ আমি তদীয় শুশ্রূষায় আত্ম জীবন সমর্পণ করিলাম।" নৃপনন্দিনী এই কথা শুনিবা মাত্র মনে মনে অত্যন্ত হর্ষযুক্ত হইয়া কহিলেন, "হে যুবরাজ! তোমার অত্যাশ্চর্য্য অশ্ব যে অন্য স্থানে না গিয়া আমার ভবনে অবতীর্ণ হইয়াছে ইহা আমার পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে।"

এই প্রকারে বহুবিধ কথোপকথনের পর উভয়ে একত্র তাঁহার কমির উদ্যানের নিকটবর্ত্তী এক গৃহে গিয়া উপবেশন করিলেন। তখন যুবরাজ ফিরোজ সাহ রাজ-নন্দিনীর ঐ অট্টালিকার বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাহাতে রাজকুমারী কহিলেন, "আমার পিতার যে অট্টালিকা আছে তাহা ইহা অপেক্ষা সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট, তাঁহার সহিত যখন সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন তখন তাহা দেখিতে পাইবেন।" ফিরোজ সাহ রাজনন্দিনীর মুখাৎ এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "আমি এ বেশে কি প্রকারে তোমার জনকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব?" রাজনন্দিনী বলিলেন, "তজ্জন্য কিছু মাত্র চিন্তা করিও না, আমি তাহার সমস্ত আয়োজন করিয়া দিব।" বঙ্গদেশাধিপতির সহিত সাক্ষাৎ জন্য রাজনন্দিনীর অতীব আকিঞ্চন দৃষ্টে যুবরাজ বলিলেন, "রাজনন্দিনি! এক্ষণে আমার রাজভবনে গমন করা হইবে না, যেহেতু আমার

পিতা পারস্যাধীশ্বর আমার অদর্শনে যে সাতিশয় কষ্ট পাইতেছেন তাহার আর সন্দেহ নাই, অতএব আমাকে অগ্রে স্বদেশে যাইতে অনুমতি কর, আর যদি তুমি আমাকে বাস্তবিক বিবাহ করিতে অভিলাষিণী হইয়া থাক, তাহা হইলে, আমি পারস্য দেশে গমন করিলেও তোমার মনস্কামনা সিদ্ধির কোন ব্যাঘাত জন্মিবে না। যেহেতু আমার পিতাকে তোমার এবম্প্রকার সদ্ব্যবহারের কথা অবগত করিলে তিনি যে তৎক্ষণাৎ সন্তুষ্টচিত্তে এ বিষয়ে সম্মতি প্রদানপূর্ব্বক আমাকে বঙ্গ দেশে আসিতে অনুমতি দিবেন তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।' ফিরোজ সাহের এবম্প্রকার প্রবোধ বাক্য শ্রবণেও রাজকুমারীর সন্দেহ দূর হইল না. তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "রাজনন্দন এ স্থান হইতে গমন করিলে পর যদি আমার অদর্শনে এই সমস্ত কথা বিস্মৃত হইয়া যান তাহা হইলে আমার সমুদায় আশা ভরসা এক কালে বিফল হইয়া যাইবে।" রাজনন্দিনী মনে মনে ইহা চিন্তা করিয়া যাহাতে যুবরাজ শীঘ্র শীঘ্র স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে না পারেন, সাধ্যানুসারে তদ্বিষয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন নৃপনন্দন যদিও পারস্য দেশে যাইবার জন্য সাতিশয় ব্যগ্রচিত্ত হইয়াছিলেন, তথাপি রাজকুমারীর সম্মতি গ্রহণ ব্যতীত স্বেচ্ছানুসারে গমন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য বিবেচনায় বহু দিবস পর্য্যন্ত স্বদেশে যাইতে পারিলেন না।

এই প্রকারে প্রায় দুই মাস অতীত হইলে পর এক দিন ফিরোজ সাহ পিতৃ সন্দর্শনার্থ সাতিশয় ব্যাকুলচিত্ত হইয়া কহিলেন, 'হে রাজনন্দিনি! আমি এখানে আর ক্ষণমাত্র অবস্থিতি করিতে পারি না, যদি তুমি একান্তই আমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া থাক, এবং অল্প কালের জন্যও যদি আমার বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পার তবে আমার সঙ্গেই পারস্যদেশে চল। তাহা হইলে আমি পিতার নিকটে সমস্ত বিষয় ব্যক্ত করিয়া তাঁহার সম্মতি গ্রহণপূর্ব্বক অনায়াসেই তোমার পাণি গ্রহণ করিতে পারিব। আর যদি আমি এখানে থাকিয়া তোমার অনুরোধ ক্রমে তোমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই, এবং তিনি যদি আমাদের বিবাহে সম্মতি প্রদান না করেন তাহা হইলে কি হইবে বল দেখি?" নৃপনন্দিনী যুবরাজের প্রতি এমনি প্রেমাসক্তা হইয়াছিলেন যে, তাঁহার এই কয়েকটী কথা শুনিয়াই তৎসঙ্গে পারস্য দেশে যাইতে অঙ্গীকার করিলেন।

অনন্তর পর দিবস অতি প্রত্যূষে যখন দাসদাসীগণ সকলেই নিদ্রা যাইতেছে, এমন সময়ে তাঁহারা যখন উভয়েই ছাদের উপর গিয়া কৃত্রিম অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং নৃপনন্দন যখন অতি সাবধানে রাজকুমারীকে ধরিয়া অশ্বের কর্ণ ঘুরাইতে লাগিলেন, তখন বঙ্গদেশাধিপতি এবং তাঁহার মহিষী আপনাদিগের ছাদের উপর পাদচারণ

রাজা এবং রাণী আপনাদিগের কন্যাকে উর্দ্ধে উঠিয়া যাইতে দেখিয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

করিতে করিতে এই ব্যাপার দর্শনে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া করযোড়ে কেবল উর্দ্ধ মুখে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহারা অতি অল্প ক্ষণের মধ্যেই পারস্য রাজধানীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। কিন্তু তৎকালে রাজপুত্র একবারে রাজপ্রাসাদে গমন না করিয়া কিয়ৎকাল আপন নাট্য মন্দিরে গিয়া বিশ্রাম করিলেন। তদনন্তর রাজকুমারীকে তথায় রাখিয়া তাঁহার তত্ত্বাবধানের জন্য কয়েক জন ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া দিয়া আপনি অপর একটা অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক রাজসভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। ভূপাল তাঁহাকে দেখিবামাত্র আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহাকে আলিঙ্গন প্রদানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তুমি ভারতবর্ষীয় শিল্পকরের তুরঙ্গম কোথায় রাখিয়া আসিলে?"

ফিরোজ সাহা পিতার প্রমুখাৎ এই কথা শুনিবামাত্র সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া আপনি যে প্রকার বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন এবং যে প্রকারে বঙ্গদেশাধিপের দুহিতার ভবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সাহায্যে সমস্ত কষ্ট হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন আদ্যোপান্ত তৎসমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন "হে পিতঃ। আমি সেই বঙ্গেশ্বরের দুহিতার পাণি গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহাকে সমভিব্যাহারে আনয়নপূর্ব্বক নাট্যশালায় রাখিয়া আসিয়াছি, এক্ষণে আপনি আমার বিবাহে সম্মতি প্রদান করিলেই তাঁহাকে রাজনিকেতনে আনিয়া সমুচিত অভ্যর্থনা

করিতে পারি।" পুত্রপ্রমুখাৎ এই কথা শুনিবামাত্র ভূপতি বলিলেন, "হে বৎস! ঐ রাজকুমারী তোমার যে মহোপকার করিয়াছেন, তাহার পরিশোধার্থ আমি স্বয়ং নাট্যমন্দিরে গমন করিব, এবং তাঁহাকে রাজ-নিকেতনে আনয়নপূর্ব্বক অদ্যই তাঁহার সহিত তোমার বিবাহ দিব।"

অনন্তর ভূপতি সমস্ত নগর মধ্যে আনন্দোৎসব করিতে আজ্ঞা দিয়া সিংহাসনোপরি উপবেশনপূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় শিল্পকরকে কারাগার হইতে রাজসভায় আনিতে অনুমতি করিলেন। অশ্বস্বামী রাজসম্মুখে আনীত হইলে পর ভূপতি সাতিশয় ক্রোধপ্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, "ওরে নরাধম! আমি তোর প্রাণবধ করিব বলিয়া তোকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম, কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে আমার পুত্রকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছি। একণে তুই তোর ঘোটক লইয়া এ স্থান হইতে দূর হইয়া যা, আমি আর তোর মুখাবলোকন করিতে চাহি না।"

ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় শিল্পী কারাগারে থাকিয়াই শুনিয়াছিল যে, যুবরাজ ফিরোজ সাহা বঙ্গেশ্বরের দুহিতাকে সেই অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া রাজধানীতে আনয়নপূর্ব্বক স্বীয় নাট্যমন্দিরে রাখিয়া আসিয়াছেন। সে এই সুযোগে সর্ব্বাগ্রে ঐ নাট্যশালায় উপস্থিত হইয়া বাটী রক্ষককে গিয়া কহিল, "রাজসভাসদগণকে এবং সমস্ত নগরবাসীদিগকে কৌতুক প্রদর্শনার্থ বঙ্গীয় রাজকন্যাকে অশ্বারোহণে শূন্যমার্গ দিয়া রাজভবনে লইয়া যাইবার নিমিত্ত পারস্যাধীশ্বর আমাকে প্রেরণ করিলেন।" বাটী-রক্ষক তাহার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া তাহাকে রাজকন্যার নিকটে লইয়া গেল। নৃপনন্দিনী রাজনিকেতনে গমন করিবেন এই বিবেচনায় যেমন সেই অশ্বে আরোহণ করিলেন, ভারতবর্ষীয় অমনি তাড়াতাড়ি করিয়া তদারোহণপূর্ব্বক অশ্বটীর কর্ণ ঘুরাইয়া দিল, তাহাতে ঘোটকটী একেবারে বায়ুবেগে আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হইল। পরে সে ভূপতিকে এই ব্যাপার দেখাইবার জন্য রাজভবনের উপরিভাগ দিয়া অশ্ব চালাইয়া দিল।

ভূপতি নাট্যমন্দিরে যাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে ভারতবর্ষীয়কে শূন্যমার্গ দিয়া রাজকন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়া সাতিশয় দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এবং নগর মধ্যে যে আমোদ আহ্লাদ হইতেছিল তাহা স্থগিত রাখিতে আজ্ঞা দিলেন।

রাজপুত্র ফিরোজ সাহা এই ব্যাপার দর্শনে যে কি পর্য্যন্ত মনস্তাপ পাইলেন তাহা বর্ণনাতীত। তিনি তখন দুঃখে ক্রন্দন করিতে করিতে নাট্যশালায় গিয়া প্রবেশ করিলেন। বাটী-রক্ষক দূর হইতে তাঁহাকে দেখিবামাত্র দৌড়াইয়া গিয়া তাঁহার পদানত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। রাজপুত্র কহিলেন, "এ বিষয়ে তোমার কোন অপরাধ নাই,

আমার নিজের দোষেই এরূপ ঘটিয়াছে। তুমি অবিলম্বেই আমাকে এক প্রস্থ সন্ন্যাসীর পোষাক আনিয়া দাও এবং এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।"

ঐ ভবনের অনতিদূরেই সন্ন্যাসিগণের একটী আশ্রম ছিল এবং তাঁহাদিগের অধ্যক্ষের সহিত ঐ ব্যক্তির বিশেষ আলাপ ছিল সুতরাং সে তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট হইতে এক প্রস্থ উদাসীনের বস্ত্র চাহিয়া আনিয়া রাজপুত্রকে প্রদান করিল। রাজপুত্র সন্ধ্যাসমাগমে যোগীর বেশ ধারণপূর্ব্বক, "রাজনন্দিনীকে পুনঃ প্রাপ্ত না হইলে আর গৃহে প্রত্যাগমন করিব না," মনে মনে ইহা সঙ্কল্প করিয়া নাট্যশালা হইতে বহির্গত হইলেন।

এ দিকে ভারতবর্ষীয় শিল্পকর রাজকুমারীকে লইয়া কাশ্মীরের সন্নিকটস্থ এক অরণ্যে আসিয়া অবতীর্ণ হইল। পরে সাতিশয় ক্ষুধাপ্রযুক্ত রাজনন্দিনীকে একাকিনী ঐ স্থানে রাখিয়া আপনি আহারান্বেষণে গমন করিল তৎকালে রাজবালা ঐ দুষ্টের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার মানসে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু ক্ষুৎ পিপাসায় এমনি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কোন মতেই তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

অনন্তর ভারতবর্ষীয় শিল্পী অরণ্য মধ্য হইতে কিঞ্চিৎ ফলমূল আনয়নপূর্ব্বক ঐ স্থানে পুনরাগমন করত আপনি কিছু আহার করিল এবং রাজকুমারীকেও কিঞ্চিৎ খাইতে দিল। আহারান্তে সেই দুরাত্মা বলপূর্ব্বক রাজবালার সতীত্ব নাশের চেষ্টা করিলে রাজনন্দিনী স্বীয় সতীত্ব রক্ষার্থ প্রাণ পণে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। এমন সময়ে সৌভাগ্যক্রমে কাশ্মীরাধিপতি কতকগুলি সৈন্য সামন্ত লইয়া মৃগয়া করণানন্তর গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তিনি ঐ রাজকন্যার এবম্প্রকার কাতরতা দর্শনে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ভারতবর্ষীয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে, এবং কি জন্যই বা এই রমণীর প্রতি এতাদৃশ নিষ্ঠুরতাচরণ করিতেছ?" ভারতবর্ষীয় বলিল, "এ রমণী আমার বনিতা, মহারাজ! আমাদের স্ত্রী পুরুষের বিবাদে আপনাদের হস্তক্ষেপ করা কোন প্রকারেই উচিত নহে।" ভারতবর্ষীয়ের প্রমুখাৎ এই কথা শুনিবামাত্র রাজনন্দিনী উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "মহাশয়! এ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী ইহার কথায় কদাচ বিশ্বাস করিবেন না, আপনি আমাকে রক্ষা করুন। পারস্যদেশের যুবরাজ ফিরোজ সাহের সহিত আমার বিবাহের উদ্যোগ হইতেছিল ইতিমধ্যে ঐ মায়াবী আমাকে এই মায়াময় অশ্বে আরোহণ করাইয়া হরণ করিয়া আনিয়াছে।" কাশ্মীরাধীশ্বর রাজকন্যার প্রমুখাৎ এই সমস্ত কথা শুনিবামাত্র তাঁহার বাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ মায়াবীর মস্তকচ্ছেদন করিতে আজ্ঞা দিলেন। ঘাতক পুরুষ অবিলম্বেই রাজাদেশ পালন করিল।

রাজকুমারী এই প্রকারে ভারতবর্ষীয় মায়াবীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াও একেবারে নিরাপদ হইতে পারিলেন না। কাশ্মীরাধিপতি তাঁহাকে রাজভবনে লইয়া গিয়া আপন শয়ন মন্দিরের পার্শ্বস্থ এক গৃহে তাঁহার বাসস্থান নির্ণয় করিয়া দিয়া কতিপয় পরিচারিণীর উপর তাঁহার তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া কহিলেন, "হে ভূপালতনয়ে! তুমি অদ্য রাত্রিতে এই স্থানে বিশ্রাম কর, কল্য প্রাতে তোমার সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করা যাইবে।" এই কথা বলিয়া ভূপতি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পর দিবস প্রাতে কাশ্মীরাধিপ আমার সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, সুতরাং তিনি যে ভদ্রতা প্রকাশপূর্ব্বক আমাকে পারস্যাধিপরাজ্যের নিকটে প্রেরণ করিবেন, ইহা রাজকন্যা মনে মনে চিন্তা করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু তাহার অব্যবহিত পরেই, কাশ্মীরাধীশ্বর তৎপর দিবস তাঁহাকে বিবাহ করিবেন মনস্থ করিয়া সেই রাত্রিতেই নগরের সর্ব্বত্র আনন্দোৎসব করিবার আয়োজন করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন।

পর দিবস প্রাতে রাজকুমারীর নিদ্রা ভঙ্গ হইলে পর, কাশ্মীরাধিপ তৎসমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, "প্রিয়ে! অদ্য আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিব মনস্থ করিয়াছি, এবং তজ্জন্য সর্ব্বত্র মহা আনন্দোৎসব হইতেছে। অতএব ইহাতে তোমার মত কি?" ভূপালতনয়া এই কথা শুনিবামাত্র একেবারে জ্ঞানশূন্যা হইয়া ভূতলে পতিতা হইলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার পরিচারিণীগণ এবং স্বয়ং নৃপতি মহাভীত হইয়া বহুবিধ যত্ন সহকারে তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিলেন। রাজকুমারী এই প্রকারে চৈতন্য প্রাপ্ত হইলে পর, "স্বীয় সতীত্ব রক্ষার্থ উন্মাদিনীর বেশ ধারণ না করিলে আর উপায়ান্তর নাই।" মনে মনে ইহা চিন্তা করিয়া পাগলিনীর বেশ ধারণপূর্ব্বক আলস্য ভাঙ্গিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ভূপতি তাঁহাকে যথার্থই উন্মত্তা বিবেচনা করিয়া কয়েক জন পরিচারিণীর হস্তে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া আপনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তদনন্তর মহীপাল তাঁহার রোগ শান্তি করণাভিপ্রায়ে শত শত চিকিৎসক আনয়ন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার রোগের উপশম হইল না। কবিরাজেরা রাজকুমারীর কপট উন্মত্ততা অবগত হইতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে তিনি এমনি ভয়ঙ্কররূপে চিকিৎসকদিগকে আক্রমণ করিতে যাইতেন যে, তাঁহাকে ঔষধ দেওয়া দূরে থাকুক কেহই সাহসপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে অগ্রসর হইতে পারিত না। তৎপরে ভূপতি দেশবিদেশে এই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, "যে কোন ব্যক্তি রাজদুহিতাকে আরোগ্য করিতে পারিবেন, তাঁহাকে যথেষ্ট পুরস্কারদানে সন্তুষ্ট করা যাইবে।"

রাজনন্দিনী উন্মত্তার বেশ ধারণপূর্ব্বক আলস্থ্য ত্যাগ করিয়াছেন।

যৎকালে নগর মধ্যে এই ঘোষণা প্রচার হয় তৎকালে যুবরাজ ফিরোজ সাহা বঙ্গীয় রাজকন্যার উদ্দেশে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করত নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া ঐ রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি এই সংবাদ শুনিবামাত্র সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ উদাসীনের বেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক কবিরাজের বেশ ধারণ করত কাশ্মীরেশ্বরের রাজসভার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ। আমি চিকিৎসা ব্যবসা করিয়া থাকি, রাজকন্যার পীড়ার কথা শুনিয়া তাঁহাকে আরোগ্য করিবার মানসে এস্থলে আগমন করিয়াছি। যদিও বহু সংখ্যক চিকিৎসক এবিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, তথাপি আমার এমত প্রত্যাশা হইতেছে যে, রাজকুমারীকে আরোগ্য করিয়া আপনকার প্রদত্ত পারিতোষিক গ্রহণে সমর্থ হইব।" ভূপতি এই কথা শুনিয়া মহা তুষ্ট হইয়া ঐ ছদ্মবেশী কবিরাজকে সমভিব্যাহারে লইয়া, রাজকন্যা যে গৃহে ছিলেন তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অপর একটী গৃহে তাঁহাকে রাখিয়া, তাহার গবাক্ষ উদ্ঘাটনপূর্ব্বক গুপ্তভাবে রাজনন্দিনীর প্রতি লক্ষ্য করিতে বলিয়া আসিলেন।

ফিরোজ সাহা দূর হইতে প্রিয়তমাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারি-

লেন, এবং কেবল তাঁহার বিচ্ছেদেই যে রাজকন্যা একপ কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়াছেন তাহাও বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু কি প্রকারে যে তাঁহাকে তথা হইতে উদ্ধার করিবেন কেবল সেই চিন্তাই তাঁহার বলবতী হইয়া উঠিল। তদনন্তর কাশ্মীরাধিপতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ! আমি এ রোগের প্রতীকার করিতে পারিব, কিন্তু একবার নির্জ্জনে উঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা আবশ্যক হইতেছে।" এই কথা শুনিবামাত্র ভূপতি পরিচারিণীগণকে ঐ গৃহের দ্বার মুক্ত করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিতে অনুমতি করিলেন, এবং আপনিও সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

তদনন্তর ফিরোজ সাহা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র রাজকন্যা প্রথমতঃ তাঁহাকে কবিরাজ বিবেচনা করিয়া বিকটাকার ধারণপূর্ব্বক কামড়াইতে গিয়াছিলেন.কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া মহানন্দিতা হইলেন। তখন রাজনন্দন ধীরে ধীরে তাঁহার সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে রাজকন্যা পারস্য দেশ হইতে আসিবার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল এবং যেপ্রকারে সেই মায়াবীর মৃত্যু হইয়াছিল আদ্যোপান্ত তৎসমুদায় বর্ণন করিলেন। যুবরাজ রাজনন্দিনীর প্রমুখাৎ এই সমস্ত কথা শুনিয়া তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভারতবর্ষীয় মায়াবীর মৃত্যু হইলে পর সেই কৃত্রিম ঘোটকটী কোথায় গেল?" বঙ্গেশ্বর দুহিতা কহিলেন, "সে বিষয়ের আমি কিছুই জ্ঞাত নহি.বোধ করি কাশ্মীরাধিপতি সেই অশ্বটী আপনার নিকটেই রাখিয়া থাকিবেন।"

যুবরাজ এই কথা শুনিবামাত্র নিশ্চয় বুঝিতে পারিলেন যে অশ্বটী ভূপতির নিকটেই আছে, কিন্তু কি উপায়ে যে ঘোটকটী হস্তগত করিবেন ক্ষণকাল মৌনভাবে তদ্বিষয় চিন্তাকরণানন্তর রাজকুমারীকে উত্তমরূপ বেশ বিন্যাস করিতে বলিয়া ভূপতির নিকটে গমন করত কহিলেন, "মহারাজ!আমি বিস্তর চেষ্টা করিয়া রাজকুমারীকে অনেক সুস্থ করিয়াছি,কিন্তু এপর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিতে পারি নাই, অতএব বলুন দেখি রাজকন্যা কিপ্রকারে কাশ্মীর রাজ্যে আগমন করিয়াছেন?" ভূপতি চিকিৎসকের প্রমুখাৎ এই কথা শুনিবামাত্র মহা সন্তুষ্ট হইয়া রাজকুমারী যে প্রকারে অশ্বারোহণপূর্ব্বক কাশ্মীর রাজ্যে আগমন করিয়াছিলেন, আদ্যোপান্ত তৎসমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, "আমি সেই অশ্বটীকে রাজভাণ্ডারে রাখিয়া দিতে অনুমতি করিয়াছি।"

ছদ্মবেশী কবিরাজ ভূপতির প্রমুখাৎ এই কথা শুনিবামাত্র কপটানন্দ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন," মহারাজ! একণে আমি আপনার নিকট হইতে এই সমস্ত সমাচার অবগত হইয়া নিশ্চয় বুঝিতে পারিলাম যে, রাজকন্যা মায়াময় অশ্বে আরোহণ করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া মায়ার প্রভাবে তাঁহার এই রোগের উৎপত্তি হইয়াছে। একণে আমি নিশ্চয়

বলিতেছি যে, আমার নিকটে যে এক প্রকার চূর্ণ দ্রব্য আছে তদ্দ্বারা অনায়াসেই রাজকন্যাকে আরোগ্য করিতে পারিব। অতএব আপনি লোক দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়া স্বীয় সভাসদ্গণ এবং অন্যান্য রাজকর্ম্মচারী ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে রাজবাটীর ঠিক সম্মুখে যে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ আছে তন্মধ্যে আনয়ন করুন, তৎপরে আপনি স্বয়ং রাজকন্যাকে নানাবিধ বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা করিয়া তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হউন, তদনন্তর ভৃত্যগণ দ্বারা সেই অশ্বটীকেও ঐ স্থানে আনাইয়া দিউন, আমি সকলকার সমক্ষে অগ্নিমধ্যে ঐ গুঁড়া নিক্ষেপ করত রাজকন্যাকে সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করাইব।"

তদনুসারে পরদিবস প্রাতে ভূপতি সমস্ত লোক জন এবং রাজকন্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া রাজবাটীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলে পর, ঐ চিকিৎসক এক জন কিঙ্কর দ্বারা ঐ অশ্বটী রাজবাটী হইতে আনয়ন করাইয়া নৃপনন্দিনীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "আপনি এই অশ্বটীতে আরোহণ করুন।" তদনুসারে রাজনন্দিনী তুরঙ্গম পৃষ্ঠে রীতিমত উপবেশনপূর্ব্বক স্বহস্তে অশ্বরজ্জু ধারণ করিলে পর, ছদ্মবেশী কবিরাজ ভৃত্যগণকে অশ্বের চতুষ্পার্শ্বে কতকগুলি অগ্নিপূর্ণ পাত্র সংস্থাপন করিতে বলিলেন। তদনন্তর ঐ অনল মধ্যে এক প্রকার চূর্ণ দ্রব্য নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে এমনি ধূম নির্গত হইতে লাগিল যে, তদ্দ্বারা চতুর্দ্দিক একবারে অন্ধকারময় হইয়া গেল, সুতরাং কেহই আর রাজকন্যা কিম্বা ঘোটকটীকে দেখিতে পাইলেন না।

ইত্যবসরে পারস্যযুবরাজ দুই তিন বার ঐ অশ্বটীর নিকট গমনাগমন করত সুযোগক্রমে তদুপরি আরোহণপূর্ব্বক অশ্বের দক্ষিণ কর্ণটী ঘুরাইয়া দিলেন। তাহাতে ঘোটকটী তৎক্ষণাৎ যুবরাজ এবং রাজকন্যাকে লইয়া বায়ুবেগে আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হইল। তখন যুবরাজ ফিরোজ সাহা চীৎকার স্বরে বারম্বার কেবল এই কথা বলিতে লাগিলেন, "হে কাশ্মীরাধিপতে! অদ্য হইতে যে রাজকন্যাগণ তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, অগ্রে তাঁহাদের সম্মতি গ্রহণ না করিয়া তাঁহাদিগকে বিবাহ করিতে অভিলাষী হইও না।" ভূপতি ও তৎসঙ্গিগণ এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া কেবল ঊর্দ্ধমুখে আকাশ পানে চাহিয়া রহিলেন।

এই প্রকারে পারস্যযুবরাজ বঙ্গীয় রাজকন্যাকে লইয়া স্বদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলে পর, পারস্যাধিপতি তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র মহা তুষ্ট হইয়া সেই দিবস হইতেই তাঁহাদিগের বিবাহোপলক্ষে সমস্ত নগরবাসীকে নৃত্য গীত এবং আমোদ আহ্লাদ করিতে অনুমতি করিলেন। তদনন্তর মহাসমারোহপূর্ব্বক তাঁহাদের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইলে

পর, পারস্যাধীশ্বর স্বীয় বৈবাহিককে এই সমাচার জ্ঞাত করিবার জন্য তাঁহার নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন। বঙ্গাধিপতিও দূত প্রমুখাৎ স্বীয় নিরুদ্দেশ দুহিতার এবম্প্রকার শুভ সংবাদ শ্রবণে সাতিশয় আনন্দিত হইয়া আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিলেন।

যুবরাজ আহাম্মদ এবং পরী বানুর কথা।

শাহারজাদী কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে এক ভূপতি রাজত্ব করিতেন। তিনি বহুকাল নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যশাসন করিলে পর, বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহার তিন পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠের নাম হোসেন, দ্বিতীয়ের নাম আলি এবং কনিষ্ঠের নাম আহাম্মদ। এতদ্ভিন্ন তাঁহার এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। তিনি নুরোন্নেহার নাম্নী এক পরমাসুন্দরী কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

নুরোন্নেহার অতি শৈশবকালে পিতৃহীনা হইয়াছিলেন বলিয়া, মহীপাল স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রী নুরোন্নেহারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে আপন পুত্রত্রয়ের সহিত বিদ্যা শিক্ষা করাইয়া ছিলেন। নুরোন্নেহার এমত রূপবতী, গুণবতী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন যে, তত্তুল্য রূপগুণসম্পন্না রমণী অন্য কোন রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করে নাই। কালক্রমে নুরোন্নেহার বিবাহের যোগ্যা হইলে, ভূপতি জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত তাঁহার বিবাহ দিবেন মনস্থ করিলেন, কিন্তু আপনার তিন পুত্রই ঐ রাজকুমারীর সমপ্রেমাকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন দেখিয়া তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত দিয়া তনয়ত্রয়কে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "হে বৎসগণ! তোমরা যখন তিন জনেই এক রমণীর পাণিগ্রহণে সাতিশয় অভিলাষী হইয়াছ, এবং শাস্ত্রানুসারে যখন এক রমণীর সহিত তিন জনের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে তখন তোমাদের মধ্যে এক জনকে ঐ কন্যা সম্প্রদান করিলে অপর দুই জন যে সাতিশয় দুঃখিত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই, অতএব তোমরা তিন জনেই নুরোন্নেহারকে বিবাহ করিবার আশা পরিত্যাগ কর।" ইহাতে তাঁহারা তিন জনেই অসম্মত হইলেন দেখিয়া, ভূপতি তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "হে বৎসগণ! তবে যদি তোমরা নিতান্তই বিবাহেচ্ছা পরিত্যাগ করিতে না পার, তাহা হইলে তোমাদের মধ্যে এক জনের সহিত রাজকন্যার বিবাহ দিলে যাহাতে তোমাদের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত না হয় তাহার এক পরামর্শ বলি শ্রবণ কর। তোমরা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন দেশে গমন কর, এবং প্রত্যাগমন কালে সকলেই এক একটী আশ্চর্য্য দ্রব্য লইয়া আসিবে, তন্মধ্যে যাহার দ্রব্যটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে আমি তাহাকেই এই কন্যা সম্প্রদান করিব। অতএব তোমরা তিন জনেই দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের অন্বেষণার্থ ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাত্রা কর, তাহার ব্যয়

নির্ব্বাহার্থ যে অর্থের আবশ্যক হয়, তাহা রাজভাণ্ডার হইতে লইয়া যাও।"

পর দিবস প্রাতঃকালে রাজনন্দনত্রয় বিবাহের অত্যুৎসুকতা প্রযুক্ত পিতৃবাক্যানুসারে বণিকের বেশ ধারণ করত প্রত্যেকেই এক এক জন বিশ্বস্ত ভৃত্য সঙ্গে লইয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক দূর দেশে যাত্রা করিলেন তাঁহারা সমস্ত দিবস তিন জনে একত্র গমন করিয়া সন্ধ্যাকালে এক পান্থশালার নিকটে আসিয়া উপনীত হইলেন। ঐ স্থান হইতে তিনটী পথ তিন দিকে গিয়াছিল। রাত্রিকালে তাঁহারা তিন ভ্রাতা ঐ পান্থনিবাসে বসিয়া একত্র আহার করিবার সময়ে এই পরামর্শ স্থির করিলেন যে, আমরা তিন জনে এক বৎসরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে গমন করিব তদনন্তর আপন আপন অদ্ভুত দ্রব্য লইয়া এই স্থানে আগমনপূর্ব্বক তিন জনে পুনরায় একত্রিত হইয়া পিতৃ সন্নিধানে গমন করিব। যদি কেহ অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হয়েন তিনি অপর দুই ভ্রাতার আগমন অপেক্ষায় এই পান্থশালায় অবস্থিতি করিয়া থাকিবেন। এই পরামর্শ স্থিরীকৃত হইলে, পর দিবস প্রত্যূষে তিন সহোদর পরস্পর আলিঙ্গনাদি করিয়া তিন পথে প্রস্থান করিলেন।

জ্যেষ্ঠ যুবরাজ হোসেন বিশ্বনগরের ঐশ্বর্য্য এবং গৌরবের বিষয় পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন, অতএব তিনি ভারতসাগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনন্তর তিনি কতিপয় যাত্রীর সহিত একত্র হইয়া নানা দেশ নগর, অরণ্য এবং পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া তিন মাসের পর বিশ্বনগরে আসিয়া উপনীত হইলেন। এবং বিদেশীয় বণিকেরা আসিয়া যে স্থানে বাসা করিতেন তিনিও সেই স্থানে গিয়া বাসা করিলেন। পর দিবস যুবরাজ নগর দর্শনার্থ বহির্গত হইলেন এবং নগরের সুশৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য দর্শনে সাতিশয় চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর যুবরাজ রাজপথের ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে সাতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন দেখিয়া, এক জন বণিক্ সৌজন্য প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে আপন পণ্যশালায় আনিয়া উপবেশন করাইল। রাজকুমার তথায় আসিয়া উপবিষ্ট হইবার অব্যবহিত পরেই দেখিলেন, এক ব্যক্তি ঐ দোকানের সম্মুখ দিয়া দৈর্ঘে ও প্রস্থে চারি হস্ত পরিমাণ এক খানি গালিচা হস্তে করিয়া লইয়া যাইতেছে, এবং বারম্বার কেবল এই কথা বলিতেছে যে, "এই গালিচার মূল্য ত্রিশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পর্য্যন্ত ডাক হইয়াছে তবু আমি দিই নাই।" রাজনন্দন এই কথা শুনিবামাত্র ঐ ব্যক্তিকে নিকটে ডাকিয়া গালিচা খান অবলোকন করণানন্তর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই! এতাদৃশ ক্ষুদ্র ও সামান্য গালিচার মূল্য এত অধিক হইল কেন?" তাহাতে ঐ ব্যক্তি যুবরাজকে বণিক্ বিবেচনা করিয়া বলিল, 'মহাশয়! ইহার এক অত্যাশ্চর্য্য গুণ আছে, যে ব্যক্তি এই আসনে উপ

বেশনপূর্ব্বক যে কোন স্থানে যাইবার মানস করিবেন, তিনি ক্ষণকালের মধ্যেই তথায় গিয়া উপস্থিত হইতে পারিবেন। এই জন্যই আমার স্বামী চল্লিশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রার ন্যূনে ইহা বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন।"

দালালের প্রমুখাৎ এই কথা শুনিয়া রাজকুমার মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "আমি যখন ভূপতিকে কোন আশ্চর্য্য এবং দুর্লভ পদার্থ প্রদান করিবার জন্য বিদেশে আগমন করিয়াছি, তখন ইহা অপেক্ষা অত্যদ্ভুত সামগ্রী আর কি আছে, অতএব ইহা ক্রয় করিয়া পিতৃ সন্নিধানে লইয়া গেলে, তিনি যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন তাহার আর সন্দেহ নাই।" যুবরাজ মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিয়া দালালকে কহিলেন, "তুমি এই গালিচার যেরূপ গুণ ব্যাখ্যা করিলে, তাহা যদি সত্য হয় তবে আমি চল্লিশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রাতেই ইহা ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি।" দালাল বলিল, "মহাশয়! আমি মিথ্যা বলি নাই, আপনি স্বয়ং ইহার গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখুন। বোধ করি এক্ষণে আপনার নিকটে ইহার সমস্ত মূল্য না থাকিতে পারে, অতএব আপনাকে বাসায় যাইতে হইবে আসুন আমি আপনাকে এই গালিচার উপরে উপবেশন করাইয়া অবিলম্বে তথায় লইয়া যাইতেছি। তাহা হইলে, আপনার আর কোন সংশয় থাকিবে না।" রাজনন্দন তদ্বিষয়ে সম্মত হইলে পর, দালাল তৎক্ষণাৎ ঐ পণ্যশালার পশ্চাদ্ভাগে গমন করত গালিচা খান বিস্তীর্ণ করিয়া তদুপরি যুবরাজকে উপবিষ্ট করাইয়া আপনিও তৎপার্শ্বে বসিল। তদনন্তর নরেন্দ্রসুত আপন বাসায় যাইবার জন্য মনে মনে ইচ্ছা করিবামাত্র অত্যল্প কাল মধ্যেই উভয়ে তথায় গিয়া উপনীত হইলেন। ইহাতে রাজকুমার যৎপরোনাস্তি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দালালকে চল্লিশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক ঐ আসন খানি ক্রয় করিলেন।

এই অত্যাশ্চর্য্য গালিচা প্রাপ্তে যুবরাজ হোসেন সাতিশয় পুলকিত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "আমার আর দুই সহোদর কখনই এ প্রকার অত্যদ্ভুত সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারিবেন না, অতএব আমিই নিঃসন্দেহ নুরোন্নেহারকে প্রাপ্ত হইব।" পরে তিনি কিছু দিন বিশ্নগরে অবস্থিতি করিয়া বিশ্নগরাধিপতির সহিত সাক্ষাৎ এবং তথাকার নানা বিধ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া, যে স্থানে আসিয়া তিন ভ্রাতার একত্র হইবার কথা ছিল, এক বৎসর পূর্ণ হইবার কিছু দিন পূর্ব্বে ঐ গালিচায় উপবেশনপূর্ব্বক তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন, কিন্তু দেখিলেন তখন পর্য্যন্ত তাঁহার অপর দুই ভ্রাতা আসিয়া পঁহুছেন নাই, অতএব তাঁহাদের জন্য কিছু কাল অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

এ দিকে মধ্যম যুবরাজ আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক পারস্যদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং তিন দিবস কাল একাকী গমন

করিবার পর কতিপয় ব্যবসায়ীর সহিত একত্রিত হইয়া ক্রমাগত চারি মাস গমন করণানন্তর সিরাজ নগরে গিয়া উপনীত হইলেন এবং পথিমধ্যে যে সকল বণিকের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল সে দিবস তাহাদের সহিতই একত্র বাস করিলেন।

পর দিন প্রাতে রাজকুমার নগর দর্শনার্থ বহির্গত হইয়া বাজারে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, তথায় নানা প্রকার বহুমূল্য দ্রব্য বিক্রয় হইতেছে। এবং দালালগণ নানা বিধ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য সামগ্রী হস্তে লইয়া বিক্রয় করিবার জন্ত রাজপথের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি এক হস্ত পরিমিত একটী চোঙ্গা হস্তে লইয়া, "ইহার মূল্য ত্রিশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পর্য্যন্ত বলিয়াছে তবু আমি দেই নাই।" বারম্বার এই কথা বলিয়া উর্দ্ধ শ্বাসে দৌড়িতেছে। তদ্দর্শনে রাজপুত্র সাতিশয় বিস্মিত হইয়া এক জন বণিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি বলিতে পারেন ঐ দালাল উন্মত্ত কি না, তাহা না হইলে একটা সামান্য হস্তিদন্ত নির্ম্মিত চোঙ্গার মূল্য এত অধিক চাহিতেছে কেন?" বণিক বলিলেন, "ও ব্যক্তি উন্মত্ত নহে, এই সিরাজ নগর মধ্যে ঐ ব্যক্তিই সর্ব্ব প্রধান দালাল উহাকে সকলেই চিনে এবং সকল প্রকার বহু মূল্য দ্রব্য কেবল উহার দ্বারাই বিক্রীত হইয়া থাকে। অতএব বোধ করি, ঐ চোঙ্গার কোন আশ্চর্য্য গুণ থাকিবে তজ্জন্যই উহার মূল্য এত অধিক বলিতেছে। যাহা হউক, উহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি ক্ষণকাল এই স্থানে বসিয়া বিশ্রাম করুন।" এই কথা বলিয়া বণিক্ তৎক্ষণাৎ ঐ দালালকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ভদ্র লোকটী জানিতে চাহেন, এই চোঙ্গার মূল্য যে এত অধিক ইহার কারণ কি?" বণিকের প্রমুখাৎ এই কথা শুনিবামাত্র দালাল ঐ চোঙ্গাটী রাজপুত্রের হস্তে প্রদান করিয়া বলিল, "দেখুন ইটী চোঙ্গা নহে, ইহার দুই পার্শ্বে দুই খানি অত্যাশ্চর্য্য কাচ সংলগ্ন আছে, ইহার আশ্চর্য্য গুণ এই যে, ইহার মধ্য দিয়া যে ব্যক্তিকে দেখিতে বাসনা করিবেন সে ব্যক্তি অতি দূর দেশে থাকিলেও তাহাকে স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইবেন।" ইহা শুনিয়া রাজনন্দন স্বয়ং ঐ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের গুণ পরীক্ষা করিবার জন্য ঐ পরকলাতে নেত্র সংযোগ করিয়া আপন পিতাকে দেখিবার মানস করিলেন। করিবামাত্র তন্মধ্য দিয়া আপন জনককে সুস্থ শরীরে রাজসভায় উপবিষ্ট হইয়া রাজ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে দেখিলেন। তদনন্তর স্বীয় প্রেমপাত্রী নুরোন্নেহার যে কোথায় আছেন এবং কি করিতেছেন, তাহা অবলোকন করিবার মানসে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র দেখিতে পাইলেন রাজকুমারী পরিচারিণীগণ পরিবেষ্টিতা হইয়া রাজনিকেতনে উপবেশনপূর্ব্বক হাস্য কৌতুক করিতেছেন। রাজকুমার দূরবীক্ষণের এই অত্যদ্ভুত গুণ দর্শনে সাতিশয় পুলকিত হইয়া

দালালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি এই দূরবীক্ষণ ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি, অতএব ইহার যথার্থ মূল্য কত দিতে হইবে ?" ইহা শুনিয়া দালাল শপথপূর্ব্বক কহিল, "মহাশয়! চল্লিশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রার ন্যূনে ইহা বিক্রয় করিতে পারিব না।" যুবরাজ দালালের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বাসায় লইয়া গিয়া চল্লিশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক ঐ দূরবীক্ষণটী ক্রয় করিলেন।

যুবরাজ আলি দূরবীক্ষণ প্রাপ্তে সাতিশয় আনন্দিত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, "তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় কখনই এতাদৃশ দুষ্প্রাপ্য এবং প্রশংসনীয় দ্রব্য আনিতে পারিবেন না, সুতরাং আমিই রাজকুমারী নুরোন্নেহারকে প্রাপ্ত হইব।" তদনন্তর নরেন্দ্রসুত আলি সিরাজ রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক কতিপয় বণিকের সহিত একত্রিত হইয়া নিরাপদে নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া দেখিলেন, সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ হোসেন তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু সর্ব্ব কনিষ্ঠ আহাম্মদ তখন পর্য্যন্ত আসিয়া পঁহুছেন নাই, অতএব তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

যুবরাজ আহাম্মদ সমরকন্দ নগরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনিও দুই সহোদরের ন্যায় ঐ নগরে উপনীত হইয়া বাজারের যে স্থানে বহু মূল্য দ্রব্যাদি বিক্রীত হইয়া থাকে তথায় প্রবেশ করিবামাত্র দেখিতে পাইলেন, একজন দালাল একটী কৃত্রিম আতাফল হস্তে করিয়া "এই আতার মূল্য পঁয়ত্রিশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পর্য্যন্ত বলিয়াছে তবু আমি বিক্রয় করি নাই।" বারম্বার এই কথা বলিয়া রাজপথ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। রাজপুত্র তাহার এই কথা শুনিয়া সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহাকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এই আতাফলের যে এত মূল্য ইহার কারণ কি ?" ইহা শুনিয়া দালাল যুবরাজের হস্তে ঐ আতাফলটী প্রদানপূর্ব্বক কহিল, "মহাশয়! ইহার বাহ্যাকার দৃষ্টে বিবেচনা করিতে পারেন যে, ইহার মূল্য কিছুই নহে, কিন্তু ইহার যে অত্যাশ্চর্য্য গুণ আছে তাহা অবগত হইলে, ইহাকে অমূল্য বস্তু জ্ঞান করিতে হইবে। এই আতার আঘ্রাণ দ্বারা সর্ব্ব প্রকার পীড়া আরোগ্য হইতে পারে এমন কি যে ব্যক্তির মৃত্যু কাল উপস্থিত হইয়াছে সেও ইহার আঘ্রাণ দ্বারা মুহূর্ত্ত মধ্যে রোগমুক্ত হইয়া নিজ স্বাভাবিক স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হয়।" রাজনন্দন আতার এই অত্যাশ্চর্য্য গুণের কথা শুনিয়া সাতিশয় চমৎকৃত হইয়া দালালকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি এই আতাটীর যে প্রকার গুণ বর্ণন করিলে, তাহা যদি সত্য হয়, তবে উহার তুল্য মহামূল্য দ্রব্য আর কিছুই নাই। কিন্তু ইহার যে বাস্তবিক ঐ প্রকার গুণ আছে তাহা আমি কি প্রকারে প্রত্যয় করিতে পারি ?" দালাল বলিল, "এতদ্দেশী[illegible]বেতীয় বণিকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেই

ইহার গুণের বিষয় বিশেষ রূপে জানিতে পারিবেন, যেহেতু তন্মধ্যে অনেকেই মরণাপন্ন পীড়া গ্রস্ত হইয়াও কেবল এই মহৌষধ দ্বারা বাঁচিয়া উঠিয়াছেন। এই সমরকন্দ নগর বাসী এক জন বিজ্ঞ ব্যক্তি বহুকালাবধি নানাবিধ বৃক্ষমূল ও ধাতু সকল পরীক্ষা করিয়া বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা কয়েকটী দ্রব্য একত্রিত করিয়া এই আতা ফলটী প্রস্তুত করিয়াছেন। এবং এতদ্দ্বারা বহুবিধ উৎকট রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে আরোগ্য করিয়াছেন। অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার পরিবারবর্গ অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িয়া ইহা আমার নিকটে বিক্রয় করিতে দিয়াছেন।"

যৎকালে দালাল যুবরাজের নিকটে কৃত্রিম আতা ফলটীর এবম্প্রকার গুণ ব্যাখ্যা করিতেছিল তৎকালে ঐ স্থানে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি দালালের মুখে এই সমস্ত কথা শুনিয়া রাজপুত্রকে বলিল, 'মহাশয়! সম্প্রতি আমার এক জন আত্মীয়ের এমন সাংঘাতিক পীড়া উপস্থিত হইয়াছে যে, তাহার প্রাণের আশা কিছু মাত্র নাই বলিলেই হয়, অতএব আপনি এই সুযোগে অনায়াসেই ঐ আতাটীর গুণ পরীক্ষা করিয়া লইতে পারেন।" রাজনন্দন এই কথা শুনিবা মাত্র দালালকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "এই আতার আঘ্রাণ দ্বারা যদি ঐ পীড়িত ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করে, তাহা হইলে, আমি অনায়াসেই চল্লিশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক উহা ক্রয় করিতে সম্মত আছি।"

এই কথা শুনিয়া দালাল রাজকুমারকে সঙ্গে লইয়া ঐ ব্যক্তির সহিত গমন করিল এবং যুবরাজের সম্মুখেই পীড়িত ব্যক্তিকে আতা ফলের আঘ্রাণ দ্বারা আরোগ্য করিল। তদ্দৃষ্টে নৃপনন্দন সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া চল্লিশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক ঐ অত্যদ্ভুত আতা ফলটী ক্রয় করিলেন।

এই আতা ফল ক্রয় করণানন্তর যুবরাজ আহাম্মদ কিয়দ্দিবস ঐ স্থানে থাকিয়া সমরকন্দস্থ অপরাপর বহু বিধ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দ্রব্য সন্দর্শন করিলেন। তৎপরে কতিপয় যাত্রির সহিত একত্র হইয়া যে পান্থ নিবাসে তাঁহার দুই অগ্রজ হোসেন এবং আলি তাঁহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলেন, তথায় গিয়া উপনীত হইলেন।

অনন্তর তিন সহোদর বহু দিবসের পর পুনর্ব্বার একত্রিত হইয়া পরস্পর আলিঙ্গনাদি করিলেন। তৎপরে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হোসেন বলিলেন, "হে ভ্রাতৃদ্বয়! আমাদিগের পরস্পরের ভ্রমণ বিবরণ পশ্চাৎ শুনা যাইবে এক্ষণে আমরা দেশভ্রমণ করিয়া যে যে অদ্ভুত দ্রব্য আনয়ন করিয়াছি তাহা পরস্পর পরস্পরকে প্রদর্শনপূর্ব্বক পূর্ব্বাহ্লেই বিবেচনা করিয়া দেখি আমাদিগের পিতা আমাদের মধ্যে কাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিবেন। আমার বিষয় আমি অগ্রে প্রকাশ করিতেছি। আমি বিস্নগরে গিয়াছিলাম এবং তথা হইতে এই গালিচা খানি ক্রয় করিয়া আনিয়াছি,

ইহা দেখিতে অতি সামান্য বটে, কিন্তু ইহার গুণের কথা শ্রবণ করিলে চমৎকৃত হইবে, এই আসনে উপবেশনপূর্ব্বক যিনি যে স্থানে গমন করিতে বাসনা করেন তিনি ক্ষণকালের মধ্যেই তথায় গিয়া উপস্থিত হয়েন। আমি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া চল্লিশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রায় ইহা ক্রয় করিয়াছি এবং এই আসনে উপবেশনপূর্ব্বক অতি অল্প কালের মধ্যে এস্থানে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। এক্ষণে তোমরা যে যে সামগ্রী আনয়ন করিয়াছ তাহার সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে কি না, দেখা যাউক।"

ইহা শুনিয়া মধ্যম যুবরাজ আলি কহিলেন, "হে ভ্রাতঃ! আপনি গালিচা খানির যে গুণের কথা বলিলেন তাহা যদি সত্য হয় তবে ঐ গালিচাখানিকে একটী আশ্চর্য্য পদার্থ বলিতেই হইবে, কিন্তু তাহা বলিয়া আপনি এমন মনে করিবেন না যে এই পৃথিবীর মধ্যে ঐ প্রকার আশ্চর্য্য দ্রব্য আর নাই।" ইহা বলিয়া আলি চল্লিশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রায় যে দূরবীক্ষণটী ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন বস্ত্র মধ্য হইতে তাহা বাহির করিয়া বলিলেন, "এই দূরবীক্ষণটী দেখিতে যদিও সামান্য বটে তথাপি ইহার গুণ অতি চমৎকার, ইহার মধ্য দিয়া যে ব্যক্তিকে দেখিবার মানস করা যায় তিনি অতি দূরদেশে থাকিলেও তাঁহাকে অনায়াসে দেখিতে পাওয়া যায়। আমার বাক্যে যদি প্রত্যয় না হয় তবে আপনি স্বয়ং ইহার গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখুন।" ইহা বলিয়া আলি জ্যেষ্ঠভ্রাতার হস্তে ঐ দূরবীক্ষণটী প্রদান করিলেন। হোসেন তাহা হস্তে ধারনপূর্ব্বক রাজকন্যা নুরোন্নেহার যে তৎকালে কেমন আছেন এবং কি করিতেছেন তাহা দেখিবার মানসে তন্মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেন। দৃষ্টি করিবা মাত্র তাঁহার মুখ একবারে শুষ্ক ও বিবর্ন হইয়া গেল। তদ্দৃষ্টে আলি এবং আহাম্মদ সাতিশয় চমৎকৃত হইয়া তৎপ্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু যুবরাজ হোসেন সহোদরদ্বয়কে আপন বিষন্নতার কারণ জিজ্ঞাসা করিবার অবসর না দিয়া তৎক্ষণাৎ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হায় হায়! আমরা বৃথা দেশ ভ্রমণে এতাদৃশ কষ্ট স্বীকার করিলাম! যে চিত্তহারিণী নুরোন্নেহারকে লাভ করিবার উদ্দেশে আমরা এত দূর দেশে আসিয়াছি, তিনি এখনি প্রাণত্যাগ করিবেন। আমি দেখিলাম তিনি সাংঘাতিক রোগাক্রান্তা হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় শয্যায় শুইয়া আছেন এবং তাঁহার পরিচারিণীগণ তাঁহার মৃত্যু প্রতীক্ষায় অশ্রুপূর্ন নয়নে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।" ইহা বলিয়া আরো উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে মধ্যম ভ্রাতার হস্তে ঐ দূরবীক্ষণটী দিয়া বলিলেন, "তোমরা ইহার মধ্য দিয়া চাহিয়া দেখ রাজনন্দিনী কিরূপ অবস্থায় পড়িয়া আছেন।"

জ্যেষ্ঠের প্রমুখাৎ এই কথা শুনিবামাত্র তাঁহারাও ঐ দূরবীক্ষণের

মধ্য দিয়া রাজকন্যার মুমূর্ষ অবস্থা দর্শনে সাতিশয় বিলাপ করিতে লাগিলেন।"

অনন্তর আহাম্মদ আপন আতা ফলটী বস্ত্র মধ্য হইতে বাহির করিয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "যদি আমি কোন সুযোগে এই মুহূর্ত্তে রাজকন্যার নিকটে যাইতে পারি তাহা হইলে আমি এই আতা ফলটীর আঘ্রাণ দিয়া তাঁহাকে এখনি রোগমুক্ত করিতে পারি।" ইহা বলিয়া তাঁহাদিগের নিকটে আপন আতা ফলটীর আদ্যোপান্ত সমস্ত গুণ বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন।

ইহা শুনিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হোসেন বলিলেন, ' যদি তোমার আতা ফলটীর সত্য সত্যই এরূপ গুণ থাকে তবে আইস আমরা তিন জনেই এই গালিচায় উপবেশনপূর্ব্বক ক্ষণ কালের মধ্যেই রাজনন্দিনীর সদনে গিয়া উপস্থিত হই।" এই প্রকার কথোপকথনের পর হোসেন অনুজদ্বয়কে লইয়া ঐ আসনে উপবেশনপূর্ব্বক রাজকন্যা নুরোন্নেহারের সদনে যাইবার মানস করিলেন। মানস করিবা মাত্র তাঁহারা তিন জনে ক্ষণ কালের মধ্যেই রাজকন্যার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন তাঁহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী বিবেচনা করিয়া রাজবাটীর যাবতীয় লোক তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া হাহাকার শব্দে ক্রন্দন করিতেছে।

তৎপরে আহাম্মদ ব্যস্তসমস্ত হইয়া আপন বস্ত্র মধ্য হইতে সেই আতা ফলটী বাহির করিয়া রাজকুমারীকে তাহার আঘ্রাণ দিলেন। আঘ্রাণ পাইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ রাজবালা চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া আপনার চতুর্দ্দিকে লোকে লোকারণ্য হইয়াছে দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন। অনন্তর তাঁহার পরিচারিণীগণ তিনি যে প্রকার সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং যে প্রকারে সেই রাজকুমারত্রয়ের সাহায্যে তিনি রোগ মুক্ত হইয়াছেন আদ্যোপান্ত তদ্বিবরণ বর্ণন করিলে পর, নৃপনন্দিনী রাজকুমারত্রয়ের বিশেষতঃ আহাম্মদের নিকটে যৎপরোনাস্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

তদনন্তর যুবরাজত্রয় নুরোন্নেহারের প্রাণরক্ষায় সাতিশয় আনন্দিত হইয়া মহারাজের নিকটে গমন করিলেন। ভূপতি ইতিপূর্ব্বে পুত্রত্রয়ের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াই সাতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাদিগকে স্ব চক্ষে দেখিয়া, এবং তাহাদিগের সাহায্যেই যে প্রাণাধিক ভ্রাতুষ্পুত্রী আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া একবারে আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

অনন্তর পরস্পর কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর রাজনন্দনত্রয় আপন আপন অদ্ভুত সামগ্রী গুলি ভূপতিকে প্রদানপূর্ব্বক তাহাদের অদ্ভুত গুণের ব্যাখ্যা করিলেন। তৎপরে যে প্রকারে দূরবীক্ষণ দ্বারা নুরোন্নেহারকে পীড়িত দেখিয়া গালিচা আরোহণে আগমনপূর্ব্বক আতার

আঘ্রাণ দ্বারা তাঁহাকে আরোগ্য করিয়াছেন, আদ্যোপান্ত তৎসমুদায় বর্ণন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! এক্ষণে আমাদিগের দ্রব্যাদি পরীক্ষা করিয়া যাহার দ্রব্য অধিক চমৎকার জনক বোধ হইবে তাহার সহিত রাজকন্যা নুরোন্নেহারের বিবাহ দিউন।"

ভূপতি পুত্রদিগের প্রমুখাৎ এই সমস্ত কথা শ্রবণ করণানন্তর ভ্রাতুষ্পুত্রী নুরোন্নেহারের আরোগ্যলাভের বিষয় ক্ষণকাল মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া পুত্রদিগকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন, "হে পুত্রগণ! এক্ষণে ন্যায়ানুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে আমি এক জনকে ভ্রাতুষ্পুত্রী সম্প্রদান করিয়া অপর দুই জনের অবমাননা করিতে পারি না, যেহেতু রাজকুমারীর আরোগ্য লাভ বিষয়ে তোমাদের তিন জনের তিনটী সামগ্রীই সমান প্রয়োজনীয়।" তদনন্তর আহাম্মদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "আহাম্মদ! তোমার কৃত্রিম আতা ফলটীর দ্বারা নুরোন্নেহারের জীবন রক্ষা হইয়াছে সত্য বটে, কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি যদি আলির দূরবীক্ষণ দ্বারা নুরোন্নেহারের পীড়ার বিষয় জানিতে না পারিতে এবং হোসেনের গালিচা দ্বারা যদি মুহূর্ত মধ্যে এস্থানে আগমন করিতে না পারিতে, তাহা হইলে কি তুমি রাজকুমারীকে সুস্থ করিতে সক্ষম হইতে?' তৎপরে মধ্যম পুত্রকে বলিলেন, "দেখ আলি! তোমার দূরবীক্ষণ দ্বারা রাজপুত্রী নুরোন্নেহার যে সাতিশয় পীড়িতা হইয়াছিলেন তাহা দৃষ্ট হইয়াছিল সত্য বটে, কিন্তু গালিচা দ্বারা শীঘ্র আগমন করিতে এবং আতা ফলটীর আঘ্রাণ দিতে না পারিলে, দূরবীক্ষণ দ্বারা কোন ক্রমেই রাজকুমারীর প্রাণ রক্ষা হইতে পারিত না।" অতঃপর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন, "দেখ হোসেন! তোমার গালিচা দ্বারা নুরোন্নেহারের প্রাণ রক্ষা বিষয়ে অনেক উপকার হইয়াছে সত্য বটে, কিন্তু যদি আলির দূরবীক্ষণ এবং আহাম্মদের আতা ফলটী না থাকিত, তাহা হইলে তোমার আসন দ্বারা কোন উপকারের সম্ভাবনা ছিল না। অতএব এক্ষণে তোমাদের মধ্যে যে কাহার সহিত রাজকুমারী নুরোন্নেহারের বিবাহ দিব তাহার আর একটী উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি। তোমরা প্রত্যেকেই তীর ও ধনুক হস্তে লইয়া নগরের বহির্ভাগে যে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর আছে তথায় গমন কর, আমিও অতি শীঘ্র যাইতেছি। তথা হইতে তোমরা তিন সহোদরেই এক একটী তীর নিক্ষেপ করিবে, যাহার শর অধিক দূরে যাইবে তাহার সহিতই রাজকন্যা নুরোন্নেহারের বিবাহ দিব।"

রাজকুমারত্রয় মহীপালের এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে প্রত্যেকেই তীর ও ধনুক হস্তে ধারণ পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন। তাহার অব্যবহিত পরে ভূপতিও তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এই কৌতুক দর্শনার্থ প্রান্তর লোকে

পরিপূর্ণ হইল। অনন্তর সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ হোসেন প্রথমে শর নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু তাঁহার তীর অধিক দূরে না গিয়া নিকটেই পড়িল। তাহার পর মধ্যম রাজপুত্র আলি শর ত্যাগ করিলেন, তাঁহার শর হোসেনের তীর অতিক্রম করিয়া অপেক্ষাকৃত দূরদেশে পতিত হইল। পরিশেষে কনিষ্ঠ যুবরাজ আহাম্মদ শর নিক্ষেপ করিলেন, ঐ শর অতি বেগে চলিয়া গেল কিন্তু কোথায় গিয়া যে পড়িল অনেক অনুসন্ধান দ্বারাও তাহার কিছুই নির্ণয় হইল না দেখিয়া মহীপাল মধ্যম রাজপুত্র আলির সহিত ভ্রাতুষ্পুত্রী নুরোন্নেহারের বিবাহ দিলেন।

বিবাহোপলক্ষে নগর মধ্যে মহা মহোৎসব হইতে লাগিল, কিন্তু যুবরাজ হোসেন তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সুখী হইলেন না। তিনি নুরোন্নেহারলাভে বঞ্চিত হইয়া সাতিশয় মনঃকষ্ট প্রযুক্ত পৈতৃক রাজসিংহাসনের আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব দেশ পরিত্যাগ করত এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

যুবরাজ আহাম্মদও আলির সহিত রাজকুমারী নুরোন্নেহারের বিবাহ হওয়ায় সাতিশয় দুঃখিত হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে রাজভবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপন তীর যে কোন স্থানে পতিত হইয়াছে তাহার অনুসন্ধানার্থ বহিষ্কৃত হইলেন। তিনি যে দিকে শর ক্ষেপ করিয়াছিলেন প্রান্তর দিয়া ক্রমাগত সেই দিকেই গমন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও তীর দেখিতে পাইলেন না। তাহাতে সাতিশয় চমৎকৃত হইয়া তীরের অনুসন্ধান করিতে করিতে আরো পাঁচ ছয় ক্রোশ পথ গমন করিয়া অবশেষে এক বৃহৎ পর্ব্বতের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তথা হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন কি না মনোমধ্যে এই বিষয় আন্দোলন করিতেছেন এমন সময়ে পর্ব্বতের সম্মুখে আপন নিক্ষিপ্ত শরটী দেখিতে পাইলেন। তদ্দর্শনে তিনি সাতিশয় বিস্মিত হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "আমার কথা দূরে থাক্ এই ভূমণ্ডলে এমন কোন মনুষ্যই নাই যাহার শর এত দূরে আসিতে পারে, এবং শরটী যে ভাবে পতিত রহিয়াছে ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, তীরটী একবারে এই ভাবে আসিয়া ভূতলে পতিত হয় নাই, অবশ্যই যাইতে যাইতে এই পর্ব্বতে লাগিয়া ঠিকরিয়া পড়িয়াছে, অতএব ইহার কোন নিগূঢ় কার্য্য আছে।"

রাজকুমার মনোমধ্যে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে শৈলের নিম্নভাগে একটী গহ্বর দেখিতে পাইয়া তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাহার ভিতরে একটী লৌহনির্ম্মিত দ্বার দেখিতে পাইলেন। তদনন্তর ঐ দ্বারে আঘাত করিবা মাত্র দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে রাজনন্দন আপন শর হস্তে লইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই প্রথমতঃ ঐ স্থানটী এমনি ঘোর অন্ধকারময়

দেখিলেন যে, তাঁহার অন্তঃকরণ মধ্যে সাতিশয় ভয়ের উদ্রেক হইল, কিন্তু তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র জ্রক্ষেপ না করিয়া আরো পঞ্চাশ ষাইট পদ অগ্রসর হইবামাত্র এক অতি আশ্চর্য্য অট্টালিকা দৃষ্টি করিলেন। তদবলোকনে তিনি সাতিশয় পুলকিত হইয়া ভূয়োভূয়ঃ ঐ অট্টালিকার প্রশংসা করিতেছেন, এমন সময়ে, তন্মধ্য হইতে এক পরমা সুন্দরী কামিনী নানাবিধ রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া আর কতিপয় রমণী সমভিব্যাহারে ঐ স্থানে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "যুবরাজ আহাম্মদ! ভিতরে আসিতে আজ্ঞা হউক।" ঐ কামিনীর প্রমুখাৎ এবম্প্রকার সম্বোধনবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজনন্দন তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক সাতিশয় বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সুন্দরি! আমার মনে এমন ভরসা ছিল না যে তুমি আমার প্রতি এ প্রকার অনুকম্পা প্রদর্শন করিবে, যেহেতু আমি স্বীয় কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য অনধিকার প্রবেশপূর্ব্বক এ স্থানে আসিয়া মনে মনে সাতিশয় ভীত হইয়াছিলাম। সে যাহা হউক, এক্ষণে এক কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমার পিতার রাজধানীর এত সন্নিকটে অবস্থিতি করিলেও আমি কখনই তোমাকে অবলোকন করি নাই, অথচ তুমি কি প্রকারে আমার পরিচয়াদি অবগত হইলে?" কামিনী কহিল, "হে রাজপুত্র! অগ্রে অট্টালিকার মধ্যে চলুন, তৎপরে তথায় উপবেশনপূর্ব্বক আমার আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিবেন।"

এই প্রকার কথাবার্ত্তার পর ঐ কামিনী রাজনন্দনকে সমভিব্যাহারে লইয়া অট্টালিকার মধ্যস্থিত দালানে প্রবেশ করিলেন। যুবরাজ ঐ দালানের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দর্শনে সাতিশয় চমৎকৃত হইয়া কহিলেন "আমি এ প্রকার অপূর্ব্ব স্থান কখন চক্ষেও দেখি নাই।" রমণী কহিলেন, "তুমি আমার এই অট্টালিকার কিয়দংশ মাত্র দৃষ্টি করিয়া যেরূপ প্রশংসা করিতেছ, বোধ করি ইহার মধ্যস্থিত অন্যান্য রমণীয় স্থান দর্শন করিলে আরো বিস্ময়ান্বিত হইবে।"

তদনন্তর সুন্দরী আপনি এক খানি অপূর্ব্ব পর্য্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক যুবরাজকে আপন পার্শ্বে বসাইয়া আপনার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন, "হে রাজপুত্র! তুমি আমাকে চিন না অথচ আমি তোমাকে চিনি, এজন্য তোমার আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে ইহা সত্য বটে, কিন্তু আমার পরিচয় অবগত হইলে, সে আশ্চর্য্য একবারে তিরোহিত হইবে। তুমি শুনিয়া থাকিবে এই মহীমণ্ডল মানব ও দৈত্যের বাসস্থান। আমি এক জন মহাবিক্রমশালী দানবের কন্যা, আমার নাম পরীবান। অতএব আমি যে তোমার পিতা, তদীয় সহোদরদ্বয় এবং তোমাকে ও রাজকুমারী নরোন্নেহারকে জানিতে পারিব তদ্বিষয়ে বিচিত্রতা কি আছে? তোমরা তিন সহোদরেই পিতৃব্য দুহিতার পাণি গ্রহণাভিলাষে

পরীবানু এবং কনিষ্ঠ যুবরাজ আহাম্মদ এক খানি অপূর্ব্ব পর্য্যঙ্কে
উপবেশনপূর্ব্বক স্ব স্ব কথাবার্ত্তা কহিতেছেন।

দূর দেশে গমন করিয়াছিলে। তুমি সমরকন্দ নগর হইতে যে আতাফলটী ক্রয় করিয়া আনিয়াছ, জ্যেষ্ঠ যুবরাজ হোসেন বিশ্বনগরে গিয়া যে গালিচা খানি প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং মধ্যম যুবরাজ আলি সিরাজনগরে যাইয়া যে দূরবীক্ষণটী স্বদেশে আনয়ন করিয়াছেন তৎসমুদায় আমিই তোমাদিগের নিকটে বিক্রয় করণার্থ পাঠাইয়াছিলাম। তোমাকে আরো এক কথা বলি, রাজকুমারী নুরন্নেহারের সহিত তোমার বিবাহ হইলে তুমি যত দূর সুখী হইতে তোমাকে তদপেক্ষা অধিক সুখী করিবার মানসে তুমি যখন তীর নিক্ষেপ কর, তৎকালে আমিই সেই স্থানে উপস্থিত থাকিয়া শূন্যমার্গ দিয়া তোমার শর এত দূরে আনয়ন করিয়াছি নতুবা তাহা হোসেনের তীর অপেক্ষা অধিক দূরে যাইতে পারিত না। এক্ষণে তুমি আপনাকে সুখী করিবার বিলক্ষণ সুযোগ পাইয়াছ, এক্ষণ সুখভোগ করা না করা সকলই তোমার ইচ্ছা।”

পরীবানু এই সমস্ত কথা বলিয়া লজ্জিতভাবে দণ্ডায়মান হইলে, যুবরাজ আহাম্মদ অবলীলাক্রমে তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “হে চিত্তহারিণি! আমার কি এমন

সৌভাগ্য হইবে যে, আমি যাবজ্জীবনের জন্য তোমার ক্রীতদাস হইয়া তদীয় রূপ গুণের ভূয়সী প্রশংসা করিতে পারিব?” ইহা শুনিয়া পরী কহিলেন, “হে যুবরাজ! আমার উপরে কাহারও কর্তৃত্ব নাই, এবং কখন কোন কর্ম্ম করিতে হইলে, আমি আপন পিতা মাতারও সম্মতি অপেক্ষা রাখি না, অতএব তুমি আমার ক্রীতদাস হইয়া থাকিবে কি, আমি তোমাকে আমার শরীর এবং তাবৎ ঐশ্বর্য্যের অধিপতি করিয়া আমার সর্ব্বময় কর্ত্তা করিলাম।” রাজনন্দন পরীর প্রমুখাৎ এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া মহানন্দ প্রযুক্ত কোন কথা বলিতে না পারিয়া স্বীয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক চুম্বন করিলেন। অনন্তর পরী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে ভূপালতনয়! আমি যখন তোমাকে আপন জীবন যৌবন সমর্পণ করিতেছি তখন তুমি কি আমাকে স্বীয় শরীর এবং মন সমর্পণ করিবে না?” আহাম্মদ বলিলেন, “হে চিত্তহারিণি! ইহা অপেক্ষা আমার পক্ষে সুখের বিষয় আর কি আছে? হে প্রিয়তমে! এক্ষণে আমি তোমাকে আপন মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিলাম।” পরী বলিলেন, “আমিও তোমাকে আপন আত্মা সমর্পণ করিলাম, অদ্যাবধি তুমি আমার স্বামী হইলে এবং আমি তোমার বনিতা হইলাম। এক্ষণে বোধ করি, তুমি সমস্ত দিনের মধ্যে কিছুই আহার কর নাই, অতএব অগ্রে যৎকিঞ্চিৎ আহার কর। তদনন্তর তোমাকে লইয়া এই অট্টালিকাস্থ সমস্ত গৃহাদি দেখাইব।”

অনন্তর পরী বানুর পরিচারিণীগণ নানাবিধ উপাদেয় দ্রব্য আনয়ন করিলে পর রাজকুমার পরমাহ্লাদে তৎসমুদায় ভোজন করিলেন। তদনন্তর পরী তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ঐ অট্টালিকার সকল ঘর দেখাইতে লাগিলেন। ঐ সকল গৃহের অত্যাশ্চর্য্য শোভা দর্শনে যুবরাজ এমনি প্রীত হইলেন যে, “এই ভূমণ্ডলে এমন উৎকৃষ্ট স্থান আর নাই।” মুক্ত কণ্ঠে বারম্বার কেবল এই কথা বলিতে লাগিলেন।

অনন্তর সন্ধ্যা সমাগমে পরী রাজপুত্রকে লইয়া অপর একটী গৃহে প্রবেশ করিলেন। ঐ গৃহের মেজের উপর বহুবিধ স্বর্ণময় পাত্রে নানা প্রকার খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত ছিল এবং নানাবিধ সুগন্ধ তৈলের আলোক জ্বলিতেছিল। পরী বানু যুবরাজের হস্তধারণপূর্ব্বক তথায় গিয়া উপস্থিত হইবামাত্র কতিপয় চিত্তহারিণী সুরূপা কামিনী অপূর্ব্ব বেশভূষায় বিভূষিতা হইয়া নানাবিধ বাদ্য যন্ত্র সহকারে গীতবাদ্য আরম্ভ করিল। অনন্তর পরী বানু রাজকুমারকে লইয়া আহারে বসিলেন। যে সমস্ত খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছিল তদাস্বাদন গ্রহণপূর্ব্বক নৃপনন্দন সাতিশয় প্রীত হইয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন যে, তাঁহার জীবন ধারণে কখন সে প্রকার সুস্বাদু দ্রব্য ভক্ষণ করেন নাই। আহারান্তে পরী বানু যুবরাজ আহাম্মদকে লইয়া অপর এক খানি অপূর্ব্ব পর্য্যঙ্কে উপবেশন

করিলেন। তৎকালে বহু সংখ্যক দৈত্য ও পরী আসিয়া তাঁহাদের সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল। তদনন্তর কিয়ৎক্ষণের পর তাহারা সকলেই গৃহান্তরে প্রস্থান করিল। পরী বানু যুবরাজের সহিত সেই পর্য্যঙ্কেই একত্র শয়ন করিয়া পরম সুখে নিশা যাপন করিলেন।

তাঁহাদের বিবাহোপলক্ষে কয়েক দিবস পর্য্যন্ত এই প্রকার আনন্দোৎসব হইতে লাগিল। এবং প্রত্যহই নূতন নূতন খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত এবং নূতন নূতন গীত বাদ্য হইতে আরম্ভ হইল। প্রতিদিনই এ প্রকার চমৎকার চমৎকার ব্যাপার সম্পাদিত হইতে লাগিল যে, রাজকুমার আহাম্মদ নরলোকে সহস্র সহস্র বৎসর অবস্থিতি করিলেও সে প্রকার অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড কদাচ দেখিতে পাইতেন না। যাহা হউক, পরী বানু রাজনন্দনের চিত্তাকর্ষণ জন্য এবং তৎপ্রতি গাঢ় অনুরাগ প্রদর্শনার্থ নিত্য নিত্য এবম্প্রকার আমোদ আহ্লাদ করাতে যুবরাজ তৎপ্রতি এমনি অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন যে, কস্মিন্ কালেও তাঁহাদের পরস্পরের বিচ্ছেদ ঘটিবার সম্ভাবনা রহিল না।

এই প্রকার আমোদ আহ্লাদে ছয় মাস কাল অতীত হইলে এক দিন যুবরাজ আহাম্মদ স্বীয় স্নেহশীল জনকের কোন সংবাদাদি না পাওয়ায় সাতিশয় দুঃখিত হইয়া স্বয়ং তাঁহার নিকটে গমন করিবার জন্য পরী বানুর অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি বিরুদ্ধ বিবেচনায় সাতিশয় ব্যাকুলচিত্তা হইয়া কহিলেন, "হে প্রাণেশ্বর! আমার এমন কি অপরাধ পাইলে যে তুমি বিবাহকালে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলে, তাহা বিস্মৃত হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চাহ?" রাজনন্দন কহিলেন, "হে প্রাণাধিকে! আমার প্রতি তোমার যে আন্তরিক ভালবাসা আছে তাহা আমি বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিয়াছি, তজ্জন্য আমি স্বদেশে যাইতে চাহি না, অনেক দিবসাবধি আমার পিতা আমাকে না দেখিয়া অতিশয় চিন্তিত আছেন, কেবল এই বিবেচনায় একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করণাভিপ্রায়ে স্বদেশে গমন করিতে বাসনা করিয়াছিলাম, ইহাতে যদি তোমার কোন মনঃকষ্ট উপস্থিত হয় তবে সে বিষয়ে ক্ষান্ত রহিলাম, যেহেতু এই ভূবনীমণ্ডলে এমন কোন কার্য্যই নাই যে, তোমার সন্তোষার্থ আমি না করিতে পারি।"

যুবরাজের এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে পরী বানু অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। রাজপুত্র ও কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত তদ্বিষয়ের আর কোন কথা উত্থাপন করিলেন না কিন্তু পিতৃদর্শনেচ্ছা তাঁহার মনোমধ্যে এতাদৃশী বলবতী হইয়া উঠিল যে, তিনি সুযোগ পাইলেই পরীর নিকটে স্বীয় পিতার নানা প্রকার গুণকীর্ত্তন করিতেন, বিশেষতঃ তাঁহার উপরে যে ভূপতির সমধিক স্নেহ ছিল, তদ্বিষয় সর্ব্বদা উল্লেখ করিতেন কেন না তাহা হইলে যদি পরী বানু দয়ার্দ্রচিত্তা হইয়া তাঁহাকে স্বদেশে যাইতে অনুমতি দেন।

এ দিকে ভূপতি বহু দিবসাবধি আহাম্মদের কোন সমাচার না পাও- য়ায় সাতিশয় উদ্বেগান্বিত হইয়া তাঁহার অনুসন্ধানার্থ চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার কোন সংবাদ আনিতে পারিল না দেখিয়া তিনি নিতান্ত অধীর হইয়া মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ মন্ত্রি! তুমি অবগত আছ আমি সকল পুত্র অপেক্ষা আহাম্মদকে অধিক স্নেহ করিতাম আর তাহার জন্য এত অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কিছুতেই তাহার সমাচার পাইলাম না, অতএব তাহার অদর্শনে যাহাতে আমার প্রাণ বিয়োগ না হয়, তাহার কোন উপায় বলিতে পার?" মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ! আমি একজন কুহকিনীর অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ক্ষমতার বিষয় শুনিয়াছি, বোধ হয়, তাহার দ্বারা রাজকুমারের কোন সমাচার পাওয়া যাইতে পারে, অতএব অনুমতি হয় তো তাহাকে ডাকাইয়া আনি।" ভূপতি তদ্বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলে, অমাত্য তাহাকে ডাকা- ইয়া আনিলেন। নরপতি সেই মায়াবিনীকে দেখিবামাত্র বলিলেন, "দেখ বৃদ্ধে! আমার মধ্যম পুত্র আলির সহিত আমার ভ্রাতৃদুহিতা নুরোন্নে- হারের বিবাহ হওয়াতে আমার কনিষ্ঠ তনয় আহাম্মদ সাতিশয় দুঃখিত হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন, অতএব তুমি কি বলিতে পার এক্ষণে রাজকুমার বাঁচিয়া আছেন কি না, আর যদি বাঁচিয়া থাকেন তবে এক্ষণে কোথায় আছেন এবং কি করিতেছেন, আর তিনি কখন স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন কি না?' মায়াবিনী উত্তর করিল, "মহারাজ! আপনি যে প্রস্তাব করিলেন এই দণ্ডেই উহার উত্তর প্রদান করা বড় সহজ নহে, অতএব আপনি যদি অনুমতি করেন তবে আমি কল্য আসিয়া ইহার উত্তর দিব।" নরপতি তাহাতেই সম্মত হই- লেন, কিন্তু তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্যের কিছুমাত্র উপশম হইল না। অনন্তর পর দিবস পুনর্ব্বার সেই মায়াবিনী রাজসমীপে আসিয়া বলিল, "মহা- রাজ! আমি আপনকার আদেশক্রমে আমার যথাসাধ্য বিদ্যা চালনা দ্বারা কেবল এই মাত্র অবগত হইয়াছি যে, রাজকুমার এক্ষণে জীবিত আছেন কিন্তু কোথায় যে আছেন এবং কি করিতেছেন তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারি নাই।" মহীপাল কুহকিনীর প্রমুখাৎ এই কথা শুনিবামাত্র প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ সন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার অনাগমনে পূর্ব্বের ন্যায় ব্যাকুলচিত্ত হইয়া রহিলেন।

এ দিকে যুবরাজ আহাম্মদ পরী বানুর নিকটে সর্ব্বদা পিতার কথা উত্থাপন করাতে তিনি বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিলেন যে, রাজপুত্র পিতৃ দর্শনার্থ নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়াছেন, অতএব তদ্বিষয় হইতে তাঁহাকে বিরত করা নিতান্ত অনুচিত। মনোমধ্যে ইহা বিবেচনা করিয়া এক দিবস পরী যুবরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "হে ভূপালতনয়! পাছে তুমি পিতৃদর্শনচ্ছলে প্রতারণাপূর্ব্বক আমার নিকট হইতে পলায়ন কর কেবল

এই ভয়ে এত দিন পর্য্যন্ত তোমাকে বিদায় দিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে তুমি আমার নিকটে যে প্রকার সত্যতা প্রকাশ করিয়েছ তদ্দৃষ্টে আমার সকল সন্দেহ দূর হইয়াছে, অতএব যদি পিতৃদর্শনার্থ সাতিশয় উৎসুক হইয়া থাক তবে তুমি পিতাকে দেখিতে যাও, কিন্তু সাবধান সেখানে যেন কাল বিলম্ব না হয়, শীঘ্র করিয়া ফিরিয়া আসিও।” রাজপুত্র আহাম্মদ, পরীর প্রমুখাৎ এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে সাতিশয় পুলকিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, “হে প্রাণেশ্বরি! তোমার অনুমতি প্রাপ্তে আমি যে কি পর্য্যন্ত আপ্যায়িত হইলাম তাহা বর্ণনাতীত এক্ষণে আমি শপথপূর্ব্বক বলিতেছি যে শীঘ্র ফিরিয়া আসিব, তজ্জন্য আপনি কিছুমাত্র চিন্তিত হইবেন না।”

পরী বানু রাজপুত্রের এই সকল বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, “রাজপুত্র! তোমার গমন করিবার পূর্ব্বে তোমাকে কয়েকটী কথা বলিয়া দিতেছি স্মরণে রাখিও। প্রথমতঃ তুমি তোমার পিতার নিকটে আমার সহিত তোমার বিবাহ অথবা এইস্থানের কোন কথা বলিও না। দ্বিতীয়তঃ তুমি এতকাল কোথায় ছিলে, এবং কি করিতেছিলে, তিনি যখন এতদ্বিষয়ক কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন তখন কেবল এইমাত্র বলিও যে, “আমি যেখানেই থাকি সুখে ছিলাম, কেবল আপনার অদর্শনে সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া একবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি, এতদ্ব্যতীত আপনাকে আর অধিক কিছুই বলিতে পারিব না।” অনন্তর পরী বানু রাজপুত্রের সমভিব্যাহারে যাইবার জন্য বিংশতি জন অস্ত্রধারী অশ্বারোহী পুরুষকে অনুমতি করিলেন এবং তাঁহার জন্য একটী সুন্দর সুসজ্জিত অশ্ব আনাইয়া দিলেন। তদনন্তর নৃপনন্দন স্বীয় প্রিয়তমা পরীর নিকটে বিদায় গ্রহণ করত তাঁহাকে গাঢ়ালিঙ্গন প্রদানপূর্ব্বক সেই ঘোটকপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পিত্রালয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। বঙ্গেশ্বরের রাজধানী তথা হইতে অধিক দূরে ছিল না, সুতরাং তিনি অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই নগরে গিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সকল লোক অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং অনেকে রাজভবনপর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাৎপশ্চাৎ গমন করিল। পরে রাজার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইবামাত্র রাজা তাঁহাকে নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া আনন্দ গদ্গদস্বরে বলিতে লাগিলেন, “হে পুত্র! তুমি আমাকে যৎপরোনাস্তি মনঃকষ্ট দিয়া কেন স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলে এবং সে খানে গিয়াই বা কিপ্রকার সুখসম্ভোগ করিলে তদ্বিবরণ আমার নিকটে প্রকাশ করিয়া বল।” রাজপুত্র বলিলেন, “হে পিতঃ! আপনিই বিবেচনা করিয়া দেখুন না, যদি আমি আমার চিরবাঞ্ছিতধন নুরোন্নেহার লাভে বঞ্চিত হইয়া রাজবাটীতে অবস্থানপূর্ব্বক তাহার সহিত আমার মধ্যমাগ্রজের বিবাহ স্বচক্ষে দর্শন করিতাম, তাহা হইলে,

আপনি এবং রাজ্য শুদ্ধ সমস্ত লোক রাজকুমারীকে ভাল বাসিবার বিষয়ে কি মনে করিতেন বলুন দেখি? সে যাহা হউক, মহারাজের স্মরণ থাকিতে পারে যে দিবস আমাদের শর নিক্ষেপের পরীক্ষা হয় সেই দিবস এমন পরিষ্কার প্রান্তর মধ্যে আমার তীর যে কোথায় গিয়া পড়িল তাহা আর দেখিতে পাওয়া গেল না, তজ্জন্য আমি সাতিশয় চমৎকৃত হইয়া আমার শর যে কোথায় পড়িল তাহার অনুসন্ধানার্থ গুপ্ত-ভাবে রাজবাটী হইতে বহিষ্কৃত হইয়া আমার ভ্রাতাদিগের শর যে স্থানে পড়িয়াছিল তাহার উভয় পার্শ্ব খুজিতে খুজিতে প্রায় দুই তিন ক্রোশ পথ চলিয়া গেলাম, কিন্তু কোথাও আপন তীর দেখিতে পাই-লাম না, তাহাতে আরো বিস্ময়ান্বিত হইয়া অনন্যকর্ম ভাবে ক্রমাগত গমন করিতে লাগিলাম। অবশেষে ঐ প্রাঙ্গণের প্রান্তভাগে যে এক বৃহৎ পর্ব্বত আছে তাহার নিকটে গিয়া দেখিলাম আমার সেই শরটী পড়িয়া রহিয়াছে। তাহা পাইয়া আমার সকল দুঃখ দূর হইল বটে, কিন্তু কি কারণে যে আমার শরটী এত দূরে আসিয়া পড়িল সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়া সম্প্রতি তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান পাইয়াছি এবং এক্ষণে পরমসুখে বাস করিতেছি, কিন্তু মহারাজ আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, আমি তদ্বিবরণ আপনকার নিকটে প্রকাশ করিতে পারিব না। আমি আরো বলিতেছি যে কেবল আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসেই এ স্থানে আসিয়াছি দুই তিন দিবসের মধ্যেই ফিরিয়া যাইব।"

ভূপতি বলিলেন, "হে বৎস! ইহা আমার একান্ত ইচ্ছা যে তুমি সতত আমার নিকটেই বাস কর, তবে যদি একান্তই থাকিতে না চাও, তবে বল দেখি তোমাকে আবশ্যক হইলে কোন স্থানে অনুসন্ধান করিব?" রাজপুত্র বলিলেন, "পিতঃ! আপনি আমাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করি-তেছেন এক্ষণে আমি সে কথার প্রত্যুত্তর দিতে পারি না, যেহেতু তাহা হইলে আমার গুপ্ত বিবরণ প্রকাশ হইয়া পড়িবে, কিন্তু আমি অঙ্গী-কার করিয়া যাইতেছি যে, সুযোগ পাইলেই এস্থানে আসিয়া আপন-কার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

অনন্তর রাজপুত্র আহাম্মদ তিন দিন কাল মাত্র পিত্রালয়ে থাকিয়া চতুর্থ দিবসে পরী বান্নুর নিকটে প্রত্যাগমন করত পিতা পুত্রের যে সকল কথা বার্ত্তা হইয়াছিল আদ্যোপান্ত তৎসমুদায় বর্ণনা করিলেন। অনন্তর রাজপুত্র পিত্রালয় হইতে প্রত্যাগমন করিবার প্রায় এক মাস পরে এক দিন পরীবান্নু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "নৃপনন্দন প্রত্যা-গমন কালে পিতার নিকটে অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছেন সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে গিয়া সাক্ষাৎ করিয়া আসিবেন, কিন্তু এবার প্রায় একমাস অতীত হইল, তথাপি রাজপুত্র পিত্রালয়ে যাইবার কথা মুখে আনিতেছেন না, বোধ করি ভূপতিতনয় আমার অসন্তোষের ভয়েই এ

প্রকার ব্যবহার করিতেছেন।” অতএব তিনি এক দিন সুযোগক্রমে নৃপ-নন্দনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “হে নাথ! তুমি কি পিতাকে এক-বারে বিস্মৃত হইলে? তোমার কি স্মরণ নাই যে তুমি প্রত্যাগমন কালে তাঁহার সহিত মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ করিতে যাইবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছ? অতএব পাছে তোমার বাক্য মিথ্যা হয় এই ভয়ে আমি তোমাকে প্রতিজ্ঞার কথাটী স্মরণ করাইয়া দিলাম, তুমি গিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আইস।” নৃপনন্দন বলিলেন, “হে প্রাণে-শ্বরি! আমি পিতাকে বিস্মৃত হই নাই, কিন্তু পাছে এত শীঘ্র বিদায় প্রার্থনা করিলে তুমি অসন্তুষ্ট হও, কেবল সেই ভয়েই কোন কথা উত্থাপন করি নাই।” পরী বলিলেন, “হে রাজনন্দন! তজ্জন্য তুমি কিছু মাত্র চিন্তা করিও না, তুমি এখনি পিতৃদর্শনার্থ গমন কর। আর আমি ইহাও বলিয়া রাখিতেছি যে, তুমি অদ্যাবধি প্রতি মাসে এক এক বার করিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইও, তজ্জন্য আমার অনুমতি প্রার্থনা করিতে হইবে না।”

পরীর এই অনুমতি পাইয়া পর দিবস প্রাতে রাজপুত্র সেই প্রকার পরিচারকগণ সমভিব্যারে লইয়া এবং আপনি পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বসন ভূষণে বিভূষিত হইয়া পিতৃদর্শনার্থ গমন করিলেন। ভূপতি তাঁহাকে দেখিবামাত্র অতীব আনন্দিত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সমাদর করি-লেন। তৎপরে রাজপুত্র কয়েকবার এইরূপ প্রতিমাসে নিয়মিতরূপে পিতার নিকটে যাতায়াত করিলেন। কিন্তু যখনি যাইতেন তখনি উত্তমোত্তম মূল্যবান্ বেশ ভূষা করিয়া যাইতেন, ইহাতে তাঁহার পিতার অমাত্য-গণ তৎপ্রতি সাতিশয় ঈর্ষ্যাযুক্ত হইয়া এক দিন আপন আপন তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার পরিচয় প্রদানার্থ মহারাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, “হে ভূপতে! আপনকার পুত্র আহাম্মদ প্রতিবারে আপন সঙ্গিগণকে যে প্রকার নূতন নূতন বেশ ভূষায় সুসজ্জিত করিয়া এস্থলে আনয়ন করেন তাহাতে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যাই-তেছে, অথচ তিনি যে কোথায় থাকেন তাহা প্রকাশ করেন না তজ্জন্য তাঁহার উপর আমাদের সম্পূর্ণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, কিজানি পাছে তিনি প্রজা লোককে ধন দানে বশীভূত করিয়া আপনার রাজ্য লইবার চেষ্টা করেন।” ভূপতি নিজ পুত্রের অটল পিতৃভক্তির বিষয়ে কোন সন্দেহ করিতেন না, সুতরাং অমাত্যগণের কথায় তাঁহার বিশ্বাস হইল না, তাহাতে তিনি বলিলেন, “আমি সকল পুত্র অপেক্ষা আহাম্মদকে অত্যন্ত স্নেহ করিয়া থাকি এবং সেও আমার প্রতি সাতিশয় পিতৃভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। বিশেষতঃ আমি তৎপ্রতি কখন কোন অন্যায়া-চরণ করি নাই, অতএব সে কিজন্য আমার প্রতি এ প্রকার বিরুদ্ধাচরণ করিবে?” ভূপতির প্রমুখাৎ এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে তন্মধ্য হইতে এক

জন বলিল,"মহারাজ! আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য বটে, কিন্তু যদি কনিষ্ঠ যুবরাজ আহাম্মদ মধ্যমাগ্রজ আলির সহিত নুরোন্নেহারের বিবাহ হওয়ায় সাতিশয় মনঃকষ্ট প্রযুক্ত এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। যাহা হউক, এ বিষয়টী গুরুতর বিবেচনায় আপনাকে পূর্ব্বেই সতর্ক করিয়া দিতেছি, এক্ষণে আপনার যাহা ভাল বিবেচনা হয় করুন।" ভূপতি বলিলেন, "দেখ মন্ত্রি! আমার কনিষ্ঠ পুত্র আহাম্মদের যেরূপ উত্তম চরিত্র তাহাতে তৎকর্ত্তৃক যে রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইবে, ইহা কখনই সম্ভব নহে, অতএব তোমাদিগকে বারণ করিয়া দিতেছি যে, তোমরা এরূপ কথা আর কখন মুখেও আনিও না।"

নরনাথ সকলের সমক্ষে নিজ মনোগত ভাব গোপন রাখিবার জন্য এই প্রকার কথা বলিলেন বটে, কিন্তু অমাত্যগণের কথায় তাঁহার মনোমধ্যে এমনি সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, তৎপর মাসে রাজপুত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তিনি গুপ্ত ভাবে সেই মায়াবিনীকে অন্তঃপুর মধ্যে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, "তুমি যাহা বলিয়াছিলে তাহা সত্য হইয়াছে, রাজকুমার আহাম্মদ জীবিত আছেন। সম্প্রতি তোমাকে আর একটী কার্য্য করিতে হইবে, রাজপুত্র আহাম্মদ প্রতিমাসে এক এক বার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি যে কোথায় থাকেন এবং কি করেন তদ্বিষয়ের কিছুমাত্র প্রকাশ করেন না, অতএব তোমাকে তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। রাজকুমার এক্ষণে অন্তঃপুর মধ্যেই আছেন এবং তিনি গমনকালে কাহাকেও কিছু না বলিয়া চলিয়া যান, অতএব তুমি অগ্রে গিয়া কোন স্থানে লুক্কায়িত থাক, পরে যখন যুবরাজ গমন করিবেন তখন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া তিনি যে কোথায় যান এবং কি করেন তদ্বিষয় জানিয়া আইস।" রাজকুমার যে পর্ব্বতের নিকটে আপনার শর পাইয়াছিলেন, তাহা ঐ মায়াবিনী আপন বিদ্যাবলে পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিল, অতএব সে ভূপতির আদেশক্রমে সেই পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী একটী গুপ্ত স্থানে গিয়া লুকাইয়া রহিল।

পর দিবস প্রাতে রাজনন্দন আহাম্মদ পূর্ব্বের ন্যায় কাহাকে কিছু না বলিয়া রাজবাটী হইতে বহির্গত হইয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। পরে ঐ মায়াবিনী যে স্থানে লুক্কায়িত ছিল সেস্থান যখন অতিক্রম করিয়া চলিয়া যান তখন ঐ মায়াবিনী তৎপ্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল, কিন্তু কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই তিনি একবারে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। তদ্দৃষ্টে মায়াবিনী সাতিশয় বিস্মিত হইয়া একমনে ভাবিতে লাগিল, "পর্ব্বতটী যে প্রকার উচ্চ এবং বন্ধুর, তাহাতে উহা অতিক্রম করা কাহারো সাধ্য নহে, অতএব রাজপুত্র যে, কোন পর্ব্বতগুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন তাহার আর সন্দেহ নাই।" মায়াবিনী মনে মনে এই

প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া যে স্থান হইতে রাজপুত্র এবং তৎসঙ্গিগণ একবারে অদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন সেই স্থানে গমন করত তাহার চতুর্দ্দিকে অনেক অনুসন্ধান করিতে লাগিল কিন্তু কোন স্থানে গহ্বরের কিছুমাত্র চিহ্ন দেখিতে পাইল না যেহেতু উহা পরীগণ ব্যতীত অপর স্ত্রীলোকের দ্রষ্টব্য নহে এবং পরী বানুর বিশেষ প্রণয়ী পুরুষ ব্যতীত আর কেহই উহা দেখিতে অথবা খুলিতে পারিত না। সুতরাং মায়াবিনী অনেক অনুসন্ধানের পর অগত্যা তথা হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ভূপতির নিকটে গমন করত রাজপুত্র সম্বন্ধে যাহা যাহা জ্ঞাত হইয়াছিল তৎসমুদায় নিবেদন করিয়া বলিল, "মহারাজ! আপনি উদ্বিগ্ন হইবেন না, আমি অতি শীঘ্র রাজপুত্রের আর আর সমস্ত সমাচার আপনাকে অবগত করাইব।" নরনাথ তাহার কথায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ এক খণ্ড বহুমূল্য হীরক পারিতোষিক দিয়া বলিলেন, "আপাততঃ তুমি ইহা গ্রহণ কর, পরে কার্য্য সিদ্ধি হইলে, তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবে।"

পরী বানুর নিকটে অনুমতি পাইয়া অবধি কনিষ্ঠ রাজপুত্র আহাম্মদ প্রতি মাসে এক এক বার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া থাকেন মায়াবিনী ইহা জানিতে পারিয়া স্বাভীষ্ট সিদ্ধির মানসে নির্দ্দিষ্ট সময়ের দুই এক দিবস পূর্ব্বে ঐ পর্ব্বতময় স্থানের যে খান হইতে রাজপুত্র একবারে অদৃশ্য হইয়াছিলেন তথায় গিয়া আপনার অত্যন্ত পীড়া হইয়াছে এই ভাণ করিয়া পড়িয়া রহিল। পর দিবস প্রাতে নৃপনন্দন পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার জন্য স্বীয় অনুচরগণ সমভিব্যাহারে সেই লৌহদ্বার উদ্ঘাটনপূর্ব্বক বাহিরে আসিয়া দেখিলেন একটী স্ত্রীলোক এক খণ্ড প্রস্তরোপরি স্বীয় মস্তক রাখিয়া পড়িয়া আছে, তদ্দৃষ্টে আহাম্মদ সাতিশয় দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া উহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁগো বৃদ্ধে! তুমি কে এবং কি জন্য এখানে পড়িয়া আছ?" তখন সেই চতুরা মায়াবিনী কাল্পনিক দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক কাতরস্বরে বলিতে লাগিল, "বাছা! আমি নগরে যাইতে ছিলাম পথি মধ্যে অত্যন্ত জ্বরাক্রান্ত হওয়ায় চলৎ শক্তি রহিত হইয়া এই স্থানে পড়িয়া আছি।" রাজনন্দন বলিলেন, "ভদ্রে! তোমার কোন চিন্তা নাই, আমি তোমাকে এমন এক উত্তম স্থানে রাখাইয়া দিতেছি যে, তথায় তোমার সেবা শুশ্রূষার কিছুমাত্র ত্রুটি হইবে না এবং অতি অল্প-কালের মধ্যেই তুমি সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করিতে পারিবে।" মায়াবিনী রাজপুত্রের শ্রীমুখাৎ এই কথা শুনিবামাত্র অতি সন্তুষ্টচিত্তে তদ্বিষয়ে সম্মতা হইলে, নৃপনন্দন পুনর্ব্বার সেই লৌহদ্বার উদ্ঘাটনপূর্ব্বক তাহাকে পরীর নিকটে লইয়া গিয়া বলিলেন, "এই স্ত্রীলোকটী পীড়িতা হইয়া পথিমধ্যে পড়িয়াছিল, অতএব ইহার চিকিৎসাদি

করাও।" পরীবানু এতাবৎকাল সেই মায়াবিনীকে মনোযোগপূর্ব্বক দেখিতেছিলেন, তিনি রাজপুত্রের কথা শেষ হইবামাত্র তাঁহার দুই জন পরিচারিকাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তোমরা এই স্ত্রীলোকটীকে একটী কুঠরীতে লইয়া গিয়া উত্তমরূপে ইহার চিকিৎসাদি করাও।" তৎপরে তিনি রাজপুত্রকে একটী নির্জ্জন স্থানে ডাকিয়া চুপে চুপে বলিলেন, "এই স্ত্রীলোকটীর ভাব ভঙ্গী দেখিয়া আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, ইহার বাস্তবিক কোন পীড়া হয় নাই, কেবল ছল করিয়া তোমার কোন অনিষ্ট সাধনার্থ ও এপ্রকার ভাব ধারণ করিয়াছে। যাহা হউক, তজ্জন্য তোমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই, আমি তোমাকে পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত বিপজ্জাল হইতে উদ্ধার করিব।"এই কথায় রাজপুত্র কিছুমাত্র ভীত না হইয়া পরীকে বলিলেন,"প্রেয়সি। আমিত কখন কাহার কোন অনিষ্ট চেষ্টা করি নাই অতএব কে আমার অনিষ্ট করিবে? আর যদিও কেহ আমার অনিষ্ট চেষ্টা করে, তথাপি আমি সাধ্যানুসারে তাহার উপকার করিতে ত্রুটি করিব না।" এইরূপ কথোপকথনের পর, রাজকুমার পরীবানুর নিকটে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক পিতৃভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নৃপতি দূর হইতে পুত্রকে দেখিবামাত্র আপন সন্দিগ্ধভাব গোপন করিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় সমাদর করিলেন।

এ দিকে পরীবানুর আদেশানুসারে তাঁহার পরিচারিণীদ্বয় সেই মায়াবিনীকে ধরাধরি করিয়া একটী উৎকৃষ্ট গৃহে লইয়া গেল, এবং তথায় তাহাকে এক খানি সুসজ্জিত পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করাইয়া এক জন পরিচারিণী তথা হইতে কিয়দ্দূর গিয়া এক পাত্র জল আনয়নপূর্ব্বক সেই মায়াবিনীকে পান করিতে দিয়া বলিল, "ওগো বৃদ্ধে! তুমি এই জল টুকু পান কর ইহা সর্ব্ব প্রকার পীড়ার মহৌষধ, তুমি ইহা পান করিলে, এক ঘন্টার মধ্যেই সম্পূর্ণ রূপ আরোগ্য লাভ করিতে পারিবে।" পরিচারিণীদ্বয় বারম্বার এই কথা বলাতে মায়াবিনী সাতিশয় ব্যগ্রতা প্রকাশপূর্ব্বক ঐ জল পান করিল। তখন ঐ দাসীদ্বয় বস্ত্র দ্বারা তাহার গাত্রাচ্ছাদন করিয়া দিয়া বলিল, "তুমি একণে নিদ্রা যাইবার চেষ্টা কর, তাহা হইলেই, অতি শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিতে পারিবে, আমরা এক ঘন্টার মধ্যেই ফিরিয়া আসিতেছি।" ইহা বলিয়া পরিচারিণীদ্বয় তথা হইতে প্রস্থান করিল।

মায়াবিনী তখনি নীরোগ চিহ্ন প্রকাশ করিল, কারণ তাহার রোগ মিথ্যা, কেবল রাজপুত্রের বাসস্থান দেখিয়া ভূপতিকে তদ্বিষয় অবগত করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য এবং একণে তাহা সিদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু পরীবানুর পরিচারিণীদ্বয় এক ঘন্টার পূর্ব্বে ঐ ঔষধের কোন গুণ দর্শিবে না বলিয়াছিল বলিয়াই, কেবল [illegible] পর্য্যন্ত ছল করিয়া অসুস্থ ভাবেই পড়িয়া রহিল।

পরীবানু আর কতিপয় পরমাসুন্দরী পরীর সহিত একখানি অত্যুৎকৃষ্ট
স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্টা রহিয়াছেন।

কতক্ষণের পর সেই পরিচারিকাদ্বয় আসিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলে মায়াবিনী আস্তে ব্যস্তে শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বলিল, "আহা কি উত্তম ঔষধ, আমি সেই আশ্চর্য্য ঔষধের গুণে অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছি, এক্ষণে তোমরা আমাকে একবার তোমাদের কর্ত্রীর নিকটে লইয়া চল, আমি তাঁহার নিকটে স্বীয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক এ স্থান হইতে বিদায় হই।" পরীবানুর দাসীদ্বয় সেই মায়াবিনীকে সম্পূর্ণরূপ সুস্থা দেখিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া একটী অত্যুৎকৃষ্ট গৃহে প্রবেশ করিল। তথায় পরীবানু আর কতিপয় পরমাসুন্দরী পরীর সহিত একত্র হইয়া একখানি অপূর্ব্ব স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তদ্দৃষ্টে মায়াবিনী এমনি মুগ্ধা হইয়াছিল যে, সে সিংহাসনের সম্মুখে গিয়া পরীবানুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল বটে, কিন্তু স্বীয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ একটীও কথা কহিতে পারিল না, কেবল নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তখন পরীবানু বলিলেন, "ভদ্রে! তোমাকে রোগমুক্ত দেখিয়া আমি পরমাহ্লাদিত হইলাম, এক্ষণে তুমি অবলীলাক্রমে স্বীয় গন্তব্য স্থানে যাইতে পারিবে, অতএব তোমাকে আর বৃথা এ স্থানে রাখিতে চেষ্টা

করিব না, তবে যদি তুমি আমার এই অট্টালিকার অন্যান্য গৃহাদি দেখিতে বাসনা কর, তাহা হইলে, এই পরিচারিণীদ্বয়ের সহিত দেখিয়া আইস।" আজ্ঞা মাত্র ঐ দাসীদ্বয় তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া ঐ বাটীর সমস্ত স্থান দেখাইল। তদনন্তর সেই লৌহদ্বারের নিকটে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল, মায়াবিনী তাহাদিগকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক নগরাভিমুখে যাত্রা করিল।

কুহকিনী কিয়দ্দূর গিয়াই সেই লৌহদ্বারটী চিনিয়া রাখিবার জন্য পুনরায় সেই স্থানে ফিরিয়া আসিল, কিন্তু তাহা আর দেখিতে পাইল-না। যাহা হউক, তজ্জন্য সে কিছুমাত্র দুঃখিত না হইয়া অতি সত্বর মহা-রাজের নিকটে গমন করত সে যে প্রকারে পীড়িতাবস্থায় পথিমধ্যে পড়িয়াছিল, এবং তাহাকে দেখিয়া রাজনন্দন দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া যে প্রকারে তাহাকে গহ্বর মধ্যে লইয়া গিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষার্থ অসা-মান্য রূপ লাবণ্যবতী পরীবানুকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, আদ্যো-পান্ত তৎসমুদায় বর্ণনপূর্ব্বক বলিল, "মহারাজ! পরীর সহিত রাজপুত্রের এবম্প্রকার প্রণয়ে তাঁহার সাতিশয় সৌভাগ্য বলিতে হইবে, কিন্তু পাছে তিনি পরীর কুমন্ত্রণায় আপনাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজা হয়েন, তজ্জন্য আপনকার অগ্রে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।"

কুহকিনীর প্রমুখাৎ এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে ভূপতি সাতিশয় ভীত হইয়া মন্ত্রীদিগকে ডাকিয়া তাঁহাদিগের নিকটে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে রাজপুত্রের দৌরাত্ম্য নিবারণের উপায় কি বল দেখি?" তন্মধ্যে এক জন ভূপতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ! এক কর্ম্ম করুন রাজপুত্র আহাম্মদ হইতেই আপনার বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা এবং তিনি এখন এই স্থানেই আছেন, অতএব এই সুযোগে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করুন, তাহা হইলেই, আপনার আর কোন অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না।" এই যুক্তি সকলেরই মনোজ্ঞ হইল, কেবল সেই কুহকিনী তদ্বিষয়ে সম্মতা হইল না। সে বলিল, "মহারাজ! রাজপুত্র আহাম্মদকে বন্দী করিতে হইলে তাঁহার সমভিব্যাহারী অনুচরগণকেওতো কারারুদ্ধ করিতে হইবে, কিন্তু সেটী বড় সহজ ব্যাপার নহে, যেহেতু তাহারা দৈত্য এবং মনে করিলেই একবারে অদৃশ্য হইতে পারে, অতএব রাজকুমার অথবা তাহা-দের উপর কোন অত্যাচার করিলেই তাহারা তৎক্ষণাৎ সেই পরীর নিকটে যাইয়া সমস্ত কথা বলিয়া দিবে, তাহা হইলেও ঘোরতর বিপৎ-পাতের বিলক্ষণ সম্ভাবনা, কেন না পরীবানু কখনই স্বামীর অবমাননা সহ্য করিতে পারিবেন না, তিনি ঐ কথা শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিবেন। অতএব এমন কোন উপায়ান্বেষণ করুন যদ্দ্বারা মহারাজের কোন ক্ষতি না হয়, এবং রাজকুমার অথবা

পরীবানুও কোন রূপে অসন্তুষ্ট হইতে না পারেন। যদিস্যাৎ আমার পরামর্শ শুনিতে চাহেন তবে এক কর্ম্ম করুন, আপনারা তো সৈন্য সামন্ত লইয়া কোন স্থানে যাইতে হইলে, তাম্বু কানাৎ প্রভৃতি লইয়া যাইতে হয় এবং তজ্জন্য খরচ পত্রও অনেক হইয়া থাকে, অতএব আপনি রাজকুমারকে এই কথা বলুন তিনি যেন তাঁহার প্রিয়তমা পরীর নিকট হইতে আপনার জন্য এমন একটী তাম্বু আনিয়া দেন যে, উহা এক জন মনুষ্য অনায়াসেই মুষ্টির মধ্যে করিয়া লইয়া যাইতে পারে, অথচ উহা বিস্তৃত করিলে এত বড় হয় যে, তন্মধ্যে আপনার সমস্ত সৈন্যগণ আপন২ অশ্ব এবং উষ্ট্রাদি লইয়া সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে। রাজকুমার যদি এই প্রকার বস্ত্রাবাস আনিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে, আপনি ক্রমে ক্রমে আরও অদ্ভুত অদ্ভুত দ্রব্যের জন্য প্রার্থনা করিবেন। কিন্তু যখন রাজপুত্র দেখিবেন যে তন্মধ্যে কোন দ্রব্য আপনাকে আনিয়া দিতে পারিলেন না তখন তিনি লজ্জিত হইয়া আপনা আপনিই এস্থানে আসিতে ক্ষান্ত হইবেন, তাহা হইলেই, মহারাজের আর কোন আশঙ্কা থাকিবে না এবং রাজপুত্র অথবা তৎসঙ্গিগণকেও কারারুদ্ধ করিতে হইবে না।” মায়াবিনীর এবম্প্রকার সদ্যুক্তি শ্রবণে ভূপতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তদনুসারেই কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন।

পর দিবস রাজপুত্র ভূপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে পর, নরনাথ তাঁহার সহিত বহুবিধ কথা বার্ত্তার পর তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, “বৎস! তুমি যদিও আমার নিকটে তোমার সুখ স্বচ্ছন্দতার বিষয় কিছুই প্রকাশ কর নাই তথাপি আমি শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম যে, তুমি এক পরমা সুন্দরী পরীকে বিবাহ করিয়া তাহার সহিত পরম সুখে কাল যাপন করিতেছ। এক্ষণে আমার প্রার্থনা এই যে তুমি তোমার ভার্য্যাকে বলিয়া আমাকে এমন একটী তাম্বু আনিয়া দাও যে, এক জন মনুষ্য অবলীলা ক্রমে উহা মুটার ভিতর করিয়া লইয়া যাইতে পারে অথচ তাহা বিস্তার করিলে এত বড় হইবে যে, তাহার তলে দুই চারি লক্ষ সৈন্য আপন আপন দ্রব্যাদি লইয়া অনায়াসেই বাস করিতে পারে। তুমি আমার এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া থাকিবে, কিন্তু ইহা সকলেই বিদিত আছে যে পরিদিগের অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই, বিশেষতঃ তুমি আমার জন্য কোন দ্রব্য চাহিলে তোমার স্ত্রী কখনই তদ্বিষয়ে অসম্মতা হইবেন না।”

নৃপনন্দন আহাম্মদ কখন মনে করেন নাই যে তাঁহার পিতা তাঁহার নিকটে এ প্রকার দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য চাহিবেন, এবং পরী ও দৈত্যদিগের যে কত দূর ক্ষমতা তাহাও তিনি জানিতেন না, বিশেষতঃ পরীবানুর নিকটে কোন দ্রব্যের প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিবারও তাঁহার অভিলাষ ছিল না, সুতরাং তিনি পিতার কথায় যে কি উত্তর দিবেন

তাহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে বলিলেন, 'হে পিতঃ! আমি বাস্তবিকই সেই পরীকে ধর্ম্মতঃ বিবাহ করিয়াছি, এবং তিনিও আমাকে অতিশয় ভাল বাসেন, কিন্তু আমি তাঁহার নিকটে কখন কোন দ্রব্যের প্রার্থনা করি নাই এবং করিলেই যে পাইতে পারিব তাহারও কোন আশা নাই, যাহা হউক, আমি আপনার অভিলষিত দ্রব্যটী তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিব, কিন্তু যদি সে প্রকার তাম্বু প্রাপ্ত হইতে না পারি তাহা হইলে, আর আপনকার শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিব না, তজ্জন্য আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন এবং জানিবেন যে, আপনার আজ্ঞা পালনে অশক্ততা হেতুই আমি চিরকালের জন্য আপনকার সাক্ষাৎ লাভে বঞ্চিত হইলাম।"

ভূপতি, পুত্রের প্রমুখাৎ এই সমস্ত কথা শুনিয়া কৃত্রিম দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, "বৎস! ইহার জন্য তুমি কিছু মাত্র চিন্তা করিও না, কারণ আমি যে প্রকার বস্ত্রাবাসের কথা বলিলাম, পরী তাহা অনায়াসেই দিতে পারিবে, যেহেতু তাহাদিগের অসাধ্য কিছুই নাই।" রাজার এই প্রকার অসঙ্গত কথা শ্রবণে যুবরাজ আর তদ্বিষয়ে দ্বিরুক্তি না করিয়া কি প্রকারে যে পরীবানুর নিকটে এ বিষয়ের প্রার্থনা করিবেন মনোমধ্যে কেবল তদ্বিষয় চিন্তা করিতে করিতে বিমর্ষভাবে রাজবাটী হইতে বহির্গত হইয়া পরীবানুর নিকটে গমন করিলেন। রাজকুমার পরীর নিকটে আপন মনোগতভাব গোপনরাখিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পরীবানু তাঁহার বিষণ্ণ বদন দর্শনে সাতিশয় দুঃখিতা হইয়া কহিলেন, "হে নাথ! আমার নিকটে কোন বিষয় গোপন রাখিও না, তোমার ম্লানবদন দেখিয়া আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, তোমার কোন বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে, যদি তাহাই হইয়া থাকে তবে বল সাধ্যানুসারে তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু যদি তোমার পিতার কোন অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে, তোমার শোক সহজে নিবারণ করিতে পারিব না।" তখন যুবরাজ আহাম্মদ পরীর অনুরোধের পরতন্ত্র হইয়া আর আত্মভাব গোপন রাখিতে না পারিয়া মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন, "হে প্রাণেশ্বরি! আমি ঈশ্বরানুগ্রহে আমার পিতাকে সুস্থ দেখিয়া আসিয়াছি, সেজন্য কিছুমাত্র চিন্তা করিতেছি না, কিন্তু তোমার সহিত যে আমার বিবাহ হইয়াছে তিনি যে তাহা কি প্রকারে জানিতে পারিয়াছেন এবং তজ্জন্য আমার নিকটে যে অত্যদ্ভুত সামগ্রীর প্রার্থনা করিয়াছেন কেবল সেই নিমিত্তই আমি এতাদৃশ চিন্তান্বিত আছি।" ইহা বলিয়া তাঁহার পিতা তাঁহার নিকটে যে প্রকার একটী অত্যাশ্চর্য্য তাম্বু চাহিয়াছেন, আদ্যোপান্ত তদ্বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। পরীবানু মনোযোগপূর্ব্বক এই সমস্ত কথা শুনিয়া আহাম্মদকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,

"হে রাজপুত্র! তোমার স্মরণ থাকিতে পারে, তুমি কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে যে মায়াবিনীকে কগ্নবোধ করিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষার্থ আমার নিকটে আনয়ন করিয়াছিলে সে বাস্তবিক পীড়িতা ছিল না. কেবল ছলনাপূর্ব্বক তোমার সমস্ত সমাচার অবগত হইয়া ভূপতিকে এবম্প্রকার কুমন্ত্রণা দিয়াছে। যাহা হউক, তজ্জন্য তুমি কিছু মাত্র চিন্তিত হইও না, আমি তোমার পিতার মনোভিলাষ পূর্ণ করিব।"

এই কথা বলিয়া পরীবানু স্বীয় কোষরক্ষিণীকে ডাকাইয়া বলিলেন, "নুরজিহান! আমার ভাণ্ডারমধ্যে যে একটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ তাম্বু আছে তাহা আনয়ন কর।" আজ্ঞামাত্র নুরজিহান অবলীলাক্রমে আপন মুষ্টির মধ্যে করিয়া একটী তাম্বু আনিয়া দিল, পরীবানু উহা লইয়া রাজপুত্রের হস্তে দিলেন। নৃপনন্দন তাহা পাইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, পরীবানু বুঝি তাঁহার সহিত পরিহাস করিতেছেন। পরী তাঁহার মুখশ্রী দৃষ্টে অনায়াসেই সেই ভাব বুঝিতে পারিয়া হাস্য করিতে করিতে বলিলেন, "রাজপুত্র! তুমি কি মনে করিতেছ যে আমি তোমার সহিত পরিহাস করিতেছি?" তদনন্তর স্বীয় কোষরক্ষিণীকে বলিলেন, "নুরজিহান! তুমি একবার এই তাম্বুটী প্রসারিত করিয়া দেখাও, তাহা হইলেই, নৃপনন্দন অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন ইহা তাঁহার পিতার মনোনীত হইবে কি না।" তাহাতে নুরজিহান বাহিরে যাইয়া উহা প্রসারিত করিলে রাজপুত্র দেখিলেন যে, তন্মধ্যে তাঁহার পিতার দুই প্রস্তুত সৈন্য অনায়াসেই থাকিতে পারিবে, অতএব তিনি সাতিশয় পুলকিত হইয়া পরীবানুর ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন পরীবানু পুনরায় রাজপুত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "হে নৃপনন্দন! এই তাম্বুটীর একটী বিশেষ গুণ এই যে সৈন্যের সংখ্যানুসারে ইহা আপনা আপনিই সঙ্কুচিত এবং প্রসারিত হয়।" তদনন্তর নুরজিহান সেই তাম্বুটী গুটাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় মুষ্টির মধ্যে করিয়া আনিয়া রাজপুত্রের হস্তে দিলে, তিনি কাল ব্যাজ না করিয়া তদ্দণ্ডেই অশ্বারোহণপূর্ব্বক অনুচরগণ সমভিব্যাহারে পিতৃসন্নিধানে গমন করিলেন।

ভূপতি মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি যে প্রকার তাম্বু চাহিয়াছেন, যুবরাজ কোন ক্রমেই তাহা আনিতে পারিবেন না। অতএব যখন দেখিলেন যে আহাম্মদ তাহাও আনিয়া দিয়া সৈন্যের সংখ্যানুসারে তাহার আকুঞ্চন এবং প্রসারণ বিষয়ক যে সমস্ত গুণ আছে তৎসমুদায় বলিতে লাগিলেন, তখন তিনি অত্যন্ত বিস্ময়াম্বিত হইয়া বাহ্যিক সন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহার এবং পরিবানুর বিস্তর প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পাছে রাজপুত্র পরীবানুর সাহায্যে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া আপনি রাজা হয়েন, এই ভয়ে তাঁহাকে বিনাশ করনাভিপ্রায়ে পুনর্ব্বার সেই মায়াবিনীকে ডাকিয়া তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা

করিলেন। কুহকিনী কহিল, "মহারাজ! এইবার রাজপুত্রকে সিংহ-রক্ষিত নির্ঝরের জল আনয়ন করিতে বলুন, তাহা হইলে, আপনার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। পরে সন্ধ্যার সময়ে রাজপুত্র তাঁহার নিকটে আসিলে তিনি বলিলেন, "বাপু হে! তুমি আমাকে যে অত্যাশ্চর্য্য তাম্বুটী আনিয়া দিয়াছ তজ্জন্য যে আমি তোমার উপর কতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু এক্ষণে তোমাকে আর একটী কর্ম্ম করিতে হইবে। আমি শুনিয়াছি যে, তোমার সহধর্ম্মিণী নাকি সিংহ নির্ঝর নামক কোন নির্ঝরের জল দ্বারা সর্ব্বপ্রকার রোগ আরোগ্য করেন, অতএব তাঁহার নিকট হইতে আমাকে সেই জল কিঞ্চিৎ আনিয়া দিতে হইবে, কারণ আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, কি জানি, কখন কোন্ পীড়া উপস্থিত হয়, অতএব সেই জল আমার নিকটে থাকিলে পীড়িতাবস্থায় উহা পান করিয়া অনায়াসেই আরোগ্য লাভ করিতে পারিব।"

রাজপুত্র মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতা এই অপূর্ব্ব বস্ত্রাবাস প্রাপ্তে তাঁহাকে আর কোন দ্রব্যের জন্য অনুরোধ করিবেন না, কিন্তু এই জলের কথা শুনিবামাত্র তাঁহার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া পরে কহিলেন, "হে পিতঃ! আমি আপনকার কুশলোদ্দেশে যে কোন কর্ম্মই হউক না কেন করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তজ্জন্য পাছে বারম্বার আপন বনিতাকে অনুরোধ করিতে হয় সেই জন্যই আমি অতি দুঃখিত হইতেছি। যাহা হউক, আমি এই বিষয়ের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিব, কিন্তু জল আনিয়া দিতে পারিব কি না, বলিতে পারি না।"

পর দিবস প্রাতে যুবরাজ আহাম্মদ পরীর নিকটে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তৎ প্রদত্ত তাম্বুর বিষয়ে ভূপতির সহিত তাঁহার যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল এবং তদ্দর্শনে তিনি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যেপ্রকার ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন আনুপূর্ব্বিক তৎসমুদয় বর্ণন করিলেন। তদনন্তর ভূপতির নূতন আদেশের কথাও তাঁহাকে জানাইয়া বলিলেন, "প্রেয়সি! এক্ষণে তোমার যাহা অভিরুচি হয় কর।" পরী বলিলেন, "প্রাণেশ্বর! সে জন্য তুমি কিছুমাত্র চিন্তা করিও না, যেহেতু যাহাতে ভূপতি আমাদিগের উপর সন্তুষ্ট হয়েন আমি সাধ্যানুসারে তদ্বিষয়ের চেষ্টা করিব, কিন্তু তিনি যে সিংহরক্ষিত নির্ঝরের জলের কথা বলিয়াছেন, তাহাতে আমার মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে যে, তিনি সেই কুহকিনীর কুমন্ত্রণায় তোমার নিধনেচ্ছা করিয়াছেন, যেহেতু যে দুর্গের মধ্যে ঐ নির্ঝরটী আছে চারিটা অতি ভয়ঙ্কর কেশরী তাহার দ্বাররক্ষক। তন্মধ্যে দুইটা সিংহ সর্ব্বদা জাগরিত থাকে, আর দুইটা নিদ্রা যায়। বারি আনয়নার্থ গমন করিলে, প্রায় কেহই সে স্থান হইতে ফিরিয়া আসিতে পারে না, যাহা হউক, তজ্জন্য তুমি কিছুমাত্র ভীত

হইও না, যাহাতে তুমি অনায়াসে সেই নির্ঝর হইতে জল আনয়ন করিতে পার তাহার উপায় বলিয়া দিতেছি।” ইহা বলিয়া পরীবানু সেই দুর্গের পথ নির্দ্দেশপূর্ব্বক রাজপুত্রের হস্তে একটী সূত্র-গুলিকা দিয়া বলিলেন, দেখ রাজপুত্র! কল্য প্রাতে তুমি একটী জলপাত্র হস্তে করিয়া অশ্বশালা হইতে দুইটী উত্তম অশ্ব আনয়নপূর্ব্বক একটীতে আপনি আরোহণ করিবে এবং অপরটীতে একটী মেষ চারি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া লইয়া জল আনয়নার্থ যাত্রা করিবে। পরে সেই দুর্গের নিকটে উত্তীর্ণ হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই আমি যে সূত্র গুলিকাটী দিয়াছি তাহা ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে, তাহা হইলেই, ঐ গুলিকাটী ক্রমাগত সম্মুখ দিকে দৌড়াইতে আরম্ভ করিবে এবং চারিটা সিংহ একত্র হইয়া দুর্গের যে দ্বার রক্ষা করিতেছে তাহার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইবামাত্র ঐ দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে। তুমি সেই সূত্র গুলিকাটীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে তোমাকে দেখিবামাত্র জাগরিত সিংহদ্বয় তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া অপর মৃগেন্দ্রদ্বয়ের নিদ্রা ভঙ্গ করিবে। তদ্দর্শনে তুমি কিছুমাত্র ভীত না হইয়া তাহাদের প্রত্যেককে এক এক খণ্ড মেষ মাংস ফেলিয়া দিবে, তাহারা ঐ মাংস পাইয়া আহার করিতে থাকিবে, তুমি সেই

সিংহরক্ষিত নির্ঝর।

সুযোগে অশ্ব হইতে অবতরণ না করিয়াই আপন পাত্র জল পূর্ণ করিয়া অতিদ্রুতবেগে সে স্থান হইতে পলাইয়া আসিবে।”

পর দিন প্রাতে ভূপালতনয় জল আনয়নার্থ যাত্রা করিলেন, এবং পরীবানুর আদেশানুসারে সেই দুর্গদ্বারে উপনীত হইয়া সিংহ চারিটাকে চারিখণ্ড মেষ মাংস ফেলিয়া দিয়া আপনি অকুতোভয়ে দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করত নির্ঝর হইতে জল লইয়া অতি দ্রুত বেগে অশ্ব চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু কিয়দ্দূর আসিয়া পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া দেখিলেন যে, দুইটা সিংহ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইয়া আসিতেছে। তদ্দর্শনে তিনি সাতিশয় ভীত হইলেন বটে, কিন্তু সিংহদ্বয় তাঁহাকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা না করিয়া তন্মধ্যে একটা সিংহ তাঁহার অগ্রে অগ্রে লাঙ্গুল নাড়িতে নাড়িতে দৌড়িতে লাগিল ও অপরটা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল দেখিয়া রাজপুত্র স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন যে, তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আইসে নাই। অনন্তর তাহারা রাজবাটীর দ্বারপর্য্যন্ত তাঁহার সমভিব্যাহারে আসিয়া তথা হইতে প্রত্যাগমন করিল। নগরবাসিগণ সিংহদ্বয়কে দেখিয়া যে, যে দিকে পারিল প্রাণভয়ে পালায়ন করিল, কিন্তু মৃগেন্দ্রদ্বয় কাহারও প্রতি কোন অত্যাচার না করিয়া শান্তভাবে স্বস্থানে চলিয়া গেল।

তদনন্তর রাজনন্দন পিতার নিকটে উপনীত হইয়া তাঁহার হস্তে সেই জলপাত্র দিয়া তাঁহাকে প্রণতিপূর্ব্বক বলিলেন, “হে পিতঃ! আপনার আদেশানুসারে সেই সিংহরক্ষিত নির্ঝরের জল আনয়ন করিয়াছি লইতে আজ্ঞা হউক, কিন্তু জগদীশ্বরের নিকটে আমার প্রার্থনা এই যেন এই জল আপনাকে কস্মিন্ কালে ব্যবহার করিতে না হয়।” ভূপতি সেই বারিপাত্র দর্শনে এবং পুত্রপ্রমুখাৎ এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে সাতিশয় পুলকিত হইয়া তাঁহাকে আপন দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু পুত্রের প্রতি তাঁহার যে বিজাতীয় দ্বেষ ছিল তাহা আরো উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। অতএব তিনি সেই মায়াবিনীর সহিত পুনরায় পরামর্শ করিবার জন্য তথা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অন্তঃপুর মধ্যে চলিয়া গেলেন।

মায়াবিনী স্বীয় বিদ্যাবলে রাজপুত্রের জল আনয়নের বিষয় পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিল, সুতরাং রাজকুমারের নিধন মানসে ভূপতিকে আর একটী পরামর্শ দিল। নরেন্দ্র সেই পরামর্শানুসারে পর দিবস আপন পারিষদগণ সমক্ষে রাজপুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, “হে পুত্র! আমি, তোমার নিকটে যে যে দ্রব্য চাহিয়াছিলাম তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে তোমাকে আমি আর কোন বিষয়ের জন্য অনুরোধ করিব না, কেবল তুমি আমাকে এমন একটী মনুষ্য আনিয়া দাও যে, সে উচ্চে এক হস্ত পরিমিত হইবে, কিন্তু তাহার শ্মশ্রু বিংশতি হস্ত লম্বা থাকিবে এবং

সে যেন সাড়ে সাত মণ ভারি একটা লৌহমুদ্গারএকগাছা সামান্য যষ্টির ন্যায় অনায়াসে ব্যবহার করিতে পারে।" যুবরাজের মনে যদিও ইহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল যে, এ প্রকার মনুষ্য পাওয়া দুষ্কর, তথাপি পিতা তজ্জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন দেখিয়া, তিনি সে বিষয়ের জন্য আর কোন আপত্তি না করিয়া অপর একটী গৃহে চলিয়া গেলেন। এবং রাজপুত্র অগত্যা পরদিবস প্রাতে পরীবানুর নিকটে গিয়া তাঁহাকে পিতার নূতন প্রার্থনার বিষয় অবগত করাইয়া বলিলেন, "হে প্রেয়সি! এক্ষণে আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইয়াছে যে, পিতা আমার নিধন মানসেই এ প্রকার অসম্ভব আজ্ঞা করিয়াছেন, যাহা হউক, যদিস্যাৎআমার প্রাণরক্ষার কোন উপায় থাকে তবে বলিয়া দাও।" পরীবানু বলিলেন, "হে নৃপনন্দন! তজ্জন্য তুমি কিছু মাত্র ভীত হইও না, তুমি বরং সিংহ রক্ষিত নির্ঝরের জল আনয়ন করিবার সময় একটী ভয়ানক বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছ, কিন্তু ভূপতি যে প্রকার মনুষ্য চাহিয়াছেন সে জন্য তোমাকে কিছু মাত্র কষ্ট পাইতে হইবে না, কারণ ঠিক ঐ প্রকার সাইবার নামে আমার এক সহোদর আছেন, তিনি অনায়াসেই সাত আট মণ লৌহমুদ্গার চালনা করিতে পারেন এবং তাঁহার স্বভাব এমত উদ্ধত যে, কেহ তাহার নিকটে সামান্য অপরাধ করিলেও তিনি তাহার রক্তপাত না করিয়া ক্ষান্ত হয়েন না। কিন্তু আবার যাহার উপর একবার প্রসন্ন হয়েন, যে কোন প্রকারেই হউক, তাহার উপকার করিতে চেষ্টা করেন। আমি তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইতেছি, কিন্তু সাবধান তুমি যেন তাঁহাকে দেখিয়া ভীত হইও না, কারণ যদিও আমরা দুইজনে এক পিতার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তথাপি আমার সহিত তাঁহার অবয়বের কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই, তিনি দেখিতে অতি কদাকার এবং ভয়ানক মূর্ত্তি।"

রাজপুত্র বনিতার প্রমুখাৎ এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে সাতিশয় পুলকিত হইয়া বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "কি সাইবর তোমার সহোদর! তবে তাঁহার অবয়ব যতই কুৎসিত ও ভয়ঙ্কর হউক না কেন তাঁহাকে দেখিয়া আমার ভয় পাইবার বিষয় কি?"

পরী এই কথা শুনিয়া এক জন কিঙ্করীকে একটী স্বর্ণপাত্র আনিয়া তদুপরি অগ্নি জ্বালিতে অনুমতি দিলেন। তদনন্তর আর এক জন ভৃত্য দ্বারা একটী স্বর্ণনির্ম্মিত বাক্স আনাইয়া তন্মধ্য হইতে কিঞ্চিৎ সুগন্ধি দ্রব্য লইয়া ঐ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে এমন ধূম নির্গত হইতে লাগিল যে, চতুর্দ্দিক একবারে অন্ধকারময় হইয়া গেল। তাহার অব্যবহিত পরক্ষণেই পরী বলিলেন, "নৃপনন্দন! ঐ দেখ আমার সহোদর আসিতেছেন।" রাজকুমার দেখিলেন এক হস্ত উচ্চ এক ব্যক্তি সাড়ে সাত মণ একটা লৌহ মুদ্গার স্কন্ধে করিয়া অতি গম্ভীর ভাবে তদভি-

মুখে আসিতেছে,তাহার দাড়ি যদিও বিংশতি হস্ত পরিমাণ তথাচ তাহা ভূমিতে লুণ্ঠিত না হইয়া তাহার চক্ষুদ্বয়ের উভয় পার্শ্ব দিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে,তাহার গোঁপজোড়া এমত বৃহৎ যে কর্ণমূলের উপর দিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে,এবং তাহার চক্ষুদ্বয় অতি ক্ষুদ্র এবং মস্তকটা অতি প্রকাণ্ড বলিয়া তাহাকে আরও কদাকার দেখাইতেছে, এবং তাহার বক্ষের উপর এবং পৃষ্ঠের দিকে প্রকাণ্ডাকার দুইটী কুঁজ আছে। পরীবাহু রাজপুত্রকে পূর্ব্বেই সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া রাজপুত্র সাইবরের এবম্প্রকার অদ্ভুত আকার প্রকার দৃষ্টে কিছু মাত্র ভীত না হইয়া সেই স্থানেই দণ্ডায়মান রহিলেন। সাইবর আসিয়াই রাজপুত্রের দিকে কটাক্ষ পাত করিয়া পরীবাহুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"এ লোকটী কে?"তাহাতে পরী উত্তর করিলেন, 'ভ্রাতঃ! ইনি আমার স্বামী, ইনি বঙ্গেশ্বরের কনিষ্ঠ পুত্র, ইঁহার নাম আহাম্মদ, আমার বিবাহ সময়ে তুমি যুদ্ধে গমন করিয়াছিলে এজন্য তোমাকে তৎকালে নিমন্ত্রণ করিতে পারি নাই, সম্প্রতি শুনিলাম তুমি যুদ্ধে জয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছ সেই জন্য তোমাকে আহ্বান করিয়াছি।" সাইবর তখন রাজপুত্রের দিকে কোমল দৃষ্টিতে চাহিয়া পরীকে বলিলেন,"ভগিনি! ইনি তোমার স্বামী? অতএব যদি আমার দ্বারা ইঁহার কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা থাকে বল, আমি তাহা এখনি করিতে প্রস্তুত আছি।" পরীবাহু কহিলেন,"ভ্রাতঃ! তোমাকে একবার দেখিবার জন্য রাজপুত্রের পিতার অত্যন্ত অভিলাষ হইয়াছে, অতএব আমার একান্ত ইচ্ছা যে তুমি একবার ইঁহার সহিত ভূপতির নিকটে গমন কর।" তখন সাইবর আহাম্মদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "তাহার আর বাধা কি, আইস আমি এখনি যাই-তেছি।" পরী বলিলেন," অদ্য দিবাবসান হইয়াছে, অতএব এখন যাইবার প্রয়োজন নাই, কল্য প্রাতে যাইও।" তদনন্তর তাঁহার সহিত রাজপুত্রের বিবাহ হওয়া অবধি বঙ্গেশ্বর পুত্রের প্রতি যে যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছিলেন আদ্যোপান্ত তৎসমুদয় কহিলেন।

সাইবর, রাজপুত্র আহাম্মদ ও তদীয় পিতার সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া পর দিবস প্রাতে তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া তদীয় পিতার রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরে নগরে গিয়া উপনীত হইলে নগরস্থ সমস্ত লোক এবং দোকানি পসারি সাইবরকে দেখিবা মাত্র, যে যেখানে পারিল, ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল এবং পথিমধ্যে যাহা-দিগের সহিত একবার সাক্ষাৎ হইল তাহারাও সাইবরকে দেখিবামাত্র, প্রাণভয়ে স্ব স্ব গৃহে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া লুক্কায়িত হইল। এইরূপে প্রায় সমস্ত রাজপথ একবারে জনশূন্য হইয়া পড়িল। অনন্তর সাইবর রাজবাটীর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলে,প্রহরিগণ সাইবরকে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করা দূরে থাকুক তাহাকে দেখিবামাত্র ভয়ে

দ্বার ছাড়িয়া পলায়ন করিল। তদনন্তর রাজপুত্র সাইবরকে সমভিব্যাহারে লইয়া যে স্থানে ভূপতি অমাত্যগণ বেষ্টিত হইয়া বিচার করিতেছিলেন তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজকর্ম্মচারিগণও সাইবরকে দেখিবামাত্র নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিল।

সাইবর তখন আর রাজপুত্রের জন্য অপেক্ষা না করিয়া আপনিই ভূপতির সিংহাসন সমক্ষে যাইয়া বলিল, "তুমি আমাকে কি জন্য আহ্বান করিয়াছ? আমি উপস্থিত, এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে বল।" নৃপতির উত্তর করা দূরে থাক্, তাহার সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়াই মহাভীত হইয়া হস্ত দ্বারা আপন চক্ষুর্দ্বয় আবৃত করিলেন, এবং পাছে তাহাকে পুনরায় দেখিতে হয় সেই ভয়ে পশ্চাদ্দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন। তাহাতে সাইবর আপনাকে নিতান্ত অপমানিত বোধ করিয়া একবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, এবং ভূপতির মস্তকের নিকট সেই লৌহ মুদ্গার উত্তোলনপূর্ব্বক বলিল, "কি তুই আমাকে অনর্থক এত পরিশ্রম করাইয়া আমার সহিত কথা কহিলি না, আমি এই মুহূর্ত্তে তোর মস্তক চূর্ণ করি।" এই কথা বলিয়া সেই লৌহ মুদ্গরাঘাত দ্বারা ভূপতিকে সংহার করিল। পরে সাইবর, সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত রাজপুত্রদ্বেষী মন্ত্রী ও অন্যান্য লোক বসিয়াছিল, তাহাদিগকেও সেই প্রকারে মুদ্গরাঘাতে বিনাশ করিল। রাজপুত্র আহাম্মদ এমন সময় পাইলেন না যে তাহাকে তদ্বিষয় হইতে নিবারণ করেন সুতরাং তাঁহাকে স্বচক্ষে পিতৃ হত্যা দেখিতে হইল। সাইবর কেবল রাজপুত্রের অনুরোধেই প্রধান অমাত্যের প্রাণ সংহার করিল না।

এইরূপে সাইবর মুহূর্ত্ত মধ্যে রাজপুত্রদ্বেষী সমস্ত লোককে যমালয় প্রেরণপূর্ব্বক বৃদ্ধ মন্ত্রীর নিকটে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি জানি, এই সমস্ত লোক ব্যতীত রাজপুত্রদ্বেষিণী এক মায়াবিনী আছে সে কোথায়?" দুর্ভাগ্যবশতঃ কুহকিনীও তৎকালে অন্তঃপুরমধ্যে ছিল, সাইবর তাহাকে দেখিবামাত্র তর্জ্জন গর্জ্জনপূর্ব্বক "কুমন্ত্রণাদায়ক ছলকারীদিগের এই পুরস্কার" কেবল এই কয়েকটী কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে লোহ মুদ্গরাঘাতে বধ করিল। তদনন্তর সাইবর নগরস্থ সমস্ত প্রজা লোককে সেই স্থানে ডাকাইয়া আনিল, এবং সর্ব্বসমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "তোমরা যদি আমার ভগিনীপতি রাজপুত্রকে তোমাদের ভূপতি বলিয়া না স্বীকার কর আর তদনুরূপ না মান, তাহা হইলে, তোমাদের সকলকেও এই মুহূর্ত্তে নষ্ট করিব।" এই কথা শুনিবামাত্র তাবল্লোক তৎক্ষণাৎ আহাম্মদকে রাজ্যাধিপতি স্বীকার করিয়া "মহারাজআহাম্মদ দীর্ঘায়ু হউন।" এই বলিয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। এবং তদ্দণ্ডেই সমস্ত নগর মধ্যে ঐ প্রকার মঙ্গল ধ্বনি হইতে আরম্ভ হইল।

তদনন্তর সাইকর রাজপুত্রকে রাজপরিচ্ছদাদি পরিধান ক
সনোপরি উপবেশন করাইল। তৎপরে মহাসমারোহপূর্ব্ব
সেই স্থানে আনিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসাইয়া দিল।

আহাম্মদ রাজা হইয়াই, মধ্যম সহোদর আলি এবং তৎ
মেহার তাঁহার প্রতি কোন বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই বলিয়া ত
একটী রাজ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। অনন্তর তাঁহার জে
হোসেন বিবেকী হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নিকটে লো
তিনি যে কোন রাজ্যের আধিপত্য চাহেন, তাহা দিতে স্বী
কিন্তু হোসেন রাজ্যাদি গ্রহণে অসম্মত হইয়া যুবরাজ অ
সৌজন্য জন্য তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক ব
যে, "আমি আর সংসারাশ্রমে পুনঃপ্রবেশ করিব না
অবস্থায় বিলক্ষণ সুখে আছি।"

পারস্য দেশীয় তিন ভগিনীর কথা।

পূর্ব্বকালে পারস্য দেশে খসরু শা নামে এক নরপতি ছিলে
পিতৃসিংহাসনারূঢ় হইয়া অবধি প্রজাবর্গ তাঁহার রাজত্বে কে
সুখস্বচ্ছন্দে আছে, তাহা অবগত হইবার মানসে প্রতিদিন সন্ধ্যা
প্রধানামাত্যকে সমভিব্যাহারে লইয়া ছদ্মবেশে নগর ভ্রমণে গমন
তেন। এইরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হইলে পর, এক দিন তিনি
প্রায় দুই প্রহরের সময়ে নগরের ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে রাজপ
কিয়দ্দূরবর্ত্তী একটী বাটীর মধ্য হইতে কতিপয় মনুষ্যের কথা শুনি
পাইয়া তাহারা যে এত রাত্রিতে কিসের কথাবার্ত্তা কহিতেছে
অবগত হইবার মানসে ঐ বাটীর একটী গবাক্ষের নিকটে গিয়া
মারিয়া দেখিলেন যে, একটী গৃহের মধ্যে মিট্ মিট্ করিয়া এক
প্রদীপ জ্বলিতেছে এবং একখানি পালঙ্কের উপর তিনটী স্ত্রীলো
উপবেশনপূর্ব্বক স্ব স্ব মনোগত ভাব প্রকাশ করিতেছে। তাহাদে
আকার প্রকার দেখিয়া ভূপতির নিশ্চয় বোধ হইল যে, তাহারা তি
সহোদরা হইবে। তন্মধ্যে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠা বলিল, "যদি আমি খসরু শার
রুটী প্রস্তুতকারককে বিবাহ করিতে পারি, তাহা হইলে, যে সকল উত্ত-
মোত্তম রুটী অতি ধনী ব্যক্তিরাও কখন চক্ষে দেখেন নাই, তাহা আমি
অনায়াসেই উদর পুরিয়া ভক্ষণ করিতে পারি।" তৎপরে মধ্যমা ভগিনী
বলিল, "যদি আমার সহিত ভূপতির প্রধান পাচকের বিবাহ হয় তাহা
হইলে আমি উত্তমোত্তম রাজভোগ আহার করিয়া আপনাকে পরি-
তৃপ্ত করি।" তদনন্তর তাহাদের মধ্যে পরমসুন্দরী এবং অসামান্য বুদ্ধি-
মতী সর্ব্ব কনিষ্ঠা ভগিনীটী বলিল, "হে ভগিনীদ্বয়! যদি অভিলাষের

করিলে তবে আমার ইচ্ছা এই যে, যদি ভূপতি অনুগ্রহ
স্বয়ং আমাকে বিবাহ করেন তাহা হইলে, আমি তাঁহার
য়া তৎসহবাসে এমন একটী পুত্র প্রসব করি যে, তাহার
দিকের কেশগুলি স্বর্ণ এবং অপরদিকের কেশগুলি রজত-
সে যখন রোদন করিবে তখন তাহার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা
হইয়া কেবল বহু মূল্য মুক্তাদি নিপতিত হইবে এবং সে
রবে তখন তাহার ওষ্ঠাধর দুটী ঠিক নবপ্রস্ফুটিত গোলাপ
ন অত্যাশ্চর্য্য শোভা ধারণ করিবে।”

প্রধান মন্ত্রী পারস্যদেশীয় তিন সহোদরাকে লইয়া খসরু শা ভূপতির নিকটে গমন করিতেছেন।

তাহাদের তিন জনের বিশেষতঃ সর্ব্ব কনিষ্ঠার এবম্প্রকার অভি-
ষের কথা শুনিয়া খসরু শা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগের তিন
নেরই মনোহভিলাষ পূর্ণ করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু তৎকালে প্রধা-
মাত্যের নিকটে তদ্বিষয়ের কোন কথা প্রকাশ না করিয়া কেবল
হাকে ঐ বাটীটী চিনিয়া রাখিতে এবং পর দিবস প্রাতে ঐ ভগিনী-
য়কে তাঁহার নিকটে লইয়া আসিতে অনুমতি করিলেন। তদনুসারে
প্রধান মন্ত্রী পর দিবস প্রাতে তাহাদের তিন জনকেই সমভিব্যাহারে
লইয়া রাজসমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলে, ভূপতি তাহাদিগকে সম্বো-
ধনপূর্ব্বক কহিলেন, “গত রাত্রিতে তোমরা তিন জনে একত্র উপবেশন-
পূর্ব্বক পরস্পর যে কথা বার্ত্তা কহিতেছিলে অদ্য তৎসমুদয় আমার
নিকটে প্রকাশ করিয়া বল।” ভূপতির শ্রীমুখাৎ এবম্প্রকার অচিন্তনীয়
বাক্য শ্রবণে তাহারা তিন জনেই মহাভীতা হইয়া নিস্তব্ধভাবে বদনা-
নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল একটীও কথা কহিতে পারিল না। তদ্দর্শনে
খসরু শা তাহাদিগের আন্তরিক ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগকে
অভয় প্রদানপূর্ব্বক আপনিই বলিতে লাগিলেন, “তোমাদের কোন

ভয় নাই, আমি স্বয়ং তোমাদের সমস্ত কথা বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহা সন্তুষ্ট হইয়া তোমাদিগের স্ব স্ব মনোঽভিলাষ পূর্ণ করিবার মানসে তোমাদিগকে এ স্থানে আনয়ন করিয়াছি।"

তদনন্তর মহীপাল মহাসমারোহপূর্ব্বক তাহাদের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠা ভগিনীটীকে স্বয়ং বিবাহ করিলেন এবং অপর দুই জনের সহিত আপনার প্রধান পাচকের ও রুটী প্রস্তুতকারকের বিবাহ দিলেন। কিন্তু তাহাদের বিবাহোপলক্ষে কনিষ্ঠা সহোদরার ন্যায় মহোৎসবাদি কিছুই হইল না দেখিয়া তাহারা উভয়েই কনিষ্ঠার প্রতি সাতিশয় ঈর্ষ্যান্বিত হইল। অনন্তর এক দিবস সাধারণ স্নানাগারে তাহাদের দুই জনের পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে জ্যেষ্ঠা ভগিনী মধ্যমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল, "ভগিনি! আমাদের কনিষ্ঠা সহোদরার কেমন সৌভাগ্য দেখ, সে রাজমহিষী হইয়া কেমন সুখস্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছে।" মধ্যমা বলিল, "ভগিনি! যদি মহারাজ কনিষ্ঠা সহোদরাকে বিবাহ না করিয়া তোমার পাণিগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে, আমি পরম সুখী হইতাম, যেহেতু তুমি রূপে গুণে কোন ক্রমেই তদপেক্ষা ন্যূন নহ।" তদনন্তর জ্যেষ্ঠা ভগিনী মধ্যমার মনোরঞ্জনার্থ পুনরায় বলিল, "ভগিনি! যদি রাজা কনিষ্ঠার পরিবর্ত্তে তোমাকে বিবাহ করিতেন, তাহা হইলে, আমি কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখিত হইতাম না। অতএব আইস যাহাতে তাহার গর্ব্বের খর্ব্ব হয় তাহার উপায় উদ্ভাবন করা যাউক।"

এই পরামর্শ স্থিরীকৃত হইলে, ভগিনীদ্বয় আপন আপন দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার মানসে তদবধি প্রতিদিন রাজবাটীতে গমন করত কনিষ্ঠা ভগিনীর এবম্প্রকার সুখস্বচ্ছন্দতা দর্শনে এতাদৃশ কপটানন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল যে, তদ্দর্শনে কনিষ্ঠা ভগিনী সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যত্ন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কয়েক মাসের পর, তাহাদের কনিষ্ঠা ভগিনীর গর্ভ সঞ্চার হইল। তাহারা এই শুভসংবাদ শ্রবণে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ঈর্ষান্বিতা হইয়া আস্তে ব্যস্তে ভগিনীর নিকটে আগমনপূর্ব্বক তাহাকে নিধন করিবার মানসে হাস্য বদনে বলিতে লাগিল, "ভগিনি! তোমার গর্ভের কথা শুনিয়া আমরা যে কি পর্য্যন্ত সুখী হইয়াছি, তাহা বাক্যাতীত। এক্ষণে আমাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে তোমার প্রসব সময়ে আমরা আপনারাই ধাত্রীর কার্য্য নির্ব্বাহ করি, যেহেতু তাহা হইলে তোমাকে কিছু মাত্র কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না।" তদনুসারে রাজরাণী তদ্বিষয়ে ভূপতির সম্মতি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে ভগিনীদ্বয়কে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তাহারা এই সুযোগে অনায়াসেই, আপনাদিগের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে পারিবে এই মানসে অতি গুপ্তভাবে একটা মৃত কুক্কুর শাবক আপনাদিগের সঙ্গে লইয়া অতি শীঘ্র

সূতিকাগারে গিয়া প্রবেশ করিল। তাহার অব্যবহিত পরেই তাহাদের সহোদরা একটী পরম সুন্দর রাজকুমার প্রসব করিলেন। কিন্তু রাজকুমারের এতাদৃশ রূপলাবণ্য দৃষ্টেও ঐ পাষাণহৃদয়া ভগিনীদ্বয়ের অন্তঃকরণ মধ্যে কিছুমাত্র দয়ার উদ্রেক হইল না, তাহারা অনায়াসেই পরম সুন্দর বালকটীকে এক খানি বস্ত্রে জড়াইয়া একটী সিন্দুক মধ্যে পূরিয়া রাজবাটীর অতি সন্নিকটেই যে একটী খাল ছিল তথায় তাহাকে ভাসাইয়া দিল এবং ভূপতির সম্মুখে সেই মৃত কুক্কুর শাবকটী উপস্থিত করিয়া সকলের সমক্ষে অতি উচ্চৈঃস্বরে বারম্বার কেবল এই কথা বলিতে লাগিল, "মহারাজ! রাজরাণী মনুষ্যের পরিবর্ত্তে এই কুক্কুর-শাবকটী প্রসব করিয়াছেন তজ্জন্য আমাদিগের উপর কিছু মাত্র দোষারোপ করিতে পারিবেন না।" ভূপতি এই অশুভ সংবাদ শ্রবণে সাতিশয় কুপিত হইয়া তৎক্ষণাৎ রাজমহিষীর যথোচিত দণ্ড বিধান করিতেন, কিন্তু প্রধান মন্ত্রী, "এ সমস্তই ঈশ্বরাধীন কার্য্য, ইহাতে রাজমহিষীর কিছুমাত্র দোষ নাই।" ভূপতিকে এবম্প্রকারে নানা মত বুঝাইয়া তদ্বিষয় হইতে শান্ত করিলেন।

এ দিকে সেই সদ্যপ্রসূত নৃপনন্দন রাজোদ্যানের সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে সৌভাগ্য ক্রমে উদ্যানরক্ষক সেই সিন্দুকটী দেখিতে পাইয়া অপর এক জন মালী দ্বারা উহা উদ্যান মধ্যে আনয়নপূর্ব্বক খুলিয়া দেখিল যে, তন্মধ্যে একটী পরম সুন্দর পুত্র সন্তান রহিয়াছে। তদ্দর্শনে সে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ঐ কুমারটীকে আপন বনিতার নিকটে লইয়া গেল, এবং তাহার নিজের সন্তানাদি কিছুই হয় নাই বলিয়া সে অতি যত্নসহকারে ঐ সন্তানটীর লালন পালন করিতে লাগিল।

তদনন্তর এক বৎসর অতীত হইলে রাজমহিষী পূর্ব্বের ন্যায় আর একটী সুকুমার প্রসব করিলেন, কিন্তু তাঁহার ভগিনীদ্বয় সেবারেও শিশুটীকে পূর্ব্বের ন্যায় সিন্দুকে পূরিয়া ভাসাইয়া দিয়া একটী মৃত বিড়াল আনয়নপূর্ব্বক সকলের সমক্ষে বলিল, "মহারাজ! এবারে রাজমহিষী এই মৃত বিড়াল ছানাটী প্রসব করিয়াছেন।" তাহাতে যদিও ভূপতির মনে রাজমহিষীর প্রতি আরো অধিকতর ক্রোধ জন্মিল, তথাপি প্রধান মন্ত্রীর অনুরোধে সেবারেও তিনি আপন স্ত্রীকে কিছুই বলিলেন না। এ দিকে দ্বিতীয় রাজকুমারটীও পূর্ব্বের ন্যায় সেই উদ্যানরক্ষকের হস্তে পড়িয়া তদীয় ভার্য্যা কর্ত্তৃক অতি সমাদর সহকারে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন।

তদনন্তর প্রায় এক বৎসরের পর নৃপজায়া পুনরায় একটী পরমা সুন্দরী কন্যা প্রসব করিলেন, এবং তাঁহার ভগিনীদ্বয় সেবারেও ঐ কন্যাটীকে সিন্দুক মধ্যে পূরিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিয়া একটা কাষ্ঠ পুত্তলিকা হস্তে লইয়া ভূপতির নিকটে গমনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিতে

লাগিল,"এই দেখুন মহারাজ! এবারে রাজমহিষী এই কাষ্ঠ পুত্তলিকাটী প্রসব করিয়াছেন।" তাহাতে ভূপতি সাতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া "কি মনুষ্য হইয়া যে এ প্রকার অদ্ভুত দ্রব্য প্রসব করে ইহা আমি কখন কর্ণেও শুনি নাই।" বারবার কেবল এই কথা বলিয়া প্রধান মন্ত্রীকে নিকটে ডাকাইয়া তদ্দণ্ডেই রাজমহিষীর শিরশ্ছেদন করিতে অনুমতি দিলেন।

ভূপতির প্রমুখাৎ এবম্প্রকার নিষ্ঠুরাদেশের কথা শ্রবণ করিবামাত্র মন্ত্রীবর এবং অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীগণ সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া অতি কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "ধর্ম্মাবতার! বিশেষ দোষী ব্যক্তির প্রতিই প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইয়া থাকে, কিন্তু এ বিষয়ে রাজমহিষীর অপরাধ কি? তিনিত আর ইচ্ছাপূর্ব্বক ইহার কিছুই করিতেছেন না এ সমস্তই পরমেশ্বরাধীন কার্য্য জানিবেন, অতএব তাঁহার প্রাণবধ না করিয়া তাঁহাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করুন, তাহা হইলেই তৎপ্রতি সমুচিত শাস্তি প্রদান করা হইবে, অথচ আপনাকে পরমেশ্বরের নিকটে এক জন নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণবধ জন্য দোষী হইতে হইবে না।" অমাত্য প্রভৃতির প্রমুখাৎ এবম্প্রকার সদ্যুক্তি শ্রবণে ভূপতি তদ্বিষয়েই সম্মত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "ভাল আমি তোমাদের পরামর্শানুসারে তাহার প্রাণবধ রহিত করিলাম, কিন্তু তোমরা অতি শীঘ্র একটী কাষ্ঠের পিঞ্জর প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে রাজরাণীকে পূরিয়া এই নগর মধ্যে যে ভজনালয় আছে তাহার ঠিক সম্মুখবর্ত্তী এমন একটী স্থানে রাখাইয়া দাও, যেন সমস্ত লোকেই ঐ ভজনালয়ে প্রবেশ করিবার সময়ে স্পষ্টরূপে তাহা দেখিতে পায়।" তদনন্তর নগরের সর্ব্বত্র এই ঘোষণা প্রচার করাইয়া দাও, যে, "যে কোন মুসলমান ঐ পিঞ্জর মধ্যে রাজমহিষীকে দেখিতে পাইবে সেই যেন অতি ঘৃণিতভাবে তাহারমুখমণ্ডলে থুতকুড়ি প্রদান করে, যদি কেহ তাহার অন্যথাচরণ করে, তাহা হইলে, তৎপ্রতিও ঐরূপ দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করা যাইবে।"

নরনাথ প্রধান মন্ত্রীর প্রতি এমনি গম্ভীরভাবে এই আদেশ প্রদান করিলেন যে, মন্ত্রীবর তদ্বিষয়ে আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না, তাঁহাকে অগত্যা ভূপতির আদেশক্রমে রাজমহিষীকে পিঞ্জরবদ্ধ করিয়া তাঁহার অভিলষিত স্থানে রাখিয়া আসিতে হইল। নৃপজায়ার এবম্প্রকার দুর্দ্দশা দর্শনে তাঁহার ঈর্ষ্যান্বিতা ভগিনীদ্বয়ের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

এদিকে উদ্যানরক্ষক সেই রাজকুমারদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম বাহমান, কনিষ্ঠের নাম পারভেজ এবং রাজকুমারীর নাম পরিজাদ

পারস্যদেশীয় ভজনালয়।

রাখিয়া আপন ভার্য্যার সহিত অতি যত্নসহকারে তাঁহাদের প্রতি-পালন করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে রাজকুমারদ্বয়ের বয়োবৃদ্ধি হইলে উদ্যানপাল তাঁহাদিগকে সর্ব্ববিদ্যায় ব্যুৎপন্ন করিবার মানসে অতি বিচক্ষণ দেখিয়া কতিপয় শিক্ষক নিযুক্ত করিল। নৃপনন্দনদ্বয় অতি অল্প দিনের মধ্যেই সর্ব্ব বিদ্যায় এমনি পারদর্শী হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহা-দিগকে কোন বিষয়ে সদুপদেশ প্রদান করিবার জন্য আর শিক্ষক রাখিতে হইল না। রাজনন্দিনীও অবসর ক্রমে ভ্রাতাদিগের সমভিব্যা-হারে পশুশিকার, শরক্ষেপণ, অশ্বারোহণ, নানাবিধ যন্ত্রবাদন এবং সংগীত করণ প্রভৃতি বহু বিদ্যা শিক্ষা করিলেন। উদ্যানরক্ষক এবম্প্র-কারে পালিত পুত্রদ্বয় এবং কন্যাটীকে অতি অল্প দিনের মধ্যেই সর্ব্ব বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইতে দেখিয়া সাতিশয় পুলকিত হইয়া পুত্র কন্যাগ-ণের বাসোপযোগী একটী উত্তম অট্টালিকা প্রস্তুত করাইল। অনন্তর সে এক দিবস রাজসভায় গমন করত আপনি বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত কর্ম্ম করিতে অশক্ত বলিয়া ভূপতির নিকটে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় তনয়দ্বয় এবং তনয়াটীকে সমভিব্যাহারে লইয়া ঐ নূতন বাটীতে গমন করিল। ইতি-পূর্ব্বে তদীয় স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছিল, এবং বাটীতে গমন করিবার কয়েক মাস পরে উদ্যানরক্ষক স্বয়ংও মানবলীলা সম্বরণ করিল, সুতরাং পুত্র কন্যাদিগকে তাঁহাদের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে কিছুই অবগত করিতে পারিল না। রাজপুত্রদ্বয় এবং নৃপনন্দিনী উদ্যানরক্ষককেই তাঁহাদের পিতা বলিয়া জানিতেন সুতরাং তদীয় মৃত্যুতে তাঁহারা তিন জনেই অতীব দুঃখিত হইলেন, কিন্তু উদ্যানরক্ষকের বিপুল অর্থ ছিল বলিয়া অন্ন বস্ত্রের কষ্ট পাইলেন না বরং পরম সুখস্বচ্ছন্দেই কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হইলে পর, এক দিন রাজকুমার আগ্র-নাদিগের ভগিনীটীকে একাকিনী বাটীর মধ্যে রাখিয়া মৃগয়ার্থ বন মধ্যে গমন করিয়াছেন এমন সময়ে একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তাঁহাদের বাটীর দ্বারে আসিয়া নৃপনন্দিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁগো সুশীলে! তোমাদের বাটীর মধ্যে আমি কি ঈশ্বরোপাসনা করিবার জন্য একটু স্থান পাইব না?" তাহাতে রাজকুমারী দুইজন পরিচারিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমরা যে গৃহে বসিয়া পরমেশ্বরের উপাসনাদি করিয়া থাকি তোমরা ইঁহাকে সমভিব্যাহারে করিয়া তথায় লইয়া যাও, এবং ইঁহার উপাসনাদি শেষ হইলে পর পুনরায় ইঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া এই বাটীর অপরাপর গৃহ গুলি ইঁহাকে উত্তমরূপে দেখাইয়া আমার নিকটে লইয়া আইস।"

রাজকুমারীর আজ্ঞানুসারে পরিচারিণীদ্বয় ঐ বৃদ্ধাকে সমভিব্যাহারে করিয়া ভজনালয়ে গেল, পরে ঐ অট্টালিকার যাবতীয় স্থান দর্শন করা

ইয়া অবশেষে তাঁহার নিকটে লইয়া আসিলে তিনি অতি সমাদরপূর্ব্বক ঐ ধার্ম্মিকা স্ত্রীলোকটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁগো বৃদ্ধা! আপনিত এই ভূমণ্ডলের অনেক স্থানেই গমনাগমন করিয়া থাকেন, কিন্তু এমন অট্টালিকা এবং উদ্যান কি কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর করিয়াছেন?" বৃদ্ধা বলিল, "হাঁ এই অট্টালিকা যে উত্তম তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই, কিন্তু ইহাতে এখনও তিনটী আশ্চর্য্য দ্রব্যের অসদ্ভাব রহিয়াছে. তাহা দূর হইলেই যেএই অট্টালিকাটী ভূমণ্ডলস্থ অনেকানেক রাজ অট্টালিকা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়, তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্র সংশয় নাই।" রাজনন্দিনী ঐ বৃদ্ধার প্রমুখাৎ এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! সেই দ্রব্যত্রয় কি? এবং কোন্ স্থানে গেলে তাহা পাওয়া যাইতে পারে?" রাজনন্দিনীর এবম্প্রকার সততা দৃষ্টে বৃদ্ধা সাতিশয় পুলকিত হইয়া বলিল, "প্রথমটী বুলবুল্ হাজার দোস্তান নামক একটী বাক্‌সিদ্ধ গায়ক পক্ষী অর্থাৎ তাহার এমন গুণ আছে যে, সে যখন গান করিতে আরম্ভ করে তখন অরণ্য হইতে সহস্র সহস্র জীব তাহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং একমনে তাহার গান শুনিতে থাকে। দ্বিতীয়টী সংগীতকারী বৃক্ষ নামে একটী বৃক্ষ, ঐ পাদপটীর এমন এক আশ্চর্য্য গুণ আছে যে, বায়ু সংযোগে ঐ বৃক্ষটীর পত্র গুলি দুলিতে আরম্ভ হইলে এমন একটী সুস্বর উত্থিত হয় যে, দূর হইতে শ্রবণ করিলে নিশ্চয় বোধ হয় যেন সহস্র সহস্র লোক একতান হইয়া অতিসুমধুরস্বরে গান করিতেছে। তৃতীয়টী স্বর্ণের ন্যায় এক প্রকার হরিদ্রাবর্ণ জল, ঐ জলের কেমন এক আশ্চর্য্য গুণ আছে যে, কোন পাত্র মধ্যে ঐ জলের এক ফোটা মাত্র নিক্ষেপ করিলে অবিলম্বে ঐ পাত্রটী সেইপ্রকার হরিদ্রা বর্ণ জলে পরিপূর্ণ হইয়া ফোয়ারার ন্যায় ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হয়, কিন্তু তাহার এক ফোটা জলও অপর স্থানে না পড়িয়া কেবল ঐ পাত্র মধ্যেই পড়িতে থাকে, সুতরাং কস্মিন্ কালেও ঐ জল শেষ হইবার সম্ভাবনা নাই। এবং ভারতবর্ষের দিকে এই রাজ্যের যে প্রান্তভাগ আছে সেই স্থানেই ঐ দ্রব্যত্রয় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, অতএব যে কেহ উহা আনয়নার্থ প্রেরিত হইবে, সে ক্রমাগত তোমার বাটীর ঠিক সম্মুখ দিয়া যে পথ গিয়াছে তদবলম্বনপূর্ব্বক বিংশতি দিন গমন করিবে তাহার পর প্রথমেই যে ব্যক্তিকে সম্মুখে দেখিতে পাইবে তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিবে, তাহা হইলেই, তিনি উহার সবিশেষ সমস্ত সমাচার বলিয়া দিবেন।" বৃদ্ধা এই কথা গুলি বলিয়াই তথা হইতে চলিয়া গেল।

নৃপনন্দিনী ঐ আশ্চর্য্য দ্রব্যত্রয়ের কথা শ্রবণ করা অবধি কি প্রকারে যে উহা হস্তগত করিবেন নিয়ত কেবল তদ্বিষয়েই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর রাজপুত্রদ্বয় মৃগয়া হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক নৃপনন্দি-

নীর ঈদৃশ বিমর্ষ ভাব দর্শনে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগিনি! অদ্য যে তোমাকে এত বিমর্ষ দেখিতেছি ইহার কারণ কি?" তাহাতে রাজনন্দিনী উত্তর করিলেন, "হে ভ্রাতৃগণ! এত কাল আমার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমাদের স্বর্গীয় পিতা আমাদের বাসের জন্য যে এই অট্টালিকা প্রস্তুত করাইয়াছেন ইহাতে কিছুই অপ্রতুল নাই, কিন্তু অদ্য শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে, ইহাতে এখনও তিনটী অত্যুৎকৃষ্ট সামগ্রীর সম্পূর্ণ অভাব রহিয়াছে, তজ্জন্যই আমি এত চিন্তিত হইয়াছি।" ইহা বলিয়া রাজনন্দিনী সেই ধার্ম্মিকার প্রমুখাৎ যে যে তিনটী দ্রব্যের কথা শুনিয়াছিলেন, এবং যে পথ দিয়া যে স্থানে গমন করিলে ঐ দ্রব্যত্রয় পাওয়া যাইতে পারে আদ্যোপান্ত তৎসমুদায় বর্ণন করিলেন।

রাজপুত্র বাহমান স্বীয় ভগিনীর প্রমুখাৎ এবম্প্রকার অদ্ভুত দ্রব্য ত্রয়ের কথা শুনিয়া তৎপরদিবস প্রাতে তদুদ্দেশে গমন করিবার জন্য সাতিশয় উৎসুক হইয়া আপন সহোদর এবং সহোদরার নিকটে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে রাজনন্দিনী, পাছে পথিমধ্যে ভ্রাতার কোন বিপদ্ ঘটে এই ভয়ে তাঁহাকে তদ্বিষয় হইতে বিরত করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রাজপুত্র বাহমান তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া আপন বস্ত্র মধ্য হইতে এক খানি ছুরিকা বাহির করিয়া রাজকুমারীর হস্তে দিয়া বলিলেন, "ভগিনি! তুমি মধ্যে মধ্যে এই ছুরিকাখানি বাহির করিয়া দর্শন করিও, যত দিন পর্য্যন্ত এই ছুরিকা খানিকে এ প্রকার পরিষ্কার দেখিবে, তত দিন পর্য্যন্ত জানিবে যে আমি জীবিত আছি, কিন্তু যখন দেখিবে যে এই ছুরিকাখানির মধ্যে মধ্যে রক্তের ন্যায় লোহিত বর্ণ চিহ্ন হইয়াছে তখন জানিবে যে, আমার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে।" এই কথা বলিয়া বাহমান আপন ভ্রাতা এবং ভগিনীর নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক একটী উৎকৃষ্ট অশ্বে আরোহণ করিয়া ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এবং ক্রমাগত ঊনবিংশ দিবস গমন করিবার পর বিংশ দিবস প্রাতে দেখিলেন যে, পথপার্শ্বে এক খানি পর্ণকুটীর রহিয়াছে এবং তাহার অনতিদূরে এক বৃদ্ধ উদাসীন একটী বৃক্ষমূলে উপবেশনপূর্ব্বক ঈশ্বরোপাসনা করিতেছেন। তদ্দর্শনে তিনি সাতিশয় পুলকিত হইয়া আপন অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে তাপস! আপনি কি বলিতে পারেন আমি কোন পথ দিয়া গেলে বাক্‌সিদ্ধ পক্ষী, সংগীতকারী বৃক্ষ এবং পীতবর্ণ জল এই দ্রব্যত্রয় পাইতে পারিব?" তাহাতে উদাসীন ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। তদনন্তর তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "বৎস! তোমার ন্যায় কত শত বীরপুরুষ ঐ দ্রব্যত্রয় অন্বেষণার্থ আমার নিকট হইতে

তাহার সবিশেষ বিবরণ অবগত হইয়া তদুদ্দেশে গমন করিয়াছিল,কিন্তু কেহই তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারে নাই, সকলকেই সেই স্থানে কালগ্রাসে পতিত হইতে হইয়াছে। অতএব আমি তোমাকে বারম্বার অনুরোধ করিতেছি যে, তুমি এই সকল দ্রব্যের দুরাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহাভিমুখে ফিরিয়া যাও।"

কিন্তু রাজপুত্র কিছুতেই তদ্বিষয় হইতে নিরস্ত হইলেন না দেখিয়া তপস্বী আপন থলিয়ার মধ্য হইতে একটী গোলা বাহির করিয়া তাঁহার হস্তে দিয়া বলিলেন,"তুমি আপন অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক এই গোলাটী তোমার সম্মুখ দিকে নিক্ষেপ করিয়া ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কর, পরে যখন এই গোলাটী একটী পর্ব্বতের নিম্নদেশে ঠেকিয়া থামিয়া যাইবে তখন তুমি আপন অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক ঘোটকটীকে তথায় রাখিয়া দিয়া ঐ পর্ব্বতোপরি উঠিয়া যাইবে, কিন্তু সাবধান যেন উঠিবার সময় তোমার উভয় পার্শ্বস্থিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর খণ্ড দৃষ্টে এবং চতুর্দ্দিক হইতে অতি ভয়ানক চীৎকার শব্দ শ্রবণে ভীত হইয়া পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিও না, তাহা হইলে তুমি এবং তোমার ঘোটকও তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বকপ কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরাকৃতি প্রাপ্ত হইবে। যদিস্যাৎ তুমি এই সমস্ত বিপজ্জাল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সেই পর্ব্বতের শৃঙ্গোপরি আরোহণ করিতে পার, তাহা হইলেই, তুমি একটী সুন্দর পিঞ্জর মধ্যে তোমার সেই অভিলষিত পক্ষীটীকে দেখিতে পাইবে এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই সে তোমাকে সংগীতকারী বৃক্ষ এবং পীতবর্ণ জলের সন্ধানও বলিয়া দিবে।"রাজপুত্র ঐ উদাসীনের পরামর্শানুসারে তৎক্ষণাৎ স্বীয় অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করত তৎপ্রদত্ত বর্ত্তুলটী আপন সম্মুখদিকে নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে গোলাটী অতিদ্রুতবেগে গড়াইয়া যাইতে লাগিল রাজপুত্রও তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সেই গোলাটী পর্ব্বতের নিকটে গিয়া দণ্ডায়মান হইলে, বাহমান আপন অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক সেই পর্ব্বতোপরি উঠিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি ঐ পর্ব্বতের নিম্নভাগ হইতে চারি পাঁচ পদ মাত্র উর্দ্ধে উঠিতে না উঠিতেই,"এ নির্ব্বোধ কে এবং কি জন্য এখানে আসিয়াছে, ও কোথায় যায়, উহাকে যাইতে দিওনা,পিঞ্জর বদ্ধ পক্ষী বুঝি উহার জন্যই রাখা হইয়াছে, উহাকে বিনাশ কর!" আপন পশ্চাদ্দিক হইতে এই সমস্ত কথা তিনি শুনিতে পাইলেন অথচ একটীও মনুষ্যকে দেখিতে পাইলেন না, তাহাতে তিনি সাতিশয় ভীত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি গমনে ক্ষান্ত না দিয়া আরো কিয়দ্দূর উঠিলেন। তখন তাঁহার পশ্চাৎ ও সম্মুখ দিক্ হইতে অনবরত এমনি ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল যে, তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, তাঁহার চরণ দ্বয় ভয়ে কাঁপিতে লাগিল এবং

সর্ব্ব শরীর একবারে অবসন্ন প্রায় হইয়া পড়িল। তখন তিনি সেই বৃদ্ধের পরামর্শ বিস্মৃত হইয়া যেমন পশ্চাদ্দিকে মুখ ফিরাইয়া পলায়ন করিবার উপক্রম করিলেন অমনি তাঁহার শরীর একেবারে পাষাণ ময় হইয়া গেল। এবং তাঁহার ঘোটকটীও তৎক্ষণাৎ স্বীয় প্রভুর ন্যায় প্রস্তরাকৃতি ধারণ করিল।

এ দিকে রাজকুমারী পরিজাদ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বাটী হইতে বহিষ্কৃত হওন অবধি প্রতি দিন দুই তিন বার করিয়া তদ্দত্ত ছুরিকা খানি বাহির করিয়া দেখিতে লাগিলেন.এবং মধ্যমাগ্রজের সহিত তদ্বিষয়ক নানাবিধ কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হইলে পর যে দিবস নৃপনন্দন বাহমান শৈলোপরি পাষাণ মুর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই দিবসে রাজবালা আপন মধ্যম ভ্রাতা পরভেজের অনুরোধ ক্রমে গৃহ হইতে ছুরিকা খানি আনয়নপূর্ব্বক তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র উহার স্থানে স্থানে কতিপয় লোহিত বর্ণ চিহ্ন দেখিতে পাইলেন। তদ্দর্শনে তিনি সাতিশয় দুঃখিতা হইয়া তৎক্ষণাৎ ঐ ছুরিকা খানি ভূমিতে নিক্ষেপপূর্ব্বক অতি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

নৃপনন্দন পরভেজও আপন ভ্রাতার জন্য যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু তজ্জন্য আর বৃথা বিলাপে কোন ফলোদয় হইবে না মনোমধ্যে ইহা বিবেচনা করিয়া আপনি তৎক্ষণাৎ উত্তমরূপে বেশ ভূষা করিয়া একটী উৎকৃষ্ট অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক ভগিনীর অভিলষিত দ্রব্যত্রয় আনয়নার্থ তাঁহার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। রাজনন্দিনী তাঁহাকে তদ্বিষয় হইতে বিরত হইবার জন্য বিস্তর অনুনয় বিনয় করিলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই রাজপুত্রের মতের পরিবর্ত্তন হইল না। তিনি তৎক্ষণাৎ সহোদরার হস্তে এক ছড়া মুক্তার মালা দিয়া বলিলেন, "দেখ ভগিনি! যত দিন পর্য্যন্ত তুমি এই মুক্তা গুলি অনায়াসে সরাইয়া গণনা করিতে পারিবে তত দিন পর্য্যন্ত জানিবে যে আমার কোন বিপদ্ ঘটে নাই, কিন্তু যখন দেখিবে যে মুক্তা গুলি আর কিছুতেই সরাইতে পারা যায় না তখন জানিবে যে, আমার মৃত্যু হইয়াছে।" ইহা বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ বাটী হইতে বহির্গত হইলেন এবং ক্রমাগত বিংশতি দিন গমন করিয়া সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে যে শৈলোপরি বাক্‌সিদ্ধ পক্ষী এবং সংগীতকারী বৃক্ষ প্রভৃতি দ্রব্যত্রয় পাওয়া যাইতে পারে তাহার অনুসন্ধান পাইয়া তত্তদ্বস্তু প্রাপ্তি বিষয়ক ক্রম সকল অবগত হইয়া ঐ পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পাঁচ ছয় পদ ঊর্দ্ধে না উঠিতেই তাঁহার স্পষ্ট বোধ হইল যেন কেহ পশ্চাদ্দিক্ হইতে বলিতেছে, "দাঁড়ারে দুঃসাহসী যুবক, আমি এখনি তোর দুষ্টতার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিতেছি।" রাজপুত্র এই কথা শুনিবামাত্র যেমন সাহস

পূর্ব্বক আপন অসি নিষ্কাসিত করিয়া পশ্চাৎবর্ত্তী মনুষ্যটীকে কাটি-বার মানসে সেই দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন অমনি আপন অশ্বসহ এক বারে পাষাণ হইয়া গেলেন।

এ দিকে রাজকুমারী পরিজাদ প্রতিদিন মধ্যমাগ্রজ প্রদত্ত মালা ছড়াটীর মুক্তাগুলি গণনা করিতে করিতে যে দিবস দেখিলেন যে মুক্তা গুলি আর কোন মতেই সরে না সেই দিবসেই যে তাঁহার মধ্যম সহোদ-রের মৃত্যু হইয়াছে ইহা নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়া সাতিশয় দুঃখিতা হই-লেন বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ক কোন কথা কাহাকে কিছু না বলিয়া তৎপর দিন প্রাতে আপনি একটী পুরুষ পরিচ্ছদ পরিধান করত, "আমি কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিতেছি, দুই. তিন দিবসের মধ্যেই গৃহে ফিরিয়া আসিব।" ভৃত্যগণকে কেবল এই মাত্র বলিয়া একটী উত্তম অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক বাটী হইতে বহির্গত হইলেন, এবং বিংশতি দিবসের দিন তিনিও সেই যোগিবরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয় কি বলিতে পারেন আমি কোন পথ দিয়া কোন স্থানে যাইলে বাক্‌সিদ্ধ পক্ষী সংগীতকারী-বৃক্ষ এবং সুবর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ জল এই দ্রব্যত্রয় পাইতে পারিব?" তাপস উত্তর করিলেন, "ভদ্রে! যদিও তুমি পুরুষ পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক আমার নিকট আগমন করিয়াছ তথাপি আমি তোমার কণ্ঠস্বর শ্রবণে নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছি যে তুমি কখনই পুরুষ নহ, অবশ্যই কোন স্ত্রীলোক হইবে, অতএব আমি ঐ দ্রব্যত্রয় যে কোন স্থানে পাওয়া যায় এবং কি প্রকারে উহা সে স্থান হইতে আনয়ন করিতে হয় তদ্বিষয়ে কোন কথা তোমার নিকটে বলিতে চাহি না, যেহেতু উহা আনয়ন করা স্ত্রীলোকের সাধ্য নহে, অতএব আমার পরামর্শ এই যে তুমি আর বৃথা অগ্রসর না হইয়া এই স্থান হইতেই গৃহাভিমুখে ফিরিয়া যাও।" কিন্তু রাজনন্দিনী উদাসীনের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া কি প্রকারে যে ঐ দ্রব্যত্রয় পাইতে পারিবেন তদ্বিষয়ের জন্য বারম্বার তাঁহার নিকট প্রার্থনা করাতে, যে শৈল শিখরে আরোহণ পূর্ব্বক ঐ পিঞ্জরবদ্ধ বাক্‌সিদ্ধ পক্ষীটীকে হস্তগত করিতে হইবে এবং যে প্রকারে উহার প্রমুখাৎ সঙ্গীতকারী বৃক্ষ এবং পীতবর্ণ জলের বিষয় অবগত হইয়া বহু কষ্টে তাহা আনয়ন করিতে হইবে এবং ঐ পর্ব্বতো-পরি আরোহণ করিবার সময় চতুর্দ্দিক হইতে অতি ভয়ানক চীৎকার শ্রবণে সাতিশয় ভীত হইয়া পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র যে প্রকারে পাষাণ হইয়া যাইতে হয়, সন্ন্যাসীবর অগত্যা আদ্যোপান্ত তৎসমুদায় রাজবালার নিকট বর্ণন করত আপন থলিয়ার মধ্য হইতে একটী বর্ত্তুল বাহির করিয়া তাঁহার হস্তে দিয়া বলিলেন, "তুমি আপন অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক এই ভাঁটাটী তোমার সম্মুখ দিকে নিক্ষেপ

কর, তাহা হইলে, এই বর্ত্তুলটী অতি দ্রুতবেগে গড়াইতে গড়াইতে যাইয়া যে পর্ব্বতের নিম্নভাগে গিয়া থামিবে, তুমি আপন অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক সেই শৈলে গিয়া আরোহণ করিবে, তাহা হইলেই, ঐ দ্রব্যত্রয় পাইতে পারিবে।"

তদনন্তর রাজকুমারী সন্ন্যাসিবরকে প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করত আপন অশ্বে আরোহণ করিলেন, এবং তৎপ্রদত্ত বর্ত্তুলটী স্বীয় সম্মুখ দিকে নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ঐ বর্ত্তুলটী অতি দ্রুতবেগে গড়াইতে গড়াইতে যাইয়া যে পর্ব্বতের নিম্নভাগে গিয়া থামিল রাজনন্দিনী অবিলম্বে সেই পর্ব্বতের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া আপন অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক তুলা দ্বারা স্বীয় শ্রবণরন্ধ্র রুদ্ধ করত অতীব সাহসপূর্ব্বক ধীরে২ তদারোহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কিয়দ্দূরমাত্র উঠিতে না উঠিতেই চতুর্দ্দিক হইতে অতি ভয়ঙ্কর চীৎকার শব্দ হইতে আরম্ভ হইল, কিন্তু রাজনন্দিনীর কর্ণকুহরদ্বয় তুলা দ্বারা অতি দৃঢরূপে বদ্ধ থাকায় তিনি তাহার কিছুমাত্র শুনিতে পাইলেন না, সুতরাং তিনি নির্ভয়ে ক্রমশঃ এতাদৃশ ঊর্দ্ধে আরোহণ করিলেন যে, সেই পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীটী তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। কিন্তু ঐ পক্ষীটী রাজনন্দিনীকে দেখিবামাত্র তাঁহাকে ভয়প্রদর্শনার্থ অতি চীৎকারস্বরে বারম্বার কেবল এই কথা বলিতে লাগিল। "ওরে নির্ব্বোধ! তুই আর উপরে উঠিস না, তুই ঐ স্থান হইতে গৃহে ফিরিয়া যা।" রাজনন্দিনী তাহাতেও কিঞ্চিন্মাত্র ভীতা না হইয়া অতি কষ্টে ঐ পর্ব্বতোপরি আরোহণপূর্ব্বক ঐ পক্ষীর পিঞ্জরটী হস্তে ধারণ করিয়া বলিলেন, "হে বিহঙ্গম! তুমি আর কোথায় যাইবে? এক্ষণে তুমি আমার হস্তগত হইলে।" ইহা শুনিয়া পক্ষীটী কিঞ্চিৎ লজ্জিতভাবে কহিল, "হে সাহসিনি! আমি আত্ম-স্বাধীনতা রক্ষার্থ তোমাকে বিস্তর ভয় প্রদর্শন করিয়াছি সত্য বটে, কিন্তু তজ্জন্য তুমি আমার প্রতি রুষ্টা হইও না। কারণ অদ্যাবধি আমি তোমার আজ্ঞাকারী দাস হইয়া থাকিলাম, এবং তুমি যে কে তাহাও আমি সময় বিশেষে তোমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিব, যদ্দ্বারা তোমার বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।"

রাজদুহিতা পক্ষীর শ্রীমুখাৎ এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে মহা সন্তুষ্টা হইয়া তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "হে বিহঙ্গম! আমি অনেক গুলি আবশ্যকীয় দ্রব্যের অনুসন্ধানার্থ এত কষ্টস্বীকার করিয়া তোমার নিকট আগমন করিয়াছি, এক্ষণে তুমি বল দেখি এই স্থানের অনতিদূরে যে অত্যাশ্চর্য্য গুণবিশিষ্ট স্বর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ জল আছে, তাহা

আমি কোথায় গেলে পাইতে পারিব ?" বিহঙ্গমরাজ এই সমস্ত কথা শুনিয়া যে স্থানে ঐ প্রকার জল পাওয়া যাইতে পারে সেই স্থানটী তাঁহাকে দেখাইয়া দিলে, রাজনন্দিনী অতি দ্রুতবেগে তথায় গমন করত বাটী হইতে যে রৌপ্যময় ক্ষুদ্র পাত্রটী লইয়া আসিয়াছিলেন তৎক্ষণাৎ তাহা স্বর্ণবারিতে পরিপূর্ণ করিয়া অতি শীঘ্র সেই পক্ষীটীর নিকট প্রত্যাগমনপূর্ব্বক কহিলেন, "পক্ষিবর! এক্ষণে আমায় বল দেখি এই শৈলোপরি যে সংগীতকারী বৃক্ষ আছে তাহা কোথায় পাওয়া যাইবে ?" বিহঙ্গম বলিল, "আপনার পশ্চাৎদিকে যে অরণ্যময় স্থান দেখা যাইতেছে তথায় অনুসন্ধান করিলেই আপনি ঐ মহীরুহ দেখিতে পাইবেন।" ইহা শুনিবামাত্র রাজকুমারী ঐ কাননে প্রবেশপূর্ব্বক সেই তরুবরের সুমধুর সংগীত শ্রবণে ঐ বৃক্ষটী অপরাপর মহীরুহ হইতে অনায়াসেই চিনিতে পারিলেন বটে, কিন্তু উহা অতি উচ্চ এবং প্রকাণ্ড দেখিয়া তিনি সেই পক্ষীর সমীপে পুনরাগমনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে বিহগশ্রেষ্ঠ! আমি সেই সংগীতকারী তরুটী দেখিতে পাইয়াছি বটে, কিন্তু উহা এত বৃহৎ যে উহাকে সমূলে উৎপাটন করা এবং এস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া বড় সহজ নহে অতএব ইহার উপায় কি বল দেখি ?" পক্ষী কহিল, "হে রাজকন্যে! ঐ বৃক্ষটী সমূলে লইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই উহার একটী শাখামাত্র লইয়া গিয়া আপনার উদ্যান মধ্যে রোপণ করিলেই অত্যল্পকাল মধ্যে উহা উন্নত এবং বৃহৎ হইয়া ঐ বৃক্ষের ন্যায় সুমধুরস্বরে গান করিতে আরম্ভ করিবে।"

নৃপনন্দিনী পক্ষীর প্রমুখাৎ এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ ঐ বৃক্ষের একটী শাখা ভাঙ্গিয়া আনিলেন।

তদনন্তর সেই পক্ষীটীর নিকট পুনরাগমন করত তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "হে বিহঙ্গমবর! তোমার জন্যই আমার সহোদরদ্বয়ের মৃত্যু হইয়াছে, এবং আমি নিশ্চয় জানি যে, তাঁহারাও এই সমস্ত কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর মধ্যে পাষাণ হইয়া আছেন, অতএব তাঁহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিবার উপায় কি বল দেখি? আমি তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে না লইয়া কদাচ গৃহে প্রত্যাগমন করিব না।" যে উপায় দ্বারা পাষাণময় মৃতদেহ গুলিকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারা যায় পক্ষীটীর যদিও সেই সমস্ত কথা বলিবার কোন মতেই ইচ্ছা ছিল না তথাপি রাজকুমারীর এবম্প্রকার প্রতিজ্ঞার কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অগত্যা তৎসমুদায় বলিতে হইল। সে কহিল, "হে ভূপালতনয়ে! আপনার সম্মুখে যে জলপাত্রটী দেখিতে পাইতেছেন আপনি যখন এই শৈল হইতে নিম্নে নামিবেন তখন ঐ পাত্রমধ্য হইতে কিঞ্চিৎ বারি বাহির করিয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া প্রত্যেক প্রস্তরের উপর প্রক্ষেপ করিবেন তাহা হইলেই আপন সহোদরদ্বয়কে পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন।

রাজনন্দিনী পুরুষবেশে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতেছেন।

তদনুসারে রাজনন্দিনী যেমন সেই পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষী, সুবর্ণ বারিপূর্ণ রৌপ্যময় পাত্র, সংগীতকারী বৃক্ষশাখা এবং সেই মৃত্যুসঞ্জীবনবারি পূর্ণ জলপাত্রটী হস্তে লইয়া পর্ব্বতশিখর হইতে নীচে অবরোহণ করিতে লাগিলেন অমনি সেই পাত্র মধ্য হইতে কিঞ্চিৎ বারি বাহির করিয়া প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ডের উপর বিন্দু বিন্দু করিয়া অর্পণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় এবং অন্যান্য রাজপুত্রগণ অবিলম্বেই আপন আপন মনুষ্যাকার ধারণ করিল এবং তাঁহাদের অশ্বগণও আপন আপন পূর্ব্বাকার প্রাপ্ত হইল।

নৃপবালা আপন সহোদরদ্বয়কে দেখিবামাত্র মহানন্দে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন প্রদানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভ্রাতৃদ্বয! আপনারা এতকাল এখানে কি করিতেছিলেন?' তাঁহারা উত্তর করিলেন, "আমরা নিদ্রা যাইতেছিলাম।" রাজবালা বলিলেন, "হাঁ এস্থানে আমি না আসিলে, বোধ হয়, আপনারা অনন্তকালের জন্য নিদ্রিত থাকিতেন। আপনাদের কি স্মরণ নাই যে, আপনারা বাক্সিদ্ধ পক্ষী সংগীতকারী বৃক্ষ এবং হরিদ্বর্ণ বারি আনয়নার্থ এস্থানে আগমন করিয়াছিলেন? আপনারা কি এই স্থলটী কৃষ্ণবর্ণ পাষাণে পরিপূর্ণ দেখেন নাই? এক্ষন দেখুন দেখি, সেই সমস্ত প্রস্তর কোথায়? আপনাদিগের সম্মুখে এই

যে অসংখ্য ভদ্রলোক দেখিতেছেন উঁহাদিগের সহিত আপনারাও এই স্থানে পাষাণ হইয়াছিলেন ." ইহা বলিয়া যে প্রকারে সেই মৃত্যুসঞ্জীবন বারি প্রক্ষেপ দ্বারা তাঁহাদিগকে মানবাকৃতি ধারণ করাইলেন এবং যে প্রকারে সেই অদ্ভুত দ্রব্যত্রয় হস্তগত করিলেন আনুপূর্ব্বিক তৎসমুদায় বর্ণন করিলেন।

রাজকন্যার প্রমুখাৎ এই সমস্ত সমাচার অবগত হইয়া উপস্থিত রাজপুত্রগণ তৎপ্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, "হে বীরাঙ্গনে! আপনি যখন আমাদিগের জীবন দান করিলেন তখন আমরা চিরকালের জন্য আপনার কৃতদাস হইয়া রহিলাম।" নৃপাত্মজা রাজপুত্রগণের প্রমুখাৎ এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে মহাশয়গণ! আমি আমার সহোদরদ্বয়কে পুনর্জ্জীবিত করিতে গিয়া আপনাদিগের যে জীবন রক্ষা করিয়াছি তজ্জন্য আমার নিকটে আপনাদিগের কোনমতেই কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইবার কারণ নাই, কিন্তু আমার দ্বারা আপনাদিগের যে কিঞ্চিৎ উপকার দর্শিয়াছে, ইহাই আমার পক্ষে মহানন্দের বিষয় বলিতে হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে আর এস্থানে কাল বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই, আইস আমরা সকলেই স্ব স্ব আবাস স্থানে গমন করি।" এই বলিয়া তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদরের হস্তে সংগীতকারী বৃক্ষের শাখা এবং মধ্যমাগ্রজের হস্তে সুবর্ণ বারির পাত্রটী দিয়া স্বয়ং সেই পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীটী লইয়া আপন অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক সকলের অগ্রে অগ্রে চলিলেন। এবং অপরাপর সকলেই স্ব স্ব অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর পথিমধ্যে সেই সন্ন্যাসিবরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখিলেন যে, তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। সুতরাং তথায় আর কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রতি দিন তাঁহাদের সংখ্যার ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লাগিল, কারণ যিনি যে দেশ হইতে যে পথ দিয়া আসিয়াছিলেন তিনি সেই পথের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র রাজকুমারীর এবং তদীয় সহোদরদ্বয়ের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক আপন গৃহে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। অনন্তর রাজনন্দিনীও অত্যল্প কাল মধ্যেই আপন ভ্রাতৃদ্বয় সমভিব্যাহারে ঐ অত্যদ্ভুত দ্রব্যত্রয় লইয়া আপন বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাজকুমারী গৃহে পঁহুছিবামাত্র, পিঞ্জর সমেত সেই পক্ষীটীকে উদ্যান মধ্যে রাখিয়া দিলেন, তাহাতে ঐ পক্ষীটী এমন সুমধুর স্বরে গান করিতে আরম্ভ করিল যে, তৎপল্লীস্থ নানা জাতি বিহঙ্গম আসিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া তাহার গীত শ্রবণ করিতে লাগিল ও তদুপরে

সেই সংগীতকারী বৃক্ষ শাখাটী উদ্যান মধ্যে রোপিত হইলে, তাহা স্বল্পকাল মধ্যেই শাখা প্রশাখা বিস্তারপূর্ব্বক অতি সুমধুরস্বরে গান করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে সেই উদ্যান মধ্যে একটী বৃহৎ শ্বেত-প্রস্তরনির্ম্মিত জলাশয় প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে অত্যল্প মাত্র সেই পীত-বর্ণ সুবর্ণ বারি নিক্ষেপ করিলে তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ঐ পাত্রটী পরিপূর্ণ করিল, এবং অত্যল্প কাল মধ্যেই তন্মধ্যস্থলে এমনি একটী প্রস্রবণ উদ্ভুত হইল যে, ঐ জল স্বতঃই সপ্ত হস্ত পরিমাণ ঊর্দ্ধে উঠিয়া পুনরায় ঐ আধারে অবিশ্রান্ত নিপতিত হইতে লাগিল।

এই অত্যদ্ভুত দ্রব্যত্রয়ের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে, তদ্দর্শনার্থ বহুসংখ্যক লোক প্রতিদিন উদ্যান মধ্যে আসিতে লাগিল। অনন্তর এক দিবস রাজপুত্রদ্বয় বাহমান এবং পরভেজ তাঁহাদের বাটী হইতে দুই তিন ক্রোশ অন্তরে মৃগয়ার্থ গমন করিলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময়ে পারস্যাধীশ্বরও মৃগয়া করিবার জন্য ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থলে আসিয়া উপনীত হইলেন। যুবরাজদ্বয় অশ্বারোহী সৈন্য সন্দর্শনে রাজসমাগম অনুমান করিয়া যে পথে গমন করিলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই সেই পথাবলম্বনপূর্ব্বক গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, কিন্তু দৈব ঘটনায় তাঁহাদিগকে একটী সঙ্কীর্ণ পথিমধ্যে রাজসমক্ষে পড়িতে হইল। তখন তাঁহারা আর অন্য পথে যাইতে না পারিয়া আপন আপন অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক সসম্ভ্রমে ভূমিষ্ঠ হইয়া ভূপতিকে প্রণিপাত করিলেন।

পারস্যাধিপতি তাঁহাদিগের বেশভূষা ও রূপলাবণ্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাঁহাদিগকে রাজকুলোদ্ভব বিবেচনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কে এবং কোথায় অবস্থিতি কর?" জ্যেষ্ঠ যুবরাজ কহিলে "মহারাজ! আমরা মহাশয়ের পরলোকগত উদ্যানপালের পুত্র তিনি তাঁহার মৃত্যুর কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে আমাদের বাসের জন্য যে সুন্দর বাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন আমরা এক্ষণে সেই ভবনেই বাস করিতেছি।" মহীপাল পুনরায় কহিলেন, 'তোমাদের আকার প্রকার দৃষ্টে আমার এমন বোধ হইতেছে যে, তোমরা পশুশিকার করিতে অত্য ভালবাস, অতএব তোমরা মৃগয়াকৌশল দর্শাইয়া আমাকে সন্তুষ্ট কর। ভূপতির প্রমুখাৎ এই কথা শুনিবামাত্র রাজপুত্রদ্বয় তৎক্ষণাৎ অস সাহস প্রকাশপূর্ব্বক স্ব স্ব শর দ্বারা দুইটী সিংহ ও দুইটী ভল্ল শিকার করিলেন।

পারস্যাধীশ্বর তাঁহাদের এবম্প্রকার বীরত্ব দর্শনে মহা তুষ্ট হইয় বলিলেন, "তোমরা অদ্যাবধি আমার অতি প্রিয়পাত্র হইলে, এবং কোন না কোন সময়ে তোমাদের দ্বারা আমার মহোপকার সম্পাদিত হইব সম্ভাবনা।" পরে ভূপতি তাঁহাদের প্রতি এতাদৃশ স্নেহার্দ্রচিত্ত হইলে

যে, তাঁহাদের সহিত নির্জ্জনে কোন কথা বার্ত্তা কহিবার মানসে তাঁহাদিগকে রাজভবনে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন।

বাহমান কহিলেন, "মহারাজ! আপনি আমাদিগের যে প্রকার গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন আমরা তদুপযুক্ত পাত্র নহি, অতএব আমাদিগকে এ বিষয়ে ক্ষমা করিবেন।" নরনাথ ইহাতে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণে অস্বীকার করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বাহমান পুনর্ব্বার উত্তর করিলেন, "মহারাজ! আমাদের একটী কনিষ্ঠা সহোদরা আছে আমরা তাহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কার্য্যই করি না।"

মহীপাল বলিলেন, "ভাল অদ্য তোমরা গৃহে যাও কল্য ভগিনীর সহিত এ বিষয়ের পরামর্শ স্থির করণানন্তর এস্থলে আসিয়া আমাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিও।" তদনুসারে যুবরাজদ্বয় গৃহে গেলেন, কিন্তু ভগিনীকে তদ্বিষয়ের কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিতে স্মরণ হইল না, সুতরাং পর দিবস মৃগয়া স্থানে আসিয়া ভূপতির সহিত সাক্ষাৎ হইবা মাত্র অতীব লজ্জিত হইয়া তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে মহীপাল বলিলেন, "ভাল এবারে যেন স্মরণ থাকে।" কিন্তু রাজপুত্রদ্বয় সেবারেও পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত কথা বিস্মৃত হওয়ায় ভূপতি তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র রুষ্ট না হইয়া যাহাতে তাঁহাদের ঐ সমস্ত কথা স্মরণ হয় তজ্জন্য দুইটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বর্ণ বর্ত্তুল তাঁহাদের হস্তে প্রদানপূর্ব্বক হাস্য করিতে করিতে বলিলেন, "তোমরা এই স্বর্ণ বর্ত্তুল দুইটী বস্ত্র মধ্যে রাখিয়া দাও, তাহা হইলেই বস্ত্র পরিবর্ত্তনকালে আমার কথাগুলি তোমাদের স্মৃতিপথে উদিত হইবে।"

তদনন্তর রাজকুমারদ্বয় গৃহে গিয়া আপনাদিগের বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিবার সময় ঐ বর্ত্তুল দুইটী তাঁহাদের বস্ত্রমধ্য হইতে ভূমিতে নিপতিত হইল দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ভগিনীর নিকট গমন করত তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন।

রাজকুমারী অগ্রজদ্বয়ের প্রমুখাৎ এবম্প্রকার অত্যাশ্চর্য্য কথা শ্রবণ করণানন্তর তিনি যে তদ্বিষয়ে কি সৎপরামর্শ দিবেন তাহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া সেই বাক্‌শক্ত পক্ষীটীর নিকটে গিয়া তদ্বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিহঙ্গম আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বলিল, "ভূপতির অভিলাষ পূর্ণ করা আপনার ভ্রাতৃদ্বয়ের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য কিন্তু রাজবাটী হইতে প্রত্যাগমনকালে তাঁহারাও যেন আপনাদিগের ভবন দর্শনার্থ ভূপতিকে নিমন্ত্রণ করিয়া আইসেন।"

তদনুসারে রাজনন্দনদ্বয় পর দিবস প্রাতে মৃগয়াস্থলে গমনপূর্ব্বক ভূপতির নিকট আপনাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে মহীপাল মহা হৃষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে আপন পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া

রাজ নিকেতনাভিমুখে গমন করিলেন। পারস্যাধিপতি স্বীয় রাজধানীতে আসিয়া উপনীত হইবামাত্র যুবরাজদ্বয়কে দেখিবার জন্য রাজপথে লোকারণ্য হইল। তন্মধ্যে কেহ কেহ বলিতে লাগিল, "আহা! রাজমহিষী যে কয়েক বার গর্ভ ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি বিড়াল, কুক্কুর প্রভৃতি প্রসব না করিয়া যদি প্রত্যেকবারে এক একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিতেন, তাহা হইলে, মহারাজের পুত্রগণও যে ইঁহাদের সমবয়স্ক হইতেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।"

অনন্তর মহীপাল যুবরাজদ্বয়কে মহা সমারোহপূর্ব্বক অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া গিয়া এক খানি অপূর্ব্ব সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন।

রাজ পুত্রদ্বয় বাহমান এবং পরভেজ এক খানি অপূর্ব্ব পর্য্যঙ্কে উপবেশন পূর্ব্বক মদ্যপান করিতেছেন।

তদনন্তর ভূপতি রাজকুমারদ্বয়ের সহিত একত্র বসিয়া ভোজন করিবার সময়ে তাঁহাদিগের বিদ্যা বুদ্ধি ও মিষ্টালাপে মহা সন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আহা! ইহাদিগের যেরূপ বুদ্ধিপ্রাখর্য্য, ইহারা যদি আমার সন্তান হইত, তাহা হইলে যে আমি ইহাদিগকে কতদূর সুশিক্ষিত করিতাম তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না।" তাহার পর তিনি তাহাদিগকে আপন বিশ্রামমন্দিরে লইয়া গিয়া সংগীতকারিণী রমণীগণকে নৃত্যগীত করিতে অনুমতি করিলেন। আজ্ঞামাত্র রমণীগণ এরূপ সুমধুরস্বরে গীত বাদ্য করিতে আরম্ভ করিল যে, রাজপুত্রদ্বয়ের মন একেবারে বিমোহিত হইল।

এবম্প্রকার আমোদ আহ্লাদে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইলে পর, সন্ধ্যার সময় রাজপুত্রদ্বয় বাহমান এবং পরভেজ ভূপতিকে প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে, মহীপাল বাষ্প গদগদস্বরে বলিলেন, "আমি অদ্য তোমাদিগকে যাইতে অনুমতি দিলাম, কিন্তু তোমরা মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও, যেহেতু আমি তোমাদিগকে দেখিলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হই।"

অনন্তর রাজনন্দনদ্বয় তথা হইতে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে ভূপাতকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! আমাদের বলিতে সাহস হয় না আপনি এইবার যখন আমাদের পল্লীর মধ্য দিয়া মৃগয়ার্থ গমন করিবেন তখন যদি আপনি অনুগ্রহপ্রকাশপূর্ব্বক আমাদের বাটীতে একবার পদার্পণ করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করেন, তাহা হইলে, আমাদিগের প্রতি বিশেষতঃ আমাদের ভগিনীটীর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয়।" ইহা শুনিয়া পারস্যাধীশ্বর কহিলেন, "হে সৎকুলোদ্ভবদ্বয়! আমি সন্তোষপূর্ব্বক তোমাদিগের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম, এবং কল্যই যাইয়া তোমাদিগের গৃহ এবং সেই সর্ব্বগুণান্বিতা সহোদরাটীকে দেখিয়া আসিব। অতএব মৃগয়ায় যাইয়া তোমাদের সহিত যথায় প্রথমে সাক্ষাৎ হয় কল্য প্রাতে তোমরা তথায় যাইয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিও, আমি তোমাদিগের সমভিব্যাহারে তোমাদের ভবনে যাইব।"

অনন্তর রাজনন্দনদ্বয় স্বালয়ে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সহোদরাকে এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিলেন। রাজনন্দিনী পরিজাদ,ভূপতির আগমন বার্ত্তা শ্রবণে প্রথমতঃ মহানন্দিতা হইলেন বটে, কিন্তু কি প্রকার অভ্যর্থনা দ্বারা যে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবেন তাহার কিছুই স্থিরনিশ্চয় করিতে না পারিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্নমনে সেই পক্ষীটীর নিকটে যাইয়া তাহাকে তদ্বিষয়ের সদ্যুক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন। বিহঙ্গম বলিল, "হে ভদ্রে! আপনি কতিপয় উত্তমোত্তম পাচক দ্বারা নানাবিধ মাংস ও সুস্বাদু ব্যঞ্জন রন্ধন করাইয়া রাখুন এবং তন্মধ্যে কতকগুলি মুক্তা দিয়া যেন একটা সসার ব্যঞ্জনও প্রস্তুত করা হয়। পরে মহীপাল যখন আহারে বসিবেন তখন ঐ সসার ব্যঞ্জটীই তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে প্রদান করিও,তাহা হইলেই, তিনি মহা সন্তুষ্ট হইবেন।" ইহা শুনিয়া রাজনন্দিনী সাতিশয় বিস্ময়ান্বিতা হইয়া কহিলেন, "হে বিহঙ্গম! তুমি যে কি বলিতেছ আমি তাহার কিছুই ভাব বুঝিতে পারিতেছি না। ব্যঞ্জন মধ্যে এবম্প্রকার মুক্তা দর্শনে ভূপতি আমাদিগকে মহা ঐশ্বর্য্যশালী জ্ঞান করিতে পারেন সত্য বটে, কিন্তু আমাদের ঐশ্বর্য্য দেখাইবার জন্য তো তাঁহাকে এস্থলে আহ্বান করা হয় নাই, তাঁহাকে উত্তমরূপে আহার করানই আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য; বিশেষতঃ তুমি যে প্রকার ব্যঞ্জনের কথা বলিতেছ তাহা প্রস্তুত করিতে গেলে অসংখ্য মুক্তার প্রয়োজন, তাহাই বা আমি কোথায় পাইব?" পক্ষী বলিল, "হে ঠাকুরাণি! আমি যাহা বলিতেছি আপনি তাহাই করুন তজ্জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না। দ্বার ভাণ্ডার দক্ষিণ পার্শ্বে ঐ যে বৃক্ষটী দেখিতে, পাইতেছেন কল্য প্রাতে উহারই মূল খনন করিলে যথেষ্ট মুক্তা প্রাপ্ত হইবেন।"

রাজকুমারী সেই পক্ষীটীর পরামর্শানুসারে পরদিবস অতি প্রত্যূষে এক জন ভৃত্য দ্বারা ঐ বৃক্ষের মূলদেশ খনন করাইলে একটী স্বর্ণ নির্ম্মিত

বাক্স প্রাপ্ত হইলেন এবং তাহা উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন বাক্সটী বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহামূল্য মুক্তায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি সাতিশয় আনন্দিতা হইয়া ঐ বাক্সটী হস্তে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সহোদরদ্বয়কে তন্মধ্যস্থিত মুক্তাগুলি দেখাইয়া তিনি যে প্রকারে তাহা প্রাপ্ত হইলেন এবং তদ্দ্বারা যাহা যাহা করিতে হইবে তাঁহাদিগের নিকট আদ্যোপান্ত তৎসমুদায় বর্ণন করিলেন। তাহা শুনিয়া যুবরাজদ্বয় যদিও সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন তথাপি সহোদরা যাহা করিবেন তদ্বিরুদ্ধে কোন কথা না বলিয়া অনবরত কেবল সেই পক্ষীটীরই প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজবালা প্রধান পাচককে ডাকিয়া যাহা যাহা প্রস্তুত করিতে হইবে তৎসমুদায় বলিয়া দিলেন।

তৎপরে রাজনন্দনদ্বয় মৃগয়া স্থলে গমন করিলেন, এবং পারস্যাধিপতি তথায় আসিবামাত্র তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পরিজাদ, ভূপতিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই দ্বারদেশে দণ্ডায়মানা ছিলেন। এক্ষণে তাঁহাকে অশ্ব হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়া তৎপদতলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে রাজকুমারদ্বয় মহীপালকে বলিলেন, " মহারাজ ! ইনিই আমাদের সহোদরা।" ভূপতি এই কথা শুনিবামাত্র স্বহস্তে তদীয় হস্ত ধারণপূর্ব্বক ভূমি হইতে উত্থান করাইয়া রাজকুমারীকে কহিলেন, " হে ভদ্রে ! আমি তোমার আকার প্রকার দৃষ্টে নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছি যে, তুমি অতি বুদ্ধিমতী, অতএব তোমার সহোদরা দ্বয় যে তোমার পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্য্য করিতে চাহেন না, তাহা বিস্ময়কর নহে। যাহা হউক অগ্রে আমাকে তোমাদের বাটীটী দর্শন করাও, পশ্চাৎ তোমার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইব।" ইহা শুনিয়া নরেশনন্দিনী কহিলেন,"হে রাজন্ ! আমরা অতি সামান্য লোক, এবং নগরের এক প্রান্তভাগে বাস করি, আমাদের এই সামান্য ভবন কোন ক্রমেই আপনার দর্শনোপযোগী নহে।" কিন্তু ভূপতি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া স্বয়ং ঐ বাটীর সমস্ত গৃহাদি অবলোকন করণানন্তর মহা আনন্দিত হইয়া রাজকুমারীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, " হে সুন্দরি ! এক্ষণে তুমি আমাকে তোমাদের উদ্যানটী দর্শন করাও, বোধ করি, তাহাও এই ভবনের উপযুক্ত হইবে।" তদনুসারে রাজকন্যা তৎক্ষণাৎ উদ্যানদ্বার মুক্ত করিয়া ভূপতিকে তন্মধ্যে লইয়া গেলেন। মহীপাল উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র প্রথমেই সেই পীতবর্ণ প্রস্রবণটী তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তদ্দর্শনে তিনি সাতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, " আহা! এমন অপরূপ বারিস্রোত কখন দেখি নাই ! আমার বিবেচনায় ইহার সমতুল্য প্রস্র

ভূমণ্ডলে আর নাই।" এই কয়েকটী কথা বলিয়া ভূপতি যেমন তাহা বিশিষ্টরূপে নিরীক্ষণ করিবার জন্য তদভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন অমা' সেই সংগীতকারী বৃক্ষটীর সুমধুর গীত শুনিতে পাইলেন। তচ্ছ্রবণে তিনি সাতিশয় বিমোহিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সুন্দরি! গান শুনা যাইতেছে কিন্তু গায়কগণ দৃষ্ট হইতেছে না ইহারই বা কারণ কি? তাহারা কোথায়? তাহারা কি ভূমধ্যে অথবা শূন্যমার্গে অদৃশ্য হইয়া আছে?" রাজনন্দিনী ভূপতির প্রমুখাৎ এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক উত্তর করিলেন, "মহারাজ! ইহা সংগীতকারী মনুষ্যগণ গান করিতেছে না, আপনার সম্মুখ দিকে ঐ যে বৃক্ষটী দেখিতে পাইতেছেন ঐ মহীরুহই এবম্প্রকার সুমধুরস্বরে গীত করিতেছে, আপনি উহার নিকটস্থ হইলেই আরো স্পষ্টরূপে সংগীত শুনিতে পাইবেন।"

পারস্যাধিপতি কহিলেন, "হে রূপবতি! তুমি এমন অদ্ভুত বৃক্ষ কোথায় পাইলে? ইহা কি অকস্মাৎ এখানে উৎপন্ন হইয়াছে? না কোন ব্যক্তি তোমাকে উপহার স্বরূপ ইহা প্রদান করিয়াছেন? এবং এই বৃক্ষটীরই বা নাম কি?"

রাজকুমারী বলিলেন, "মহারাজ! ইহাকে আমরা সংগীতকারী বৃক্ষই বলিয়া থাকি। এবং ইহা যে প্রকারে এখানে আনয়ন করা হইয়াছে তদ্বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণন করা যায় না। অতএব আমি সময়ান্তরে আপনকার নিকট পীতবর্ণ বারি, সংগীতকারী বৃক্ষ এবং বাক্‌সিদ্ধ পক্ষী এই অদ্ভুত দ্রব্যত্রয় যে প্রকার কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক এ স্থানে আনয়ন করিয়াছি তদ্বিবরণ ব্যক্ত করিব, এক্ষণে আপনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছেন অতএব ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন।" ভূপতি বলিলেন, "আমি যে অত্যদ্ভুত দ্রব্যগুলি দর্শন করিলাম ইহাতেই আমার সকল শ্রম দূর হইয়াছে, এক্ষণে আমাকে সেই বাক্‌সিদ্ধ পক্ষীটীর নিকটে লইয়া চল।"

অনন্তর রাজকন্যা ভূপতিকে সমভিব্যাহারে লইয়া একটী অপূর্ব্ব গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং নানা জাতীয় সংগীতকারী বিহঙ্গম পরিবেষ্টিত সেই বাক্‌সিদ্ধ পক্ষীটীর সমীপবর্ত্তিনী হইয়া কহিলেন, "রে বিহঙ্গম! অদ্য পারস্যাধিপতি আসিয়াছেন ইঁহাকে প্রণাম কর।" ইহা শুনিয়া পক্ষী কহিল, "মহারাজের জয় হউক, পরমেশ্বর মহারাজকে দীর্ঘজীবী করুন।"

অনন্তর পক্ষীটী যে গৃহে ছিল সেই গৃহেই ভোজনের আয়োজন হইলে, ভূপতি আহার করিতে বসিয়া শসার ব্যঞ্জনটী সম্মুখে থাকাতে সর্ব্বাগ্রেই তাহার কিয়দংশ মুখে ফেলিয়া দিলেন। তৎপরে চর্ব্বণ করিতে গিয়া দেখিলেন যে, তন্মধ্যে কতকগুলা মুক্তা রহিয়াছে। তাহাতে

তিনি সাতিশয় বিস্ময়াম্বিত হইয়া কহিলেন, "একি! এর কি অভিপ্রায়ে মসার সহিত মুক্তা মিশ্রিত করিয়া ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়াছে, মুক্তা কি কখন ভক্ষণ করা যায়?" এই কথা বলিয়াই তিনি যেন তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবার মানসে রাজকন্যা ও রাজপুত্রদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন অমনি সেই বাক্‌সিদ্ধ পক্ষীটী বলিতে লাগিল, মহারাজ! আপনি যখন বিশ্বাস করিতে পারিয়াছিলেন যে, "আপনার রাজমহিষী মানব হইয়া একটী কুক্কুর ও একটী মার্জ্জার এবং একটী কাষ্ঠের পুতুল প্রসব করিয়াছেন তখন আপন চক্ষে মসাতে মুক্তা দর্শনে কি জন্য এ প্রকার আশ্চর্য্য বোধ করিতেছেন?" পক্ষীর প্রমুখাৎ এই কয়েকটী কথা শুনিবামাত্র ভূপতি উত্তর করিলেন, "তদ্বিষয়ে আমার কোন দোষ নাই, আমি ধাত্রীদ্বয়ের বাক্যেই তাহা স্বীকার করিয়াছি।"

তখন পক্ষী বলিল, "মহারাজ! ধাত্রীদ্বয় যে কে আপনি তাহা জানেন না কি? তাহারা রাজ্ঞীর দুই সহোদরা। তাহারা কনিষ্ঠা ভগিনীর এবম্প্রকার সৌভাগ্য দর্শনে সাতিশয় ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া আপনাকে প্রতারণা করিয়াছে। তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ পীড়ন করিলেই তাহারা স্বদোষ স্বীকার করিবে। এবং আপনার সম্মুখে এই যে দুই রাজপুত্র ও রাজকন্যাটীকে দেখিতেছেন ইঁহারাই আপনার ঔরস জাত সন্তান। হিংসাকারিণী ধাত্রীদ্বয় ইঁহাদিগকে বিনাশ করিবার মানসে সিন্দুকমধ্যে পূরিয়া নদীতে নিক্ষেপ করিলে পর, ইঁহারা যখন আপন উদ্যানের নিকট দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিলেন সেই সময়ে আপনার উদ্যানরক্ষক ইঁহাদিগকে নদী হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক আপন সন্তানের ন্যায় লালন পালন করিয়াছিল।"

পক্ষী এবম্বিধ অভাবনীয় ঘটনার বিষয় বর্ণন করত ভূপতির ভ্রম দূরীভূত করিলে, তিনি তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে-বিহগশ্রেষ্ঠ! তোমার বাক্যগুলি যে সম্পূর্ণ সত্য তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যেহেতু ইহাদিগকে দেখিয়া অবধি আমার অন্তঃকরণ মধ্যে যে অপত্য স্নেহের উদয় হইয়াছে তাহাতেই আমার বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, ইহারাই আমার ঔরসজাত সন্তান।" ভূপতি এই কয়েকটী কথা বলিয়াই গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সন্তানত্রয়কে আলিঙ্গন করিলেন এবং অবিরল ধারায় আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। দুই ভ্রাতা এবং ভগিনীটীও পিতৃ দর্শনে সাতিশয় পুলকিত হইয়া একেবারে আনন্দ সাগরে ভাসমান হইলেন।

অনন্তর মহীপাল রাজকুমার এবং রাজকুমারীর সহিত একত্র উপবেশনপূর্ব্বক আহার করিলেন। পরে গমনকালে ইঁহাদিগকে বলিয়া গেলেন, "হে সন্তানগণ! অদ্য তোমরা তোমাদের পিতাকে দর্শন করিলে কল্য আমি তোমাদের জননী রাজমহিষীকে এই স্থানে আনিয়া দেখা-

হব। অতএব তোমরা তাঁহাকে বিশেষ অভ্যর্থনা করিবার আয়োজন কর।"

ইহা বলিয়া পারস্যাধিপতি নিজ অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক অতি দ্রুত গমনে আপন রাজধানীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর সর্ব্বাগ্রে রাজ্ঞীর সেই ঈর্ষান্বিতা ভগিনীদ্বয়কে রাজসভায় আনয়ন করাইলেন এবং বিচারে তাহাদের দোষ সপ্রমাণ হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহাদের মস্তক ছেদনের অনুমতি দিলেন। তৎপরে যে স্থানে রাজমহিষী কারারুদ্ধা থাকিয়া মহাকষ্টে জীবন যাপন করিতেছিলেন, পারস্যাধিপতি সভাসদ্গণ সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে গদ্গদস্বরে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "হে প্রেয়সি! আমি বিচার না করিয়া তোমার প্রতি যে অন্যায়াচরণ করিয়াছি, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করণার্থ আমি তোমার নিকটে আগমন করিয়াছি, এবং যাহাদের জন্য তোমাকে এতাদৃশ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহাদেরও প্রাণদণ্ড করিতে অনুমতি দিয়াছি। এক্ষণে আমি কুক্কুর বিড়ালের পরিবর্ত্তে তুমি যে দুইটী বহুগুণসম্পন্ন কুমার এবং কাষ্ঠময়ী পুত্তলিকার পরিবর্ত্তে একটী পরমা সুন্দরী কুমারী প্রসব করিয়াছ, তাহাদিগকে তোমাকে যখন দর্শন করাইব, তখন তুমি পূর্ব্ব দুঃখ একেবারে বিস্মৃত হইবে। সম্প্রতি তুমি গৃহে চল।" ইহা বলিয়া তাঁহাকে মহা সমারোহপূর্ব্বক রাজপুরীতে লইয়া গেলেন।

পর দিবস প্রাতে রাজা এবং রাজ্ঞী উত্তমরূপ বসন ভূষণে সুসজ্জিত হইয়া পারিষদ্গণ সমভিব্যাহারে পূর্ব্বতন উদ্যানপালের ভবনে যাত্রা করিলেন। এবং তথায় উপনীত হইয়াই ভূপতি যুবরাজদ্বয় বাহমান ও পরভেজ এবং রাজনন্দিনী পরিজাদকে রাজ্ঞীর ক্রোড়ে সমর্পণপূর্ব্বক কহিলেন, "প্রিয়তমে। ইহারাই তোমার গর্ব্ভজাত সন্তান। এক্ষণে ইহাদিগকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন প্রদানপূর্ব্বক জগদীশ্বরের নিকট ইহাদের সুদীর্ঘ আয়ু প্রার্থনা কর।"

রাজমহিষী, যে পুত্র কন্যার অভাবে এত কাল বহুবিধ কষ্ট এবং অপমান সহ্য করিতেছিলেন এক্ষণে তাহা বিস্মরণপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিজ ক্রোড়ে ধারণ করতঃ অবিরত আনন্দাশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

ইতিপূর্ব্বে রাজপুত্রগণ আপন পিতামাতার আহারের জন্য যে সমস্ত উত্তমোত্তম খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহারা সকলেই একত্র উপবেশনপূর্ব্বক তৎসমুদায় আহার করিলেন।

তদনন্তর পারস্যাধিপতি স্বীয় মহিষীকে সেই পীতবর্ণ জল, সংগীতকারী বৃক্ষ এবং বাক্‌সিদ্ধ পক্ষীটীকে দেখাইয়া আনিলেন। তৎপরে তিনি আপন অশ্বে আরোহণ করিয়া রাজপুত্রদ্বয়কে দক্ষিণ পার্শ্বে এবং

পরিজাদ ও মহিষীকে বাম পার্শ্বে পৃথক্ পৃথক্ অশ্বে আরোহণ করাইয়া মহা সমারোহপূর্ব্বক রাজনিকেতনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য পথিমধ্যে লোকে লোকারণ্য হইল এবং রাজবালার হস্তস্থিত সেই বিহঙ্গমবরের সুমধুর সংগীত শ্রবণে অপরাপর পক্ষীগণ একেবারে বিমোহিত হইয়া রাজবাটী পর্য্যন্ত তাহার অনুসরণ করিল। এইরূপে তাঁহারা যে দিনে রাজনিকেতনে গিয়া উপনীত হইলেন সেই দিন অবধি কয়েক দিবস পর্য্যন্ত পুরবাসীগণ এবং অপর সাধারণ সকলেই নানা প্রকার আমোদ প্রমোদে কালাতিপাত করিতে লাগিল।
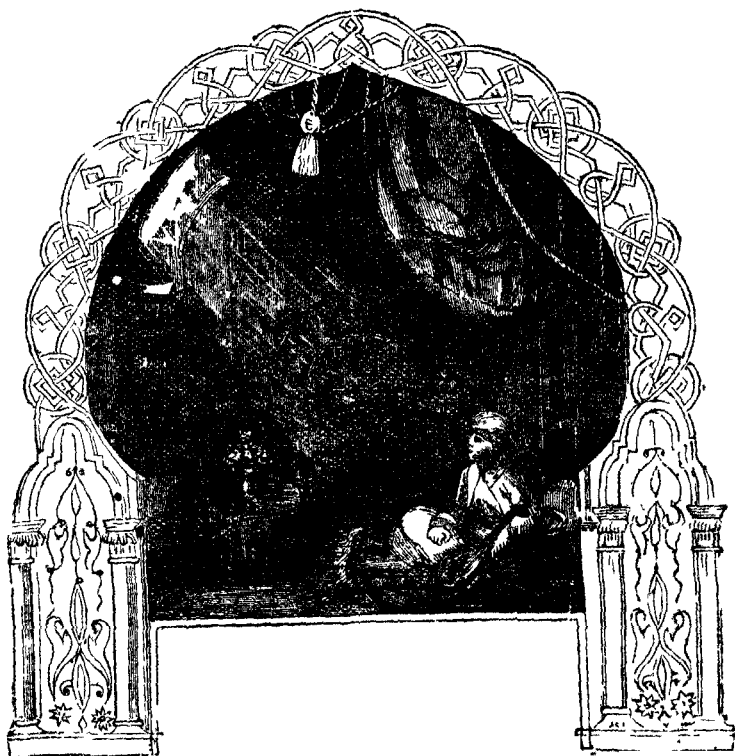
উপসংহার।

—

এইরূপে একাধিক সহস্র রজনী।
উপন্যাস বলিলেন নরেশরমণী॥
শাহারজাদীর মুখে পারসভূপতি।
উপন্যাস শুনি তুষ্ট হইলেন অতি॥
কঠিন হৃদয় তাঁর হইল কোমল।
ঘুচিল নারীর প্রতি বিদ্বেষ প্রবল॥
মহীপাল মগ্ন হয়ে উল্লাসে তখন।
বলিলেন মহিষীকে করি সম্বোধন॥
"প্রেয়সি শাহারজাদি! মহিষী আমার।
মোহিত হয়েছি আমি গুণেতে তোমার॥"
"আমার নিয়ম এই, হই যার স্বামী।
তার সহ এক নিশি বঞ্চি মাত্র আমি॥"
"পর দিন প্রাতঃকালে জীবন তাহার।
মন্ত্রীকে বলিয়া থাকি করিতে সংহার॥"
"নিকট মরণ তার, জায়া করি যারে।
এ প্রকারে কত নারী গেছে যমাগারে॥"
"নিষ্ঠুরাচরণ মম করিয়া শ্রবণ।
স্বেচ্ছায় আমায় তবু করিলে বরণ॥"
"মৃত্যুভয় একেবারে করি বিসর্জ্জন।
অসামান্য সাহস করিলে প্রকটন॥"
"ধন্য ধন্য ধন্য প্রিয়ে! তোমার ভরসা।
কে পারে এমন কার্য্য করিতে সহসা॥"
"নারীকুলে তব সমা নাই বুদ্ধিমতী।
কি কৌশল প্রকাশিলে তুমি গুণবতী॥"
"গল্পের কৌশলে শুধু মম মন হরি।
কাটাইলে একাধিক সহস্র শর্ব্বরী॥"
"মনোহর উপন্যাস শুনিতে শুনিতে।
অবসর না পেলেম নিয়ম পালিতে॥"
"যথা করেছ তুমি মানস রঞ্জন।
বিফলে তোমার শ্রম যাবে না তখন॥"
"তোমার জীবননাশ করিব না আর।
তোমারে দিনু আমি এই পুরস্কার॥"

"তোমা হতে প্রাণপ্রিয়ে ! কত কুলবধূ ।
অকারণ প্রাণদণ্ডে পেলে অব্যাহতি ॥"
"তোমা হতে আমারও হলো উপকার ।
ঘুচাইলে আমার নির্দ্দয় ব্যবহার ॥"
"এস এস প্রাণেশ্বরি! তোমায় এখন ।
প্রেম সহকারে তুষি দিয়া আলিঙ্গন ॥"
"অদ্যাবধি হলে তুমি মম পাটরাণী ।
তোমায় পাইয়া আমি বহু ভাগ্য মানি ॥"
"শুনিয়া শাহারজাদী ভূপের বচন ।
বলেন বিনয় করি ধরিয়া চরণ ॥"
"প্রাণেশ্বর নৃপবর ! আমি তব দাসী ।
বাড়ালে আমার মান স্বগুণ প্রকাশি ॥"
"তুমি হে রাজাধিরাজ রাজ্যের ভূষণ ।
আমি তব যোগ্যা নই জানি বিলক্ষণ ॥"
"পদে পদে আমায় হে যদি রাখ পদে ।
তবে ত যে পদ দিলে থাকিব সে পদে ॥"
"শাহারজাদীর পিতা রাজমন্ত্রিবর ।
এই সুসংবাদ শুনি প্রফুল্ল অন্তর ॥"
"এই কথা সর্ব্ব স্থানে হইল প্রচার ।
শুনিয়া সন্তোষ মনে জন্মিল সবার ॥"
"সকলেই মনে ভাবি স্বকন্যা বাঁচিল ।
শাহারজাদীর গুণ গাইতে লাগিল ॥"

সম্পূর্ণ ।

and Published by B. M. Bhatta marjya, 41, Chitpore Road